উনিশ ও বিশশতকের দলিল দস্তাবেজে আইন আদালত ভাষা সমাজ ও সংস্কৃতি

ড. সুকুমার মাইতি

বিজন-পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র
বিদ্যাসাগরপুর, পোঃ ইন্দা, খড়গপুর-৭২১৩০৫

প্রকাশক ঃ
শ্রী মৃত্যুঞ্জয় রায়
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর ২০০০

বর্ণ সংস্থাপন ঃ
সিগমা কম্পিউটারস্
ছোটবাজার, মেদিনীপুর

প্রাপ্তিস্থান ঃ
ফার্মা কে এল.এম
২৫৭/বি, বি.বি গাঙ্গুলি স্ট্রীট
কলকাতা

মুদ্রণ ঃ
ইউনিক কালার প্রিন্টার্স
২০এ পটুয়াটোলা লেন

নিবেদন

কৃষি ভিত্তিক এই বাংলার সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত কৃষক সমাজের অতীত জীবন খুব সুখকর ছিল না। দারিদ্র্য অভাব অনটন সাংসারিক অশান্তি নিত্য সহচর ছিল। অতিপ্লাবন খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল অজন্মা আর এ কারণেই মহাজন, জমিদার তাদের পাইক লেঠেলদের কুক্ষিগত কৃষক সমাজ দিনের পর দিন এমন কি বছরের পর বছর অনিশ্চিত জীবনযাত্রার মুখোমুখী হয়ে কেমন করে পুরুষানুক্রমিক জীবনধারাকে প্রবহমান রেখেছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতঃপূর্বে তা বিশ্লেষিত হলেও আকর উপাদানগুলির পূর্ণাঙ্গ রূপ একসাথে কোথাও গ্রন্থিত হয়ে আলোচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। একটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আশপাশের কৃষিভূমি ও কৃষক জীবনের অতীত অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে একটি বিশেষ অঞ্চলের ভূমিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। স্বীকার করছি যে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ও বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থ আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল তা সম্ভব হয়নি সীমাবদ্ধতার কারণে। তবুও এ কাজটুকু করলাম এই আশায় যে আগামী দিনের সমাজ বিজ্ঞানীরা হয়তো তাঁদের গবেষণার নানা আকর উপাদানের সন্ধান পাবেন এই পট্টলিগুলি থেকে।

গ্রন্থের প্রথম পর্বে বিষয় ভিত্তিক যে দলিল দস্তাবেজগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলি মৎ প্রতিষ্ঠিত বিজন পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রতিটি সংকলিত অভিলেখর শেষে বন্ধনীর মধ্যে যে সংখ্যাটি উল্লেখিত ওটি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত অভিলেখর ক্রমিক সংখ্যা। সংকলিত অভিলেখগুলিতে গৃহীত বানান যথাযথভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে তবে পাঠের সুবিধার্থে যতি চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে যথাস্থানে। অভিলেখগুলির একটি বিশেষ অংশ বাঁধা রীতিতে লেখা হলেও একই রূপ বলে কোন অভিলেখর কোন অংশ বাদ দেওয়া হয়নি এ কারণেই, অভিলেখগুলির বাদ দেওয়া অংশ যাতে অভিলেখর সম্পূর্ণ অংশের মূল্যায়নে কোন বাধার সৃষ্টি না করে বা গবেষক পাঠককে কোন অহেতুক প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে না দেয়। অভিলেখগুলির * চিহ্নিত অংশ হয় কীটদষ্ট নয়তো দুষ্পাঠ্য। গবেষণাকালে সন্দর্ভটির নামকরণ করেছিলাম "দক্ষিণবঙ্গে উনিশ ও বিশ শতকের দলিল দস্তাবেজে বাংলা গদ্য ভাষা সমাজ ও সংস্কৃতি"। বর্ত্তমানে নামকরণ পরিবর্তিত আকারে রাখা হল।

গবেষণা নিবন্ধটিতে ব্যবহৃত আকর উপাদান সমূহের প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আমার পরম পূজনীয় শিক্ষক ও সহকর্মী প্রয়াত অজিত কুমার পাণ্ডে মহাশয়। সে আজ থেকে চার দশক আগের ঘটনা। একদিন উনি ওঁর

বাড়ির কয়েকটি অভিলেখ নিয়ে এসে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন "দেখ সুকুমার এগুলো আমার বাড়িতে বহুকাল অবহেলায় পড়ে রয়েছে। যদি তোমার কিছু কাজে লাগে।" সেই সবে ক্ষেত্রানুসন্ধানে ব্রতী হয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেছি। সে সময়ে তাঁর দেওয়া ঐ সাত আটটি অভিলেখ যেন আমার চোখের সামনে এক নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিল। তারপর বহু প্রাচীন পুঁথির সঙ্গে এগুলোও সংগ্রহ করতে লাগলাম নতুন উদ্যমে। সংগৃহীত এই সব প্রাচীন নথিপত্রের পাতায় চোখ রেখে দেখতে পেলাম আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি। এক একজনের জীবনযাত্রার সেই খন্ডচিত্রগুলোকে একত্র করে একটি পূর্ণাবয়ব চিত্রের রূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। আর এই কাজে যাদের অকৃপণ দান ও ঔদার্যের পরিচয় পেয়েছি তারা হলেন অভিলেখগুলির দাতা। তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। এই গবেষণা সন্দর্ভ রচনাকালে অধুনা দুস্প্রাপ্য পত্র পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন কমল কুমার প্রধান, মনোজ মাইতি, মুকুল মাইতি, বিশ্বরঞ্জন মাইতি। গবেষণা কর্মে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জুগিয়েছেন অধ্যাপক ড. প্রদ্যোত কুমার মাইতি অধ্যাপক শ্রীযুত প্রণব বাহুবলীন্দ্র অধ্যাপক ড. মৃণালকান্তি ঘোষ দস্তিদার ও ড. মনোরঞ্জন ভৌমিক, শ্রীযুত বিষ্ণুপদ মাইতি, অধ্যাপক দিলীপ রায়, শ্রীমতি মধুমিতা মহাপাত্র অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ জানা, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত ভবানী মহাপাত্র ও শ্রীযুত সর্বানী মহাপাত্র ও বন্ধুবর সর্বশ্রী প্রভাসচন্দ্র জানা, অতুলচন্দ্র ভৌমিক ড. চন্ডীচরণ আদক শেখ নুর মহম্মদ শেখ মঞ্জুর আহম্মদ ও শেখ মহবুব আহমদ। অভিসন্দর্ভটি সম্বন্ধে যাঁদের নিরন্তর কৌতূহল আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তাঁরা হলেন শ্রীযুত গোকুল চন্দ্র পাত্র অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) প্রবীণ গবেষক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রায়. অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ ড. হরিপদ মাইতি, ড. কমল কুমার কুন্ডু, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ জানা, শ্রীযুত ইন্দুভূষণ অধিকারী, শ্রীমতি করুণাময়ী ভৌমিক, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক খড়্গপুর, সর্বশ্রী জ্ঞানরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুব্রত পাত্র, লক্ষ্মণ চন্দ্র পাত্র, উজ্জ্বল কুমার রক্ষিত ও রবীন্দ্রনাথ গাঁতাইত। এঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় পিঁয়াজবেড়িয়া (তমলুক) গ্রামের মাইতি পরিবারের দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয় যাঁরা তাদের পারিবারিক অভিলেখগুলি সংগ্রহশালায় দান করে ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন।

এই গবেষণা নিবন্ধটি প্রকাশকালে কৃতজ্ঞতা জানাই সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সহ ঐ বিভাগের ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও আর এন হালদারকে, যাঁদের সার্বিক সহযোগিতায় গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত। কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ড. গৌতম সেনগুপ্ত ও ঐ বিভাগের নিবন্ধন আধিকারিক শ্রীমতি শ্যামলী দাস ও শ্রীমতি সুমেধা মিত্রকে। এঁদের সকলের সহানুভূতি ব্যতিরেকে এ গ্রন্থ কখনোই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

সংগ্রহশালায় সংগৃহীত অভিলেখগুলির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও গবেষণা বিষয়ে উৎসাহ পরামর্শ ও সাহায্যদানে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করছেন রাজ্য সরকারের লেখ্যাগারের অধিকর্তা ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় সহ-অধিকর্তা শ্রীমতি আরাধনা ঘোষ চিপ আর্কাইভিস্ট শ্রীযুত দিলীপ কুমার মুখার্জী ও আর্কাইভিস্ট শ্রীমতি সুমিতা শীল। এ জাতীয় দুষ্প্রাপ্য নথিপত্র, প্রাচীন পত্র পত্রিকা, পুঁথিপত্র ও শতবর্ষে মুদ্রিত গ্রন্থরাজি সংগ্রহ যেমন একটি সময়সাপেক্ষ ধৈর্য ও পরিশ্রমের কাজ তেমনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে গবেষকদের ব্যবহারোপোযোগী করে দীর্ঘস্থায়ী করাও একটি ব্যয়সাপেক্ষ দীর্ঘমেয়াদি কাজ। একাজেও দিল্লীর National Archives of India-র সহযোগিতা ও সাহায্য স্মরণীয়।

পারিবারিক ক্ষেত্রে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপনে এ বিষয়ে মনস্থ করতে সাহায্য করেছেন স্ত্রী শ্রীমতি গীতা মাইতি ও জ্যেষ্ঠ বধূমাতা শ্রীমতি রূপা মাইতি। জামাতা শ্রীমান শ্যামল মাইতি কন্যা শ্রীমতি পাপিয়া মাইতি ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সৌগতর কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। দূর থেকে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শৌভিক ও কনিষ্ঠ পুত্রবধূ কল্যাণীয়া বীণা পিল্লাইয়ের আমার শারীরিক খোঁজখবরও আমাকে উৎসাহিত করেছে। চার বছরের পৌত্রী সুলগ্নার দাদুকে পানীয় জল সরবরাহ এবং দৌহিত্রী শ্রাবন্তীর আমার লেখার প্রতি নিরন্তর কৌতূহল সব কিছুই কাজের প্রেরণা। এখন এই অভিসন্দর্ভটি গবেষক-সমাজবিজ্ঞানী-পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হলে শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

বিদ্যাসাগরপুর
পোঃ ইন্দা, খড়্গপুর

শ্রী সুকুমার মাইতি

এই লেখকের

তাম্রলিপ্তিক উপভাষা জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি (১ম ও ২য়)
সাহিত্য ইতিহাস অন্বেষণ অনুধ্যান
নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল (মূল কাব্যসহ)
সুবর্ণ স্বাক্ষর
বৃহত্তর ময়নার ইতিবৃত্ত (সম্পাদিত)
বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য রম্যাণিবীক্ষ্য ও ভারততত্ত্ব (যন্ত্রস্থ)

সূচীপত্র

১ম পর্ব ঃ দলিল দস্তাবেজ সংকলন

২য় পর্ব ঃ বিশ্লেষণ

ছেঁড়া তমসুক

একদিন এই পথে হেঁটেছিল আমাদের পিতা পিতামহ
ন্যুব্জদেহে বক্রপদে পৃষ্ঠে বহি ঋণভার থলি
বসেছিল পিতামহী অপলক দৃষ্টিপাতে গৃহের আঙিনায়
কখন আসিয়া দেবে হাসিমুখে খাদ্যভার আনি
সন্তান সন্ততিলাগি বুভুক্ষু সবারে। অচেনা পথের পানে
চেয়ে চেয়ে মাতা, রাতের প্রহর গুণে একঠাঞে বসে
ভেবেছিল—'সূর্য্য অস্ত' গেছে চলে আজিকার মত, হয়তো বা
নিলামে উঠিয়া গেছে খাজনার দায়ে বাস্তুভিটে কালাবাড়ি
জিরেতের সবটুকু জমি। এখনো ফেরেনি পিতা
আদালত হতে। জ্যাঠা খুড়ো খুড়িমারা যে যাহার সুরে
কুঁড়ে ঘরে বসে বসে গান গায় ঘুম পাড়ানিয়া
কচি কচি দেহ'পরে হাত দুটি রেখে।
কত কি যে ভেবে চলে, ইতিহাসে লেখা নাই তাহা।
আগামী বাদল দিনে ঝোড়ো হাওয়া হয়তো বা
তুলে নিয়ে যাবে মাথার এ ছাদটুকু
কিংবা মহাজন এসে দেবে তাড়া, উচ্চস্বরে ডাক দেবে
'ছেড়ে দাও বাস্তুভিটে, কেন আছ এখনো এ ঠাঞে?'
এ সব দিনের ছবি আজ আর সত্য নয়। সত্য শুধু—
'আরো চাই, আরো দাও, কিছুই পাইনি মোরা
আজও এ শরতে।' কতখানি হেঁটে মোরা কত পথ শেষে
কোথায় দাঁড়ায়ে আজি কত শক্ত পায়ে
একদিন ভাবি যদি সকলে আমরা
অনেক সুখের দিনের, গাণিতিক সংখ্যা যাবে বেড়ে।


26

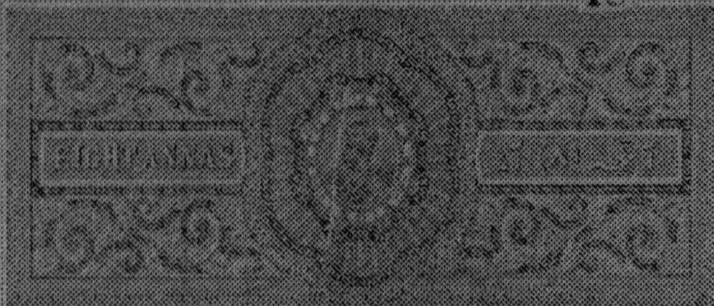
40

EIGHT ANNAS

[illegible]

[illegible]

48 8 As.



53 ✓12 As.

TWELVE ANNAS

INDIA

बारह आना

226



797



প্রথম পর্ব ঃ সাধারণ আলোচনা

কোন একটি দেশের জাতীয় ইতিহাস রচনার আকর উপাদান হল প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন। অতীতকে খুঁজে পেতে ও মূল্যায়নে প্রধান সহায়ক এই সব উপাদান সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। আবার এই ইতিহাস রচিত না হলে একটি জাতিকে পরিপূর্ণ ভাবে জানা ও চেনা সম্ভব নয়। নিজ নিজ জাতির ইতিহাস না জানলে বর্ত্তমান প্রজন্মের কাছে একটি সত্য অনুদ্ঘাটিত রয়ে যাবে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছে ইতিহাস তুলে ধরা একটি মহৎ কর্তব্য রূপে চিহ্নিত। সে কারণে প্রতিটি দেশই নিজ নিজ জাতীয় ইতিহাস রচনায় অভিনিবিষ্ট। আর এই কাজকে প্রামাণ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ ঐতিহাসিক করে তুলতে ঐতিহাসিক উপাদান সমূহের অনুসন্ধান একান্ত কর্তব্যরূপে বিবেচিত।

সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের জীবনচর্চা ও চর্যার মধ্যে যেমন কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তেমনি একটি পরিবার, পরিবার থেকে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যার মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার বিষয়। আর এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনচর্যার সমষ্টিগত রূপের মধ্যেই নিহিত থাকে একটি জাতির সামগ্রিক পরিচয়। তাই একটি জাতিরও সামগ্রিক পরিচয় পেতে হলে ব্যক্তি তথা পরিবারকেন্দ্রিক জীবনচর্যার উৎস থেকে তা অনুসন্ধেয়। কারণ লোকসংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা ঐ ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের মধ্যেই নিহিত। গতিশীল জীবনের ন্যায় সংস্কৃতি ও এগিয়ে চলেছে কালের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে। এই গতিশীলতার জন্যই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের জাতীয় জীবনে লোকসংস্কৃতি ও তার ইতিবৃত্তের মূল্য এত বেশী। লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে বৃত্তি আচার সংস্কার ধ্যান ধারণা প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে। এক একটি জনপদের ভৌগোলিক সীমানা জুড়ে গড়ে ওঠে আঞ্চলিক সংস্কৃতি, এই আঞ্চলিক সংস্কৃতি ক্রমে স্বকীয় সুষমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে এবং দেশের সামগ্রিক পূর্ণাবয়ব গঠনে সহায়তা করে। তাই আঞ্চলিক সংস্কৃতিরও প্রত্যক্ষ অনুশীলন ব্যতিরেকে দেশের সামগ্রিক রূপ চেনা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "যেখানেই হউক না কেন মানব সাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভাল করিয়া জানাইবার একটা সার্থকতা আছে, পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে, তাহাকে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোন ক্লাশের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।"

"আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম

রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড় একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। পুঁথিকে আমরা কত বড় মনে করি এবং পুঁথি যাঁহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি, কিন্তু জ্ঞানের সেই আদি নিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ তাহার সেই প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভাল করিয়া নিযুক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যে রূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার বিভিন্নতা আছে, এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞতব্য বিষয় আছে, বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে।"[১]

পুঁথি সর্বস্ব ইতিহাস চর্চার দোষ ত্রুটি সম্পর্কে উপরিউক্ত মন্তব্যের আলোকে বলা যায় স্থানভেদে সংস্কৃতিতে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার জন্যই দেশের বিভিন্ন অংশের ও অঞ্চলের সাংস্কৃতিক তথ্য সন্ধান ও সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। ইতিহাস চর্চার এই পদ্ধতিকে বলা হয়েছে The process of writing history from the bottom up through the use of local metirials and a local focus"[২]

ভূমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণের পরক্ষণ থেকেই হয়তো তা সচেতন ভাবে নয়, তবে ভূমি ব্যতিরেকে যে মানুষের জীবন অচল এ কথা বুঝতে হয়তো আরও একটু সময় লেগেছিল। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল তা কিন্তু ভূমিকেন্দ্রিক সম্পদকে কেন্দ্র করে। কালের বিবর্ত্তনে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবন গড়ে ওঠার সাথে সাথে দলনেতা বা জমিদার বা রাজার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কালক্রমে। আর জমিদার তথা রাজার সঙ্গে প্রজার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় এই সব প্রাচীন পট্টোলিগুলি থেকে।

ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা মূলত কৃষি নির্ভর। তাই প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে কৃষি কাজের উল্লেখ দেখতে পাই। বৈদিকযুগ মূলত কৃষিযুগ বলেই বৈদিক দেবদেবীরা কৃষি দেবতার প্রতিক রূপে বর্ণিত হয়েছেন। যদিও প্রাচীন ভারতে শিবকে ক্ষেত্রপালরূপে চিত্রিত করা হয়নি। তবুও পরবর্তীকালে অবার্চীন সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রাহ্মণ ভোলা মহেশ্বরকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কৃষিকাজ করার কথা বলা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য শিবায়নে কবিরা কৃষক শিবের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

ধর্মমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত শূন্যপুরাণে শিবের চাষবাসের অনুরূপ চিত্র বর্ণিত

হয়েছে। 'ধর্মপূজা' বিধানে দরিদ্র ক্ষুধাতুর ভিখারী শিবকে চাষবাস করে সুখে দিন যাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছেন ভক্তবৃন্দ।

চাষ চস মহাপ্রভু সুখে অন্ন খাব।
বড় বড় মুনিগণের দ্বারে নাম পাব।।
পুষ্কন্নির মৃণাল ঠাঁহি চস চাসখানি।
আয়সা লাগিলে হে ছিচিয়া দিবে পানি।।
অন্য কৃষাণ কান্দিব মাথায় হাত দিয়া।
আমরা দায়িব ধান্য আনন্দিত হয়্যা।।
কাপাস চাস কর প্রভু পরিবে কাপড়।
দেবতা হয়্যা পরিবে কত কেঁউদা বাঘের ছড়।।
তিল সরিষা মহাপ্রভু করহ উপায়।
তেল থাকিতে কত বিগতি মাখিবে গায়।।
ইক্ষু চাস কর প্রভু পঞ্চামিত খাব।
ঘরেতে থাকিতে কত পরের দ্বারে জাব।।
খুজিয়া বাটনা গোমাঞি করহ উর্ত্তন।
এই সব দর্ব্য চাই নিরামিষা ভোজন।।[৩]

কিন্তু সমস্যা হল কৃষি কাজের উপকরণ নিয়ে। হালের গোরু ফাল লাঙ্গল জুয়ালি ইত্যাদি কোথায়? এ সবের সমাধানেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'ধর্মপূজা বিধানে।'

খটগ কাটি হরে হর জো বাঁধাওল
ত্রিসূল তোড়িঅ করু ফারে।
বসহ ধুরন্ধর হর লত্র জোতিঅ
পাট এ সুরসরি ধারে।।*

কৃষিপ্রধান সভ্যতায় ভূমি ব্যবস্থাই হল সমাজ বিন্যাসের গোড়ার কথা। এই সমাজকে জানতে হলে ভূমির অধিকার সম্বলিত নথিপত্র বা ভূমি হস্তান্তরের নথিপত্র সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে অতি মূল্যবান উপাদান রূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। আর এইসব রাজা ও জমিদার কেন্দ্রিক ভূমি ব্যবস্থার পরিচয়ও পাওয়া যায় এই সব নথিপত্রের মধ্যে। তাই এগুলির সন্ধান ও সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ একটি জরুরী অত্যাবশ্যকীয় কাজ। যতই কাল এগুচ্ছে এই সব উপাদানের ঐতিহাসিক মূল্য বাড়ছে অথচ অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার তথা দরিদ্র কৃষিজীবি জনসাধারণের কাছে এগুলির মূল্য কমে আসছে। অনেকে এগুলিকে অবাঞ্ছিত বস্তু মনে করে নষ্ট করে দিচ্ছেন।

এইসব দুষ্প্রাপ্য অভিলেখ (Archives) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ তথা গবেষণা বিষয়ে নানা সমস্যা রয়েছে। যে সব অভিলেখর উল্লেখ করা হয়েছে এগুলি রয়েছে পূর্বকালের রাজা, জমিদার শ্রেণীর মানুষের উত্তরাধিকারীদের কাছে আর

রয়েছে ঐ শ্রেণীর মানুষদের নিযুক্ত গোমস্তা, অন্যান্য কর্মচারি ও সাধারণ মানুষের উত্তরসুরীদের কাছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকচক্ষুর অগোচরে অযত্নে জীর্ণ রাজবাটী ও জমিদার গৃহের তালাবন্ধ কাঠের আলমারিতে বৃষ্টি ভেজা স্যাঁত সেঁতে দালান বা কোঠাবাড়িতে রয়েছে ঐ সব অমূল্য সম্পদ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলি স্থানান্তরিত হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে মূল অধিকারীর বংশধরদের কাছে। যতই কাল এগুচ্ছে ততই এগুলি দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠছে।

সামাজিক ইতিহাস রচনার এই সব অমূল্য উপাদান গবেষক তথা সংগ্রাহকদদের সহজে দিতে চান না অনেকেই। এগুলি সংরক্ষণ করার মানসিকতা না থাকলেও মালিকগণের অধিকাংশই হস্তান্তরে অনিচ্ছুক। কারণ পুরানো ঐ সব নথিপত্রে বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কিত এমন কোন তথ্য থাকতে পারে যা গবেষণা লব্ধ ফল রূপে প্রকাশ পেলে পারিবারিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে। সেকাণেও জমিজমা সংক্রান্ত নথিপত্র যতই পুরানো বা অপ্রয়োজনীয় হোক অনেকেই ওগুলো হাত ছাড়া করতে চান না। আবার যদি বুঝতে পারেন অনুসন্ধানকারীর কাছে ঐ সব নথির গুরুত্ব অনেক বেশি তখনও দেখা যায় বিনামূল্যে ওগুলি হস্তান্তরে অনিচ্ছুক। ফলে অর্থের বিনিময় ছাড়া সহজে সংগ্রহযোগ্য হয়ে ওঠে না। একজন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের গবেষকের কাছে বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট অভিলেখটির মূল্য হয়তো অনেক বেশি কিন্তু যিনি কেবল মাত্র সংগ্রাহক, কেবল আগামীকালের জন্য সংরক্ষণে ঔৎসুক তাঁকে সংগ্রহকালে যে কোন সমস্যা বিশেষ ভাবিয়ে তুলে বৈকি!

ঋণপত্র বা তমসুক সংগ্রহের কাজটি আরও জটিল। কোন মহাজন বা তার বংশধরগণ তমসুক হস্তান্তর করতে চান না দুটি কারণে ১) বর্ত্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে তিনি বা তাঁর পূর্বপুরুষ 'সুদখোর মহাজন' নামে চিহ্নিত হয়ে বর্ত্তমান সামাজিক মর্যাদা হারাবেন এই ভয়ে ২) কোন তমসুক দিনের আলোকে প্রকাশিত কোন গোপন সত্যকে প্রকাশ করলে, হয়তো কোন সমস্যা উদ্ভুত হতে পারে এই আশঙ্কায় তমসুকগুলিকে পুড়িয়ে দিতে আগ্রহী, হস্তান্তর না করে।

এছাড়া অন্যান্য অভিলেখ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও নানা অসুবিধা রয়েছে। সংগ্রহকারী প্রথম চেষ্টাতেই সফল হয়েছেন বা কেউ হবেন এমন আশা না করাই শ্রেয়।

পশ্চিমবাংলার দক্ষিণাংশের জেলা মেদিনীপুর। আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম জেলা। বর্ত্তমানে এই জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নামে দ্বিধা বিভক্ত। অখন্ড এই জেলায় 'রাজা' উপাধিকারী স্থানীয় ভূস্বামীর সংখ্যাও কম নয়। তমলুক, মহিষাদল, ময়না, কাশিজোড়া, নারায়ণগড়, নাড়াজোল, চন্দ্রকোণা, বগড়ী প্রভৃতি রাজগণ অন্যতম। এঁরা ছাড়া ছোট বড় জমিদার, পত্তনিদার, ইজারাদারের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। এইসব ছোট বড় ভূম্যাধিকারীদের অধীনস্থ এলাকার ভূমির উপর ছিল যেমন একাধিপত্য তেমনি

প্রজাসাধারণের উপরও।

দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত অভিলেখগুলি অবলম্বনে এই গবেষণা নিবন্ধ রচিত হয়েছে। অভিলেখগুলি প্রায় দু'শ বছরের কালসীমায় পরিব্যপ্ত।

এই অভিলেখগুলি থেকে ভূমিদান, ক্রয় বিক্রয়ের রীতিনীতি, ভূমিদানের শর্ত্ত, ভূমির প্রকারভেদ, ভূমির মাপ ও মূল্য, ভূমির চাহিদা ও তার কারণ, ভূমির সীমা নির্দেশ, খাজনা বা কর, উপরিকর, ভূমির উপসত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নানা তথ্য জানা যায়। এমনকি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন—বন্যা, খরা, অতিবর্ষণ প্রভৃতির ফলে সমকালীন জনজীবন কোন্ প্রবাহে প্রবাহিত হয়েছিল তার ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে এইসব উপাদানে। সমাজ বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ্, ঐতিহাসিক গবেষক নানা দিকের সলুক সন্ধানে ব্রতী হতে পারেন এই অভিলেখগুলির মাধ্যমে। অতীতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, বর্ণ বিভাজন, সাম্প্রদায়িকতা কি রূপ নিয়েছিল সে সবের পরিচয়বাহী এই অভিলেখগুলি আলোচনার নানা সূত্রে আকর উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

২. The cultural Approach of History by Carloline F. Ware

৩. ধর্মপূজা বিধান— ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ২২৭-২২৮

* "হে হর, খট্টাঙ্গ কাটিয়া হল বাঁধাও, ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া তাহার ফাল তৈয়ার কর। হে নর তোমার ধুরন্ধর বৃষকে লইয়া পুড়িয় দাও। গঙ্গার ধারায় ক্ষেতের পাট কর।"

বিক্রয় কোবালা

(১)

মহামহিম শ্রীযুত নারান পাড়ে পীতা ৺সিবপ্রশাদ পাড়ে পীতামোহ ৺উদয় পাড়ে সাং রামচন্দ্রপুর পঃ মঅনা চোঙর মহাশয় বরাববেষু

লিখিতং শ্রী ভোলানাথ চৌধরি পীতা ৺বেচারাম চৌধরি পীতামোহ ৺মুরলিধর চৌধরি সাং রামচন্দ্রপুর প° কি° মঅনা চৌরা * পোত্রীক নিস্কর নাখারাজ * জোমিন বিক্রয় কত্তলাপত্র মিদং কাজ্জনাঞ্চাগে। আমার পীতামোহর জেষ্ট ভাত্রা ৺গোউর চরণ চৌধরি নামিত বাজে জোমিনের দপ্তরে ৭৭২৬ সাত হাজার সাতসত ছাব্বিশ নম্বরে উক্ত মঅনা প্রগনায় রামচন্দ্রপুর ও শ্রীকন্টা ও প্রজাবাড় ও কুঙরচক গ্রাম সমন্ধে জলকালা মোআজী ৪৪।২ চোত্তাল্লিষ বিঘা সাত কাঠা ভূমি ১ কীত্যা সমন্ধ হাশীল আছে। ঐ জোমিনের মোর্দ্দ আমার তিন সরিকানায় অঙ্গশ চিঞ বাদে আমার নিজ অঙ্গশ রকম ।৹ চারি আনা ভুম্বাদি চিহ্নত মতে আমার জেষ্ট ভাত্রা * মোহ জাবত জীবন বিনা বিবাদে দাখিলকায় থাকীয়া লোকান্তর হইবার পর আমি উক্ত বস্তুতে অন্যের বিনা বিবাদে দখলকার থাকীআ এক্ষেণে আমার মাহাজনের রিণ পোরিশোদের জন্য অন্য উপায় অভাবে উক্ত আপন অংশের দখলি জোমিনের মোদ্দ্যে রামচন্দ্রপুর গ্রামে ১ বন্দ জল খাদ ১।৹ এক বিঘা পাচ কাঠা জোমিনের অদ্দেক উত্তর তরফ ।।২।। বারকাঠ্যা দুই পদিকা জোমিন সন ১২৬৯ সালের ২৩ বৈসাখ তারিখে উক্ত গ্রাম নিবাশী শ্রীসাগর পন্ডাকে কওলার দ্বারায় বিক্রী করিআছী। বাকী নিজ দখলি দক্ষীণতর * ঠ্যা দুই পদিকা জোমিন মাফিক নিম্নের লিখিত চৌহদ্দীমতে আমি শেচ্ছাপুর্বক শুস্ত সরিরে আমার ভ্রাতশ্য পত্নির সনমতিতে হাল কুম্পানি মঃ ৭৫ পোচর্ত্তর টাকা মুল্যে আপনকায় হস্তে বিক্রয় করিআ আকারায় করিতেছী ও লিখিআ দিতেছী জে অদ্যাকার তারিখ হইতে উক্ত বিক্রতা বস্তুতে আপনি আমার সর্ব্বে সর্ত্তবান ও দাখিলকার হইআ পুত্র পোত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকেন। অত্র পছ্যাত আমি কীম্বা আমার ওআরি * উক্ত বিক্রতা বস্তুর উপর কুন দাবি করি ও করে শে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। এতার্থে আপন খুশীতে মুল্যের টাকা বেবাক লইআ অত্র বিক্রয় কত্তলাপত্র লিখিআ দিলাম। ইতি সন ১২৭৩ বারসত তেইত্তর সাল তাং.. .. ২৯ আশীন [৭নং]

(২)

মহামহিম শ্রীযুত নারান পাড়ে * ৺শীব প্রসাদ পাড়ে * ৺উদয় পাড়ে সাকীন রামচন্দ্রপুর প° ময়না মহাশয় বরাবরেষু

লিঃ শ্রীমত্যা সঙ্করি দের্ব্বা ব্রাহ্মনি স্বামি ৺লালু পন্ডা শোষুর ৺গৌউর পন্ডা সাকীন রামচন্দ্রপুর পং কীল্যে ময়না চোঙরা জেলা মেদনিপুর কোস্য পোত্রিক

নাখেরাজ ও ব্রহ্মত্তর ও খরিদা মহত্রান জমিন বিক্রয় কবওালা পত্রমিদং কাজ্জাঞাগে। প্রগনা মজকুরের উক্ত সাকিনের আমার শোষুর ৺গোউরি পন্ডার ও খুড়শোষুর ৺গোবিন্দ পন্ডা দিগরের নামীত ১ এক কিত্ত্যা ৭৭৭৪ সাত হাজার সাতসত চোহত্তর নম্বরের বাজে জোমিনের দপ্তরের ১৩।।১ তের বিঘা এগার কাঠা জোমীন শনন্দ হাশীল আছে। তাহার মোদ্ধ্যে আমার দখলী জলকালা ২৸৪ দুই বিঘা উনিষ কাঠার মোদ্দ্যে ১ বন্দ দক্ষিণ বিল জল নালা ৸২ সতের কাঠার মোদ্দ্যে ।।১।। সাড়ে এগার কাঠা ও খরিদিকী ৭৭২৬ সাত হাজার সাতসত ছাব্বিশ নম্বরে ৺গোউর চরণ চোধরির নামিত সনন্দ হাশীল্যো তাহার মধ্যে দক্ষিণ বিল ১ বন্দ জল নাল ।।২ বার কাটা আমার স্বামির খরিদকী কত্তালা আছে। তাহার * ।১ ছয়কাটা একুন ২ দুই বন্দের কাত ২।। সতের কাটা দুই পদিকা জোমীন উত্তাজীব মুল্যে মঃ ৬৮৲ আশষ্টী টাকা পণবাহালে মহাশত্রর নিকট বিক্রয় কোরিলাম। করিআ আপন খরচ * আপনী আমার সোরূপ মালীকত্ত্য হইআ উপরিক্ত জোমীন পুত্র পোত্রাদিক্রমে ভোগদখল করহ। জোমীন মজকুরে আমী নিশর্ত্ত হইলাম। মহাশয় দান বিক্রএর অধিকারি হইলেন আর কস্মীন কালে আমী কিম্বা আমার উয়ারিশান কেহ কখন দাবি কিম্বা করে শে ঝুটা ও বাতিল। এতদার্থে আপন সেচ্ছাপুর্ব্বকে হুশবাহালে * গণের সাক্ষ্যতায় নগদ পণের বেবাক টাকা লইআ জোমীন * পত্র লিখিআ দিলাম। অন্য রশীদে আবিস্যক রাখে নাঞি। ইতি সন ১২৬৬ * তারিখ ১৮ চৈত্রী রোজ মঙ্গলবার। এরপর রয়েছে জমির সীমানা চিহ্নিত করণ। [২৫]

(৩)

মহামহীম শ্রীযুত নারান পাড়ে পীতা ৺শীব প্রসাদ পাড়ে পীতামোহ ৺উদয় পাড়ে সাকিন রামচন্দ্রপুর পং কীল্যে মঅনা চোঙর মহাশয় বরাবরেযু

লিঃ শ্রীভলানাথ চৌধরি পীতা ৺বেচারাম চৌধরি পীতামোহ ৺ধরণীধর চৌধরি সাং রামচন্দ্রপুর প্রগনে কীল্যে মঅনা চোঙর জেলা মেদীনিপুর কোষ্য পত্রীক নিষ্কর মহত্রান জোমিন বিক্রয় কওালাপত্র মিদং কাজ্জনঞ্চাগে। আমার পীতামোহর জেষ্ট সোহদর ৺গৌরিচরণ চৌধরির নামিত বাজে জোমিনের দপ্তরে ৭৭২৬ সাত হাজার সাত সত্ত ছাব্বিশ নম্বরে উক্ত মঅনা প্রগণার রামচন্দ্রপুর ও শ্রীকন্ড ও প্রজাবাড় ও কুঙরচক গ্রামে * জলকালা মুআজী ৪৪।২ চত্তাল্যীষ বিঘা সাত কাঠা জমির ১ কীত্যা সনন্দ হাশীল আছে। ঐ জোমিনের মোদ্দ্যে আমার তিন সরিকানের অংসনামায় অন্য ভাই চিন্যত বাদে আমার নিজ অংশ রকম ।০ চারি আনা ভূম্বাদী চিন্যৎ মতে আমার জোষ্ট ভাত্রা ও পীতা ও পীতামোহ জোবদজীবন বিনা বিবাদে দখিলকায় থাকীআ লোকান্ত হইবার পর আমি উক্ত বস্তুতে দখিলকার আছী। এক্ষণে আমার মহাজনের রিণ পরিসোদের ও সাংসারিক খরচ চলিবার অন্য উপায় হওন প্রজুক্তে উক্ত আপন অংশ দখলী জোমিনের মোদ্দ্যে উক্ত প্রগণায় রামচন্দ্রপুর গ্রামে জলমাল ১ বন্দ ।।১ এগার

কাঠা জোমিন নিম্নের লিখিত চৌহদ্দী মতে আমি আপন সেছ্যাপূর্ব্বকে মঃ ৭১।।৹ একাত্তর টাকা আট আনা মুল্যে আপনকায় হস্তে বিক্রয় করিআ মুল্যের বেবাক টাকা সাক্ষ্যগণের সাক্ষ্যতায় বুঝিআ লইআ একরায় করিতেছী ও লিখিআ দীতেছী জে অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত বিক্রৃতা বস্তুতে আপনি আমার সত্তে সত্তবান ও দখলইকার হইআ পূত্র পূত্রাদীক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকীবেন। অত্র পছাতে আমি কীম্বা আমার ওআরিসান কেহ কখন উক্ত বিক্রীতা বস্তুর উপর কুন দাবি করি ও করে শে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। এতদাথে শেছ্যাপূর্ব্বকে মুল্যের বেবাক টাকা বুঝিআ লইআ অত্র বিক্রয় কওালাপত্র লিখিআ দীলাম। ইতি সন ১২৭৬ বারসত্ত ছীআত্তর সাল তাং ২৯ ফাল্গুন।

এর পর জমির চৌহদ্দী বর্ণনা

ইসাদ

শ্রীনবীন চন্দ্র কুইলা সাং রামচন্দ্রপুর পরগণে ময়না চোঙর সহ আরও আটজন [২৬]

(৪)

শ্রীগুরুপ্রসাদ সিংহ সাং পূর্ব্ব বাবাপুর পরগণে সুজামুঠা বরাবরেষু

লিঃ নিলাম্বর দাষ ও শ্রীগোবিন্দ দাষ পেসাব ৺নিমচরণ দাষ ইবনে হরিচরণ দাষ ও শ্রীনরহরি দাষ পেসাব ৺ভগবান দাষ নত্তাশে নিমচরণ দাষ মুতফা মজকুর সাং তোটানানা পং সুজামুঠা জেলা মেদনিপূর।

কশ্য কবালাপত্র মিদং কায্যঞ্চাগে। আমাদের পিতামহ ও প্রপীতামহ উক্ত হরিচরণ দাষ ২।।৹ বিঘা জমি জল ও ।।৹ কাঠা জমি কালা একুন এক সনন্দ বা ৩ ⁄, তিন বিঘা নাখারাজ বৈষ্টবত্তর হাশীল করিয়া কানাতে বশবাষ ও জলজমি শুদ্দা ভোগদখল করিয়া আমাদের পীতা ও পীতামহ নিমচরণকে পৌয্যপুত্র ওারিস রাখিয়া লোকান্তর হইলে পরে আমাদের পীতা ও পীতামহ নিমচরণ মজকুর দখলকার থাকীয়া লোকান্তব হয়েন। তশ্য পরে আমরা নিঁলাম্বর ও গোবিন্দ ও ভগবান ও ভগবানের লোকান্তরে আমী নরহরি দখলকার বর্ত্তমান থাকীয়া সংপ্রতি আপন ২ না দাবি প্রজুক্ত শেচ্ছাপূর্বক উপরোক্ত জমির মধ্যে মোওাজী ২।।৹ দুইবিঘা দষকাঠা জলজমি নিচের তফশীল ও চৌহদ্দী বিঃ ৩৭।।৹ সাড়ে সাইত্রিষ টাকা মুল্যে আপনাকে বিক্রয় করিয়া মুল্যের শমুদয় টাকা নকদ দশ্ত বদশ্ত কুমপাণির সিক্কা বুঝিয়া লইয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দীতেছি জে আপনি পূত্র পৌত্রাদীক্রমে বিক্রীত জমি ভোগদখল করিবেন। অগ্র পশ্চাত আমরা কিম্বা আমাদের ওারিশান ও কেহ দাবি করি ও করে তাহা নামঞ্জুর ও তাহা আমাদের জিম্বা আর প্রথক কবজল উশুলের প্রয়োজনাভাব আর উক্ত জমির এক কেত্তা ছাড় মায় জমি শ্রীনন্দন পট্টনাএকের স্থানে বন্দক ছিল। জমি খালাষ পাইয়াছে। ছাড় তাহার স্থানে রহিয়াছে। পরে আনিয়া দীব।

এতদর্থে কবালাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ৮ মাই পৌষ

এর পরেই চৌহদ্দীর বিবরণ ইসাদগণের স্বাক্ষর ঃ স্ট্যাম্প পেপারটিতে উর্দু ভাষায় লেখা জমিদারের সীলমোহর সহ ঐ ভাষায় হস্তাক্ষরে কিছু লেখা রয়েছে। [১০২]

(৫)

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত নীলমণি সাউ ৺গঙ্গাধর সাউর পুত্র জাতিএ তেলি পেশা তেজারতি ও মহাজনী আদী সাং চক্‌গাড়ুপতা পং কাশীজড়া ইস্টেসেন ও সবরেজেষ্টর তমলুক জেলা মেদিনীপুর বরাবরেষু

লিঃ শ্রী নীলমাধব মজুমদার ৺রামকুমার মজুমদারের পুত্র জাতিএ ব্রাহ্মণ পেশা তালুকদারী আদি সাং পাথরা পং মেদিনীপুর ইস্টেসেন ও সবরেজেষ্টর ও জেলা সহর মেদিনীপুর

কশ্য তালুক বিক্রয় কবলা পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে। আমার পৈত্রিক দখলী তালুক অত্র জেলায় কালেকটরীর ২৬২৪ নং এ রেজেষ্টরী ১৪৪৫ নং সাবেক তৌজী হাল ৮নং এ রেজেষ্টরী ১৮৪৪ নং তৌজীভুক্ত ইস্টেসেন ও সব রেজেষ্টর তমলুকের এলাকাধিন ময়না পরগণার মাহাল শ্রীবৃন্দাবনচক মোট ৬৬৭৸৴৲ (ছ শত সাতষট্টি টাকা তের আনা) টাকার তপশীলের মধ্যে আমার অন্য শরীক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মাইতি দীং অংশ রকম ।৵১২ (ন আনা বার গন্ডা) আনার কাত মঃ ৪৬০৸৹৪ টাকার তপশীল বাদে বক্রী মঃ ৩০৭৵১৬ টাকায় তপশীলের উপর আমাদের ইজমালীতে সকল শরীকের কালেকটরী শ্রেস্তায় নাম জাবী আছে। ঐ মাহালের নিজাংশ রকম ৴১২ এক আনা বার গন্ডায় কাত মঃ ৭৬৸১৪ টাকার তপশীল ইতিপূর্ব্বে সন ১৩০০ সালের ৬ জেষ্ঠী তারিখের রেজেষ্টরীভুক্ত জায় বন্দক তমসুকের দ্বারায় উক্ত পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নি শ্রীযুক্ত শীতল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা শ্রীমতি সারদা সুন্দরী দেবীর নিকট জায় বন্দক তমসুকের দ্বারায় মঃ ৯৯৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিলাম। উক্ত টাকা পরিশোধ না করিতে পারিয়া পুনরায় ১৩০১ সালের ১১ আশ্বিন তারিখের রেজেষ্টরীযুক্ত জায় বন্দক তমসুকের আসলে ও যুদে মঃ ১০৫৲ টাকা একুনে মঃ ২২৯৲ টাকায় এক খন্ড জায় বন্দক তমষুক লিখিয়া দিয়াছি। ঐ তমষুকের আশল মায় ডিউ সুদে মঃ ৪৫০।।৵ টাকা পাওনা হইয়াছে। ঐ দেনা এ কাল পর্য্যন্ত পরিশোধ করিবার কিছুমাত্র উপায় করিতে পারি নাই। ঐ দেন পরিশোধ ও নিজের আবশ্যকীয় খরচ কারণ উপরুক্ত তালুকের নিজাংশ রকম ৴১২ কাত ৭৬৸১৪ টাকায় তপশীল মায় উক্ত মাহালের প্রজাগণের নিকট প্রাপ্য সন ১৩০১ সাল হইতে ১৩০৪ সাল পর্য্যন্ত জে হাল বকয়া খাজনা পাওনা আছে ঐ খাজনার বাবদ আমার অংশের প্রাপ্য টাকা মায় উক্ত তালুকের বিলঝিল হাট ঘাট গোলা গঞ্জ হাশীল পতিত ও খাশের

পুস্কর্নি ও বাঁদ ছাঁদ আদী তাবদীয় হক হদ্দক তালুকদারী স্বত্বসত্য আপনকায় হস্তে মঃ ৬৫৫ ছয়শত পঞ্চান্ন টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি জে উক্ত মাহালের বিক্রিত রকম ⁄১২ গন্ডা তপশীলের উপর কালেকটরী শ্রেস্তায় আমার নামের পরিবর্তে আপন নাম জারি করিয়া কালেকটরীর খাজনা টাকা ও রোডশেষ পুলবন্দী ও ডাকখরচআদী আদায় দিয়া আপন পুত্র পৌত্রাদি উয়ারিশান ক্রমে পরম যুখে ভোগ দখল করিতে থাকিবেন এবং অত্র কবলার বলে কালেকটরী শ্রেস্তায় আপন নাম জারী করিয়া সদর মফস্বল দখলকার থাকিবেন এবং প্রজাগণের নিকট জে বকয়া খাজনা পাওনা আছে তাহা সহজে অথবা নালিশের দ্বারায় আদায় লইবেন। ঐ রকম বকয়া বাকীর সহিত আমার কোন প্রকার সত্ব বা সংস্রব রহীল না ও রহীবেক না।

ঐ বিক্রিত রকম ও তপশীল উক্ত শারদাসুন্দরী দেবীর নিকট ব্যতিত অন্য কোন স্থানে দায় সংযোগ কি হস্তান্তর আদী করি নাই। জদী ভবিশ্যতে তাহা প্রকাশ হয় তদ্বারায় আপনার জত টাকা ক্ষতি হইবেক তাহা সুদসহ ক্ষতির দাইক আমি ও আমার উয়ারিশান আপণিও আপনার উয়ারিশানকে দিতে বাধ্য রহীলাম ও রহীল। ঐ মাহালে আমাদের ইজমালী গোমস্তা শ্রীদাতারাম পট্টনাএক রহিয়াছেন। তাহাকে ঐ মাহালের উক্ত তিন সালের লওয়া জিমা কাগজপত্র প্রজাআরি হিসাব দেওন জন্য উক্ত গোমস্তাকে বরাত দিলাম। তাহার নিকট সন ১৩০১ সাল হইতে ১৩০৩ সালতক ঐ সমস্ত কাগজের ১ প্রস্ত নকল আপনায় হাওালা করিবেন। সহসা কালেকটরীর খাজনা আদায়ের ডুবলীকেট চালান ১৫ কেতা ও রোডশেষের চালান ১ কেতা আপনার হাওালা করিলাম। ঐ মাহালের নিজাংশে সন ১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত জে শেষ ও পুলবন্দী ও ডাকখরচ আদী জে কিছু পাওনা আছে তাহা আপনি আদায় দিবেন। তাহার সহিত আমার কোন প্রকারে এলাকা রহীল না। এতদার্থে মুল্যের বাবদ ৬৫৫ টাকার মধ্যে উক্ত শ্রীমতি সারদা সুন্দরী দেবীর জায় বন্দক তমযুকের বাবদ ডিউ সুদ সমেত ৪৫০।।৵ টাকা অতিরিক্ত ৫ টাকা মোট ৪৫৫।।৵ টাকা আপনার নিকট রহীল। ঐ টাকা অদ্যকার তারিখ হইতে ২ দিবস মধ্যে আমার মোকাবিলায় উক্ত মহাজনকে আদায় দিয়া তাহার খালাসী তমসুক ২ খন্ড ও চালান আপনি লইবেন। ঐ তমযুকের বাবদ জে টাকা ছাড় পাইব তাহা আমাকে দিবেন। তদর্তিরিক্ত ঐ অংশের শেষ আদায়বাবদ ২২ একুনে ৪৭৭।।৵. টাকা আপনার নিকটে জিম্মায় রাখিয়া বক্রী মঃ ১৭৭।৵ একশত্ত সাতাত্তর টাকা ছয় আনা অত্রত্য সদর সবরেজেষ্টর বাবুর মোকাবিলায় বেবাক বুঝিয়া পাইয়া সাক্ষীগণের সাক্ষ্যাতে সুস্থ শরীরে আপণ ইচ্ছাপূর্বক অত্র তালুক বিক্রয় কবালাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩০৪ সাল তাং ১০ অগ্রহায়ন ইংরাজী সন ১৮৯৬ সাল তাং ২৩ নবেম্বর [১২৬]

(৬)

মহামহিম শ্রীযুত নিলমনি সাউ ৺গঙ্গাধর সাউর পুত্র জাতীয় তেলী, পেশা তেজারাতী আদী সাং চকগাড়ুপোতা পং কাশীজোড়া ষ্টেশন ও সবজেষ্টার তমলুক জেলা মেদিনীপুর মহাশয় বরাবরেষু লিঃ শ্রী কেনারাম পরামানিক ৺সিদ্ধেশ্বর পরামানিকের পুত্র জাতীয় রজক পেশা বিত্তিভোগী আদী সাং বিন্দাবনচক পং ময়না চোর ষ্টেশন ও সবরেজেষ্টর সবঙ্গ জেলা মেদিনীপুর।

কস্য ইজারা সত্ববিক্রয় কোবালাপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে ষ্টেশন ও সবরেজষ্টার সবঙ্গের এলাকাধীন ময়নাচোর পরগণার কালেকটরী ১৪৪৫ নং সাবেক জায় ১৮৪১ নং তৌজিভুক্ত মাহাল শ্রীবিন্দাবনচকের রকম /১২ গন্ডা অংশের কাত ৭৬৸.৮ টাকার তস্থীশ মোওাজী পিতামহাশয় উপরুক্ত মাহালের উপরুক্ত অংশের মালীক মেদিনীপুর পরগণার পাথরা নিবাসী শ্রীমত্যা চঞ্চলা দেব্যার নিকট সন ১২৯৯ সালের ২০ আশ্বীন তারিখের লিখিত ইজারাপাট্টার দ্বারায় সন ১২৯৯ সাল হইতে সন ১৩০৫ সাল তক সাত বৎসর মিয়াদে ইজারা লইয়াছিলেন। উক্ত মিয়াদ গতে আসল ৪০০৲ টাকার ষুদের পরিবর্ত্তে ইজারা লইয়াছিলেন। উক্ত মিয়াদ গতে মালিক শ্রীমত্যা চঞ্চলা দেব্যা আসল ৪০০৲ টাকা ইজারাদারকে আদায় দিলে তাঁহার সত্বীয় তালুক খোলসা লইবেন। এক্ষণে উপরুক্ত মালীক শ্রীমত্যা চঞ্চলা দেব্যার নিকট তাঁহার লিখিয়া দেওা ইজারাপাট্টায় সত্ত্বানুজাই ১২৯৯ ও ১৩০১ সালের হাজা বসত কালেকটরীর রাজস্ব অকুলান প্রতি সন ৫০৲ টাকা হিসাবে দুই বৎসর ১০০৲ টাকা ও তাহার সুদ পাওনা হইয়াছে। আমার পিতা ৺সিদ্ধেশ্বর পরামানিক সন ১২৯৯ সালের চৈত্র মাহায় পরলোক গমন করিলে আমি ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রী উপেন্দ্রনাথ পরামানিক উপরোক্ত ইজারা সম্পত্তিতে প্রজাগণের নিকট রাজস্ব আদায়ে এ কালতক অন্যের বিনাপত্যে সদর মপষলে দখলীকার আছী। এক্ষণে মহাজনের দেন শোদ কারণ নিম্নের তপশীলের লিখিত উক্ত শ্রীবিন্দাবনচক মাহালের রকম /১২ গন্ডার কাত ৭৬৸৮ টাকার তস্থীশের মধ্যে আমার নিজাংষ রকম ৲৬ ষোল গন্ডার কাত ৩৮।৵৪ টাকার ইজারা সত্ব আপণকার কোম্পানী মঃ ২৭৫৲ টাকা মূল্য গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করত একরার করিতেছী ও লিখিয়া দিতেছী যে আপনি আমার সত্ব রাইতে উপরুক্ত সাবেক মালীক শ্রীমত্যা চঞ্চলা দেব্যার লিখিয়া দেওা উপরোক্ত ইজারা পাট্টার সত্বানুজাই আমার স্বরূপ ইজারা পাট্টার লিখিত সত্বে সত্ববান ও কালেকটরীতে সরকারী মালগুজারী আদী দাখীল করিয়া প্রজাগণের নিকট রাজস্ব আদায়ে উপরোক্ত মিয়াদতক দখলকার হইয়া মিয়াদগতে উপরুক্ত মালীক শ্রীমত্যা চঞ্চলা দেব্যার নিকট ইজারা পাট্টায় লিখিত আমার নিজাংষের অধিন মঃ ২০০৲ দুইশত টাকা ও হাজাসনের টাকা ও তাহার সুদ আদায় কালতক হিসাব করিয়া লইয়া দখলকার রহেন, তাহাতে আমার কি আমার ওয়ারিসানের কোনও দাবী দাওা রহিল নাই। আপনী কালেকটরীতে

সরকারী মালগুজারী টাকা দাখীল না করিলে মাহাল নীলাম হইলে তাহার ক্ষতি খেসারার দায়ীক মাতক মালীককে বুঝাইয়া দিতে হইবেক। আর অত্র ইজারা সম্পত্তী ইতিপূর্ব্বে কোনও মহাজনের নিকট দায় সংজোগ করি নাই। যদি আপনী উপরুক্ত কারণে অথবা অন্য কোনও নেহ্য কারণে আপনী অত্র বিক্রীত ইজারা সম্পত্তী হইতে আমাকর্তৃক বেদখল হয়েন তবে বেদখলের তারিখ হইতে পণের টাকার যুদ শতকরা মাসিক ১৲ টাকা হারে আমি কি আমার ওয়ারিশানের নিকট আপনী কি আপনকার ওয়ারিশান আদায় লইবেন। আর প্রকাশ থাকে জে উপরোক্ত ইজারা পাট্টার লিখিত অর্দ্ধাংষ সম্পত্তিতে আমার কনিষ্ট সহোদর দখলদার থাকায় আমি উপরোক্ত সাবেক মালীক শ্রীমত্যা চঞ্চলা দেব্যার সন ১২৯৯ সালের ২০ আশ্বীন তারিখের লিখিয়া দেওা রেজেষ্ট্রযুক্ত ইজারাপাট্টা আপনকায় হাওালা করিতে পারিলাম নাই। এতদর্থে অত্র ইজারাসত্ব বিক্রয় কোবলাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩০৩ তেরশত তিন সাল তাং ২৩ অগ্রহায়ন।

তপশীল বিক্রীত সম্পত্তি

স্টেসন ও সবরেজেষ্টার সবঙ্গ পং ময়না চোর কালেকটরীর সাবেক ১৪৪৫নং হাল ১৮৪১নং তৌজী মাহাল শ্রীবিন্দাবনচকের অংস রকম ৵১৬ যোল গন্ডার কাত ৩৮।৵৪ টাকার তষ্কীশের ইজারা সত্ব বিক্রয় কোবালা। (তিন টাকার স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। বায়া কেনারাম পরামাণিকের স্বাক্ষর সহ তিনজন ইসাদের স্বাক্ষর রয়েছে।)[১২৮]

(৭)

মহামহিম শ্রীযুক্ত মহেসচন্দ্র মাইতি শ্রীযুক্ত লালমোহন মাইতির পুত্র ও শ্রীযুক্ত জগতচন্দ্র মাইতি শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ মাইতির পুত্র জাতিয় কৈবর্ত্ত পেশা তালুকদারি আদী সাং পাচবাড়্যা পং তমলুক ইস্টিসেন ও সবরেজষ্টর মহিসাদল জেলা মেদীনিপুর বরাবরেষু

লিখিতং শ্রী ভাগবত চন্দ্র দাস ৺চাঁদহরি দাশের পুত্র জাতিয়ে কৈবর্ত্ত পেশা বিত্তীভোগীআদী সাং জয়কৃষ্ণপুর পং তমলুক ইষ্টেশেন ও সবরেজেষ্টর তমলুক জেলা মেদীনিপুর।

কশ্য সকর জলজমী বিক্রয় কোবালা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। ইষ্টেশেন ও সবরেজেষ্টর তমলুকের এলাখাধিন ১৪৬৯ নং তৌজী তমলুক পরগনার কালীকাপুর মৌজায় মালের কমদরা ১৮।। বিঘা ও সীমলা মৌজায় ৫।।২ কাঠা ও জয়কৃষ্ণপুর মৌজায় খুদ্র নিস্কর ৪১৴ বিঘা ও ইস্টেশেন সবরেজষ্টর মহিশাদলের অধিন তমলুক পরগণার পাঁচবাড়্যা মৌজায় মালের কমদরা ৮৴ বিঘা একুন সকর নিস্কর ৭৩৴২ বিঘা জমীন আমার প্রপিতামহ ৺গঙ্গাগোবিন্দ দাশ মহাশয় কাশীজোড়া পরগণার খন্ডখোলা সাকিনে ৺চাঁদহরি মাইতির নামে বেনামী করিয়া

সন ১২৫২ সালের ১১ আশাড় তারিখ একখন্ড কবালা লিখিত পড়িত করিয়া দীয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত জমী আমার প্রপিতামহের সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত আমার দখলে থাকাবস্থায় গত সন ১২৯৩ সালের ২৭ শ্রাবণ তারিখে উক্ত চাঁদহরি মাইতি বেনামদার উক্ত জমীন সমুহে তাহার দখল না থাকা কারণে আমার দখল থাকা প্রকাশ করিয়া একখন্ড না দাবি লিখিত পড়িত করিয়া দীয়াছেন এবং ১৮৮৪।৮৫ সালে ৩৪৬ নম্বরে ননিগোপাল মুখুপাধ্যায় দীং জমীদার কালীকাপুর মৌজায় চাঁদহরি মাইতির নামিত সার্টফিকট জারি করায় চাঁদহরি মাইতি তাহার বেনাম থাকা প্রকাশ করিয়া বর্ণনাপত্র দাখীল করিয়াছে। উক্ত সম্পত্তীসমুহ চাঁদহরি মাইতির কিছুমাত্র সত্ত্যসোত্য নাই। এক্ষণে তমলুক পরগণার কণ্ডরচক সাকিনে শ্রী বিশ্যাম্ভর মাইতি মহাজনের দেন পরিশোদ ও জমীদারগণের ডিক্রীর টাকা পরিশোদ কারণে উক্ত জমীনের মোধ্যে ইষ্টেশন ও সবরেজষ্টর তমলুকের এলাখাধিন ১৪৬৯ নং তৌজী তমলুক পরগণার কালীকাপুর মৌজায় মালের কমদরা ১৮।। বিঘার জমীনের মোধ্যে ১ বন্দ /৩ তিন কাঠা যাহার বারশীক রাজশ্ব মঃ ৵১০ পাই হইতেছে ও ইষ্টেশেন ও সবরেজেষ্টর মহিসাদলের অধিন তমলুক পরগণার পাঁচবাড়্যা মৌজায় মালের কমদরা জলজমী ১ বন্দ ৪৸৪ চারিবিঘা উনিশ কাঠা জাহার জমা রারশীক মঃ ৩৵৮৸ টাকায় ধায্য আছে ঐ সকল জমীনের রাজস্য তমলুক পরগণার জমীদার রাজা জ্যোতিশপ্রসাদ গর্গ দিঃ ও বাবু ননিগোপাল মুখপাধ্যায় দিঃ জমীদারকে দিতে হয়। এক্ষণে উভয় মৌজার কাত নিম্নের চোহদ্দীমতে ৫/২ পাঁচ বিঘা দুই কাঠা জমীন মায় উক্ত জমীনের আমাব অংশের ভাগধান্য সমেত আপনাদিগকে মবলগে ৪৯৯৲ চারিশত নিরানব্বৈ টাকার মূল্যে বিক্রয় করিয়া একরার করিতেছী এবং লিখিয়া দিতেছী জে আপনি আমার স্বরূপ ভাগ প্রজাগণের নিকট আমার অংশের ভাগধান্য আদায় লইয়া বর্ত্তমান সন হইতে নিদ্ধারিত বারসীক রাজস্য উক্ত জমীদারগণের স্বরকারে আদায় দীয়া আমার বেনামদার চাঁদহরি মাইতির নাম খারিজে নিজ নাম জারি পূর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদীক্রমে ভোগদখল করিতে থাকিবেন। অদ্য হইতে উক্ত বিক্রীতা জমীনে আমার কোন সত্ত বা * রহিল নাই। আপনি জমী মজকুরান জোত করিয়া কিম্বা জোত করিতে দীয়া দখল করিতে থাকিবেন। উক্ত বিক্রীতা জমীনের সন ১২৯৯ সালের পর্য্যন্ত জে সকল বকয়া খাজনা আছে তাহা আমী বুঝাইয়া দীব। তজন্য আপনাদীগকে দাই হইতে হয় আমার উপর আদালতে নালীশের দ্বারায় আদায় করিয়া লইবেন। উক্ত জমী কুণ্ডরচক সাকিনের বিশ্যাম্ভর মাইতি ও খেত্রমোহন দত্ত বেতিত অন্য কাহার নিকট কোন প্রকার দায় সংজোগ করি নাই। জদি ভবিস্যতে প্রকাশ হয় তাহা হইলে বঞ্চনা জন্য ফৌজদারি দন্ডবিধি আইনানুসারে দন্ডনিয় হইব এবং মূল্যের টাকা ও তাহার শুদ মাশীক সতকরা ৩৵. হিশাবে নালীশের দ্বারায় আমার ওয়ারিসানক্রমে আদায় করিয়া লইবেন। উক্ত চকজিঞাদিঘি সাকিনের কাঞ্জীবর ও রূপাইবর ও খেত্রবরকে একসন মিঞাদে ভাগে জোত করিতে

দীয়াছী। তাহাদের নিকট বর্ত্তমান সনের ভাগধান্য আদায় করিয়া লইবেন। ভাগধান্য আমার লওা প্রমাণ হয় তজ্জন্য আমি দায়ী রহিলাম। এই করারে মূল্যের টাকা সাক্ষীগণের মোকাবিলায় বেবাক বুঝিয়া লইয়া আপন সেচ্ছাপূর্বকে সুস্ত সরীরে অত্র বিক্রয় কওালাপত্র লিখিয়া দীলাম। ইতি সন ১৩০০ তের সত্ত সাল তারিখ ২৭ পৌষ। এর পর তপশীল জমির চৌহদী বর্ণনা

স্বাক্ষর

শ্রী উমেশচন্দ্র আদীকারি সাং মদনমোহনচক পং ময়না

ইসাদ

শ্রী গৌরহরি মাইতি সাং পুতপুত্যা পং ময়না সহ আরও পাঁচজন সাক্ষীর স্বাক্ষর রয়েছে। [১৩৯]

(৮)

মহামহিম শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ মাইতি ৺গুরুপ্রসাদ মাইতির পুত্র জাতিয়ে কৈবর্ত্ত পেশা তেজারতি বাদী সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক স্টেশন ও সবরেজষ্টর মৈশাদল জেলা মেদিনীপুর। বশ্য রায়তে মালের জল জমীন বিক্রয় কোবলা পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে। তমলুক পরগণায় আবাসবাড়ীর ডিহির কাছারিতে শ্রীযুক্ত বাবু ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় দীং ও শঙ্কর আড়ায় ডিহির কাছারিতে শ্রীযুক্ত রাজা জ্যোতিপ্রশাদ গর্গ জমীদারগণের অধীনে ষ্টেশন ও শবরেজষ্টার মৈশাদলের এলাখাধিন তমলুক পরগণার ১৪৬৯ নং তৌজিভুক্ত মাহাল বাবলপুর মৌজায় ৩।১৬. তিনবিঘা ছয় কাঠা তিন পদীকা কাত জমা ৪।।৶৪৬ চারিটাকা এগার আনা উনিয কড়া ও পেয়াজ বাড়্যা মৌজায় ৫।।২।। পাঁচ বিঘা সাড়ে বার কাঠার কাত জমা ১২৴১১ বারটাকা এক আনা এগার গন্ডা একুন দুই মৌজায় কাত ৮৬৪। আট বিঘা উনিয কাঠা এক পদীকার জমা মায় কোং ১৬৬১৫৬ ষোল টাকা বার আনা পনর গন্ডা তিন কড়া জমা জমীদারগণের আদায় দীয়া অন্যের বিনাপত্তিতে একাল পর্য্যন্ত ভোগবান ও দখলকার হইয়া আশীতেছী। এক্ষণে আপন ২ না দাবি প্রজুক্তে তমলুক পরগণার পাচবেড়্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন মাইতি ও শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ মাইতি মহাশয়গণের নিকট আমাদের পীতা যে রিণ করিয়া গিয়াছিলেন ঐ রিণ পরিশোধার্থে উক্ত মোয়াজী দুই মৌজায় কাত ৮৬৪। আট বিঘা উনিয কাঠা এক পদীকা জমীনের মধ্যে চৌহদ্দী মোতাবক বাবলপুর মৌজায় ১৴ এক বিঘা জাহার বার্শীক জমা ২৵৮ দুই টাকা দুই আনা আট গন্ডা ও পেয়াজবাড়্যা মৌজায় ২ বন্দের কাত ১।।৪। এক বিঘা চৌদ্দ কাঠা এক পদীকা জাহার জমা বার্শীক জমা ৩।।৵১৮। তিন টাকা দশ আনা আটার গন্ডা এক কড়া একুন দুই মৌজায় কাত মোয়াজী ২।।৪। দুই বিঘা চৌদ্দ কাঠা এক পদীকা জমীন মায কোম্পানী ৫৬৴৬। পাচ টাকা তের আনা ছয় গন্ডা এক কড়া মায় বর্ত্তমান সনের উপস্থীত গণ্য ফশল সহ

আপনাকে মং ২১২ দুইশত বার টাকা মুল্যে বিক্রয় করিয়া একরার করিতেছি এবং লিখিয়া দিতেছি যে আপনি অদ্য হইতে উক্ত বিক্রীতা জমীনে আমাদের শত্যে শত্যবান হইয়া জমীদারগণের শরকারে আমাদের পীতা ৺কামদেব ফদিকারের নাম খারিজ করত নির্দ্ধারিত রাজস্য সন সন আদায় দিয়া পুত্র পৌত্রাধিক্রমে দখলকার ও ভোগবান হইতে থাকিবেন। উক্ত জমিনের সহিত আমাদের কোন এলাখা রহিল নাই। উক্ত বিক্রিতা জমীনের সন ১২৯৮ শাল পর্য্যন্ত যে খাজনা বাকী আছে তাহা আমরা বুঝাইয়া দিব। নষ্টতা করিয়া জমীদারগণের বকয়া খাজনা আদায় না দী জমীদারগণ বকয়া টাকার জন্য নালিষ করিয়া উক্ত বিক্রীতা জমিন ক্রোক নিলাম করেন তাহা হইলে আপনি জমীদারগণের ডিক্রীর টাকা দিয়া জমীন উদ্ধার করিতে আপনি আমাদের দেনা জমীদারগণের ডিক্রীর বাবত জত টাকা দিবেন তাহার যুদ ডিক্রীর টাকা দীবার তারিখ হইতে আদায় কাল পর্য্যন্ত মাশীক প্রতি টাকায় ৵১০ আনার হিশাবে যুদশহ টাকা দিব। ইতিপুর্ব্বে বিক্রীত জমীন কাহাকেও দান বিক্রয় কিংবা অন্য কোন প্রকারে দায় সংযোগ করিয়া থাকি তাহাতে আপনাকে টাকা দিয়া জমীন উদ্ধার করিতে হয় জত টাকা দিবেন তাহার যুদ টাকা দিবার তারিখ হইতে আদায় কালতক মাশীক প্রতি টাকায় ৵১০ অর্দ্ধ আনার হিশাবে যুদসহ টাকা আদায় করিয়া লইবেন। এই করারে সাক্ষীগণের মোকাবিলায় মুল্যের শমস্ত টাকা বুঝিয়া লইয়া আপন ২ শেইচ্ছা পূর্বকে সুস্ত শরিরে আপনকায় বাটী মোকামে অত্র বিক্রয় কোবলাপত্র লিখিয়া দীলাম। ইতি সন ১২৯৯ নিরানব্বই শাল তাং ৮ পোশ

এরপর তপশীল জমির বিবরণ

লেখক রয়েছেন শ্রীগোরাচাঁদ মাইতি সাং শ্রীরামপুর পং ময়না

ইসাদ ঃ শ্রী রমানাথ মাইতি সাং পেয়্যাজ বেড়্যা পং তমলুক সহ আরও চার জন ইসাদ রয়েছেন। [১৪০]

(৯)

মহামহিম শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ মাইতি মহাশয় বরাবরেষু লিখিতং শ্রীহনু মন্ডল সাং পাচবাড়্যা পং তমলোক কষ্য জল জমীন জোত বিক্রয়নামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চআগে। গ্রাম মজকুরে আমার রায়ত গিরির জলজমীনের মদ্ধ্যে আমার জোত খরিদা বা বিন্দাবন শাওতের ১ বন্দ ।।২।৵ বারকাঠা ছয় বিশা বা গোপিকরণের ১ বন্দ ।১ ছয় কাঠা একুনে জমীন ৸৩।৵ আঠার কাঠা ছয় বিশা আর পরগণা মজকুরের চকজীঞ্জাদা গ্রামে ২ বন্দের কাত ৸৹ পনর কাঠা একুন জমীন ১।।৩।৵ একবিঘা তের কাঠা ছয় বিশা জল জমীন আপনাকে জোত বিক্রয় করিআ এহার মূল্য ফি বিঘা কুম্বপানিকল ১২৲ টাকার হিশাবে মবলগে কুম্বপানিকল শীক্কা ২০৲৮ কুড়ি টাকা আট গন্ডা নগদ দশ্‌তে বদস্ত লোইলাম।

আপনি জমীন মজকুর * আবাদ করিআ শরকারি মালগুজারি সন ২ দিআ পুত্র পোত্রাদি ভোগ দক্ষল করিবেন এবং শরকারি কাগজে আমার নাম খারিজ করিআ জমীন মজকুর নিজ নাম দাখিল করিআ লইবেন। আমার উক্ত জমীনের সহিত কুন এলাক্ষা নাই। বুঝিআ লইআ জোত বিক্রয়নামাপত্র লিখিআ দিলাম। ইতি সন ১২৫৪ চৌয়ন্য সাল তারিখ ২৭ আশাড়

ইসাদ ঃ শ্রীরামলোচন মন্ডল সাং বাবলপুর পং তোমলুক সহ আরও চার জন। [১৭৪]

(১০)

মহামহিম শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ মাইতি মহাশয় বরাবরেষু লিখিতং শ্রীকান্তিরাম মন্ডল

মবলগে একসত কুড়ি টাকা লইআ চারিবিঘা জল জমিন বিক্রয় করিলাম।

* শ্রীযুক্ত কান্তি মন্ডল সাকীন বাবলপুর প্রগণে তমোলোক কষ্য রাইয়তি জল জমিন বিক্রয় নামা পত্র মিদং কাজঞ্চাগে। আমার পিতাঠাকুর ৺মন্ডলের নামে গ্রাম মজকুরে নিজ জোত জল জমিন এক বন্দ ১১৬ দাগে ১।২ এক বিঘা সাত কাঠা আর এক বন্দ ৫৬১ দাগে ⁄৩।।৹ তিন কাঠা দুই পদিকা আর পেআজ বাড়্যা সাকীনের এক বন্দ ৮৩ দাগে ১⁄০। এক বিঘা এক পদিকা আর এক বন্দ ১১২ দাগে ৸৩।৹ আঠার কাঠা এক পদিকা আর পাচবাড়্যা সাকীনে ৬৯ দাগে ।।১ এগার কাঠা একুনে তিন গ্রামের কাত ৪⁄৹ চারিবিঘা জমিন ফিই বিঘার দর ৩০৲ তিরিষ টাকার হিসাবে মবলগে ১২০৲ একসত্ত কুড়ি টাকা রোকাসিকা দস্ত বদস্ত লৈইলাম। লোইআ বকআ মালগুজারি বাকীতে আদাএ করিলাম। এই জমিন আপনাকে জোত বিক্রয় করিলাম। আমার জমিনের সহিতি কিছু এলাখা নাই আপনি সরকারি কাগজে আমার পিতাঠাকুরের নাম খারিজ করিআ আপন নাম দাখিল করিআ লেইবেনা। এ জমিনের কেহ উআরিষআন হয় সে ঝুট বাতিল। এতদার্থে আপন সইচ্ছা পূর্ব্বকে শুস্থ সরিরে জল জমিন বিক্রী নামাপত্র লিখিআ দিলাম। সন ১২৩৪ বারসত্ত চৌউতিরিষ সাল তারিখ ২০ শ্রাবণ

ইসাদ ঃ শ্রীব্রজকীসোর মন্ডল সাং বাবলপুর সহ আরও চারজন। [২১২]

ইজারাপত্র

(১)

শ্রীগুরূপ্রসাদ মাইতি সাং পাঁচবেড়্যা পরগণে তমোলুক কশ্য মিআদী ইজারা পট্টকপত্র মিদং কাজ্যঞ্চাগে আমার স্বামীর পিতামোহ ৺হরেকিষ্ট দাসের নামীত নাখেরাজ জমীনের মর্দ্দে উক্ত পরগণার পাঁচবেড়্যা গ্রামে মোওাজী জল জমীন ১৯।।১ কাত মায় বাট্টা জমা ৪৪৵ . চোওাল্বীশ টাকা পাঁচ আনা ও পেআজবেড়া গ্রামে মোওাজী জলজমীন ৫।৪ পাঁচ বিঘা নয় কাঠার কাত মায় বাট্টা ১২৵ ১০ বার কাঠা পাচ আনা দুই পাই প্রজা বিলীতে সোকর আছে। তনমর্দ্দে আমার স্বামীর জোষ্ট ভ্রাতা শ্রীস্বরূপ নারায়ণ দাস দীগরের হিশ্বা ।।৵১৩। ক্রান্তি কাত জমা ৩৭৸৬।। ক্রান্তি টাকা বাদে নিজাংস ৵৬।।= পাচ আনা ছয় গন্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তির কাত জমা ১৮৸৵৩।- আঠার টাকা চোদ্দ আনা তীন গন্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি আমার দখলে আছে। উক্ত জমার মদ্দে উক্ত জমিনের মাহান্তরি ২।।. দুই টাকা আট আনার মদ্দে আমার নিজাংস কেনা ৸৴৬।।= তের আনা ছয় গন্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি বাদে বাকী প্রাপ্ত ১৮৲৬।।= আঠার টাকা সোল গন্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি আপন না দাবি প্রযুক্তে অন্য ২ মহাজনের রিণ পোরিশোদের জন্য ও আপনার ভরণ প্বসন কারণ আপনাকে সন ১২৭০ সাল নাং সন ১২৭৭ সাল গণীতা ৮ সনের মিয়াদে ইজারা দিয়া * ঠিকা মোকয়া পেশ্বী খাজনা চলীত সিক্কা ৭২৲ বাহাত্তর টাকায় আপনকায় ভ্রাতশ্যপুত্র শ্রীফকির চন্দ্র মাইতীর মাং নগদ দশ্‌তে বদশ্‌তে লইলাম। আপনী নিচের তপসীল মাফীক প্রজাদের নিকট সন সন খাজনা আদায় লইয়া দাখিলকার দিবেন এবং উপরের লিখীত মহাওরি জমা ত্রাণ মজকুরানের জমীদারের তহসীলদারের নিকট দাখিল করিয়া আমার নামে দাখিলা লইবেন। উক্ত মিআদ মদ্দে জমিজমার খ্বহিত আমার কোন এলাখা নাই। মিআদ মদ্দে হাজা ও শুখা হইয়া জমা লোকসান হয় কিম্বা তুমার এহাতে আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকার কেহ দাওা করে ও করি * নামঞ্জুর এতদার্থে মবলগ মজকুর সাক্ষীগণের সাক্ষ্যতায় লইআ মিআদী ইজারা পট্টকপত্র লিখীয়া দিলাম। ইতি সন ১২৭০ সাল স্বাক্ষর শ্রীমত্যা গঙ্গারানী দেই

ইসাদ রয়েছে ছ জন এরা হলেন কুরপাই পাচবেড়্যা শ্রীরামপুর গ্রামের শ্রী অক্ষয় শ্রী কমল মাইতি শ্রী আনন্দ সাঁতরা শ্রী নারায়ণ মাইতি শ্রীবেচু মাইতি ও শ্রীকৃষ্ণ মোহন মিশ্রী

উপরিউক্ত তপশীলে পাচবেড়্যা গ্রামের যে সব ব্যক্তি প্রজারূপে চাষ আবাদ করতেন তারা হলেন (১) দুখু মাইতি (২) * মাইতি (৩) নারান মাইতি (৪) গুরূপ্রসাদ মাইতি (৫) ফকির চন্দ্র মাইতি (৬) মদন মাইতি (৭) গোবিন্দ সাতরা (৮) সিদাম সাতরা (৯) আদী সাতরা (১০) নারায়ণ সাঁতরা (১১)

শ্রীমত্যা অনঙ্গ মঞ্জরী (১২) কান্তি মাইতি (১৩) * মাইতি ও (১৪) সদানন্দ মাইতি [১০৩]

(২)

দলিল গ্রহীতা শ্রী বেনীমাধব দে পিতা ৺রাধাগোবিন্দ দে জাতি একাদশ তিলি পেষা জমিদারী ও মহাজনী সাং ঘোষপুর পং গাগনাপুর থানা ও সবরেজিষ্ট্রী পাশকুড়া জেলা মেদিনীপুর।

মহাজনী লাইসেন্স নং ৫

দলিলদাতা লিখিতং শ্রীশ্রী৺শীতলা ঠাকুরাণীর সেবাইতগণ

১। শ্রী বিমল কৃষ্ণ প্রামাণিক পিতা ৺ভুবন চন্দ্র প্রামাণিক

২। শ্রী হরেকৃষ্ণ মান্না পিতা ৺গোপীনাথ মান্না

৩। শ্রী অনন্ত কুমার মাইতি পিতা ৺নীলকন্ঠ মাইতি

জাতি মাহিষ্য পেষা কৃষি সাং পুরুল পং কাশীজোড়া থানা ও সাবরেজেষ্ট্রী পাঁশকুড়া জেলা মেদিনীপুর।

কস্য মঃ ৩০০৲ টাকার রায়ত স্থিতিবান জলজমির ৮ বৎসর জন্য সুদ ও আসল পরিশোধিত খাই খালাসী ইজারা বন্ধক পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।

জেলা মেদিনীপুর থানা ও সাবরেজেষ্ট্রী পাঁশকুড়ার এলাকাধীন কাশীজোড়া পরগণায় ১০০৯ নং তৌজীভুক্ত মহাল ও মৌজা পুরুলের অন্তর্গত সার্ভে ৭২০ থানা ১৪৩ স্বত্ব নং ৬৬।১১৬।১৯৯ এর অধীন মোঃ ৮০ শঃ সাবেক ১৸৩ কাঠা রায়ত স্থিতিবান জল জমি যাহার কাত বার্ষিক খাজনা মঃ ৫।৵১৭।। গন্ডার কাত জমি আমরা তিনজন দলিল দাতাগণ আমাদের স্বোপার্জিত অর্থে ৺শীতলা ঠাকুরানীর সেবাইত উল্লেখে ক্রয় করত সদর মফস্বলে অন্যের বিনাপত্যে ও নিবূঢ় স্বত্ত্বে ভোগবান ও দখলকার রহিযাছি।

এক্ষণে উক্ত ৺শীতলা ঠাকুরানীর জন্য সম্পত্তি যাহা আমরা জনৈকা ৺অধর দর্জির স্ত্রী শ্রীমত্যা নিরদা দাসীর নিকট ৬১৭৫ নং রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল দ্বারা ঠাকুরানীর সেবা পূজার জন্য অর্পননামা সূত্রে প্রাপ্ত হই। উক্ত সম্পত্তি লইয়া তমলুক ৩য় মুনসেফ আদালতে ১৯৫১ সালের ১৭৭নং দেওয়ানী মোকৰ্দ্দমা জনৈকা শ্রীমত্যা গিরীবালা দাসী অন্যায় ও বেআইনীভাবে দায়ের করিয়াছে উক্ত মোকৰ্দ্দমার ব্যয় নির্বাহ জন্য অদ্যকার তাংএ তপশীলের বর্ণিত পুরুল মৌজায় ৯৮শঃ জলজমি বাংলা সন ১৩৫৮ সাল হইতে বাংলা সন ১৩৬৫ সাল পর্য্যন্ত ৮ বৎসর জন্য আমরা তিনজন সেবাইত একত্রে অত্র খাই খালাসী ইজারা বন্ধক দ্বারা আপনার নিকট মঃ ৩০০৲ টাকা কৰ্জ্জ গ্রহণ করত অঙ্গীকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে—

১। অদ্য হইতে ৮ বৎসর অর্থাৎ বাংলা সন ১৩৫৮ সাল হইতে বাংলা সন ১৩৬৫ সাল পর্য্যন্ত তপশীলের বর্ণিত রায়ত স্থিতিবান জলজমিতে আপনি আমাদের ও উক্ত ঠাকুরানীর যাবতীয় স্বত্বে স্বত্ববান ও ভোগবান হইয়া সমূহ উপস্বত্ব গ্রহণ করিতে থাকিবেন। তাহাতে কাহারও কোন ওজর আপত্য থাকিবে না। ৮ বৎসর আপনি নির্বিঘ্নে তপশীল সম্পত্তির যাবতীয় উপস্বত্ব গ্রহণ করিলে পর আপনার সম্পূর্ণ সুদ ও আসল টাকা ৮ বৎসরে পরিশোধ হইয়া বাংলা সন ১৩৬৬ সালে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমাদের খাস দখলে আসিবে।

২। তপশীল সম্পত্তি কাহারও নিকট দায় সংযোগাদি করা নাই, আমাদের স্বত্বে দুর্বলতা বশত বা অন্য কোন কারণে তপশীল সম্পত্তি হইতে বেদখল হয়েন বেদখল পরিমাণ সম্পত্তির জন্য যাবতীয় ক্ষতির দাযী হইব।

৩। জমিদারের খাজনা আমরা সন সন আদায় দিয়া দাখিলা আপনাকে হাওলা করিতে বাধ্য থাকিব।

এতদর্থে দলিলের লিখিত সম্পূর্ণ টাকা বুঝিয়া পাইয়া সাক্ষীগণের সাক্ষাতে অত্র ইজারা তমসুক সম্পাদন করিয়া দিলাম ইতি বাংলা সন ১৩৫৮ সাল তাং ৮ই ভাদ্র ইং সন ১৯৫১ তাং ৪ঠা সেপ্টেম্বর

লেখক শ্রী প্রাণকৃষ্ণ দাশ সাং পুরুল পং কাশীজোড়া পোঃ হাউর জেলা মেদিনীপুর

লেখকসহ মোট তিনজন সাক্ষীর স্বাক্ষর রয়েছে। [৬০১]

(৩)

মহামহিম শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ পাড়ে সাং রামচন্দ্রপুর

মহাশয় বরাবরেষু .

লিঃ শ্রী * সুন্দর পাড়ে

সাং রামচন্দ্রপুর পং মঅনা চোঙর

কোয্য আশল শুদ ভুক্তান মিয়াদী ইজারা পট্টকপত্র মিদং কাজ্জনঞ্চাগে। আমার পৈত্রিক ব্রহ্মোত্তর চেতুয়া প্রগনার মধ্যে খোদ বিষ্টুপুর গ্রামে ৫৩৮৩০ নং সনন্দভুক্ত মোট মোআজী ৬।।৵ ছয়বিঘা দশ কাট্টায় কাত জমা * কুম্পানী মং ৩০৲ তিরিশ টাকা এহার মদ্দে আপনকায় অর্দ্ধেক রকম।।৵ আট আনার কাত ৩।৵ তিন বিঘা পাচ কাঠা কাত জমা ১৫৲ পনরটাকা বাদে বাকী আমার নিজ অংশ রকম।।৵ আনার কাত ৩।৵ তিন বিঘা পাচ কাঠা কাত জমা ১৫৲ পনর টাকা পুরুসানুক্রমে নিরবিরোধে ভোগ দখল করিয়া আশীতেছী, বর্ত্তমান আমার পুত্র শ্রী জগবন্ধু পাড়ের শুভ বিবাহ উপস্থিত করায় তাহার খরচপত্র অনাটান প্রযুক্ত উক্ত জোমি মিআদি ইজারা বেতিত অন্য উপায় না থাকায় উক্ত ৩।৵ বিঘা পাচ কাঠা জমি কাত জমা ১৫৲ পনর টাকা আপনাকার নিকট সন ১২৭৪ বারসত্ত

চোইত্তর শাল হইতে নাগাদ সন ১২৮৮ বারসত্ত অট্টাশী সাল শুদ্দা গণিতা ১৫ বছর মিআদে ইজারা দিয়া নগদ কুম্পানী ১০০৲ একসত্ত টাকা লইআ উক্ত বিবাহের খরচ কারণ লইলাম। উক্ত জমা প্রজাবিলো সন ২ আদায় করিআ উপরূক্ত টাকায় শুদে ও আসলে * লইবেন। মিআদগতে উক্ত জোমিন আমার দখলে ছাড়িয়া দিবেন। ভবিষ্যতে মিআদ মদ্দে কুন কারণে বেদখল আদী হইতে হয় তবে আমার অপরাপর অস্থাবর বস্তু হইতে রিতমত আদায় লইবেন। উক্ত মিআদের মদ্দে আমি কীম্বা আমার উত্রাধিকার কুন আপত্ত করে ও করি শে অগ্রাজ্য হইবেক। এতদার্থে আপন * নগদ টাকা লইআ আশল শুদ ভুক্তান মিয়াদী ইজারা পট্টকপত্র লিখিয়া দিলাম ইসাদঃ শ্রীশোরূপ নারাণ ঘোড়ই সাং রামচন্দ্রপুর পং ময়না সহ আরও ছজন [৪]

(৪)

পরম কল্যাণিএ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ ঘোড়াই পিতা ৺মধুশুদন ঘোড়াই জাতিয় কৈবর্ত্য পেশা তেজারতি আদি শাকিন রামচন্দ্রপুর পরগণে ময়না মহাশয় কল্যাণবরেষু—

লিখিতং শ্রী দ্বারিকনাথ পান্ডে ও শ্রী শীতানাথ পান্ডে ও শ্রী মহেন্দ্রনাথ পান্ডে ও শ্রী তৌল্যকনাথ পান্ডে পিতা নারাণ পান্ডে জাতিয় কনজ ব্রাহ্মণ পেশা নাখরাজ ভোগী আদি সর্ব্ব সাকিন রামচন্দ্রপুর পরগণে ময়না জেলা মেদনিপুর।

কোশ্য পোউত্রিক ও খরিদা নিশকর জলকালা জোমিনের * মিআধি ইজারা পট্টকপত্র মিদং কাজ্যঞ্চাগে শবরেজষ্টর মোকাম পিঙ্গলা ইষ্টীশেন শবঙ্গের এলাখাধিন ময়না পরগণার রামচন্দ্রপুর মৌজায় আমাদের প্রপিতামহ ৺দআল পান্ডের নামিত বাজে জোমিনের দপ্তরে ১৯২৭৯ নং শনন্দভুক্ত মোট মোত্তাজী ৭।২ শত বিঘা শাত কাঠা জলকালা পুশ্‌কনি্য ও পোতিত জমিনের মোদ্দে শ্রী জগবোন্ধু পান্ডের অংশ রকম।।. আনা কাং মোওাজী ৩।।৩।।. বিঘা বাদে বক্রি আমাদের নিজাঅংশ তপশীলের লিখিত রকম।।. আনা অংশের কাং মোওাজী ৩।।৩।।০ বিঘা উক্ত পরগণাব উক্ত মৌজায় আমি গঙ্গাবিষ্টু পান্ডে আমার পিতা ও আমরা দ্বারিকানাথ পান্ডে দিগর চতুর্থ ভ্রাতা আমাদের জেষ্টতাত ৺নারাণ পান্ডের নামিং খরিদা ৭৭২৬ নং শানন্দ বাবদ সন ১২৭৩ শালের ১৯ আশ্বিন তারিখে ৺ভলানাথ চৌধরির ভ্রাতার নিকট ১ বন্দ জল মোওাজী ।।২।।. কাঠা ও ঐ মৌজায় সন ১২৭৩ শালের ১৯ আশ্বিন তারিখে ৺ভলানাথ চৌধরির ভ্রাতার নিকট ১ বন্দ জল মোওাজী ।।২।।. কাঠা ও ঐ মৌজায় সন ১২৭৩ শালের ২৯ ফালগুন তারিখে শনন্দভুক্ত ঐ বাত্তার বাবৎ ১ বন্দ জল মোওাজী ।।২।।. কাঠা ও ঐ মৌজায় ৭৭৭৪ নং শনন্দভক্ত শউকরী দেবি বাওার বাবৎ ১ বন্দ জল মোওাজী।. কাঠা ও আমি গঙ্গাবিষ্টু ও আমি দ্বারিকা নাথ পান্ডে আমাদের নিলামি খরিদা চৌকি তমলোকের মনশফি আদালতে শন্‌ ১৮৬০ শালের ৩৩ নং জারির মোকদ্দমায় উক্ত মৌজায় ১ বন্দ জল মোওাজী ।১ কাঠা ও ঐ মৌজায় ১ বন্দ

জল মোওাজী ৸২ কাঠা ও উক্ত আদালতে উক্ত নারায়ণ পান্ডের নামিৎ ঔ মৌজায় শন ১৮৬৫ শালের ৮০ নং জারিয় মোকদ্দমায় ১ বন্দ জল মোওাজী কাঠা সর্ব্ব একুন মোওাজী ৸২ কাঠা ও উক্ত আদালতে উক্ত নারায়ণ পান্ডের নামিৎ ঔ মৌজায় শন ১৮৬৫ শালের ৪০ নং জারিয় মোকদ্দমায় ১ বন্দ জল মোওাজী৷৷৹ কাঠা সর্ব্ব একুন মোওাজী ৬৸৷৷ ছয় বিঘা পনর কাঠা দুই পোদিকা জল কালা জোমিন তপশীলের লিখিত নিম্নের চৌহদ্দীমতে আমরা শকলে ইজমালিতে একানঞবোর্ত্তী থাকিয়া ঐ শকল জোমিন অন্যের বিনা আপত্যে আমরা শঅং জোৎ দখল করিআ আশীতেছী। এক্ষণে আমাদের * প্রযুক্ত মাহাজনের নিকট রিণ গ্রহণ করায় তাহা আদাএর অন্য উপায় অভাবে উক্ত মোওাজী ৬৸৷৷৹ বিঘা জলকালা জোমিন বরশীক মপলগে ৬২৷৷৹ টাকা আনা টাকায় জমা ধার্জ্য কোরিয়া শন ১২৯১ বারশত একানব্বই শাল হইতে শন ১৩০৮ তেরশত আট শাল পর্য্যন্ত গণিতা ১৮ আঠার বছর মিয়াদে আপণকার হস্তে মিআদি ইজারা দিআ একরায় কোরিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি জে উক্ত নিরপিত জমার মোদ্দ্যে যুদ শরঞ্জমী মায় মুনাফা বাদে বক্রি ৫০০৲ পাঁচশত টাকা নগদ লইয়া আপনাকে ইজারা দিলাম। আপনি মিয়াদতক আমাদের শর্ত্তে শর্ত্তবান হইয়া শঅং খাসদখলে বা প্রজাবিলির দ্বারায় উক্ত ইজারার জোমিতে দখলকার রহেন। তাহাতে আমরা বা আমাদের উত্রাধিকারীগণের মিয়াদতক উক্ত জোমিনে কুন দাবি আপর্ত্ত রহিল নাই। মিয়াদ মোর্ধে হাজা যুকা শস্য নকশানি হইলে জৎসন হাজা যুকা গর্ভ নকশানি হইবেক মিআদগতে * দখল করিয়া লইবেন। আপনকার দখল বাদে উক্ত জোমিন বিনা আপর্ত্তে আমাদের নিজ দখলে ছাড়িয়া দিবেন। ইজারার মিয়াদ মোধ্যে উপরূক্ত কুন কারণে আপনকার শচ্ছন্দ দখলের কুন ব্যাঘাত জনমে তাহা হইলে জে পরিমান জোমিন হইতে বেদখল হইবেন বেদখলের তারিখ হইতে শেই পরিমান উপরূক্ত নিরপিত জমা হিশাব যুরৎ মাশীক ফি তঙ্কে ৵০ অর্দ্ধ আনার হিশাবে যুদসহ আশল টাকা আমরা বা আমাদের উত্রাধিকারীগণের শনামি বেনামি জাত্র জাতের দ্বারায় আদায় লইবেন। উক্ত জোমিন মিয়াদ মোর্ধে কোন গতিকে দায় শংযোগ করিতে পারিব না। শরকার বাহাদুর হইতে জে কুন কর ধার্জ্জ হইআছে কি হইবেক তাহা আমরা নিজ হইতে আদায় দিব আপনাকার শোহিত কোন এলাখা রহিল নাই। জদি আমরা নিজ হইতে আদায় না দি আপনি আদায় দিয়া মায় যুদ আমাদের স্তানে আদায় লইবেন। শরকার হইতে জে কুন কাগজ কি দলিল তলপ হয় তাহা আমরা শঅং দাখিল কারিব। না কোরি তাহাতে আপনাকার জাহা খেতি হইবেক তাহার দাইক আমরা হইব। এতদার্থে শাক্ষগণের সাক্ষতায় উপরূক্ত বেবাক ৫০০৲ পাঁচশত টাকা নগদ বুঝিয়া লইয়া ১৮ আঠার বছর মিয়াদে উক্ত জোত ৬৸৷৷ জোমিনের ইজারা পাট্টা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৯১ বারশত একানব্বই সাল তারিখ ১৯ মাহ ফালগুন।

তপশিল চৌহদ্দী

ময়না পরগনার রামচন্দ্রপুর মৌজায় পৌউত্রিক নিস্কর জলনাল ১ বন্দ মোওাজী ৸৪ কাঠা দক্ষীণ নিস্কর জল জোমিন জোত জগবন্ধু পান্ডে উঃ মাল ও নাখরাজ জলজোমিন জোত জগবন্ধু পান্ডে ও রাজু জানা পূঃ মালের জল জোমিন জোত তারাচাঁদ শাবুত পঃ মালের জল জোমিন জোত অদ্বৌত চরণ চৌধরি।

ঐ মৌজায় জলনাল ১ বন্দ মোওাজী ৸২ কাঠা দক্ষিণ নাখরাজ জল জোমিন জোৎ জগবন্ধু পান্ডে উঃ নাখরাজের জল জোমিন জোৎ নিজ দ্বারিকানাথ দিগর ও মালের জল জোমিন জোৎ বস্তি নারান চৌধরি পূঃ মালের জল জোমিন জোৎ * সাবুত ও * ৺রঘু স্ত্রী পঃ মালের জল জোমিন জোৎ নোবিন চন্দ্র কুইল্যা।

এরূপ আরও সাতটি তপশিলের চৌহদ্দী বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রী শীবনারায়ণ মাইতি সাং রামচন্দ্রপুর পং ময়না সহ আরও আটজন ইসাদের স্বাক্ষর রয়েছে। [২৪]

(৫)

মহামহিম শ্রীযুত ফকীর চান্দ মাইতি মহাশয় বরাবরেষু লিঃ শ্রী জগতনারায়ণ রায় ও শ্রী সরূপ নারায়ণ রায় পীতা ৺প্রতাপ নারায়ণ রায় সাকীন শ্যামসুন্দরপুর পাটনা পরগনে কাশীজোড়া কস্য আগত্রা খাজনা লেখাপড়া মিদং কাখ্যাঞ্চাগে আমরা আপন না দাবি প্রজুক্ত উক্ত কাসীজোড়া পরগণার * * সাকীনের শ্রী সীদ্ধেশ্বর জানার * * টাকা পরিশোদ কারণ তমলোক পরগনার ভবানীচক গ্রামে আমাদের পৌত্রীক মহত্রান জলজমিন মোওাজী ১৪/ চোদ্দ বিঘা কাত মবলগে ৩৫৸৵৫ পৌত্রিক টাকা তের আনা এক পাই জমা আপনাকে ইস্তক সন ১২৬৯ উনসত্তর সাল নাঃ সন ১২৭৮ আঠাত্তর সাল গণিতা দয সাল মিঞাদে ইজারা বন্ধক দীয়া আগাত্রা খাজনায় * ফি সন মঃ ১৭৸৵১২।। সতর টাকা চোদ্দ আনা সাড়ে বারগন্ডা হিশাবে মঃ ১৭৯৵৫ একশত উনাশীটাকা নয় পাই নগদ দস্ত বদস্ত লইলাম। উক্ত ৩৫৸৵৫ টাকা * প্রজাদের নিকট সন ২ তৌজী ২ খাজনা আদায় করিয়া লইবেন মিঞাদ মদ্দে * * হইয়া * লস্কান হয় জিম্বা তোমরা এবং মিঞাদ মদ্দে জমি আবাদ কারণ জাহাকে পাট্টা দিতে হয় দীয়া জমি মজকুরে আবাদ করাইয়া ভোগদখল করিবেন। জদী * উক্ত জমিন সরকারে * বাদী হইয়া * ইত্যাদি জমা ধার্য্য টাকা তাহা আমরা নিজ হইতে দীব না দি আপনি তাহা দিবেন। আপনাকে শেই টাকা মায় ষুদ বুঝাইয়া দিব না দি মাফিক আইন না মঞ্জুর একরায় মবলগ মজকুরে বুঝিয়া লইয়া ইজারা বন্দকনামাপত্র লিখিয়া দীলাম। ইতি সন ১২৬৮ আটসট্টী সাল তারিখ ২ বৈশাখ

স্বাক্ষর শ্রী জগত নারায়ণ রায়

ইসাদ শ্রী গুরুপ্রসাদ সাউত সাং বাবলপুর পং তোমলোক সহ আরও ছয় জন [২৪৭]

(৬)

পরম কল্যানিয় শ্রীযুক্ত সীদ্ধেশ্বর পরামানিক ৺গঙ্গারাম পরামানিকের পুত্র কিম্বে ময়না চৌর হাং শাং ওলিগঞ্জ শহর মেদিনীপুর কল্যাণবরেষু

লিং শ্রীমত্যা চঞ্চলা দেব্যা ৺বেনিমাধব মজুমদারের পত্নী জাতিয়ে ব্রাহ্মন পেশা তালুকদারি আদি শাং পাথরা পং মেদিনীপুর জেলা মেদিনীপুর

কস্য ষুদ ভুক্তান ইজারা পট্টকপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে ইষ্টেসন থানা শবঙ্গ সব রেজষ্টরি রাজবল্ববের এলাকাধিন কিম্বে ময়না চৌর পরগনার ১৪৬৬ নং তৌজী ২৬২৪ নং এ ঃ রেজষ্টরি মহাল শ্রীবৃন্দাবন চক রকম শোলআনা যাহাতে অন্যান্য শ্বরিকের নামশহ আমার শ্বামি ৺বেনিমাধব মজুমদার মহাশয়ের নাম কালেকটরি শ্রেস্তায় জারি আছে। ঐ মহালের রকম শোল আনার কাত মোট তশ্কীশ মঃ ৭৬৭৸৴/৫ টাকার মধ্যে শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মাইতি দিগরের অংশ রকম।।. আট আনা বাদে বাকী রকম।।. আনার কাত শ্বরকারি সদর জমা মঃ ৩৮৩৸৴/৮।। টাকা আমার শ্বামি মহাশয়ের জ্ঞাতিগণের সহিত সন ১২৮৬ শালের ১০ ই চৈত্র তারিখের রেজষ্টরিযুক্ত অংশনামার দ্বারায় অংশ হইয়া সমুদায় রকম।।. আট আনার কাত মঃ ৩৮৩৸৴/৮।। টাকার তশ্কিশ আমার শ্বামির পাঁচ সহোদরে প্রাপ্ত হইয়া শ্বরকারি রাজস্য আদায়ে শ্বামি মহাশয় পৃথকঅন্ন হইয়া সদর মপস্বলে দখলকার থাকিয়া স্বামি মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় আমি তাহার স্বলাভিষিক্তে তালুক আদি স্থাবর ও অস্থাবর তাহার অংশে সমুদায় সম্পর্ত্তীতে সত্ববান ও দখলকার আছি। জে হেতুক গতবর্ষে অনাবৃষ্টির দরুন মহালের প্রজাগণের নিকট সুপ্রতুল মতে খাজনা আদায় না হওয়ায় কালেকটরির খাজনা আদি দেওন ও আমার ভরন পোষন জন্য কোথক টাকা রিন হইয়াছে। ঐ রিন পরিশোধ ও আমার ভরন পোষনের আবিশ্যকী খরচ কারণ তোমার নিকট কোম্পানী মবলগে ১৫০, দেড়শত টাকা কর্জ্জ লইলাম। এহার ষুদ মাশীক শতকরা ২, দুই টাকার হিশাবে দিব। উক্ত আশল মায় ষুদ আদায় কারণ আমার স্বামির পৈত্রিক আমার সত্বীয় দখলি উক্ত শ্রীবিন্দাবনচক মহালের নিজাংশ রকম ৴১২ আনা বার গন্ডা তালুকের মপশ্বল * নিজাংশে বার্শীক মবলগে ১৬২।৵১০ এক শত্ব বাশট্টী টাকা ছয় আনা দুই পাই জমা জে ধার্য আছে তন্মধ্যে শ্বরকারি রাজশ্ব রোড পবলিক শেষ ও পুলবন্দী এবং * আদি শরকারি দেনা বার্ষিক কোম্পানি মঃ ৯৬।। বাদে অবশিষ্ট মঃ ৬৫৸৵১০ টাকার মধ্যে গ্রামের উগালবন্দী ও জল কাটানি আগত নির্গতের খরচা এবং তহশীল শরস্তদমী মায় শাদা রশনাই আদি খরচ কোম্পানি মঃ ১৯।। শাড়ে-উনিশষ টাকা বাদে অবশিষ্ট কোম্পানি মঃ ৪৬।৵১০ ছেচল্লিশ শাড়ে ছয় আনা টাকা আমার মুনাফা থাকে। অতএব উক্ত শ্রীবৃন্দাবনচক মহালের আমার নিজাংস রকম ৴১২ একআনা বার গন্ডার কাত বার্ষিক কোম্পানি মঃ ১৬২।৵১০ একশত্ব বাশট্টী শাড়ে ছয়আনা জমায় সন ১২৯২ বিরানব্বই শাল হইতে সন ১২৯৮ শন

বারশত্ব আঠানব্বই শাল পর্য্যন্ত গণিতা ৭ শাত বৎসর মিয়াদে তোমাকে ইজারা দিলাম। তুমি সন ১২৯২ সন বারশত্ব বিরানব্বই শালের শুরু আশ্বিন হইতে উক্ত মহালে আমার অংশ রকম /১২ গন্ডা তালুকে দখলকার হইয়া প্রজাগণের নিকট রাজশ্য আদায়ে কালেকটরির রাজশ্য আদি সর্ব্বপ্রকারের সরকারি দেনা মঃ ৯৬।। ছিয়ানব্বই টাকা আট আনা শন ২ আমার শ্বরকারে নিচের লিখিত কিস্তী বন্দিমতে দাখিল করিয়া অবশিষ্ট মঃ ৬৫৸৵/১০ টাকার মধ্যে গ্রামের উগালবন্দি ও জলকাটানি আগত নির্গতের খরচ ও তহশীল সরঞ্জমী মায় শাদা রসনাই আদি খরচ মঃ ১৯।। টাকা বাদে বাকী মঃ ৪৬।৵/১০ ছেচল্লিশ সাড়ে ছয় আনা টাকা তোমার দেওয়ার কর্জ্জাটাকার আশল ও যুদে ওয়াশীল পড়িবেক। শেষ বৎসর মঃ ১৯।।৵ টাকা তুমি আমাকে নগদ দিয়া আমার তালুক ছাড়িয়া দিবেক। জদী উক্ত মিঞাদ মধ্যে হাজা শুশকী ও গ্রাম ছয়লাপী ও গর্ভ নম্বানি হাজা হয় তবে রাজা প্রজা সম্বন্ধে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রজা রক্ষার্থে জদি কিছু মিনা দিতে হয় তবে শন ২ আমার শ্বরকার হইতে আমিন নিযুক্ত করিয়া জমার নিরাকরণ করিয়া দিব অথবা শ্বরিকদারের কাগজ অনুসারে যত জমা কম হইবেক তাহা নগদ দিব। না দিই ইজারার মিয়াদগতে ঐ ইজারা বস্তু দখলে রাখিয়া আশল মায় উপরূক্ত হারে যুদ আদায় করিয়া লইবে। জে পর্য্যন্ত তোমার আসল মায় যুদ বেবাক টাকা আদায় না হয় সে পর্য্যন্ত ইজারা সম্পত্তী বেদখল করিব না। জদী আমি কি আমার উত্তরাধিকারি তুমি কি তোমার উত্তরাধিকারিকে বেদখল করি কে করেন তবে বেদখলের দিবসে তোমার আশল মায় যুদ যত টাকা পাওনা হইবেক তাহার যুদ উপরূক্ত হারে আমার কি আমার উত্তরাধিকারির নিকট তুমি কি তোমার উত্তরাধিকারি রিতমত নালিশের দ্বারায় আদায় করিয়া লইবে। প্রজাগণের নিকট রাজস্য আদায় আদি সমন্ধে নালিশ করিবার যদ্রূপ ক্ষমতা আমার ছিল তৎ সমুদায় ক্ষমতা তোমাকে দিলাম। তুমি খাজনা আদি আদায় সমন্ধে নালিশ করিতে পারিবে। কালেকটরির খাজনা আদি সমস্ত দেনা আমি দিব। উপরূক্ত বার্ষিক মবলগে ৯৬।।. ছিয়ানব্বই টাকা আট আনা আদায়ে দিতে নষ্টতা কর রিতমতে নালিশের দ্বারায় আদায় করিয়া লইব। আর প্রকাশ থাকে জে উক্ত ইজারার মিঞাদ মধ্যে জদী দিগবন্দ ভাঙ্গিয়া অথবা বৃষ্টিজলে পরগনা ছয়লাপিতে সমস্ত মৌজা হাজা হইয়া প্রজার নিকট রাজস্য আদায না হয় তবে মিয়াদের মধ্যে জয় শন ঐ প্রকার হইবেক সকল সনে কালেকটরির খাজানা আদী আমার শ্বরকার হইতে দিব এবং রাজা প্রজা সমন্ধে প্রজা রক্ষার্থে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জদি প্রজাদিগকে ছাড় দিতে হয় তাহা আমি দিব। সেই ছাড়ের বাবত টাকা তোমাকে ইজারার বার্ষিক জমায় খুশমা দিব। ঐ ইজারার কমতি টাকার পরিবর্ত্তে ইজারার মিয়াদগতে আগতসনে দখল পাইবেক। এতদার্থে কবুলতি গ্রহনে অত্র যুদভুক্ত ইজারাপাট্টা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৯১ শাল তারিক ১২ ই ভাদ্র

তপশীল কিস্তীবন্দি

প্রতি সন

মাহ ১৫ পৌষ	৩৩৵১৫
মাহ ১২ চৈত্র	৪৫৵১৫
মাহ ১২ আশাড়	১০৷১৭৷
মাহ ১২ আশ্বিন	৭৷১২৷
	৯৬৷৹

মঃ ছিয়ানব্বই টাকা আট আনা মাত্র

শাক্ষর

শ্রী নবীন চন্দ্র দাশ শাং শঙগ্রামচক পং শবঙ্গ হাং শাং ওলিগঞ্জ শহর মেদিনীপুর

ইসাদ : শ্রী নবকুমার দাশ শাং তিলখোজা পং ময়না চৌর সহ আরও বিভিন্ন গ্রামের আটজন ইসাদ রয়েছেন। [৩৩১]

(৭)

পরম কল্যানিয় শ্রীযুক্ত সীদ্ধেশ্বর পরামানিক ৺গঙ্গারাম পরামানিকের পুত্র জাতীয় রজক পেশা মোক্তারি চাকিরিআদী সাকিন শ্রীবিন্দাবনচক পরগনে ময়না চোউর জেলা মেদিনীপুর কল্যানবরেষু

লিখিতং শ্রীমত্যা চঞ্চলা দেব্যা ৺বেনীমাধব মজুমদারের পত্নী জাতীয় ব্রাহ্মণ পেশা তালুকদারি সাকিন পাথরা পং মেদীনীপুর ষ্টেশন শহর মেদীনীপুর।

কস্য ইজারা পট্টকপত্র মিদং কায্যনঞ্চাগে থানা সবঙ্গ ও শবরেজষ্টরি পীঙ্গলা রাজবল্লবের এলাখাধিন ময়না চোউর পরগনার ১৪৪৫ নং তৌজী মাহাল শ্রীবিন্দা বনচক মোট শদর জমা মঃ ৭৬৭৸৴৫ টাকার মধ্যে আমার স্বামি ৺বেনীমাধব মজুমদারের স্বত্তিয় দখলী অংশ রকম ৴১২ গন্ডার কাত মঃ ৭৬৸৯ টাকার তস্কীশে স্বামির মৃত্তুর পর আমি শত্ববান ও দখলকার হইয়া সন ১২৯১ শালের ১১ ভাদ্র তারিখের রেজষ্টরি উক্ত ইজারা পাট্টার দ্বারায় সন ১২৯২ শাল হইতে সন ১২৯৮ শাল পর্য্যন্ত ৭ বৎসর মিয়াদে তোমাকে ইজারা দীয়াছিলাম এবং আমি স্বামি মহাশয়ের স্থলাভিসীক্তে আদালত হইতে শার্টফিকট লইআছী। তদপরে শন ১২৯৩ শালে ২৩ পৌষ তারিখে আমার হুকুমনামামতে তুমি কালেক্টরিতে রাজশ্বদী দাখীল করিআ মাহাল রক্ষা করিআছ। এক্ষনে ইজারার ঐ মিয়াদগতে তোমার সহীত হিসাব নিকাশ করায় শন ১২৯৩ শাল ও শন ১২৯৬ শালের বন্যা জল প্রলারিতে মাহাল হাজা হইবায় তোমার কালর্টরিতে দেওা টাকার আদীর হিসাব নিকাশে রফা ছাড় বাদ মঃ ২৫০ দুইশত্ত পঞ্চাশ টাকা তোমার নেয্য পাওনা হইল। বত্যমান শন ১২৯৯ শালে মাহাল মজকুর বন্যাজলে

হাজীয়া গিআছে তাহাতে কালট্টরির রেভিনিউআদী দেনা মঃ ৫০৲ পশ্চাশ টাকা অক্যুলান হইবেক আমার যে সকল মাহাল আছে তাহার খাজনা সুচারুমতে আদায় হয় নাই। অতএব উক্ত মাহালের কালট্টরির রেভিনিউআদী দেওন এবং আমার ব্যমহর ডাক্তারের ওষধদীর খরচ কারণ তোমার নিকট মঃ ১৫০৲ একশত পঞ্চাশ টাকা নগদ লইলাম। সাবেক ইজার বাকি ২৫০৲ টাকাকে আশল গন্যে তাহাশহ একুন মঃ ৪০০ চারিশত টাকা কজ্জার পরিবর্তে আমি তোমাকে উক্ত শ্রীবিন্দাবনচক মাহালের আমার সত্ত্বীয় দখলী অংশ রকম ⁄১২ গন্ডা তালুক শন ১২৯৯ শাল হইতে শন ১৩০৫ তেরশত পাঁচ শাল পর্য্যন্ত ৭ শাত বৎসর মিয়াদে তোমাকেই ইজারা দিলাম। তুমি আমার স্বরূপ প্রজাগনের নিকট খাজনাআদী আদায় করিআ উক্ত তালুকেব আমার অংশ রকম ⁄১২ এক আনা বার গন্ডার শুদের পরিবর্ত্তে ভোগ দখল করিবেন। ঐ মিয়াদগতের বৎশরের শেশে আমি কি আমার উত্রাধিকারি জখন উক্ত আসল ৪০০৲ টাকা তুমি কি তুমার উত্রাধিকারিকে না দীব কি দীবেন তখন ইজারা শম্পত্তী ছাড়িয়া দীবে যে পয্যন্ত তোমার উক্ত আশল টাকা নগদ না পাও শে পর্য্যন্ত ইজারা বস্তু তুমি কি আমার উত্রাধিকারি তুমি কি তুমার উত্রাধিকারীকে বেদখল করিতে পারিব নাই কি পারিবেন নাই। প্রজার জমি জমা বৃদ্ধী ও খাজনা আদায় করিবার নালীশের ক্ষমতা জদ্রপ আমার ছিল তদ্রপ ক্ষমতা তোমাকে দেওা গেল। তুমি নালীশআদী করিআ খাজনাআদী আদায় করিতে পারিবে আর বত্যমান শন ১২৯৯ সালে হাজাশনে কালট্টরির দেনার অকুলান মঃ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা আমী দীব। তদপরে ইজারার মিয়াদ মধ্যে বন্যা কি বিষ্টিজলে প্লাবিত হইয়া মাহাল জত বৎসর হাজা কি শুখা হইবেক প্রতী শনে কালট্টরির অকুলান বার্শীক মঃ ৫০৲ পঞ্চাস টাকা আমি দীয়া মাহাল রক্ষা করিব। আমি দীতে না পারি তুমি দীয়া মাহাল রক্ষা করিবে। তাহার যুদ মাশীক ফি শত্তে ১৲ এক টাকার হিসাবে ইজারার মিয়াদগতে হিসাব নিকাশে আশল মায় যুদ আদায় দীব। বেবাক টাকা আদায়ের দীবশ পর্য্যন্ত উপরুক্ত হিসাবে যুদ চলীতে থাকিবেক। এহার পর শরকার হইতে জমিজমাআদী শমন্ধে কুনদরি অঙ্ক কি জমা বেশী হইলে তাহাও হিসাব নিকাশে আদায় দীব। সরিকদারের দেনায় মাহাল নিলাম হইলে তুমি দায়িক হইবেক নাই। আমার অংশের কালট্টরির খাজনাআদী দেনা তুমি দাখীল না করিলে যদী মাহাল নিলাম হয় তাহার ক্ষেতি ক্ষেশারার দাইক তুমি হইবে। আমার অংশের ডাক কাজীল টাকা ও অন্যান স্তাবর অস্তাবর শম্পত্তী হইতে তোমার পাওনা টাকা আদায় লইবে। তোমার পাওনা বেবাক টাকা আদায় নিমিক্তে মাহাল মজকুর ও ডাক কাজীল টাকা দাইক ও আবদ্ধ রহীল। আর শাবেক ইজারা আমলের তোমার কালট্টরিতে দেওা টাকার শকল বাবতের শমস্ত পাউতি আমি লইলাম। শাবেক ইজারা পাট্টা ও হুকুমনামা তোমার গচ্ছীতে রহীল। বেবাক টাকা আদায় হইলে ফেরত লইব। এতদার্থে অত্র ইজারাপট্টক পত্র লিখীয়া দীলাম ইতি শন ১৮৯১ একানব্বই শাল তারিখ ৫ অকটবর মতাবক শন ১২৯৯

নিরানব্বই শাল তারিখ ২০ আশ্বীন। [৩২৩]

এরূপ আরও বহু ব্যক্তি ঋণজালে জড়িয়ে জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন তারই কয়ের জনের বিবরণ দেওয়া হল এই ক্রমিক অনুসারে ক) জমি বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা খ) বিক্রীত জমির পরিমাণ গ) বিক্রয় মূল্য ঘ) বিক্রয়ের কারণ ঙ) সময় চ) সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত দলিলের ক্রমিক সংখ্যা

১। ভোলানাথ চৌধুরী রামচন্দ্রপুর খ) বারকাঠা দুই পদিকা গ) ৭৫্ ঘ) মহাজনের ঋণ পরিশোধ ঙ) ১২৭৩ সাল চ) ৭নং

২। সঙ্করি দেব্যা রামচন্দ্রপুর খ) সতের কাঠা দুই পদিকা গ) ৬৮্ ঘ) কারণ উল্লেখ নেই ঙ) ১২৬৬ সাল চ) ২৫ নং

৩। ভোলানাথ চৌধুরী রামচন্দ্রপুর খ) এগার কাঠা গ) ৭১।।. ঘ) মহাজনের ঋণ পরিশোধ ও সাংসারিক খরচ ঙ) ১২৭৬ সাল চ) ২৬নং

৪। নীলাম্বর দাস ও নরহরি দাস তোটানালা সুজামুঠা খ) দু বিঘা দশ কাঠা গ) ৩৭।।. ঘ) কারণ উল্লেখ নেই ঙ) ১২৫৫ সাল চ) ১০২ নং

৫। নীলমাধব মজুমদার পাথরা খ) মোট তালুকের ⁄১২ অংশ গ) ৬৫৫্ ঘ) ঋণ পরিশোধ ও সংসার খরচ ঙ) ১৩০৪ সাল চ) ১২৬ নং

৬। কেনারাম পরামাণিক বৃন্দাবনচক খ) মাহালের ৵৬ গন্ডা গ) ২৭৫্ ঘ) ঋণ পরিশোধ ঙ) ১৩০৩ সাল চ) ১২৮ নং

৭। ভাগবত চন্দ্র দাস জয়কৃষ্ণপুর খ) ৫⁄২ পাঁচ বিঘা দু কাঠা গ) ৪৯৯্ ঘ) ঋণ ও জমিদারগণের ডিক্রীর টাকা পরিশোধ ঙ) ১৩০০ সাল চ) ১৩৯ নং

৮। রাধামোহন ফদিকার পেয়াজবাড়্যা খ) দু বিঘা চৌদ্দ কাঠা এক পদিকা গ) ধান্য ফসল সহ ২১২্ ঘ) ঋণ পরিশোধ ঙ) ১২৯৯ সাল চ) ১৪০ নং

৯। নিলুবর বাবলপুর খ) যোলকাঠা গ) ১২্ ঘ) কারণ উল্লেখ নেই ঙ) ১২৩৫ সাল চ) ১৫৩ নং

১০। হনু মন্ডল পাচবেড়্যা খ) এক বিঘা তের কাঠা ছয় বিশা গ) ২০ কুড়ি টাকা আট গন্ডা ঘ) কারণ উল্লেখ নেই ঙ) ১২৫৪ সাল চ) ১৭৪ নং

১১। কান্তি মন্ডল বাবলপুর খ) ৪⁄. বিঘা গ) ১২০্ ঘ) কারণ লেখা নেই ঙ) ১২৩৪ মাল চ) ২১২ নং

১২। মেনহাজুদ্দিন মহম্মদ তিলখোজা খ) তালুক বিক্রয় অংশ ।. আনা ৩১৩্ গ) ৭০২৫্ ঘ) ঋণ পরিশোধ ঙ) ১২৭০ সাল চ) ২২৬ নং

১৩। প্রফুল্লবালা দেই পাচবেড়্যা খ) তালুক বিক্রয় এজমালি ৵০ পয়সার অংশ গ) ৪৮৯্ ঘ) ঋণ পরিশোধ ঙ) ১৩২৪ চ) ২৫২ নং

১৪। দ্বারিকানাথ মাইতি পেয়াজবেড়্যা খ) ২৮৩৷৷৶৴ দুই বিঘা আঠার কাঠা এগার বিশ্বা গ) ২৯৯৲ ঘ) ঋণ পরিশোধ ঙ) ১৩১১ সাল চ) ২৯৩ নং

১৫। মধুসূদন নায়েক চংরা কালা গন্ডা খ) ১৷৹৷৷ বিঘা গ) ৯৯৲ ঘ) শ্বশুরের ভিটায় স্থানান্তরিত ঙ) ১৩১৪ সাল চ) ২৪৫ নং

১৬। শিবপ্রসাদ মহাপাত্র প্যালপাড়া অমর্শী খ) ৷৷৹৷৷৶ দশ কাঠা দশ বিশ্বা গ) ৪২৷৷৹ ঘ) ঋণ পরিশোধ ঙ) ১২৭৪ সাল চ) ২৮২ নং

১৭। নিস্তারিনী দেব্যা পাথরা খ) ৵১২ এক আনা বার গন্ডা গ) ৬০০৲ ঘ) ঋণ পরিশোধ ঙ) ১৩০৫ সাল চ) ২৮৪ নং

১৮। ডেপুটি রেজিষ্টার অব মেদিনীপুর, পক্ষে নাবালক দুর্গাদাস রক্ষিত বেলুড্যা খ) তালুকের ৷৷৹ অংশ গ) ১৫২৫০৲ ঘ) পিতৃঋণ শোধের কারণ ঙ) ইং ১৮৭৮ সাল চ) ৭৩২ নং

কবুলিয়ত

(১)

মহামহিম শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পাঁড়ে পিতা ৺যুন্দর পাঁড়ে ও শ্রী দ্বারিকানাথ পাঁড়ে পিতা ৺গোপীনাথ পাঁড়ে জাতিয় ব্রাহ্মণ পেষা বৃত্তিভোগীআদি সাকিন রামচন্দ্রপুর পরগনে ময়না ষ্টেশন সবং সবরেজষ্টার পিঙ্গলা জেলা মেদনিপুর বরাবরেষু

লিখিত শ্রী শ্রীধর মাইতি পিতা ৺রামমোহন মাইতি ও শ্রী রামকুমার মাইতি পিতা ৺চৈতন মাইতি জাতিয় কৈবর্ত্ত পেযা চাসআদি সাকিন খোরদবিষ্ণুপুর পরগনে চেতুয়া ষ্টেশন দাষপুর সবরেজষ্টার ঘাটাল জেলা মেদনিপুর কস্য নিস্কর ব্রহ্মত্তর জমির জোত বসত করনের কোবুলিয়ত পত্র মিদং কায্যনঞ্চআগে। ষ্টেশন দাষপুরের অধিন চেতুয়া পরগনার খোরদ বিষ্ণুপুর গ্রামে আপনাদের পৌত্রিক নিস্কর ব্রহ্মত্তর এক বেড় মায় পুস্করনি সবিখ্যাদি সালিজমি নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত সাবেক মাপ ১০।১ বিঘা জমি ২৩।. টাকা জমা ধাজ্য জাহা আমরা জোত বশত করিতেছিলাম। এক্ষনে আপনারা উক্ত জমির কোবুলতির জন্য আপন করায় হাজির হইয়া উক্ত ১০।১ দশ বিঘা ছয় কাঠা জমির কাত বার্ষিক ২৩।. তেইস টাকা চারি আনা জমা ধায্যে জোত বসত করিতে লইলাম। বার্ষিক রাজস্য খাজনা সন সন কিস্তি কিস্তি আপনাদের নিকট দাখিল করিয়া আপনাদের সাক্ষরিত রসিদ লইতে থাকিব। দাখিলার ওয়াসিলের আপত্য করিব নাই আপত্য করিলে সে মঞ্জুর নহে। কিস্তি খেলাপ করি গ্রাম সরয় মত ষুদ দিব। গৰ্ব্বর্নমেন্ট হইতে রোড়সেষ ও পবলিক ওয়ার্কসে জাহা ধাহ্য হইয়াছে জাহা হইবেক তাহা আলাহিদা দিবে এবং ধাহ্য জমা সেয়ায় ভবিস্বতে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। জমি জমা হাজা ষুকা ৺তিত ইত্যাদির কোন দফায় ওজর করিতে পারিব নাই। উক্ত বাস্তুতে যে বৃক্ষাদি আছে এবং জাহা উপার্জন করিব তাহাব ফলভোগি হইব। আপনাদের বিনা অনুমতিতে কোন বৃক্ষ ছেদন করিতে পারিব নাই, ছেদন করিলে তাহার খেতি খেসারতের দাই হইব। উক্ত জমিনের সীমা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া ভোগ দখল করিব। আমাদের অসাবধানতা বসত সীমা সরহদ্দের কোন অংশ রূপান্তর করি তাহার দাই আমরা হইব। এই করারে পাট্টা লইয়া অত্র কোবুলিয়তপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৬ সাল তাং ২৪ এ কার্ত্তিক

তপসিল চৌহদ্দি জেলা মেদনিপুর সবরেজষ্টার ঘাটাল ষ্টেসন দাষপুরের এলাখাধিন চেতুয়া পরগনার মৌজে খোরদ বিষ্ণুপুর গ্রামে ১ বন্দ বাস্তু এক বেড় মায় পুস্করনি সালি ভুতি মোয়াজি ১০।১ বিঘা এহার চৌহদ্দি পুর্ব্ব খাইপার মজলিসপুরের সিমা বারমালের জমি জোত নখি কুইলা দক্ষিণ ঐ বেড়ের সামিল পুস্করনি পারসুরতপুর সিমানার ৺সিব ঠাকুরের মন্ডপ ও সরদ হাজারির নাখরাজ জোত গোবিন্দ দায পশ্চিম ঐ বেড়ের সামিল পুস্করনি পার সরদ হাজারির

নাখরাজ বেড় জোত শিবু মানা দিগর উত্তর মালের জমি ও ৺বেহারি জিউর দেবত্তর জোত শিবু মানা

লেখক শ্রী গদাধর ওঝা সাং সুরতপুর পরগনে বেতুয়া [৪৬]

(২)

মহামহিম শ্রীযুক্ত ৺কেশবরাম দায তরফ শ্রীমত্যা শীরমনি দেই মহাশয়া বরাবরেষু

লিঃ শ্রীযুক্ত বদী মাইতি সাকীন জলচক পরগনে কীল্যে ময়না চৌর কশ্য জোত বশত কবুলিয়ত পত্র মিদং কায্যনঞ্চাগে। আপনাকায় নাখরাজ উক্ত পরগনায় মৌজে জলচক গ্রামে কালা * ১ বন্দ ৩২০ দাগে ১৸।৹ ধান্য দোফসল ৩২৬ দাগে ⁄২ ১ বন্দ জল পুস্কর্নি ৩২১ দাগে ।৹ কাঠা একুন মোওাজী ২⁄২। দুই বিঘা দুই কাঠা এক পদীকা জমীন মায় পুস্কর্নি ও গাছমস্ব বর্ত্তমান সন হইতে জোত বসত করিতে লইলাম। জমীন মজকুর বশত জোত আবাদ করিয়া আপনকায় শ্বরকারের মালগুজারি সীকা ঠিকা মোকররা সিক্যা মবলগে ১০৸৶৹ দশ টাকা তের আনা জমা আপনকায় শ্বরকারের সন বরাবর খাজানা দাখীল করিয়া দাখিলকায় মতি লইব। জমীন মজকুর পতিত রাখী কিম্বা * অথবা গব্ব নশ্কানি হয় তাহা আমার নিজ জিম্মা এবং আপনার বিনা অনুমতিতে বিক্ষাদী ছেদন ও মিত্তীকা খনন করিব না জমীন মজকুর সীমাশরহদ্দ সাবেকমত বজায় রাখীয়া আবাদ করিয়া পরমসুখে ভোগ দখল করিতে থাকীব। এহাতে কোন নষ্টতা করিয়া খাজানা আদায়ে খলল করি এবং সীমা শরহদ্দ কেহ অপহরণ করে তাহার সংবাদ মা জানাই মার্ফীক আইন আমনে আশী সীমাশরহদ্দ বজায় রাখীয়া বরশন ভোগ দখল করিতে থাকীন। এতদার্থে আপন শ্বইচ্ছা পুর্ব্বকে শুস্ত শরীরে ঠিকা পাট্টা লইয়া কবুলিয়ত পত্র লিখীয়া দীলাম ইতি সন ১২৭৩ তেহাত্তর সাল তারিখ ১১ ফাল্গুন

লিঃ শ্রীবদী মাইতি এ কবুলিয়ত প্রমাণ # মই

ইসাদ

শ্রীদীনু মাইতি সাং তিলখোজা পং কী ময়না চোর

শ্রী হরিদায বৈষ্টব সাং তিলখোজা পং ময়না

শ্রী বদন মাইতি সাং তিলখোজা পং ময়না চোর [১৩]

(৩)

মহামহিম শ্রীযুত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ মাইতি ও শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্র নারায়ণ মাইতি ৺গুরুপ্রসাদ মাইতির পুত্রগণ ও শ্রীযুত বাবু মহেস চন্দ্র মাইতি ও শ্রীযুত

বাবু গিরিস চন্দ্র মাইতি ও শ্রীযুতবাবু রামচন্দ্র মাইতি ৺লাল মোহন মাইতির পুত্রগণ ও শ্রীযুত বাবু রমানাথ মাইতি ৺উদয়চাঁদ মাইতির পুত্র ও শ্রীযুত বাবু সুবেন্দ্র নাথ মাইতি ৺রাজনারায়ন মাইতির পুত্র ও শ্রীযুত বাবু জগদিস চন্দ্র মাইতি ৺লালমোহন মাইতির নাবালক পুত্র রক্ষকমাতা শ্রীমত্যা মহেস্বরি দেই ও শ্রীযুত বাবু নিসিকান্ত মাইতি ও শ্রীযুত বাবু যামিনী কান্ত মাইতি ও শ্রীযুত বাবু সিসির কুমার মাইতি ও শ্রীযুত বাবু পুর্ণচন্দ্র মাইতি ৺জগতচন্দ্র মাইতির নাবালক পুত্রগণ রক্ষক গার্জন মাতা শ্রীমত্যা সারদা যুন্দরি দাসী ও শ্রীমত্যা নবঙ্গমঞ্জরি দাসী ৺প্রেমচাঁদ মাইতির পত্নী সর্ব্ব জাতিয় মাহিস্য পেশা জমীদারি আদী সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক ষ্টেসন শবরেজষ্টর মহিসাদল জেলা মেদীনীপুর মহাশয়গণ বরাবরেষু

লিখিতং শ্রী গোরাচাঁদ মাইতি ৺গোপীনাথ মাইতির পুত্র জাতিয়ে মাহিস্য পেসা চাস চাকরিআদী শাং শ্রীরামপুর পং ময়না ষ্টেসন সবরেজেষ্টর তমলুক জেলা মেদীনিপুর কস্য তালুকের আদায় ওয়াসিলের গোমস্তাগিরি কার্য্যের কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে মহাসয়গণের জমিদারি ষ্টেসন ও সবরেজষ্টর তমলুকের অধিন ময়না পরগণার কালেকটারি ১৭৯৮নং তৌজী ভুক্ত মাহাল মদনমোহনচক মৌজার প্রজাগণের নিকট উক্ত মাহালের উৎপন্ন সালি আনা রাজস্য মায় সেষ মং ১৪৪৮৴/১২।. টাকা ও উক্ত মাহালের অন্তর্গত নিষ্করের রোড় সেষ পুলবন্দী মং ২৴/১২ টাকা একুন মং ১৪৫০।৴/৪। চৌদ্দ সর্ত্ত পঞ্চাষ সাতআনা চারিগণ্ডা এককড়া টাকা আদায় কারণ আমায় প্রার্থনা মত আমাকে গোমস্তা মোকরর করায় আমি সেইচ্ছা পুর্ব্বাকে লিখিয়া দিতেছী যে আপনাদের উক্ত মদনমোহনচক তালুকে আমি বরঞ্চ হাজির থাকিয়া আপনাদের দিয়ত নওয়া জিমার কাগজ দৃষ্টে কিস্তী কিস্তী প্রজাগণের নিকট হাল বকয়া খাজনা টাকা আদায় করিয়া আপনাদের মোহরাঙ্কিত দাখিলা দিব বিনা দাখিলায় কড়া কপর্দ্দক আদায় লইব না। কিস্তির টাকা আদায় করিয়া ডুবলিকেট চালান সম্বলিত নিলামী কিস্তির পূর্ব্বে আপনাদের বাটী মোকামে ইরসান করিয়া মহাশয়গণের দস্তখতে দাখিলা লইব। যে পর্য্যন্ত ইরসালের টাকায় দাখিলা না পৌছে সংবাদ না পাই তাবৎ ঐ ইরসালের টাকায় দায়িক হইব। তহবিলের টাকা কাহাকেও হাবালত আদী দিব নাই। যদি দি বা নিজে লই তাহার ক্ষতি ক্ষেসারতির দায়ি হইব। এক খণ্ড চেক বহি সমাপ্ত হইলে তাহার মুণ্ডি মহাসয়গণের সরকারে দাখিল করিয়া পুনরায় চেক বহি দস্তুর মত নইয়া আদায়ের কার্য্যে প্রর্বত্ত থাকিব। মাহাল মজকুরে যে সকল খাস পতিত আদী জমী রহিয়াছে তাহার প্রজা স্থির করিয়া মহাশয়গণের সরকারে এতলা করতঃ হুকুম লইয়া অথবা হুকুমনামা আনাইয়া তাহার বন্দোবস্ত করিব। কাহাকেও কোনপ্রকার কায়েমী বা মৌরসী মোকররি পাট্টা দিব নাই ও দিতে পারিব নাই। এবং বেহুকুমী ও বেজাবেদা কোন কর্ম্ম করিব না যদি করি তাহার খেসারতের দায়িক আমি হইব। আপনাদের বিনা হুকুমে কোন প্রজার নাম বা কোন জমি

খারিজ দাখিল করিব নাই। এবং পুস্কর্নি খনন ইমারত গঠন আদি বেআইনি বেজাবেদা কার্য্য সরকারের বিনা হুকুমে কাহাকেও করিতে দিব নাই। যদি কেহ করে তৎক্ষণাৎ তাহা সরকারে এতলা করিব। গ্রাম মজকুরে কোন ওকুস্যাৎ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ গবর্নমেন্ট অফিশারের নিকট এত্তলা করিব এবং আপনাদিগকেও জানাইব। বেআইনি বেহুকুমি কোন কার্য করি তাহার জবাবদিহি আমি হইব। আপনাদের সহিতে কোন এলাখা রহিল নাই। ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত হইতে যে কোন হুকুম কি কাগজ পত্রাদী তলপ হয় মহাশয়গণের অনুমতি মাত্রেই তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রদান করিব। কোন প্রজার সহীত সরার্বাত করিয়া নির্দ্ধারিত জমিজমা অপেক্ষা কম জমীজমায় চেক দিব না এবং কাহাকেও মাল জমীকে নিস্কর উল্লেখে দলিলআদী দিব নাই। এবং পতিত কি গোপনীয় ভাবে যে সকল জমি রহিয়াছে তাহা তদারকের দ্বারা বাহির করিয়া কাগজভুক্ত করত তাহার খাজনা আদায় করিয়া ইরসাল করিব। আমার গাফিলতিতে কোন প্রজার খাজনা তমাদী হইলে তাহার দায়ী আমি হইব। তমাদী সময়ের একমাস পুর্ব্বে বাকী দায় প্রজার বাকী জায় ও চৌহদ্দী আদী মহাশয়গণের নিকট পাঠাইয়া দিব। তাহার অন্যথা চরণ করি তাহার দায়ি আমি হইব। অথবা মহাশয়গণ অনুমতি করিলে উক্ত মাহালের আদায় তহবিল হইতে টাকা লইয়া বাকী খাজনার মোকদ্দমা দায়ের করিব। সন * চিটাজমাবন্দী কড়চা সেহা ও ওয়াসিল বাকী তেরিজ লওয়া জিমার কাগজ এক প্রস্ত মহাসয়গণের সরকারে দাখিল করিয়া নিকাস নিস্পত্ত করিয়া তাহার রসীদাদী লইব। জমা খরচ নিকাস নিস্পত্ত হইয়া আমার নিকট যে কিছু পাওনা হইবেক তৎক্ষণাৎ তাহা বিনা ওজরে আদায় দিব। যদি উক্ত তহবিল ভাঙ্গতি টাকা আদায় না দী কি জমা খরচাদী কারণ মহাসয়গণের নিকট উপস্থিত না হই অথবা উপরুক্ত সত্ব শমুহের কোন অন্যথাচরণ করি তাহার ক্ষতি খেসারত আদী আমার স্বনামী বেনামী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আদায় লইবেন এবং বঞ্চনার জন্য দন্ডবিধি আইনানুশারে দন্ডনীয় হইব। আমি উক্ত গোমস্তাগিরি কার্যের বেতন বার্সীক মঃ ৩৬ ছত্রিশ টাকা হিশাবে মহাসয়গণের সরকারে বেতন প্রাপ্ত হইব ও মহাশয়গণের সরকার হইতে একজন চাটাল বা পদাতিক পাইব তাহার বেতন মহাশয়গণের সরকার হইতে বুঝাইয়া দিবেন। উপরি লিখিত স্বত্য সমুহে আমি সম্পূর্ণরূপে বাধ্য রহিয়া সুস্থ সরিরে সরলচিত্তে সাক্ষীগণের মোকাবিলায় মহাশয়গণের বাটী পাচবেড়্যাগ্রামে বসিয়া আপন সেইচ্ছাপুর্বকে অত্র গোমস্তা কার্যের কবুলতিপত্র লিখিয়া দীলাম ইতি সন ১৩১৭ তেরসত্ত সত্তর সাল তারিখ ৫ই পোস ইংরেজী সন ১৯০৯ সাল তাং ১৯শা ডিসেম্বর

ইসাদ স্বয়ংনিক্ষক শ্রী গোরার্চাদ মাইতি সাং শ্রীবামপুর পং ময়না।

ইনি ছাড়া বাবলপুর গ্রামের শ্রী গোপালচন্দ্র সামন্ত শ্রীরামপুর গ্রামের শ্রী অধরচন্দ্র মাইতি পিয়াজবেড়্যা গ্রামের শ্রী বৈকুন্ঠ নাথ মাইতি ও পাঁচবাড়্যা

গ্রামের শ্রী নন্দরাম সাঁতরা ইসাদ রয়েছেন। [৩৩৯]

(৪)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মাইতি পিতা ৺রাজনারায়ন মাইতি ও শ্রীযুক্ত বাবু মধুশুদন মাইতি স্বয়ং ও শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ চন্দ্র মাইতি ৺লালমোহন মাইতির পুত্র উক্ত নাবালকের রক্ষক গার্জ্জন মাতা শ্রীমত্যা মহেশ্বরী দেই ও শ্রীমত্যা প্রফুল্লবালা দেই স্বামী ৺উপেন্দ্র নারায়ণ মাইতি জাতিয়ে মাহিশ্য পেশা জমিদারী আদি সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক থানা ও সবরেজেষ্টার মহিশাদল জেলা মেদিনীপুর মহাশয়গণ বরাবরেষু –

লিখিতং শ্রীসত্যেশ্বর বেরা পিতা ৺সিবনারায়ন বেরা জাতিয় মাহিশ্য পেশা তেজারতিআদি সাং পুতপুত্যা পং ময়না ষ্টেসন ও সবরেজেষ্টর তমলুক জেলা মেদিনীপুর কস্য তালুকের আদায় ও ওয়াশীলের গোমস্তাগিরি কার্য্যের জামিনী কবুলিয়ত পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে মহাসয়গণের জমিদারী ষ্টেশন ও সবরেজেষ্টার তমলুকের অধীন ময়না পরগনার কালেক্টরী ১৮১৫ নং তৌজিভুক্ত মাহাল পুতপুত্যা ও পূর্ব্ব চরণদাসচক মৌজায় প্রজাগণের নিকট উৎপন্ন আপনাদের অংশে ৵১২।। পয়সা অংশে মায়শেষ কোম্পানী মঃ ৭৯৭।✓৮৲. সাতশত সাতানব্বই টাকা নয় আনা আট গন্ডা তিন কড়া শালিয়ানা রাজস্ব মবলগে ৪৮৬১।।. আটচল্লিশশত একষট্টি টাকা আট আনা আদায় কারণ আমার প্রার্থনামতে আমাকে গোমস্তা মোকরর করিয়াছেন। আমি উক্ত কার্য্যের দরুন আপন সেচ্ছাপূর্বক আমার পৌত্রিক দখলি নিম্নের তপশীল লিখিত ময়না পরগনার তমলুক সবরেজেষ্টরের এলাখাধিন পুতপুত্যা মৌজায় মোয়াজী ৩/. তিন বিঘা জমি, জামিন রাখিয়া আপনাদের উক্ত তালুকে গোমস্তাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপন সেচ্ছাপূর্বক অত্র জামিনী কবুলিয়তী লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি বরাবর মাহাল মোজকুরীতে হাজির থাকিয়া কড়চা কাগজ দৃষ্টে কিস্তি কিস্তি প্রজাগণের নিকট হাল বকেয়া খাজনা টাকা আদায় করিয়া দস্তুরমত মহাশয়গণের প্রচলিত চেক দাখিলা দিব। বিনা দাখিলায় কোন টাকা আদায় লইব নাই। কিস্তির টাকা জমা হইলে ডুপ্লিকেট চালান সম্বলিত নিলাম কিস্তির পূর্বে আপনাদের মহালের যাহার যেরূপ অংশ তদনুরূপ ইরসাল চালান করিয়া মহাশয়গণের হস্তের দস্তখতি ঐ চালানের অর্দ্ধাংশ লইব। উক্ত পাউতি ঐ ইর সাল চেকের দস্তখতি অর্দ্ধাংশ চালান না পাই তাবৎ ঐ ইরসান টাকার দায়িক রহিব। তহবিলের টাকা কাহাকেও হাওয়ালতি আদি দিব না। যদি দিই বা নিজে লই তাহার খতি ক্ষেশারতের দায়িক রহিব। একখন্ড চেক বহি সমাপ্ত হইলে তাহার মন্ডি মহাশয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মাইতি নিকট দাখিল করিয়া রসিদ গ্রহনে পুনরায় চেক বহি দস্তুরমত লইয়া আদায় কার্য সমাপন করিব। মহাল মজকুরের যে সকল খাস পতিত আদি জমিন রহিয়াছে তাহার প্রজা স্থির করিয়া মহাশয়গনের সরকারে এতলা করত হকুম লইয়া তাহার

বন্দোবস্ত করিব বিনা হুকুমে কাহাকেও কোন জমিন বন্দোবস্ত দিতে পারিব না। কাহাকেও কোন রূপ কায়েমী মোরসী মোকররি জমায় দাখিলাদি দিব না এবং বেহুকুমে বেবন্দোবস্ত কোন কর্ম করিব না। যদি করি তাহার ক্ষেশারতের দায়িক রহিব। আপনাদের বিনা হুকুমে কোন প্রজার নামে কোনরূপ খারিজ দাখিলাদি করিব নাই এবং পুষ্করিনী খনন ইমারত গঠননাদি বেআইন ও বন্দোবস্ত কার্য সরকারে বিনা হুকুমে কাহাকেও করিতে দিব নাই। যদি কেহ করে তৎক্ষণাৎ তাহা, স্বরকারে এতলা করিব। যে আইনি বেহুকুমী কোন কার্য করি তাহার জবাবদিহি আমা জিম্বা স্বরকারের সহিত কোন এলাখা রহিল নাই। ফৌজদারি কি দেওয়ানি আদালত হইতে যে কোন কাগজপত্র তলপ হইলে মহাশয়গনের অনুমতি মাত্রেই তৎক্ষনাই তাহা শমজাইয়া দিব। কোন প্রজার সহিত গোলযোগ করিয়া নির্দ্ধারিত জমিজমা অপেক্ষা কম জমি জমায় চেক দিব না এবং কাহাকেও মালভূমি নিষ্কর উল্লেখে দাখিলাদি দিব না এবং প্রজাগনের নামিত গরজমাহি জমি যাহা সেটেলমেন্টের মাপ রহিয়াছে সেই সকল জমিনের মধ্যে কোন জমিন কোন প্রজায় আবাদ করিলে তাহা মাপ করিয়া জমা ধার্য করত কাগজভুক্ত করিয়া তাহার খাজনা আদায় করিয়া ইরসাল করিব। আমার গাফিলতিতে কোন প্রজার খাজনাটাকা তমাদি হইলে তাহার দায়িক আমি হইব। তমাদির সময়ের একমাস পূর্ব্বে বাকীদার প্রজার বাকী জায় ও চোহদ্দীআদী মহাশয়গনের স্বরকারে পাঠাইয়া দিব। তাহাতে মহাশয়গন অবহেলা পূর্ব্বক বাকীদারের বিরুদ্ধে নালিশ না করিলে আমি তমাদির দায়িক হইব নাই অথবা মহাশয়গন অনুমতি করিলে তহবিলের টাকা লইয়া বাকীদারের বিরুদ্ধে বাকী খাজনার মোকদ্দমাআদী দায়ের করিব। সন আয়েরী হইলে কড়চাসেহাআদী লওয়া জিমা ও ওয়াশীলের বাকীর কাগজপত্র একপ্রস্ত মায়জমা খরচ মহাশয়গনের স্বরকারে দাখিল করিয়া নিকাশ নিস্পত্ত করিব। জমা খরচ নিকাশ নিস্পত্ত হইযা আমার নিকট যে পাওনা হইবে তাহা তৎক্ষনাৎ বিনা ওজরে আদায় দিয়া মহাসয়গনের দস্তখতে রসিদ লইব। আমার গোমস্তাগিরি কার্য্যের যে কোন সময়ে মহাশয়গন জমা খরচ চাহিবেন তৎসময়ে জমা খরচ চুকাইয়া দিব ও আমার নিকট যে পাওনা হইবে মহাশয়গনের নিকট তৎক্ষনাৎ বুঝাইয়া দিব। উক্ত তহবিলের ভাঙ্গা টাকা আদায় না দি কি জমা খরচাদি কারণ মহাশয়গনের নিকট উপস্থিত না হই অথবা উপরোক্ত স্বত্ত্ব সমুহে কোন অন্যথাচরন করি তাহার ক্ষতি ক্ষেসারতের দায়িক আদি মহাশয়গন নিম্নের তপশীলের লিখিত জামিনী সম্পত্তি দ্বারায় আদায় করিয়া লইবেন। তাহাতেও অনাটন হইলে আমার স্থাবর অস্থাবর স্বনামী বেনামী দখলি সম্পত্তি হইতে রিতিমত আদায় করিয়া লইবেন। নিম্নের লিখিত জামিনী সম্পত্তি সমূহ অত্র কবুলিয়তি উপরুক্ত স্বত্ব ক্ষেশারৎ ও তহবিল ভাঙ্গিতি টাকার জন্য জামিন রহিল। আমার উক্ত কার্য্যের দায়িক মং ৭৯৭।৺ ৮।। টাকা হইতে পারে ঐ টাকার জন্য ঐ সম্পত্তি দায় আবদ্ধ রাখিলাম। প্রকাশ থাকে যে আমি গোমস্তাগিরি কার্য্যের বার্ষিক চুক্তি

মং ৩৬৲ ছত্রিশ টাকা মহাশয়গনের সরকারে বেতন প্রাপ্ত হইব। উক্ত লিখিত স্বত্ব সমুহে আমি বাধ্য থাকিলাম। এতদার্থে আমি সুস্থ শরীরে সাক্ষীগনের সাক্ষাতে মহাশয়গনের দস্তখতি হুকুম নামাদি গ্রহনে অত্র জামিনী কবুলিয়তি আপনাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মাইতির নিকট দিয়া জামিনী কবুলিয়তি লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৩২০ তেরশত কুড়ি শাল তারিখ ৩১ একত্রিস ভাদ্র ইংরাজী সন ১৯২০ উনিশশত কুড়ি সাল তারিখ ১৫ পনরই সেপ্টেম্বর

তপসীল চৌহদ্দী

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত থানা ও সবরেজেষ্টর তমলুকো এলাখাধিন ময়না পরগনার পুতপুত্যা মৌজায়

১ বন্দ জললাল ১৵ পশ্চিম বৈকুন্ঠ সেনি উত্তর বলাই বেরা
পূর্ব্ব গৌরহরি দীং দক্ষিন দুখিজানা

১ বন্দ জললাল ।।১৶ পশ্চিম নিমাই রাউত উত্তর স্বরকারি -
খাল পূর্ব প্যারিমোহন দাষ দক্ষিন ত্রিলোচন দাষ

১ বন্দ জললাল ৸৩।৶ পশ্চিম ইন্দ্র বেরা উত্তর ধনু বেরা
পূর্ব শ্রীমন্ত দাষ দক্ষিন ত্রিলোচন মাইতি

১ বন্দ জল লাল ।।.৵. পশ্চিম বিধু বেরা উত্তর ত্রিলোচন মাইতি
পূর্ব তিভু মানা দক্ষিন গঙ্গাহরি মানা

৩৵.

মবলগে তিন বিঘা মাত্র

লিখক স্বাক্ষর শ্রীসত্যেশ্বর বেরা

সাং পুতপুত্যা পং ময়না [৩৫১]

(৫)

মহামহিম শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্রনাথ মাইতি পিতা ৺রাজনারান মাইতি জাতীয় মাহীষ্য পেষা জমিদারী আদি শাং পাঁচবাড়্যা পং তমলুক থানা ও সবরেজষ্টর মহিষাদল জেলা মেদিনীপুর মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রী মাহীন্দ্র মাইতি ও শ্রী গুনু মাইতি ও শ্রী নিলমনি মাইতি পিতা ৺ব্রজ মোহন মাইতি জাতীয় মাহীষ্য পেষা চাষাদি শাং বরগোদা পং তমলোক থানা ও সবরেজষ্টর মহিষাদল জেলা মেদিনীপুর কশ্য মালের ধশা কালাও জল জমিনের মিঞ্যাদি ক্রোর্ফা জ্যোতের কবুলতি পত্রমিদংকার্যনঞ্চাগে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত ষ্টেষন ও সবরেজষ্টর মহিষাদলের এলাখাধীন ২৬৩৯ নং কালেক্টার তৌজিভুক্ত মাহাল তমলুক পরগনার বরগোদা মৌজায় আপনার পৈতৃক জমিনের

মধ্যে নিম্নের তপশিলের চৌহদ্দিবেষ্টিত ১ বন্দ ধশা ও কালা ও জল মোং ১।।৹ দেড়বিঘা জমিন আপনার নিকট ক্রোর্ফাজ্যোতের জন্য বন্দবস্ত লইবার প্রার্থনা করায় আপনি আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া দেওয়াতে আমরা বর্ত্তমান শন ১৩২০ সাল হইতে নাগাইদ শন ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত গনিতা ৯ নয় বৎসর মিঞাদে শেওয়ায় শেষ মঃ ৮।।৹ সাড়ে আট টাকা জমায় আপনার নিকট ক্রোর্ফাজ্যোত বন্দবস্ত গ্রহনে অত্র কবুলত লিখিয়া দিয়া অঙ্গিকার করিতেছি এবং র্লিখিয়া দিতেছি যে অদ্য হইতে উক্ত মিঞাদ পর্য্যন্ত উক্ত জমিনে বশত করতঃ জ্যোত দখলকার থাকিয়া নির্ধারিত রাজস্ব শন ২ ফাল্গুন মাহাতে একবারে আদায় দিতে থাকিব এবং আদায় দিয়া চেক রসিদ লইতে থাকিব। বিনা রসিদে কোন খাজনা টাকা আদায় দিব না দিলেও খোসমা পাইব না। উক্ত জমিনস্থিত ফলকর বৃক্ষ্যাদি যাহা আছে এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা ছেদন করিতে পারিব না কেবল ফলভোগী হইব মাত্র এবং আপনার বিনানুমতিতে পুষ্করিনীদি খনন বা জমিনের কোনরূপ রুপান্তরাদি করিতে পারিব না করিলে আইনানুসারে ক্ষতিপূরণের দাইক হইব এবং সাবেক সীমা সরহর্দ্দ কায়েম রাখিব কাহাকে ছাড়িয়া দিব না। দিলে তাহার দাইক আমরা হইব। মিঞ্যাদঅন্তে উক্তজমিন আপনার খাশদখলে যাইবে তাহাতে আমাদের কোন আপত্ত নাই এবং শন শন নির্দ্ধারিত রাজস্ব আদায় না দি উক্ত জমার টাকার সুদ বাৎসরিক টাকা প্রতি ।৹ চারি আনা হিসাবে দিব এবং ভবিষ্যতে গবর্ণমেন্ট হইতে উক্ত জমিন বা জমার উপর কোন কর ধার্য্য হয় তাহা পৃথক আদায় দিব। এই সকল শর্তে আমরা দাইক রহিলাম। মিঞ্যাদ মধ্যে আমাদের মৃত্যু হইলে আমাদের ওয়ারীশানগণ মিঞ্যাদ পর্য্যন্ত দখল করিতে থাকিবেক ও খাজনার দাইক হইবেক। এতদার্থে আপনপন স্বেচ্ছাপূর্বক আপনকার দিয়ত মোহরদস্তখতি হুকুমনামা গ্রহনে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি আঃ শন ১৩২০ তেরশত কুড়ি সাল তারিখ ২৭ জেষ্টি বাঙ্গালা শন ১৩২০ তেরশত কুড়ি সাল তারিখ ২৬ ছাব্বিশা জেষ্টি ইং শন ১৯১৩ ঊনিশ শত তেরসাল তারিখ ৯ নয়ই জুন।

তপশিল চৌহদ্দি

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত ও ষ্টেষন ও সব রেজষ্টর মহিষাদলের এলাখাধীন ২৬৩৯ ন কালেক্টরি তৌজিভুক্ত মাহাল তমলুক পরগনার বরগোদা মৌজায়

১ বন্দ ধশা কালা ও জল মাপশুরতঃ ৩৲ বিঘার মধ্যে মোঃ ১।।৹ বিঘা	মোট বন্দের চৌহদ্দি পূর্ব্ব নিত্যানন্দ মাইতিদিগরের জলজমিন দক্ষিন নিত্যানন্দ মাইতির জল নিকাশী নালা পশ্চিম ময়নার জলনীকাশী খাল উত্তর গোরাচাঁদ সামন্ত ও শ্রীমত্যা প্রফুল্ল বালা দেইর জ্যোত জল জমিন।

মঃ ।।৹ দেড় বিঘা মাত্র।

(৬)

মহামহিম শ্রীমতী সৈল্যবালা দেই স্বামি শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মাইতি জাতীয়ে মাহিস্য পেসা জমিদারিআদী সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক ষ্টেসন সব রেজেষ্টর মহিসাদল জেলা মেদীনিপুর মহাসয় বরাবরেষু,

লিখিতং শ্রী উদয় জানা পীতা ৺আনন্দ জানা জাতীয় মাহিস্য পেসা চাসআদী সাং চণ্ডরা কালাগন্ডা পং ময়না ষ্টেসন সবরেজেষ্টর তমলুক জেলা মেদীনিপুর। কস্য মালের কালা পুস্করিনী বন বঞ্জরে পতিত আদী জমীনের কোর্ফা জোতের মিয়াদী কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে। জেলা মেদীনিপুরের অন্তর্গত থানা ও সবরেজেষ্টার তমলুকের অধিন ১৭৯৮ নং তৌজিভুক্ত মাহাল ময়না পং মদন মোহনচক মৌজায় আপনার খরিদা জল কালাদী জমিনের মধ্যে ১ বন্দ কালা পুস্করিনি বন বঞ্জরে পতিতাদী মোয়াজী ১/৪৮/ .বিঘা জমীন খাজনা জোত করিবার জন্য প্রার্থনা করায় আমার প্রার্থনামতে নিম্নের তপসীল চৌহদ্দী মোতাবক হাল সেটেলমেন্টের দাগমতে মোয়াজী ১/৪৮/ এক বিঘা চারি কাঠা পাঁচ বিস্বা জমীনের কাত সেত্তায় সেষ মঃ ১০৲ টাকা জমা ধায্যে বর্ত্তমান সন ১৩২৭ সাল হইতে সন ১৩৩৩ সাল পর্য্যন্ত গনিতা ৬ বৎসর মিয়াদে কোর্ফা জোত বন্দোবস্ত গ্রহনে অত্র মিয়াদী কবুলতি লিখিয়া দিয়া অঙ্গিকার করিতেছী ও লিখিয়া দিতেছী যে সন সন উপরোক্ত জমা আদায় দিয়া রসীদ আদী লইব। বিনা রসীদে আদায় দিব না দিলে মোসমা পাইব না। নষ্টতা করিয়া খাজনা টাকা আদায় না দী তাহা হইলে বৎসরান্তে মাসীক প্রতি টাকায় ৵০ অর্দ্ধ আনার হিসাবে সুদ দিব এবং নষ্টতা করিয়া জমার টাকা আদায় না দী তাহা হইলে স্থানীয় আদালতে আমার নামে নালিস করত আমার স্বনামী বেনামী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে মায় আদালত খরচসহ আদায় করিয়া লইবেন এবং ভবিষ্যতে উক্ত জমী জমার উপর গবর্ণমেন্ট হইতে যে কোন প্রকার কর ধায্য হইবেক তাহা পৃথকভাবে আদায় দিব উক্ত জমীনের সীমা সরহর্দ্দ সাবেকমত বজায় রাখিব কাহাকেও ছাড়িয়া দিব না দিলে আমিও আমার ওয়ারিশানগন এজন্য ক্ষতিপুরণের দায়ি হইব এবং উক্ত জমীনে যে সকল বৃক্ষ্যাদি রহিয়াছে তাহা সাবেকমত থাকীবে তাহা উৎপাটন করিতে পারিব না। করিলে তজন্য ক্ষতি পুরনের দায়ি আমি আমার ওয়ারিসানক্রমে হইব। আপনি ও আপনার ওয়ারিসানগন আদায় করিয়া লইবেন কেবলমাত্র যে সকল ফলকর বৃক্ষ্যাদি রহিয়াছে তাহার কেবলমাত্র ফলভোগ করিতে থাকীব। মিয়াদ অন্তে উক্ত জমীন আপনার খাস দখলে জাইবে তাহ্যতে আমার বা আমার ওয়ারিসানগনের কোন আপত্তি থাকীবে না। করিলে সর্ব্বতভাবে অগ্রাহ্য হইবেক। এই স্বত্ব সমুহে আমি ও আমার ওয়ারিসানগন বাধ্য থাকিলাম ও আপনি ও আপনার ওয়ারিসানগন বাধ্য থাকিবেন। এতদার্থে সাক্ষীগনের সাক্ষাতে সেইচ্ছাপূর্বকে ও সরল অন্তঃকরনে অত্র ৬ সন মিয়াদে কবুলতি আপনকায় বাটী মোকামে বসীয়া লিখিয়া দীলাম। ইঁতি আমলী সন ১৩২৮ তের সত্ত আঠাইস সাল তারিখ ২৯

উনত্রিশ আসার ইংরেজী সন ১৯২১ উনিসশত একুস সাল তারিখ ১২ বারাই জুলাই

তপসীল

অত্র জেলা মেদিনীপুরের থানা শবরেজেষ্টর তমলুকের অধিন কালেকটরি ১৭৯৮ নং তৌজীভুক্ত মাহাল ময়না পং মদনমোহনচক মৌজায় হাল সেটেলমেন্ট দাগমতে ১ বন্দ কালা একুনে বন বঞ্জর পতিত আদী ৫২১ এবং ৫২২ দাগে ১/৪৴ .মঃ একবিঘা চারিকাঠা পাঁচ বিস্বা জমীন।

অত্র দলিলের লিখিত বিবরণ সকল বায়াকে বুঝাইয়া দীলাম ইতি ১২।৭।২১

আমি দলিল লিখক শ্রীগোরাচাঁদ মাইতি সাং শ্রীরামপুর পং ময়না।

ইসাদঃ শ্রীতিতু রাউল সাং শ্রী রামপুর পং ময়না সহ আরও পাঁচজন ইসাদ রয়েছেন। [৩৬০]

(৭)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মাইতি পিতা ৺রাজনারায়ন মাইতি জাতীয় মাহিষ্য পেশা জমিদারী আদি সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক থানা ও সবরেজেষ্টর মহিষাদল জেলা মেদিনীপুর বরাবরেষু

লিখিতং শ্রী জগী দাশ পিতা ৺নিমাই দাশ ও শ্রী ভূপতি দাশ পিতা শ্রী বৈকুন্ঠ নাথ দাস জাতিয় মাহিষ্য পেশা চাষাদি সাং বাড়বসন্ত পং তমলুক জেলা মেদিনীপুর কস্য কৃষি কবুলিয়ত পত্র মিদং কার্য্যাঞ্চাগে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত থানা ও সব রেজেষ্টার মহিষাদলের অধিন তমলুক পরগনার ৭৯১ বি ১১২ সি চাঁদপোতাচক মাহালের অন্তর্গত চক চাঁদপোতা মৌজায় ও বহিচবেড়্যা মৌজায় আপনার খরিদা যে সকল নিজ্জোত জমিন রহিয়াছে তাহাতে আপনি নগদ মজুরের দ্বারায় চাষ আবাদ করিয়া অসিতেছেন কিন্তু তাহাতে সময় সময় নগদ মজুরের অভাবে চাষ আবাদ করাইতে আপনাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আমরা আপনার ঐ সকল খরিদা নিজ্জোত জমিনের মধ্যে নিম্নের তপসীল হাল সেটেলমেন্টের দাগ চৌহদ্দিভুক্ত চক চাঁদপোতা মৌজায় সাবেক মৌয়াজী ।২৸৵ সাত কাঠা চৌদ বিশ্বা জমিন একুন উভয় মৌজায় মোট মৌয়াজী ৩।।৵ তিন বিঘা দশ কাঠা দুই বিশ্যা জমিন নিজ হইতে হাল লাঙ্গল গরু ও বীজ দিয়া ও নিজে নিজে মোজুর করিয়া চাষ আবাদ করিয়া দিবার জন্য ও আমাদের ঐ সকল কার্য্যে মজুরী ও হাল লাঙ্গল বিজের মূল্যের পরিবর্ত্তে উৎপন্ন ফসল অর্দ্ধেক লইব প্রার্থনা করায় আপনি আমাদের প্রার্থনা মোঞ্জুর করিয়া কৃষি কোবুলিয়ত তলপ করায় আমরা এই কোবুলিয়ত লিখিয়া দীয়া একরায় করিতেছি যে আমরা আপনার নিজ্জোত নিম্নের তপশীলের লিখিত মৌয়াজী বিঘা ৩।।৵ জমীন আমলী সন ১৩৩৫ সাল হইতে সন ১৩৩৮ সালের বৈশাখ পর্য্যন্ত গনিতা ৩ সন মিয়াদে নিজ নিজ হইতে হাল লাঙ্গল ও গরু ও

বিজ দিয়া ও নিজে নিজে মজুরী খাটিয়া উক্ত জমিন নিজের পক্ষে চাষ আবাদ করিয়া দিয়া এবং ফসল সুপক্ক হইলে আপনার লোকের মোকাবিলায় ফসল কাটিয়া ও আপনার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গাদি দিয়া আপনার লোকের মোকাবিলায় ফসল ঝাড়াই মুলাই করত আমাদের নিজের মোজুরী ও আমাদের দেওয়া হাল ও বিজ আদির মূল্যের পরিবর্ত্তে উৎপন্ন ফসলের ও বিচালির অর্দ্ধেক আমরা গ্রহণ করিব। বাকি অর্দ্ধেক ফসল ও বিচালী আপনার থাকিবে। যদি আমরা এই মিয়াদকালের মধ্যে ঐ জমিন বা তাহার কোন অংশ দুষ্টামি করিয়া চাষ আবাদ না করি বা আমাদের ক্রুটিতে ভালমতে চাষ আবাদ না হইয়া ফসলের কম হয় তাহা হইলে পার্শ্ববর্ত্তি জমিনের ফসলের অনুপাতে ফসলের দায়ি হইব। মিয়াদ অন্তে ঐ জমিনে আমাদের বা আমাদের ওয়ারিশানগনের কোন সত্ত্য বা দাবিদাওয়া থাকিবে নাই। উক্ত জমিনের সাবেকমত সিমা সহরর্দ্দ কায়েম রাখিব। উক্ত জমিনে আমাদের জোত স্বত্য বা কোন স্বত্য হইবে না। যদি কোন সন দুষ্টামী করিয়া সোল আনা ফসল আত্মসাৎ করি তাহা হইলে আপনী আপনার অংশের ফসলের তৎকালিন মুল্য ধরিয়া তাহার উপরে শতকরা মাসিক ৩৵. টাকার হিসাবে সুদসহ আপনি আমাদের নামে নালিশ করিয়া আপনার খতি খরচাআদি আমাদের স্বনামি বেনামি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকে নিলাম দ্বারায় ও আমাদের শরীর হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। উক্ত জমিনের এক এক বৎসরের উৎপন্ন ফসলের মধ্যে আপনার অংশের ফসলের মূল্য আন্দাজ ৪৫ ্ পয়তাল্লিশ টাকা হইবে। এতদার্থে সাক্ষীগনের সাক্ষাতে সরল অন্তঃকরনে এই কৃষি কোবুলিয়ত লিখিয়া দিলাম ইতি আমলি সন ১৩৩৫ তেরশত পয়ত্রিশ সাল তারিখ চৌদ্দই বৈশাখ ইংরাজী সন ১৯২৮ উনিশশত আঠাইশ সাল তারিখ ২৬ ছাব্বিশ এপ্রেল

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত থানা ও সবরেজেষ্টার মহিষাদলের অধিন তমলুক পরগনায় ৩০০৯ নং বাহালী কালেক্টরী তৌজীভুক্ত চকচাঁদপোতা মৌজায় হাল সেটেলমেন্টের দাগ চৌহদ্দীমতে থানার নম্বর ১৭ রেঃ সর্ভে নং ১২৬৮, ২৬৫ নং স্বত্যে সাবেক জমি ৬/৪।। মধ্যে ৩/২।

হাল সেটেলমেন্টের মাপসুরত

১৭ দাগে ১ বন্দ জল ৬৬ ডেঃ	উত্তর সিমানা হরি ঘোড়ই হাল ক্ষেত্র ঘোড়ই
২১ দাগে ১ বন্দ জল ৭ ডেঃ	উঃ মহেন্দ্র মানা
২৭৮ দাগে ১ বন্দ জল ২৯ ডেঃ	উঃ সেক কাদির
২৮৩ দাগে ১ বন্দ জল ৩৩ ডেঃ	উঃ ইন্দ্র মাইতি হাল ঈশ্বর মাইতি
৩৩৯ দাগে ১ বন্দ জল ২৮ ডেঃ	উঃ মহেন্দ্র সামন্ত হাল রসময় সামন্ত
৩৪৯ দাগে ১ বন্দ জল ৫৯ ডেঃ	উঃ সতিশ চক্রবর্ত্তি
৪০৭ দাগে ১ বন্দ জল ২৯ ডেঃ	উঃ গোপাল পান্ডা প্রকাশীত গগন পান্ডা
৮৭৪ দাগে ১ বন্দ জল ৪৬ ডেঃ	উঃ ঐ

৮৮৫ দাগে ১ বন্দ জল ২৭ ডেঃ উঃ কালি মাজী
৩ একর ২৪ ডেঃ

নিজাংশ রঃ অর্দ্দেক ১।৬২ ডেঃ

ঐ জেলা ঐ থানা ঐ সবরেজষ্টার ঐ পরগনার অধিন বহিচবেড়্যা মৌজায় হাল সেটেলমেন্টের দাগ চোহদ্দী মতে ৸৹৸ কাঠার মধ্যে নিজ।২৸৵ কাঠা ৩৬৬ নং স্বত্যে ১৭৩ দাগে ১ বন্দ জল ২০ ডেঃ উঃ জয়কৃষ্ণ সাউ।

৮৮০ ও ৮২০ স্বত্যে ১৪৯৩ দাগে ১ বন্দ জল ৩ ডেঃ উঃ মহেন্দ্র সামন্ত হাল রসময় সামন্ত ও চিন্তামনি সামন্ত হাল ফণি মানা ৪২ ডেঃ কাত ২১ ডেঃ

মোট ১।৮৩ ডেঃ খঃ এক একর তিরাসী ডে.

লিখক শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভুঞ্যা সাং শ্রীরামপুর পং ময়না ইসাদশ্রী প্রসন্ন দোলোই সাং পাঁচবেড়্যা সহ আরও দুজন। [৩৫৯]

(৮)

মহামহিম শ্রীযুত বাবু জগতচন্দ্র মাইতি ৺রাজনারায়ন মাইতির পুত্র জাতিয়ে মাহিস্য পেশা তালুকদারিআদী সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক ষ্টেসন শবরেজষ্টর মৈসাদল জেলা মেদীনিপুর মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীমুরলী বেরা ৺তিতারাম বেরার পূত্র জাতিয়ে মাহিস্য পেশা চাষ আদী সাং বরগোদা পং তমলুক ষ্টেসন সবরেজষ্টর মৈসাদল জেলা মেদীনিপুর কশ্য নিজোত জমিনের মিয়াদী কবুলতিপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে উক্ত ষ্টেসন সব রেজষ্টরের অধিন ২৬৩৯ নং তৌজীভুক্ত তমলুক পরগনার বরগোদা মৌজায় তপসীলের নিম্নের চৌহদ্দী অনুশারে ১/. বিঘা জমি সহ অন্যান্য জমিন আপনার পৈত্রিক তমলুক পরগনায় শঙ্করআড়ায় ডিহির কাছারিতে কুমার শ্রীযুত সতিপ্রসাদ গর্গ দীং জমিদারগনের অধিনে জোত দখলী সম্পত্তী হইতেছে। উহাতে আপনি নিজোতে এ পর্য্যন্ত দখলকার হইয়া আসিতেছিলেন। এক্ষনে উক্ত জমিন শাঁজায় জোত করিতে লইবার ইচ্ছা করায় আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া উক্ত মোয়াজী ১/. একবিঘা জমিনের বার্সীক।৬ শোল সেরা মানের।৵. ছয় কুড়ি সাঁজাধান্য জাহার মূল্য বর্ত্তমান শময়ে বিক্রীমতে মঃ ১২৲ বারটাকা হইতেছে তাহা আগত সন ১৩১০ শাল হইতে সন ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত গনিতা ৯ নয় সাল মিয়াদে শাঁজায় জোত করিতে দেওয়ায় আমি এতদ্বারায় লিখিয়া দিতেছী ও অঙ্গিকার করিতেছী যে প্রতিসন মাঘ মাহাতে উক্ত সাঁজা ধান্য আপনার সরকারে একেবারে আদায় দীয়া দাখিলা লইতে থাকিব। বিনা দাখিলায় কোন ধান্য আদায় দীব না দীলে মুজবা পাইব না। উক্ত মিয়াদমতে সন সন সাঁজা ধান্য আদায় না দীই প্রতি সন প্রতি কুড়িতে ১ এক মান হিশাবে মুনাফা আদায় কাল পর্য্যন্ত দীব। মিয়াদ গত হইলে অর্থাত সন ১৩১৮ সালের মাঘ মাহা গতে উক্ত জমিন আপনার থাকা দখলে ছাড়ীয়া দীব। নষ্টতাপূর্ব্বক

আপনার প্রাপ্য সাঁজা ধান্য আদায় না দী স্থানিয় আদালতে আমার নামে নালিস করত দাবি ও খরচাসহ টাকা আইনানুশারে আমার অন্যান্য স্বনামী, বেনামী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে লইবেন। এতদার্থে সাক্ষিগণের মোকাবিলায় আমলনামা গ্রহনে অত্র কবুলতিপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৩০৯ সাল তাং ২৫ শ্রাবন ইংরেজী সন ১৯০২ সাল তাং ৯ ই আগষ্ট। [৩৪০]

(৯)

মহামহিম শ্রীযুত লালমোহন মাইতি ৺শুন্দর নারায়ন মাইতির পুত্র তথা শ্রীযুত রাজনারায়ন মাইতি ৺গুরূপ্রসাদ মাইতির পুত্র তথা শ্রীমত্যা ফুলমনি দেই ৺ফকির চন্দ্র মাইতির বনিতা ৺দেবিপ্রসাদ মাইতির পুত্রবোধু জাতিয়ে কৈবর্ত পেশা তালুকদারী আদী সাং পাঁচবাড়্যা পরগনে তমলুক তথা শ্রীযুত মৌলবি নসরৎউদ্যিন আহম্মদ সয়ং ও মছরূদ্যই * নাবালক রক্ষক মেনাজার তথা শ্রীযুত আবলুনদ্যিন আহম্মদ তথা শ্রীযুত মুনসি আকতারউদ্যিন অহম্মদ তথা শ্রীযুত মুনসি ফেউশরউদ্দিন আহম্মদ ৺মেনাহজুদ্দিন আহম্মদের পুত্রগন জাতিয়ে মুসলমান পেশা তালুকদারিআদী সাং মিরবাজার সহর মেদনিপুর তথা শ্রীযুত রামধন মাইতি ৺শুরথচন্দ্র মাইতির পুত্র সাং বরাহনগর আলামবাজার সহর কলিকাতা চৌবিশ পরগনা পেশা তালুকদারি জাতিয়ে কৈবর্ত মহাশয়গন বরাবরেষু

লিঃ শ্রীলক্ষী নারায়ন মাইতি শ্রী হিরারাম মাইতির পুত্র পেশা চাষআদী জাতিয়ে কৈবর্ত সাং প্যাজবাড়্যা পং তমোলুক কষ্য চিরবন্দবস্তীয় জমীজমার কবুলিয়তপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে। মহাশয়গনের তালুক জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত ইষ্টসেন সবঙ্গ সবরেজীষ্টর পিঙ্গলার এলাখাধিন ময়না চৌর পরগনার অন্তর্গত ১৪৫৬ নং তৌজী মাহাল শ্রীরামপুর বাড়গৌরিবাড় গ্রামের প্রচলিত ৯।৯ নয় ফিট নয় ইঞ্চি নলের মাপযুরত বাহারখোপে ইস্তক ৺বসন্তো মাইতির * নিম্নের লিখিত চৌহদ্দিস্থীত ১ একবন্দ মোওাজী ৫/৪/ পাঁচবিঘা এক বিশ্যা জমিনের মধ্যে রকম /৪/ কাঠা এক বিশ্যা বাদে বাকি ৫/. পাঁচ বিঘা জমিনের জমা বারসিক কোম্পানি ঠিকা মোকরা মঃ ১৫ ৲ পনর টাকা জমা করিয়া লইয়া অত্র কবুলিয়ত লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গিকার করিতেছি জে নিম্নের লিখিত কিস্তীবন্দী মোতাবেক মাল গুজারির টাকা সন সন মহাশয়গনের কর্ম্যচারির বরাবর আপনাদের অংশ মতে সরবরাহ করিব এবং জখন জত টাকা আদায় দিব তাহা মাহাশয়দের মোহরাঙ্কিত চেক্ দাখিলা ও সব আখিরিতে ক্ষয়ক্ষতি লইতে থাকিব। বিনা দাখিলায় মাল গুজারির টাকা * আদায় দিব নাই। জদি দি সে নামঞ্জুর হইবেক। আর কিস্তী খেলাপ করি আইন মতে শুদ দিব। জমি মজকুরার সাবেক আইন বরজায় রাখিয়া আবাদ তবস্বত করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগবান ও দখলীকার হইতে থাকিব। জমি মজকুরা পতিত হাজা শুখা বন্যা ছুয়লাপ বালিচাপা আদিতে ফসল অজম্মায় ইত্যাদি কোন অজর না করিয়া বিনা অজরে মাল গুজারি টাকা সরবরাহ করিতে থাকিব এবং উপযুক্ত জমিনের ছান্দ

বান্দা ও আগত নির্গতি আমার নিজ ব্যয়ের দ্বারা করিব। মহাশয়গনের সহিত কোন এলাকা থাকিবেক নাই এবং আমার কৃত ছান্দ বাঁদ উপর জে শকল বৃক্ষ উপজাত করিব তাহা মহাশয়গনের বিনা অনুমতিতে ছেদন ও কাট ভোগ করিব ও ফলকর, বৃক্ষ ছেদন করিতে পারিব নাই। উক্ত জমিনের পুষ্কর্ণি খাদ ইষ্টকালয় ও গোলা গঞ্জ করিব নাই এবং কাহাকেও করিতে দিব নাই। উক্ত বক্রী * রোড ও পাবলীক * শেষ জাহা প্রচলিত আছে তাহা আলাহিদা শরবরাহ করিব এবং ভবিষ্যতে গবর্ণমেন্ট হইতে কর ধাজ্য হইবেক আলাহিদা আদায় করিব। আর উপরুক্ত রাজস্ব আদায়ের পক্ষে নষ্টতাচরণ করি আমার শনামি বেনামী জায়দারের দ্বারায় আইন মতে আদায় লইবেন। ভবিষ্যতে উল্যেখিত জমিজমার কম বেশী আপত্য করিব নাই ও আপনারা করিবেন নাই এতদার্থে আপন শেচ্ছাপূর্বক অত্র কবুলিয়তপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৯২ বিরনব্বই সাল তারিখ ২৮ সা আশাড় [৩১৮]

(১০)

মহামহিম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মাইতি পিতা ৺রাজনারায়ন মাইতি জাতিয় মাহিষ্য পেশা তালুকদারীআদী সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক স্টেশন ও সবরেজেষ্টর মহিযাদল জেলা মেদিনীপুর মহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ মাইতি পিতা ৺মাধু মাইতি জাতিয়ে মাহিষ্য পেশা চাষআদী সাং শ্রীরামপুর পং ময়না স্টেশন ও সবরেজেষ্টর তমলুক জেলা মেদিনীপুর কস্য ভাগধানের মিয়াদি কবুলিয়ত পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত ষ্টেশন ও সবরেজেষ্টর তমলুক এলাখাধিন ময়না পরগনার ১৮৪৭ নং তৌজিভুক্ত শ্রীরামপুর বাড়গৌরী বাড় মৌজায় নিম্নের তপশীল চৌহুদ্দি মতাবক জলজমি ১ বন্দ ।৩।৵ আট কাঠা ছয় বিশা জমি সন ১৩২১ সালের চৈত্র হইতে সন ১৩২৪ শালের চৈত্র পর্য্যন্ত গনিতা ৩ তিন সন মিয়াদে আপনার নিকট ভাগযোত করিতে প্রার্থনা করায় আপনি আমার প্রার্থনামতে উক্ত জমি ভাগযোত করিতে দিলেন আমি তদনুযায়ি অঙ্গিকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে মিয়াদ মধ্যে উল্লিখিত জমি আমার নিজ ব্যয়ের দ্বারায় চাশ আবাদ করত আপনি স্বয়ং অথবা আপনার পক্ষীয় লোকের মোকাবিলায় ফসল কাটাই ঝাড়াই ও মাড়াই করত যে বৎসর যত ধান্য হইবে তাহার রকম।।৵. আনা অংশ ধান্য ও খড় আমার আবাদ খরচাদির জন্য লইব। উক্ত জমিনে ধান্য ফশল বাদে অন্য যে কোন ফসল উৎপন্ন হইবে তাহার রকম অর্দ্ধেক আপনি পাইবেন, বাকী রকম অর্দ্ধেক আমার খরচাদীর জন্য আমি লইব। আর প্রকাশ থাকে জে আপনার অংশের উপজাত যে কোন ফসল আমার নিজ ব্যয়ে আপনার বাড়ীতে গোলাপাট করিয়া দিয়া রসিদ আদী লইব। বিনা রসিদে আদায় দিলে মোশমা পাইব না। যদি অবহেলা করিয়া চাষ আবাদের ক্ষতি করি তাহা হইলে পার্শ্ববর্ত্তী জমিনের ফসলের অনুপাতে আপনাকে দিতে বাধ্য

রহিলাম। তাহাতে আমি কোন আপত্তি করিতে পারিব না। মিয়াদ গতে উক্ত জমি আপনার খাস দখলে আসিবে তাহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিবে না। উক্ত জমিনের আপনার অংশের ফসলের আনুমানিক মূল্য মঃ ৭ৎ সাত টাকা হইতে পারে। এতদার্থে সাক্ষীগনের সাক্ষাতে আপন স্বেচ্ছাপূর্বক অত্র ভাগ জমিনের কবুলিয়তপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩২১ তেরশত একুশ শাল তারিখ ৫ পাচই বৈশাখ ইংরাজী সন ১৯১৪ উনিশ শত চৌদ্দ শাল তারিখ শতরাই এপ্রেল।

লিখক কালাচাঁদ পাত্র সাং তিলখোজা পং ময়না [১৪৬]

(১১)

মহামহীম শ্রীযূত গুরুপ্রসাদ মাইতি ৺রূপচরণ মাইতির পুত্র সাং পাঁচবাড়্যা পং তমলুক মহাশয় বরাবরেষু -

লিখিতং শ্রী তারু মন্ডল ৺গুরাই মন্ডলের পুত্র সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক কস্য কবুলিয়ত পত্রমিদং কায্যঞ্চাগে। আমী আমার ভ্রাতা শ্রীদিনু মন্ডলকে মজুর রাখিয়া ছিলাম। তাহার অদ্য নাগাএদ হিসাব হইয়া বাকী ৫ৎ টাকা দেনা হইল ও অদ্য নগদ ৩৫ৎ পএতিস টাকা একুন ৪০ৎ চল্লীষ টাকা লইলাম। আমার ভাত্তা মজকুর আপনাকার বাটীতে উবরক্ত মজুরি কার্য্যে থাকিয়া চাষ ইত্যাদি জেখন জে কার্য্য রোদাদ করিবেন তাহা করিবে। মাহীনা * হাজীরি মতে ফি মাহ মাত্র খরাক ১৷৶৵. এক টাকা এগার আনা হিসাবে সেত্তায় * মতে জলপান পাই উক্ত টাকা মজুরি * নিতে নাগাএদ ৩৷. তিন বৎসর মিএাদে পরিসোদ করিব। উক্ত মিএাদ মোদ্দে * জত টাকা ওাসীল হইবেক তাহা বাদে বাকী টাকার সুদ অদ্যকার তারিখ হইতে আদাএর তারিখ পর্য্যন্ত ফি মাহ ফি টাকায় ৴১০ অর্দ্ধ আনার হিসাবে দিব। জদি স্বীয় ভাত্তা মজকুরে মজুরি কার্য না করে তবে আমি সয়ং মজুরি কার্য করিব। না করি উপরুক্ত নিয়মমতে অদ্যকার তারিখ হইতে আদাএর তারিখ পজ্যন্ত সুদ বুঝাইআ দিব। বুঝায়া না দী মাফীক আইন আম্বলে আসীব। একবারে মবলগ মজকুর সাক্ষ্যগনের সাক্ষ্যাতে বুঝিয়া লইয়া আপন সেইচ্ছা পূর্ব্বকে ও আমার ভ্রাতা মজকুরের মজুরিতে মবলক টাকা লইয়া কবুলতিপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৮৯ সাল তারিখ ২৪ কার্ত্তীক।

ব কলমে সহি রয়েছে শ্রী দিনু মন্ডলের সই সহ ইসাদ ঃ শ্রী অনুপ সাঁতরা শ্রী খেত্র জানা উভয়ের ঠিকানা পাঁচবেড়্যা। এরা ছাড়া আরও ৪ জন ইসাদ রয়েছে। [১৫১]

(১২)

মহামহীম শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ পাঁড়ে পিতা ৺গোপীনাথ পাঁড়ে ও শ্রী জগবন্ধু পাঁড়ে পিতা ৺সুন্দর পাঁড়ে জাতীয় ব্রাহ্মণ পেষা বিত্তিভোগী সাং রামচন্দ্রপুর পং ময়না ডিষ্ট্রেক মেদনিপুর সবডিষ্ট্রেকট রায়বল্লব ষ্টেসন সবং বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীরামকমল মাইতি পিতা ৺চেতন মাইতি শ্রীধর মাইতি পিতা ৺রাম মোহন মাইতি জাতিয় কৈবত্ত পেষা চাষ সাং খোরদ বিষ্ণুপুর সবং ডিস্ট্রেক্ট ঘাটাল ষ্টেশন দাসপুর

কস্য কবুলতিপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চআগে পরগনে চেতুয়া ডিষ্ট্রেকট মেদনিপুর সবং জিষ্টেকট ঘাটাল স্টেসন দাসপুরের অন্তর্গত মৌজে খোরদ বিষ্ণুপুর গ্রামে আপনাদের নিস্কর ব্রহ্মত্তর উদ্বাস্ত্ত তুতিকালা সালি ও হরবিজ এক বন্দ বেড় মোয়াজি ১০।১ বিঘা নিম্নোক্ত চৌহদ্দিস্থিত জাহা আপনারা অবিবাদে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন পুরুষানুক্রমে আপনারা উক্ত জমি বিলি করিবার ইচ্ছুক হওয়ায় আমি উক্ত জমি ১৬৲ টাকা মাল গুজারিতে চুক্তি করিয়া লইলাম। মাল গুজারির টাকা নিম্নের কিস্তিমত সন সন মাস মাস আপনাদের বরাবর আদায় দিয়া আপনাদের স্বাক্ষরিত দাখিলায় লইব। বিনা দাখিলায় ওয়াসিলের ওজর করিব না। ওজর করিলে বিনা দাখিলায় মুজয়া পাইব না। উক্ত কিস্তিমত মাল গুজারির টাকা আদায় না দিলে গ্রাম সরয়া মতে যুদ দিব। উক্ত বাস্তু বেড়ে জাহা বিখ্যাদি আছে ও জাহা উপার্জন করিব তাহার ফলভাগি হইব। আপনাদের বিনা অনুমতিতে কোন বিখ্যাদি ছেদন করিতে পারিব না। ছেদন করিলে আইন অনুসারে দন্ডনিয় হইব এবং গবর্ণমেন্ট তরফ হইতে যে ধায্য হইয়াছে ও যে হইবেক তাহা আমি আলাহিদা দিব। উক্ত জমিনের হাজা যুকা আদির কোন দফার ওজর করিব না ওজর করিলে মুজরা পাইব না। উক্ত রাস্তা বেড় আসল * মতে চতুসিমা ব্রজায় রাখিয়া বসত করিব। এই করারে আপন সেচ্ছাপূর্ব্বক পাট্টা গ্রহনে অত্র কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯১ সাল তাং ১৩ শ্রাবন

জায় কিস্তি মাহ আষাড় ৪৲ মাহ অস্বিন ৪৲ মাহ পৌষ ৪৲ মাহ চৈত্র ৪৲ = ১৬৲ [১২]

(১৩)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ন মাইতি ৺গুরুপ্রসাদ মাইতির পুত্র জাতিয়ে কৈবর্ত্ত পেশা তালুকদারি আদী সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক স্টেশন শবরেজষ্টর মৈশাদল জেলা মেদীনিপুর মহাশয় বরাবরেষু -

লিখিতং শ্রীশিবনারায়ন মন্ডল ৺আনন্দচন্দ্র মন্ডলের পুত্র জাতিয়ে কৈবর্ত্ত পেশা চাশআদী শাং বরগোদা পং তমলুক ষ্টেশন সবরেজষ্টর মৈশাদল জেলা মেদীনিপুর। কশ্য জল জমীনের কবুলতিপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। ষ্টেশন সবরেজেষ্টর মৈশাদলের অধিন ১৪৬৯ নং তৌজিভুক্ত তমলুক পরগনার অন্তর্গত বরগোদা মৌজায় কানিচক নামক খোপে আপনাকার খরিদা ১ বন্দ মালের ৬/ ছয়বিঘা জমীনের মধ্যে আমি ১ বন্দ ১/৪ একবিঘা চারিকাঠা জমীন পূর্ব্ব হইতে জোত করিয়াছীলাম। ঐ জমীনের ভাগধান্যআদী আদায় না দেওয়ায় আমার নামে তমলুকের তৃতীয় মুনসফীতে সন ১২৯৯ শালে নালিশ করায় ঐ মোকদ্দমায় মায়

যুলেনামা করিয়াছীলাম। যুলেনামা মতে জমীনের কবুলতি না দেবায় উক্ত জমীন আপনি খাশ জোতে আনিয়া সন ১৩০২ শাল পর্য্যন্ত জোত আবাদ করিয়া দখলকার ছীলেন। এক্ষণে উক্ত জমীন আমি পুনরায় ভাগজোতে লইবার প্রার্থিত হয়ায় আমাকে গত জেষ্ট মাশে নিম্নের চৌহদ্দী মতে মোয়াজী ১/৪ একবিঘা চারি কাঠা জমীন ভাগে জোত করিতে দিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ জমীন আমার নিকট ভাগজোত থাকায় আমি শময়ে শময়ে ভাগধান্য পাট আদী নিয়মমত আদায় না দেবায় আমার নামে নালিশ করিয়া আদায় লইতে হইয়াছে বলীয়া আমাকে কবুলতি চাওয়ায় আমি উক্ত জমীনের কবুলতি দিতে শীকৃত হইয়া অঙ্গিকার করিতেছী এবং লিখিয়া দিতেছী যে উক্ত জমীনে বৎশ্যর বৎশ্যর ধান্য ফসলের অর্দ্ধাংশ এবং বিচালি পরিবর্ত্তে ফিবিঘা /৹ এক কুড়ির হিশাবে আমার অর্দ্ধাংশ হইতে দীব এবং উক্ত জমীনে কলাই শরিশা পাটআদী জখন যে ফসল হইবে তাহার অর্দ্ধাংশ দিব। ঐ সকল ফশল কাটাই মাড়াই করিবার সময় আপনাকায় তরফ জনেক লোক মতাইন লইয়া ঝাড়াই মলাই করিব কিম্বা আপনাকায় তরফ জনেক লোক লইয়া তাহার * মতে ধান্যআদী সমস্ত ফশলের উপরূক্ত আপনাকার অংশের ভাগ ধান্যআদী সমস্ত ফশল আপনকায় বাটীতে শন শন ফালগুন মাশে পউচাইয়া দীব। আপনাকায় বিনা অনুমতিতে লোক না লইয়া ধান্য আদী ফশল ছেদন করিতে কি উঠাইয়া লইয়া জাইতে পারিব না। তাহা হইলে আপনি ধান্যআদী ফশলের মূল্য প্রতি শন ১৯৲ উনিশ টাকা দীব না দিলে উক্ত ফাগুন মাশ হইতে তাহার যুদ মাশিক প্রতি টাকায় ৶৹ অর্দ্ধ আনার হিশাবে যুদসহ টাকা আইন অনুশারে আমার স্বনামী বেনামী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারায় আদালত খরচাসহ সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লইবেন। এই নিয়মে জমীন মজকুরের শীমা শরহদ্দ সাবেকমত কাইম রাখিয়া জোত আবাদ করিতে থাকীব। এক্ষনে গ্রামের প্রচলিত ৯।৯ ইঞ্চি কাঠার পরিমাপ মাপমতে উক্তে ১/৪ বিঘা জমীন ছাড়িয়া দিবার সময় ঐ মাপমতন জমীন দেখাইয়া দীব উক্ত ভাগ জোত জমীন কাহাকে ভাগ জোত শর্ত্তে বিক্রয় করিতে পারিব না এবং তাহাতে মৃত্তিকাদী খননের দ্বারায় খাদ করিতে পারিব না, করিলে রিতমত খেশারতের দাই হইব। এই করারে ৫ পাচ বৎস্যর মিয়াদে অর্থাৎ সন ১৩০৭ সালের ধান ফশল ভোগ করিয়া উক্ত জমিন-এ সনের চৌত্র মাশে ছাড়িয়া দীব। ইহাতে আমার জোত ছাড়াইবার জন্য আপনাকে কোন নোটীশআদী হইবেক না আপনি স্বয়ং কিম্বা অন্য কাহাকে বিলি বন্দবস্তের দ্বারায় জোত আবাদ করিবেন। এতদার্থে ভাগপাট্টা গ্রহনে অত্র মিয়াদে কবুলতি আপন শেইচ্ছা পূর্ব্বকে আপনাকার বাটী মোকামে বশীয়া লিখিয়া দীলম ইতি সন ১৩০৩ শাল তাং ১৭ ই অগ্রহায়ন ইং ১৮৯৫ শাল তাং ১ ডিশেম্বর। [১৪৭]

নিলামী সার্টিফিকেট

(১)

জেলা মেদিনীপুরের অন্তপাতি মোং তমলুকের মুনসফী বিচারালয়

মোয়না পরগনায় রামচন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীসিতারাম পট্টনাএক ডিক্রীদার সন ১৮৫৯ সালের ডিসম্বর মাহার ১৫ তারিখের নিম্পত্তীয় ঐ সনের ১৩৭ নম্বর ডিক্রী ডিক্রীদারের কব্জা তমসুকের প্রাপ্ত বাং ডিক্রী লিখিত আসল মায় যুদ মঃ ১৭০৻২। টাকার মোকদ্দমা ডিক্রী জারির দ্বারায় পাওন প্রার্থনায় শ্রীমত্যা বেচি ব্রাহ্মনি দীগর দায়িকানের নিম্নের লিখিত সম্পত্তী ১৮৬০ সালের ২৬সেই তারিখে নিলামের দরখাস্ত করায় অত্রাদালতের ১৮৬০ সনের তারিখের হুকুমনামায় রিতমত নিলামী ইস্তাহার জারি হইয়া ১৮৬০ সনের ৯ আক্তুবর তারিখে সরজমিনে প্রকাশ্য নিলাম হইলে উক্ত সম্পত্তীতে দায়িকের জে কিছু সত্ত্য ও অধিকার সম্পর্কে আছে তাহা ঐ ময়না পরগনার রামচন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীগঙ্গাবিষ্টু পাড়ে ও দ্বারিকানাথ পাড়ে আপন তরফ মুক্তার শ্রী গোপীনাথ পাড়ে দ্বারায় মঃ ২০০।৹ মূল্যে নিলামে ক্রয় করিয়া পনবাহার সমুদয় টাকা দাখিল করিয়াছে। এতএব ঐ সম্পত্তি ক্রয়ের নিদর্শনপত্র সরূপ এই সাটিফিকট উক্ত খরিদাবানকে দীয়া জানান জাইতেছে জে এই নিলাম করা সম্পত্তীতে দায়িকের জে সত্ত্য ও অধিকার ও সম্পর্ক্য ছীল তাহা ১৮৬০ সালের ৯ আক্তুবর নিলামের দীবস হইতে রহীত হইয়া নিলাম খরিদার মজকরানকে অসাইল আর এই সাটফিকট ও সত্ত্য অধিকার ও সম্পর্কের মাতবর হস্তান্তরপত্র স্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি সন ১৮৬০ সাল তাং ৫ ডিসেম্বর।

তফসীল

২ নং ময়না চউরা পরগনা রামচন্দ্রপুর মৌজায় দেনীর জল জমিন ১ বন্দ ।।২ কাঠার মধ্যে ।১ কাঠা [৯]

(২)

জেলা মেদিনীপুরের সবরডিনেট জজের আদালত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৫৯ ধারা মতে নিলামী সাটিফিকট

৩০৭ নং ডিক্রীজারি

১৮৭৫ সাল

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কেল্লে ময়নাচোর পরগনার গড়সফাত নিবাসী রাজা শ্যামানন্দ বাহুবলেন্দ্রের বনিতা শ্রীমতি রানি অপূর্বময়ী ডিক্রীদার অত্রাদালতের নিষ্পত্তি ১৮৭৫ সালের ২৭ সেই তারিখে ঐ সনের ১৪ নং দেওয়ানি ফয়শালা ১৮৭৫ সালের ৩০৭ নং জারির দ্বারায় তমলুক পরগণার গড় পদুমবসান নিবাশী রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মৃত রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের পুত্র ও শ্রীমতী রানি

রাধাপ্রীয়া উক্ত রাজার বনিতা দেনিগণের এই সার্টিফিকেটর নিম্নের লিখিত সম্পত্তিতে যে কিছু সত্ত্বাধিকার ও সম্পর্ক ছিল তাহা ১৮৭৬ সালের ১৬।১৭ মে তারিখ জজ আদালতে নিলাম হওয়ায় তমলুক পরগণার পাঁচবেড়্যা গ্রাম নিবাশী ভজহরি মাইতি মবলগে ৫৫৬৲ টাকা মূল্যে ডাক নিলামে খরিদ করিয়া মুল্যের সমুদয় টাকা দাখিল করিয়াছে। অতএব সে সম্পত্তি ক্রয়ের নির্দশনপত্র স্বরূপ এই সার্ট্রফিকট উক্ত নিলামী খরিদার ভজ মাইতিকে দিয়া জানান জাইতেছে যে সেই নিলাম করা সম্পত্তিতে দেনিগণের যে কিছু সত্ত্বাধিকার ও সম্পর্ক ছিল তাহা এই নিলামের দিবস হইতে রহিত হইয়া উক্ত নিলামী খরিদারকে অর্শায়াছে। এই সার্টফিকট সেই সর্ত্ত ও সম্পর্কের মাতব্বর হস্তান্তর পত্র স্বরূপ জ্ঞান হইবেক। ইতি ১৮৭৬ সাল তারিখ ১ ডিসেম্বর

স্বাক্ষর শ্রীশ্যামানন্দ মিত্র আমলা

পরগণে তমলুক মৌজে পাঁচবেড়্যা মহ * জোত বঃ নারায়ণ মাইতি ১ বন্দ ৸২। কাত দেনির অংশ রকম ।৩।।৵ বিঘা

পুর্ব্ব মাল জোত নারায়ণ মুলা দক্ষীণ ঐ মহ* জোত গঙ্গাধর মন্ডল দিগর পশ্চীম মাল জোত রামমোহন ভুঞা ও শম্ভু রাম ভুঞা উত্তর ঐ * জোত মধু হাজরা

১৮৫নং ঐ মৌজায় জোত স্বরূপ মাইতি	১।.২।।
জোত বঃ নারায়ণ মাইতি	।।৩৸
	২/১।

তাহার মধ্যে দেনির অংশ রকম ১/৲।।৵

পুর্ব্ব হরেকৃষ্ণ দাসের জোত বিনন্দ সাঁতরা দক্ষীণ মাল জোত গোবিন্দ সাঁতরা পশ্চীম হরেকৃষ্ণ দাসের * ও মাল জোত

গুরুপ্রসাদ মাইতি ও অনঙ্গ মঞ্জরি উত্তর ঐ * জোত ক্ষেত্র মাইতি

১৯৩ নং ঐ মৌজায় জোত বঃ নারায়ণ মাইতি	৸৲
জোত দুক্ষু মাইতি	/৩
জোত ক্ষেত্র মাইতি	/৩
	১/১ কাঠার কাত

দেনির অংশ ।।৲।। কাঠা

পুর্ব্ব মাল জোত নিতাই দিন্ডা দক্ষীন মাল জোত দুখু মাইতি পশ্চীম জোত স্বরূপ নারায়ণ দাষ দীগর * জোত ক্ষেত্র মাইতি উত্তর মাল জোত হরেকৃষ্ণ মাইতি

২০২ নং ঐ মৌজায় জোত ক্ষেত্র মাইতি ১ বন্দ ।।৪।। কাঠার কাত দেনির

অংশ ।২। কাঠা

পূর্ব্ব মাল জোত বিনদ সাতরা দক্ষীণ হরেকৃষ্ণ দাসের * জোত বিনন্দ সাতরা ও নারায়ণ মাইতি পশ্চীম ঐ * ৫ জোত অনঙ্গ মঞ্জরি উত্তর ঐ * জোত অনঙ্গ মঞ্জরি স্বাক্ষর শ্রী স্যামানন্দ মিত্র আমলা [৯৫]

(৩)

সন ১৮৫৯।৮।২৫৯ ধারা মতে নিলামী সার্টিফীকেট

আদালত দেওানি জেলা মেদনীপুর অত্র জেলায় চৌকী তমলুকের মনশফী সংক্রান্ত ময়না পরগণার গড়সাফাত সাকিনের রাজা রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলেন্দ্র ডিক্রীদার তমলুক পরগণার গড় পদুমবসান সাকিনের রাজা নরেন্দ্র নারাণ রায় ও শ্রীমত্যা রানি ত্রিপুরা সুন্দরী ও শ্রীমতী রানি রাধাপ্রীয়া দাইগণের প্রতিকুলে সন ১৮৭০ সালের ১৪ জুন তারিখে নিষ্পত্তীয় ৫৭৪ নং ফয়সলা সন ১৮৭৩ সালের ২ নবেম্বরে জারি দ্বারা দাইগনের সম্পত্তী নিলামের প্রার্থনা করায় উক্ত মুনসফের সন ১৮৭২ সালের ২৩ নওম্বর তারিখের হুকুমানুসারে নিলামী ইস্তাহার জারি হইয়া সন ১৮৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত প্রকাশ্বরূপে নিলাম হওয়ায় নিচের লিখিত সম্পত্তীতে দাইগনের জে স্বত্ত অধিকার ও সম্পক্য ছিল তমলুক পরগনার পাঁচবেড়্যা সাকিনের শ্রীরাজনারান মাইতি মঃ ২২৩৵. দুইশত তেইশ টাকা দুই আনা মুল্যে নিলামে খরিদ করিয়া বেবাক টাকা দাখিল করিয়াছে। অতএব এই সার্টফিকট খরিদায় মজকুরের নিযুক্তিয় উকীল মুনসী জগন্নাথ দাসের হাওালা করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে যে নিচের লিখিত সম্পত্তীতে দাইগণের জে সত্ত্ব অধিকার ও সম্পর্ক ছিল তাহা উপরুক্ত নিলামের তারিখ হইতে রহীত হইয়া নিলামী খরিদায় শ্রীরাজনারান মাইতিকে অর্শীয়াছে। মায় এই সার্টফিকট মাতব্বর হস্তান্তরপত্র স্বরূপ জ্ঞান হইবেক। ইতি সন ১৮৭৩ সাল তারিখ ১ জুলাই

তপসীল

৯নং তমলুক পরগনায় বোরগদা মৌজায় দেনীগনের দখলী নিষ্কর ৩৪৬ দাগে ১ বন্দ জল জমিন জোত মনু বেরা ।।২ কাঠা পূর্ব্ব ও পশ্চিম কোট পতিত কালা দক্ষীন * জোত স্বামাচরণ মাইতি উত্তর মালের জোত *

১০ নং ঐ মোজায় দেনীগনের দখলী ৩৫২ দাগে ১ বন্দ জলজমীন জোত লালমোহন মাইতি ।২। কাঠা পূর্ব্ব মালের জোত নিমাই বাগ পশ্চিম * জোত সম্ভু জালি দক্ষিন জোত ছোং বুধি দাশী উত্তর * জোত গঙ্গাধর মন্ডল।

১২ নং ঐ মৌজায় দেনীর দখলী নিষ্কর ৩৫৬ দাগে এক বন্দ জলজমী জোত রাজনারান মাইতি ।১৲. কাঠা পূর্ব্ব * জোত অন্তারাম রায় দীং দক্ষীন * জোত গঙ্গাধর মন্ডল পশ্চীম মাল জোত গুরুপ্রসাদ মাইতি উত্তর মাল জোত

পরষুরাম মন্ডল।

১৩ নং ঐ মৌজায় দেনীগনের দখলী নিষ্কর ৩৫৮ দাগে ৭ বন্দ জল জমীন জোত গুলরাজ খাঁ ১।. বিঘা উত্তর মাল জোত গুলজার খাঁ।

১৪ নং ঐ মৌজায় দেনীগনের দখলী নিষ্কর ৩৬১ দাগের ১ বন্দ জল জমীনের মধ্যে জোত মন্নীনাথ।৩।. কাঠা ও জোত রাঘব বর ।৩।। কাঠা একুনে মোট ৸২ কাঠা পুর্ব্ব * জোত রাজনারান মন্ডল দক্ষিন * জোত আনন্দ মন্ডল পশ্চিম মাল জোত পরষুরাম মন্ডল উত্তর মাল জোত মদন মন্ডল ও গুরূপ্রসাদ মাইতি।

১৫ নং ঐ মোজায় দেনীর দখলী নিষ্কর ৩৬২ দাগে ১ বন্দ জল জমীন জোত ভুবন দেই ।৩। কাঠা

পশ্চিম * জোত অন্তারাম রায় পুর্ব্ব * জোত আনন্দ মন্ডল দক্ষিন * জোত গঙ্গাধর মন্ডল উত্তর * জোত নন্দি বাগ। ১৬ নং মৌজায় দেনীগনের দখলী নিষ্কর ৩৬৫ দাগে ১ বন্দ জল জমী জোত নিমাই বাগ ৸২ কাঠা

পুর্ব্ব মাল জোত গুরূপ্রসাদ মাইতি পশ্চিম মাল জোত গঙ্গাধর মন্ডল দক্ষিন মাল জোত ফকির চাঁদ মাইতি উত্তর * জোত আনন্দ মন্ডল মোট মোওয়াজিম ৪।৷৩। চারি বিঘা তের কাঠা এক পদিকা জমী।

প্রকাশ থাকে জে উপরূক্ত ৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬। লাটের জমীসকল সন ১২৮২ সাল পর্য্যন্ত ডিক্রীদারের নিকট ইজারা থাকা শোহরতে নিলাম হইয়াছে। [৯৬]

(৪)

সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৫৯ ধারামতে নিলামী সার্টিফিকেট জেলা মেদনীপুর জজ সাহেবের বিচারালয়

অত্র জেলার চৌকী তমলুকের মুনশফী সংক্রান্ত কিন্নে ময়না চণ্ডরা পং গড়সফাত সাকীনের শ্রীরাজা রাধাশ্যামানন্দ বাহবলীন্দ্র ডিক্রীদার তমলুক পং গড় পদমবসান সাকীনের শ্রীরাজা নরেন্দ্রনারান রায় ও শ্রীমতি রানি ত্রিপুরা সুন্দরী ও শ্রীমতি রানি রাধাপ্রীয়া দেনীগনের প্রতিকূলে উক্ত মনসেফের সন ১৮৭০ সালের ৮ জুন তারিখের ৫০৭ নং সবেন ও বিচারিত ফয়শালা সন ১৮৭৩ সালের ১৫৪ নং জারি দ্বারা দেনীগনের সম্পত্তী নিলামের প্রার্থনা করায় ২ জুন তারিখের হুকুমানুসারে রিতীমত নিলাম ইস্তাহার জারি হইয়া সন ১৮৭৩ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখের সরজমীনে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইলে ঐ নিলাম করা সম্পত্তীতে দেনীগনের যে সত্ব ও অধিকার ও সম্পক্য ছীল তাহা তমলুক পং পাচবেড়্যা মৌজার শ্রী ইন্দ্রনারান মাইতি মঃ ৩১।. টাকা মুল্যে নিলামে খরিদ করিয়া পনের বেবাক টাকা আদালতে আমানত করিয়াছে। এতএব ঐ সম্পত্তী ক্রয়ের নিদর্শনপত্র স্বরূপ এই সার্টফিকট খরিদার মজকুরকে দিয়া জানান

৫

যাইতেছে যে ঐ নিলাম করা সম্পত্তীতে দেনীগনের যে স্বত্ত্ব অধিকার ও সম্পর্ক ছীল তাহা উপরোক্ত নিলামের তারিখ হইতে রহীত হইয়া উক্ত নিলাম খরিদায় শ্রী ইন্দ্র নারান মাইতিকে অর্শিয়াছে। আর এই সার্টফীকট ঐ সম্পত্তীর মাতব্বর হস্তান্তরপত্র স্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি ১৮৭৫।১৭ সেতম্বর

তপসীল

১৬ নং তমলুক পং রামভদ্রপুর মৌজায় দেনীগনের বাহালী নাখেরাজ ৪২ দাং ১ বন্দ জল জমী জোত ছীদাম মাজী।।৪৲. কাঠা পুর্ব্ব মাল জোত নটবর মন্ডল দীং দক্ষীন মাল জোত ছীদাম মাজী ও আনন্দ মন্ডল পশ্চীম মাল জোত দেবিপ্রসাদ দাস উত্তর মাল জোত স্বরূপ মাইতি।

এই সম্পত্তী ডিক্রীদারের নিকট সন ১২৮২ সাল পর্যন্ত ইজারা থাকা সাহবস্তে নিলাম হল। [৯৬]

এই নিলামী সার্টিফিকেটে কোন মোহর কিংবা কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর নেই। এটি সম্ভবত নিলামী সার্টিফিকেটের খসড়া কপি। ঐতিহাসিক দিক থেকে এটির গুরুত্ব থাকায় উদ্ধৃত হল।

(৫)

ইংরাজী সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৫৯ ধারামতে নিলামের সার্টফিকেট।

জেলা মেদনীপুরের দেওানী বিচারালয় সহর মেদিনীপুরের করনেল গোলা সাকিনের রামনিয়তলাল ভকত ডিক্রীদার ময়নাচোর পরগনার দনা (চক) সাকিনের শ্রীরাজনারায়ন ভুঞ্যা ও সীবনারায়ন ভুঞ্যা ও হরনারায়ন ভুঞ্যা ও জয়নারায়ণ ভুঞ্যা দায়ীকগনের প্রতিকুলে অত্রাদালতের সন ১৮৬২ সালের ৪৪ নং সবেনত ফয়ষালা ১৮৬৫ সালের ১৪৪ নং জারির দ্বারায় দায়ীকগনের সম্পত্তী নিলামের দরখাস্ত করায় সন ১৮৬৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখের আদেসানুসারে রিতমতে নিলামী ইস্তাহার জারি হইয়া সন ১৮৬৬ সালের ১২ ফেব্রুআরি তারিখে অত্রাদালতের নাজীরের দ্বারায় নিলাম হইলে নিচের তপসীলের সম্পত্তীতে দায়ীকগনের জে সত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক ছিল তাহা তমলুক পরগনার পাঁচবাড়্যা সাকিনের শ্রীদীনবন্ধু মাইতি শ্রীরাজনারায়ন মাইতি শ্রীদ্বারিকানাথ দেএর দ্বারায় ২৮২৲ টাকা মুল্যে ডাক নিলামে ক্রয় করিযা মুল্যের বেবাক টাকা দাখীল করিয়াছে। অতএব সেই সম্পত্তী ক্রয়ের নিদর্শনপত্র স্বরূপ এই সার্টফিকেট নিলাম খরিদায় শ্রীদীনবন্ধু মাইতি দিগকে দিয়া জানান জাইতেছে জে সেই নিলাম করা সম্পত্তীতে দায়ীকগনের জে সত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক ছিল তাহা উক্ত নিলামের দীবস হইতে রহিত হইয়া শ্রীদীনবন্ধু মাইতি ও শ্রীরাজনারায়ন মাইতিকে অর্পাইল। আর এই সার্টিফিকেট সত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্কের মাতব্বর হস্তান্তরপত্র স্বরূপ জ্ঞান হইবেক। ইতি সন ১৮৬৬ সাল তারিখ ৩০ জুন।

তপসীল সম্পত্তী

১ লাট ১ নং মৌঃ পুরুষোত্তমপুর গ্রামের বেনি বেরার নামক কালাবাড়ি জোত যুন্দর রায় সাং পালপাড়া কালাজমীন ২।২।।. বাদ সরিকান রাজনারান ভুঞ্যা রকম ।।. আনা ১/৩৸. বাকি নিজ * ১/৩৸. জায়

বাদ বিপ্র প্রসাদ মহাপাত্র এক হিস্যা ৩/৯।৵ বাকি

বাকি কুঙর নারায়ন ভূঞ্যা দীং ১/.।৵

দক্ষীন পাল পাড়ার সদর রাস্তা পুর্ব্বে মোথুরা মোহন রায়ের দেবত্তর কালা জমীন জোত মহল সদারাম দাষ উত্তর খানাপাড় বেনী পালের পাল পাড়ায় নাখরাজ জোত নিজ পালের বাস্ত্ত পশ্চিম খাল পাড় পাল পাড়ায় * পন্ডার ব্রহ্মত্তর কালা জোত নিজ বাস্ত্ত ও উত্তর * পাল পাড়ার খাল কালা জোত * পন্ডা

২ লাট ২ নং

জোত * সাহু ও * সাহু কালা বোরোজ

১ খান মায় * ১।।. বাদ সরিকান রকম ।।. আনা ৸.।৵ বাকি শুভ্রা দেইর রকম ।।. আনা ৸.।৵ জায়

বাদ বিপ্রপ্রসাদ মহাপাত্র ১ হিস্যা /২৶/.

বাকি কুঙর নারায়ন ভূঞ্যা দীং ৬ ছয় বিস্যা ।।৩৶/.. [১৩৪]

(৬)

৩০৭ নং ডিক্রজারী

১৮৭৫ সাল

জেলা মেদিনীপুরের সবরডিনেট জজের আদালত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৫৯ ধারামতে নিলামী সার্টফিকট।

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কেল্লে ময়না চোর পরগনার গড়সফাত নিবাশী রাজা স্যামানন্দ বাহুবলেন্দ্রর বনিতা শ্রীমতী রানি অপুর্ব্বময়ী ডিক্রীদার অত্রাদালতের নিষ্পত্তি ১৮৭৫ সালের ২৭ সেই তারিখের ঐ সনের ১৪ নং দেওয়ানি ফয়শালা ১৮৭৫ সালের ৩০৭ নম্বরে জারির দ্বারায় তমলুক পরগনার গড় পদুমবশান নিবাশী রাজা নবেন্দ্রনারায়ন রায় মৃত রাজা লক্ষ্মী নারায়ন রায়ের পুত্র ও শ্রীমতি রানি রাধাপ্রীয়া উক্ত রাজার বনিতা দেনিগনের এই সার্টফিকটের নিম্নের লিখিত সম্পত্তীতে যে কিছু সত্যাধিকার ও সম্পর্ক ছিল তাহা ১৮৭৬ সালের ১৬।১৭ জুন তারিখে জজ আদালতে নিলাম হওয়ায় তমলুক পরগনার পাঁচবেড়্যা গ্রামনিবাসী ইন্দ্রনারায়ণ মাইতি মবলগে ৪২৩৲ টাকা মূল্যে ডাক নিলামে খরিদ করিয়া মুল্যের সমুদয় টাকা দাখিল করিয়াছে। এতএব সেই সম্পত্তি ক্রয়ের

নিদর্শন পত্র স্বরূপ এই সাটিফিকট উক্ত নিলামী খরিদার ইন্দ্রনারায়ন মাইতিকে দিয়া জানান জাইতেছে জে সেই নিলাম করা সম্পত্তিতে দেনিগনের যে কিছু শর্ত্তাধিকার ও সম্পর্ক ছিল তাহা ঐ নিলামের দিবশ হইতে রহিত হইয়া উক্ত নিলামী খরিদায় ইন্দ্রনারায়ন মাইতিকে অর্শায়াছে। এই সাটিফিকট সেই সর্ত্ত ও সম্পর্কের মাতব্বর হস্তান্তরপত্র স্বরূপ জ্ঞান হইবেক। ইতি সন ১৮৭৬ তারিখ ১ ডিসেম্বর।

স্বাক্ষর শ্রী স্যামচাঁদ মিত্র আমলা সহ * বাঃ রামপ্রসাদ দায মৌজে বরগোদা পরগনে তমলুক

১২৬ নং জোত হরেকৃষ্ণ মাইতি	৸৩৸
জোত অনঙ্গ মঞ্জুরি	১/১।
জোত রামনারায়ন মাইতি	৸২।
	২৸২। কাঠার কাত দেনীর অংশ
পুর্ব্ব মাল জোত হরেকৃষ্ণ মাইতি	১।৩।।৵.

দক্ষীন পতিত সরকারী বাদ পশ্চীম মাল জোত * উত্তর ঐ * জোত ভারক্ষী পন্ডা

১২৭ নং ঐ মৌজায় জল জমিন জোত শ্রীমতী অনপুন্যা দাশী	৸১
জোত ভারথী পন্ডা	৸১।।
জোত রাজনারায়ন মাইতি	।১।।
	১৸৪

এহার মধ্যে দেনীর অংশ কাত ৸৪।। কাঠা দুই পদিকা পুর্ব্ব ব্রহ্মত্তর শ্যামযুন্দর বিদ্যানিধি জোত অন্যপুন্যাদাশী। দক্ষীন ঐ * জোত হরেকৃষ্ণ মাইতি পশ্চীম মাল জোত মধু ভুঞ্যা উত্তর জিত নারায়ন বযুর মহ * জোত কৃষ্ণ মাইতি

১২৮ নং ঐ মৌজায় ১ বন্দ জল জমিন জোত মোহন দায ৸৩।। কাঠার কাত দেনীর অংশ।৪। কাঠা এহার মোট চৌহদ্দী পূর্ব্ব মাল জোত গুরুপ্রসাদ মাইতি দক্ষীন ঐ * জোত অন্যপুন্যা দাসী উত্তর মাল জোত সাগর জানা ভারথী পন্ডা পশ্চীম * জোত

স্বাক্ষর শ্রীস্যামচাঁদ মিত্র আমলা

১২৯ নং ঐ মৌজায় ১ বন্দ জল জমিন জোত লালমোহন মাইতি

১।১ কাঠার কাত ।।৩ কাঠা

পুর্ব্ব মাল জোত ফকিরচাঁদ মাইতি দক্ষীন মাল জোত গুরুপ্রসাদ মাইতি ও দর্পতাতি পশ্চীম মাল জোত ফকীর চাঁদ মাইতি উত্তর মাল জোত উদয়চাঁদ দত্ত।

১৩৩ নং ঐ মৌজায় ১ বন্দ জল জমিন জোত শিব নারায়ন মিস্ত্রী ।০।। কাঠার কাত দেনীর অংশ ⁄২৸ কাঠা

পুর্ব্ব মাল জোত অর্যুন দাষ দক্ষীন ঐ * জোত গুরুচরণ দাষ পশ্চিম মাল জোত জদুনাথ দাষ উত্তর মাল জোত কুচল দাষ অধিকারি।

১৩৪ নং ঐ মৌজায় জোত রাজনারায়ন মাইতি ২।।৪।।

জোত লালমোহন মাইতি ৸৹।

৩। ৪৸ কাঠার

কাত দেনির অংশ ১।।৪৸৵৹

পুর্ব্ব * জোত লালমোহন মাইতি দক্ষীন সরকারি বান্দ ও ভেড়ি * পশ্চীম মাল জোত কুচল দাষ অধিকারি ও গুরুপ্রসাদ মাইতি উত্তর ঐ * জোত হরেকৃষ্ণ মাইতি।

১৩৭ নং ঐ মৌজায় ১ বন্দ জল জমিন জোত উদয় চাঁদ দে

১⁄৹৸ কাঠা কাত দেনীর অংশ ।।৹।৵৹

পুর্ব্ব মাল জোত ফকির চাঁদ মাইতি দক্ষীন মাল জোত ঐ গোলক দলাই পশ্চীম মাল জোত কুউর নারায়ন ঘোড়ই উত্তর মাল জোত স্বরূপ নাত্রক।

১৪৫ নং ঐ মৌজায় জোত মধুভুঞ্যা ।।৩। কাঠা কাত দেনীর অংশ।১।।৵৹ বিশ্যা

পুর্ব্ব মাল জোত অঃ নটবর মন্ডল দক্ষীন মাল জোত অঃ নটুর মন্ডল পশ্চীম মাল জোত শিবনারায়ণ মন্ডল উত্তর মাল জোত অঃ নটবর মন্ডল।

১৪৭ নং ঐ মৌজায় জোত শ্রীমতী অন্যপুন্যা দাসী ১⁄১।। কাঠার কাত দেনীর অংশ ।।৹৸ কাঠা।

পুর্ব্ব মাল জোত জয়নারায়ন রাউৎ দক্ষীন মাল জোত শ্রীনাথ চন্দ্র ভুঞ্যা পশ্চীম মালের বাকি জোত মধুষূদন রাউত ঐ * জোত ফকীর চাঁদ মাইতি ও হরেকৃষ্ণ মাইতি

১৬০ নং ঐ মৌজায় জোত মধু মাইতি ১ বন্দ ।।৹ কাঠার কাত দেনির অংশ রকম ।৹ কাঠা পুর্ব্ব মাল জোত অর্যুন দাষ দক্ষীন মাল জোত বীসু মাইতি পশ্চীম মাল জোত লক্ষ্মীনারায়ন দাষ উত্তর মাল জোত লক্ষ্মীনারায়ণ দায দিগর।

১৬১ নং ঐ মৌজায় জোত অক্ষয় দাষ এক বন্দ ৸১৸ কাঠার কাত দেনীর অংশ রকম ।৩।৵ বিস্যা পুর্ব্ব ঐ * জোত আন্দী রাউত দক্ষীন মাল জোত হরিদাস দিগর পশ্চীম মাল জোত সিদাম মাজী উত্তর মাল জোত হরিদাস দীগর।

১৬২ নং ঐ মৌজায় জোত আনন্দী রাউত ১ বন্দ ১।৩।। কাঠার কাত দেনীর অংশ ।।৪। কাঠা

পুর্ব্ব মাল জোত দিনু মাইতি দক্ষীন মাল জোত শ্রীনাথ চন্দ্র ভূঞ্যা ও গোকুল মাইতি পশ্চীম ঐ * জোত অক্ষয় দায উত্তর মাল জোত * রাউত।

১৬৫ নং ঐ মৌজায় জোত রাজনারায়ন মাইতি ১ বন্দ জল জমিন ।॥৪ কাঠার কাত দেনীর অংশ।২ কাঠা পুর্ব্ব ঐ * জোত মোহন দায দক্ষীন ঐ * জোত মক্ষীরাগ পশ্চীম ঐ * জোত গুলজার খা উত্তর জোত রাজনারায়ণ মাইতি মোদ্যে পাঁচবেড়্যা

১৬৮ নং ঐ মৌজায় জোত রাজনারায়ণ মাইতি ১ বন্দ ৩/২॥ কাঠার কাত দেনীর অংশ ১॥১। কাঠা।

পুর্ব্ব মাল জোত বিজয়রাম মাইতি দক্ষীণ মাল জোত বিজয় রাম মাইতি পশ্চীম মাল জোত রামমোহন ভূঞ্যা ও শম্ভুরাম ভূঞ্যা ও গঙ্গাধর বর উত্তর মাল জোত হরেকৃষ্ণ মাইতি

স্বাক্ষর শ্রী স্যামচাঁদ মিত্র আমলা

১৬৯ নং ঐ মৌজায়

জোত গঙ্গাধর মন্ডল	/২॥৶
জোত কামদেব মন্ডল	/২॥৶
জোত চন্দ্রমোহন মন্ডল	/২॥৵
	।৩
বাদ	/৩

বাকী —।• কাঠা দেনীর অংশ /২॥ কাঠা

মাল জোত গঙ্গাধর বর দক্ষীণ মাল জোত গুরূপ্রসাদ মাইতি পশ্চীম ঐ * জোত * পতিত উত্তর সরকারি বান্দ ১৭০ নং ঐ মৌজায় জোত নারায়ণ মালাকার ১ বন্দ ।১ কাঠার কাত ঐ দেনীর অংশ /৩ কাঠা পুর্ব্ব জোত প্রতাপ নারায়ণ দক্ষীণ মাল জোত সদানন্দ মাইতি পশ্চীম ঐ * জোত বিনন্দ সাঁতরা উত্তর খাল বান্দ

১৭১ নং ঐ মৌজায় জোত গোবিন্দ সাতরা ১ বন্দ ৸• কাঠার মধ্যে দেনীর অংশ ।২॥ কাঠা এহার চৌহদ্দী পুর্ব্ব মাল জোত বিনন্দ সাতরা দক্ষীণ মাল জোত স্বরূপ মাইতি উত্তর সদর বাঁদ—

১৮১ নং ঐ মৌজায জোত অন্যাপুর্ণাদাশী ১ বন্দ ৩ কাঠার কাত দেনীর অংশ ।৪ কাঠা পুর্ব্ব ব্রহ্মত্তর জোত রঘুনাথ দায দক্ষীণ মাল জোত অনঙ্গমঞ্জরি পশ্চীম মাল জোত মধু জালয়া উত্তর ঐ * জোত গঙ্গাধর মন্ডল দীগর

১৮৩ নং ঐ মৌজায় জোত রাজনারায়ণ মাইতি	।৩৸
জোত মুচি	/১॥
	৸•।

কাঠার কাত দেনীর অংশ ।২।।৵ বিস্যা পুর্ব্ব মাল জোত কামদেব ফদিকার দক্ষীণ ঐ * জোত বিপ্র মাইতি পশ্চীম ঐ * জোত কামদেব ফদিকার উত্তর মাল জোত হরেকৃষ্ণ মাইতি

স্বাক্ষর শ্রী স্যামচাঁদ মিত্র আমলা

১৮৪ নং ঐ মৌজায় জোত তারু মন্ডল	⁄৪।৵.
জোত সন্ধী ধাড়া	⁄৪।৵.
	।৩৸ এহার মধ্যে
দেনীর অংশ রকম	⁄৪।৵. বিস্যা

পুর্ব্ব ঐ * জোত তারু মন্ডল ও সন্ধী ধাড়া দক্ষীণ মালের খাশ ও ঝুড়া পশ্চীম মালের বাড়ি জোত তারু মন্ডল ও নারাণ ধাড়া উত্তর মালের খাশ জোত নারায়ণ ধাড়া

১৮৯ নং ঐ মৌজায় জোত নারায়ণ মালাকার ১ বন্দ ।।. কাঠার কাত দেনির অংশ ।. কাঠা

পুর্ব্ব মাল জোত ক্ষেত্র সানা দক্ষীণ ঐ * জোত স্বরূপ নাএক পশ্চীম মাল জোত গরুপ্রসাদ মাইতি উত্তর মাল জোত নারায়ণ মুলা

১৯১ নং ঐ মৌজায় জোত তারু মন্ডল	।।৪৸৵
জোত গঙ্গা ধাড়া	।।৪৸৵
	১।৪৸ এ হার মধ্যে

দেনির অংশ ।।৪৸৵ বিস্যা

পুর্ব্ব মাল জোত দর্প মন্ডল দক্ষীণ ঐ জোত নারায়ণ মুলা পশ্চীম ঐ * জোত * উত্তর মহল জোত রাজ নারায়ণ মাইতি

২০৫ নং ঐ মৌজায় জোত দুর্জ্জধন সাঁতরা ও বন্দ ৸২ কাটা এহার মধ্যে দেনীর অংশ ।৩।। কাঠা

পুর্ব্ব মাল জোত সদানন্দ মাইতি দক্ষীণ ঐ * জোত উদয় সাতরা পশ্চীম মাল জোত গুরুপ্রসাদ মাইতি উত্তর কোট বাঁদ ২১৪ নং মৌজে বাবলপুর * বাঃ রামপ্রসাদ দায জোত রামনারায়ণ মাইতি ১ বন্দ ১⁄.৸ কাঠার কাত দেনীর অংশ ।।.।৵ কাঠা পুর্ব্ব মাল জোত অলঙ্গ মঞ্জরি দক্ষীণ মাল জোত ফকীর চাঁদ মাইতি পশ্চীম মাল জোত শীদু মাইতি উত্তর মাল জোত রামনারায়ণ মাইতি।

২২৪ নং ঐ মৌজায় জোত অন্যপুন্যাদাসী ১ বন্দ ।।২। কাঠার কাত দেনীর অংশ ।১৵ বিঘা পুর্ব্ব ঐ * জোত মধু সাউত ও মাল জোত হরেকৃষ্ণ মাইতি দক্ষীণ ঐ * জোত দর্প সাউত ও রামনারায়ণ মাইতি পশ্চীম ঐ * জোত মধু মন্ডল উত্তর ঐ * জোত রামনারায়ণ মাইতি

২৩৮ নং ঐ মৌজায় জোত হরি ধাড়া ।।৩৮৵.
জোত ক্ষেত্রমোহন দাষ অধিকারি ।।৩৮৵
জোত কৃষ্ণ মাইতি ।২।।.

১৮.। কাঠার কাত

দেনীর অংশ ৮২।।৵. পুর্ব্ব বৈষ্টবত্তর জোত হরেকৃষ্ণ মাইতি দক্ষীণ ঐ * জোত সিবু সাঁতরা ও মাল জোত শ্রীমতি অন্যপুন্যা দাসী পশ্চীম ঐ * জোত নারায়ণ মাইতি দিগর উত্তর ঐ * জোত রামনারায়ণ মাইতি।

২৪৮ নং ঐ মৌজায় জোত রাজনারায়ণ মাইতি ১/২
জোত অন্যপুন্যা দাসী ১/২

২/৪ এ হার মধ্যে

দেনির অংশ ১/২ কাঠা

পুর্ব্ব ঐ * জোত অনঙ্গমঞ্জরি ও রাধু মন্ডল দক্ষীণ ঐ * জোত স্বরূপ নাএক দিগর পশ্চীম মাল জোত ফকীর চাঁদ মাইতি উত্তর মাল জোত স্বরূপ নাএক ও স্বরূপ সাঁতরা ২৬১ নং ঐ মৌজায় জোত রাজনারায়ণ মাইতি ১ বন্দ ১/২৮. কাঠার কাত দেনীর অংশ ।।১।৵ পুর্ব্ব * জোত হরিপ্রীয়া দাসী ও মালের বাকি জোত মকুন্দ মাকর দক্ষীণ মাল জোত গোপী মাকর পশ্চীম মাল জোত ও দেবত্তর জোত প্রতাপ নারায়ণ রায় ও মাল জোত নারায়ণ মাকর উত্তর ঐ * জোত হরিপ্রীয়া দাসী ও জতনমণি দাসী।

২৮৭ নং ঐ মৌজায় জোত গুরুচরণ দাষ ১ বন্দ ৮. কাঠার কাত দেনীর অংশ ।২।। কাঠা পুর্ব্ব মাল জোত কামদেব ফদিকার দক্ষীণ ঐ * জোত কুন্ডু দাষ পশ্চীম মাল জোত সাঃ দর্প তাঁতি উত্তর ঐ * জোত যতনমনি দাসী।

২৯৫ নং মৌজে পিয়াজবেড়্যা * বঃ রামপ্রসাদ দাষ জোত গঙ্গাধর বর ২ বন্দ ৮.।। কাঠার কাত দেনির অংশ ।২৮ পুর্ব্ব দিগবান্দ দক্ষীণ চকজিঞা দিঘীর সরহদ্দ ও জল জমিন জোত গঙ্গাধর বব পশ্চীম মাল জোত কন্দু বর উত্তর মালের বাস্তুবাটি জোত কন্দু বর

২৯৯ নং ঐ মৌজায় জোত রামনারায়ণ মাইতি ১ বন্দ ।।৪।। কাঠার কাত দেনীর অংশ ।২। কাঠা পুর্ব্ব মাল জোত হরেকৃষ্ণ মাইতি দক্ষীণ মাল জোত হরেকৃষ্ণ মাইতি পশ্চীম মাল জোত অম্বিকাদাসী উত্তর মাল জোত ঝাটু পট্টনাএক।

৩০০ নং ঐ মৌজায় জোত গঙ্গাধর মন্ডল ।.
জোত কামদেব মন্ডল ।.
জোত ইন্দ্রমোহন মন্ডল ।

৮. কাঠা

দেনীর অংশ রকম ।২।। কাঠা

পুর্ব্ব মাল জোত রামমোহন ভুঞা ও সন্তুরাম ভুঞা দক্ষীণ মাল জোত যুধামণি দেবি ও হরেকৃষ্ণ মাইতি পশ্চীম মাল জোত গঙ্গাধর মন্ডল দীগর উত্তর মাল জোত সন্তুরাম ভুঞা ও কাত্তিক মুলা।

৩০১ নং ঐ মৌজায় জোত উদয় জানা ।৪।

জোত ক্ষেত্র জানা ।২

৮১। কাঠা কাত

দেবীর অংশ ।৩৵ বিস্যা

পুর্ব্ব মাল জোত স্বরূপ মাইতি দক্ষীণ মাল জোত গঙ্গাধর মন্ডল দিগর পশ্চীম ঐ * জোত যুন্দর মালাকার ও মাল জোত ধবু মুল্যা উত্তর পাঁচবেড়্যায় মালের জমি জোত নারায়ণ মুল্যা।

৩০৬ নং ঐ মৌজায় জোত ছিদাম গাঁতাএত ১ বন্দ ১।৩৮ কাঠার কাত দেনীর অংশ ।৪।৵ বিস্যা পুর্ব্ব মাল জোত লক্ষণ দাষ ও যুদির রাউত দক্ষীণ মাল জোত যুদির রাউত পশ্চীম মাল জোত গুরুপ্রসাদ মাইতি উত্তর ঐ * জোত ব্রজ দাষ।

৩০৯ নং ঐ মৌজায় জোত নিতাই দিন্ডা ১/.

জোত ক্ষেত্র জানা ।২

১।২ কাঠা

এহার মধ্যে দেনির অংশ ।।৩।। কাঠা

পুর্ব্ব মাল জোত সিরু শাতরা দক্ষীন ঐ * জোত বিপ্র রাউত পশ্চীম মাল জোত কামদেব ফাদিকার উত্তর মাল জোত যুন্দর রাউত

৩১০ নং ঐ মৌজায় জোত হরি ভুঞ্যা ৮

জোত ইন্দ্র ভুঞ্যা ১/১

১৮১ কাঠা

এহার মধ্যে দেনীর অংশ ৮৩ কাঠা পুর্ব্ব মাল জোত সিদু মাইতি ও নারায়ণ মাইতি দক্ষীন মাল জোত হরি ভুঞার বাস্তুর * পশ্চীম মাল জোত সিদু মাইতি দীগর উত্তর ঐ * জোত হরি ভুঞ্যা।

৩১৫ নং ঐ মৌজায় জোত রাধানাথ মিস্ত্রী ১ বন্দ ৮৩৮ কাঠা কাত দেনীর অংশ ।৪। কাঠা পুর্ব্ব ব্রহ্মাত্তর জোত রাধানাথ মিস্ত্রী ও কোট পানি * দক্ষীন সশান ও মাল জোত প্রসাদ নাএক পশ্চীম ঐ * জোত গুরুপ্রসাদ মাইতি ও ভগবান দাশের বৈষ্টবত্তর জল জমিন উত্তর ঐ * জোত রাধানাথ মিস্ত্রী।

স্বাক্ষর শ্রী স্যামচাঁদ মিত্র আমলা [১৪৮]

নিলামী ভূমী বিক্রয়ের সার্টীফিকেট

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৩১৬ ধারা অনুযায়ী মেদনীপুরের সাবজজ প্রথম আদালত এ জনাব শ্রীযুক্ত জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় রায়বাহাদুর সন ১৮৮৩ সালের ৯৮নং দেওয়ানী .... মোকর্দ্দমা

শ্রীরাজনারায়ণ মাইতি পীতার নাম ৺গুরুপ্রসাদ মাইতি জাতিয় কৈবত্ত পেশা তেজরতিআদী সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক ডিক্রীদার

বনাম

১। শ্রী দীননাথ তর্ক সিদ্ধান্ত পীতার নাম ৺গঙ্গাপ্রসাদ তর্কভূষণ ২। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শিরোমনী পীতার নাম ৺রমানাথ ন্যায়বাগিষ জাতিয় ব্রাহ্মণ পেশা বৃত্তী ভোগীআদী সাং নাড়াদাড়ি পং তমলুক দেনীগণ

নিলাম মঞ্জুরের তারিখ সন ১৮৯১ সালের ১৮ নভেম্বর এ মোকর্দ্দমায় ডিক্রীজারিক্রমে সন ১৮৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখ দেনীগণের নিম্নের লিখিত স্থাবর সম্পত্তী নিলামের দ্বারায় বিক্রয় হইলে তমলুক পরগণার পাঁচবেড়্যা সাকীনের ৺গুরুপ্রসাদ মাইতির পুত্র শ্রীরাজনারায়ণ মাইতি জাতিয় কৈবত্ত পেশা তেজারতি আদী স্বয়ং ডিক্রীদার তাহা ক্রয় করায় এহাকে এহার ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ও এই আদালত কর্তৃক উক্ত বিক্রয় নিয়মমতে সিদ্ধ করা হইয়াছে তাহার সার্টীফিকট এই—

তপশীল জায়দাদ

১। ষ্টেশন ও সবরেজষ্টার মৈশাদলের অধিন তমলুক পরগণার চক্ জিএ্যাদিঘী মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমীন ১ বন্দ ।• কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশরকম ✓• আনার কাত ১।৵ পূঃ জোত অমর মাইতি দিং দঃ জলকালা জোত নিতাই মাইতি পঃ গেড়্যা জোত নিতাই মাইতি জোত তিতু পাল নিমূ ১।।•

২। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমী ১ বন্দ ১।।• বিঘা মধ্যে দেনীগণের অংশরকম ✓• আনার কাত ।৪।৵•

পূঃ জোত ছোট কৃষ্ণ মাইতি দঃ জোত নিতাই মাইতি দিং পঃ জোত রাধানাথ দাষ দিং উঃ জোত রাধানাথ দাষ নিঃ মূ ৯৲

৩। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমী ১ বন্দ ।।৪ কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশরকম ✓• আনার কাত ⁄৪।৵•

পূঃ জোত নটবর সাউত দিগর দঃ জোত অদ্বৈত দাষ অধিকারী পঃ জোত ঝড়ু মাইতি উঃ জোত দিগম্বর সাউত দিং নিঃ মূ ৪৲

৪। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমী ১ বন্দ ৸৩ কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম ৵. আনার কাত ।.।।৵.

পূঃ জোত রাধানাথ দাষ দঃ জোত নারাণ দাষ পঃ যাতায়াতের রাস্তা উঃ বিশ্বম্ভর ভূঞ্যার জলজমী নিঃ মূ ৫৲

৫। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমী ১ বন্দ ⁄৩ কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম ৵. আনার কাত ৻৸৶.

পূঃ জোত সাদু মাইতি দিং দঃ জোত রাধানাথ দাষ পঃ জোত বিশ্বম্ভর ভূঞা উঃ জোত বিশ্বম্ভর ভূঞা নি মূ ২১৲

৬। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমি ১ বন্দ ⁄২।. কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম ৵. আনার কাত ⁄.৷৴.

পূঃ দীননাথ মাইতির নিষ্কর কালা দঃ জোত সাদু মাইতি পঃ জোত রাধানাথ গারু উঃ জোত চাঁদহরি মাইতি নিঃ মূঃ ৸.

৭। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমী ১ বন্দ ।. কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম ৵. আনার কাত ⁄১।৵. পূঃ জোত রাজনারায়ণ মাইতি দিং জোত সাদু মাইতি পঃ জোত রাধানাথ গারু উঃ জোত দীননাথ মাইতি দিং নিঃ মূ ১।।.

৮। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমী ১ বন্দ ।২ কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশরকম ৵. আনার কাৎ ⁄২৶. পূঃ পঃ জোত দীনু মন্ডল দঃ জোত ভগবান মন্ডল উঃ দীনু মন্ডলের যাতায়াতের রাস্তা নিঃ মূঃ ২

৯। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমী ১ বন্দ ১⁄২ কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম ৵ আনার কাত ।১।৷´.

পূঃ জোত নিত্যানন্দ মাইতি পঃ সরকারী বাঁদ উঃ জোত হলধর দে দঃ জোত গঙ্গাধর মন্ডল দিং নিঃ মূঃ ৬৲

১০। ঐ মৌজার দেনীগণের নিষ্কর জল জমী ১ বন্দ ১⁄৪ কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম ৵. আনার কাত ।২।।.

পূঃ জোত কার্ত্তিক দে দঃ শ্রীশ্রী ৺সীতলা ঠাকুরানীর দেবত্তর সেবাইত শ্রীমত্যা রসময়ী দেব্যা পঃ সরকারী বাঁদ উঃ জোত উদয় চাঁদ দে নি মূ ৭।।.

১১। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমী ১ বন্দ ।।. কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম ৵. আনার কাত ⁄৩৴.

পূঃ জোত অদ্বৈত দাষ পঃ জোত তরি ঘড়া উঃ জোত তিতারাম পাল দঃ জোত রাধানাথ গারু নিঃ মূ ৩৲

১২। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জল জমী ১ বন্দ ।• কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম ✓• আনার কাত ⁄১।।

পুঃ বিশ্বম্বর ভূঞার কালা বাস্তু ও যাতায়াত রাস্তা দঃ সর্বসাধারণের যাতায়াতের রাস্তা পঃ জোত মাহাত্ব মাইতি উঃ বিশ্বম্বর ভুঞার জোতজমী নিঃ মূঃ ১।।•

১৩। ঐ স্টেশন ও সবরেজষ্ট্রারের অধিন তমলুক পরগণার সিবদত্তপুর মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জল জমী ১ বন্দ ৸৩ কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম ✓• আনার কাত ।•।।৵ জোত দুর্লভ মাইতি পুঃ জোত কেশব...... দিং দঃ জোত নিমাই সাউত ও দুর্লভ মাইতি পঃ জোত মধু মাইতি দিং উঃ জোত দূর্লভ মাইতি

১৪। ঐ ষ্টেশন ও সব রেজষ্ট্রারের অধিন তমলুক পরগণার কুঙরচক মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জল জমী ১ বন্দ ।১ কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশী রকম ✓• আনার কাত ⁄১৸৵ জোত নমু মিস্ত্রী। পুঃ জোত শ্রীনাথ মাইতি ঃ জোত হরি বর পঃ জোত খুদি পাল উঃ জোত মহন পাল নিঃ মূঃ ২

১৫। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জল জমী জোত ঐ ১ বন্দ ৸১ কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম ✓ আনার কাত ।• পুঃ উঃ জোত পচু বর দঃ জোত দুর্যোধন বেরা পঃ জোত তারাচাঁদ বিজলী

১৬। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জল জমী জোত হারু বর ১ বন্দ ১⁄• মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম ✓• আনার কাৎ ।১।• পুঃ জোত নমু মিস্ত্রী দঃ জোত মোহন মাইতি পঃ জোত একাদশী গুড়্যা উঃ জোত জীবন মিস্ত্রী নিঃ মূ ৬

১৭। ঐ ষ্টেশন ঐ সব রেজষ্ট্ররের অধিন তমলুক পরগণার বরগোদা মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমী ১ বন্দ কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম আনার কাত ১ পুঃ বড় অক্ষয় জানার পুষ্কর্নির আড়া ও কালা দঃ জোত দীননাথ মাইতি দিং পঃ জোত....... উঃ জোত গোবর্দ্ধন বর নিঃ মূঃ ১

১৮। ঐ মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জল জমী ১ বন্দ মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম আনার কাৎ ৩ পুঃ জোত ⁴হরিপ্রসাদ মাইতি ও দীননাথ মাইতি দঃ জোত মধুসূদন দায দিং পঃ জোত.. ..... ও রাজু বাগের কালা উঃ জোত.......... ও রাজু বাগ নিঃ মূঃ ৩

১৯। ষ্টেশন সব রেজষ্ট্রার মৈশাদলের অধিন তমলুক পরগণার চকসিমলা মৌজায় দেনীগণের দখলী নিষ্কর জলজমী ১ বন্দ ১/২ কাঠার মধ্যে দেনীগণের অংশ রকম আনার কাৎ ৪

পুঃ হরেকৃষ্ণ ও বিরকিশোর মাইতির জলজমী ঐ গ্রামের ভেড়ি বাঁদ পঃ ডাঙ্গা জমী দঃ গঙ্গারাম মল্লিকের জলজমী নিঃ মূঃ ৯

অদ্য সন ১৮৯২ সালের ১২ জানুয়ারী তারিখ আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল ইতি স্বা ....

Sub judge 1st court

Midnapur

12.1.92

[১৫৯]

ঋণ ও অন্যান্য কারণে সেদিনের কৃষক সমাজ এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে জমিদার শ্রেণীর লোকেদের কি পরিমাণ বিষয় সম্পত্তি নিলামে উঠেছিল আর সেই সব সম্পত্তি অন্য এক শ্রেণীর বিত্তশালী লোক অল্প মূল্যে নিলামে ক্রয় করে কিভাবে অধিকতর বিত্তশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কখনও সম্ভব না হলেও নিম্নোদ্ধৃত সারণি থেকে সেদিনের ভয়াবহ রূপের পরিচয় পেতে অসুবিধে হবে না। সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ঐ সব অভিলেখর কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল এই ক্রমানুসারে— (ক) নিলাম বা বিচারের স্থান (খ) নিলামের তারিখ (গ) নিলামী সম্পত্তির বিবরণ (ঘ) নিলামের কারণ (ঙ) নিলামে ডাকমূল্য (চ) নিলাম গ্রহীতা (ছ) ডিক্রীদারের নাম ও ঠিকানা (জ) সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত অভিলেখর ক্রমীক সংখ্যা (ঝ) দেনীগণের নাম ও ঠিকানা ১০।

১। তমলুক মুনসেফী বিচারালয় (খ) ৯.১০.১৮৬০ (গ) ।১ কাঠা (ঘ) ঋণের টাকা শোধ না করায় (ঙ) ২০০।. (চ) গঙ্গাবিষ্টু পাঁড়ে ও দ্বারিকানাথ পাঁড়ে (ছ) সীতারাম পট্টনায়ক, রামচন্দ্রপুর (জ) ৯নং (ঝ) শ্রীমত্যা বেচি ব্রাহ্মণি দীগর

২। মেদিনীপুর জেলার সবরডিনেট জজের আদালত (খ) ৭.৫.১৮৭৬ (গ) ।৩।।৵ বিঘা (ঘ) ঋণের কারণ (ঙ) ৫৫ (চ) ভজহরি মাইতি (ছ) শ্রীমতি রাণি অপূর্বময়ী, ময়না (জ) ৯৫ নং (ঝ) রাণি রাধাপ্রিয়া দীং তমলুক

৩। দেওয়ানি আদালত, মেদিনীপুর (খ) ১৮.২.১৮৭৩ (গ) বহু সম্পত্তি (ঘ) ঋণ পরিশোধ না করা (ঙ) ২২৩৵. (চ) রাজনারায়ণ মাইতি (ছ) রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলেন্দ্র, ময়না (জ) ৯৬ নং (ঝ) রাণি ত্রিপুরা সুন্দরী দীং

৪। মেদিনীপুর জজসাহেবের বিচারালয় (খ) ২৩.৮.১৮৭৩ (গ) তমলুক পরগণার রামভদ্রপুর মৌজায় ৪২ দাগে ১ বন্দ জল জমি। (ঘ) ঋণ (ঙ) ৩১।. (চ) ইন্দ্রনারায়ণ মাইতি (ছ) রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ময়না (জ) ১২২নং (ঝ) রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় দিং

৫। মেদিনীপুর দেওয়ানী বিচারালয় (খ) ১২.২.১৮৬৬ (গ) ২টি লাটে বহু

সম্পত্তি (ঘ) ১৮৬৫ সালের ১৪৪নং মামলা জারির ফলে (ঙ) ২৮২ (চ) রাজনারায়ণ মাইতি (ছ) রামলাল ভকত কর্নেলগোলা মেদিনীপুর (জ) ১৩৪নং (ঝ) রাজনারায়ণ ভূঞা দিং

৬। মেদিনীপুর সবরডিনেট জজের আদালত (খ) ১৬।১৭.৬.১৮৭৬ (গ) বহু সম্পত্তি (ঘ) ঋণের কারণ (ঙ) ৪২৩ (চ) ইন্দ্রনারায়ণ মাইতি (ছ) রানি অপূর্বময়ী ময়না (জ) ১৪৮ নং (ঝ) রানি রাধাপ্রিয়া, তমলুক

৭। মেদিনীপুর সব জজের ১ম আদালত (খ) ১৫.৯.১৮৯১ (গ) বহু সম্পত্তি (ঘ) ঋণ (ঙ) নিলামের দ্বারা বিক্রয় হলেও মূল্যের উল্লেখ নেই (চ) ডিক্রীদার স্বয়ং রাজনারায়ণ মাইতি পাঁচবেড়্যা (ছ) রাজনারায়ণ মাইতি, পাঁচবেড়্যা (জ) ১৫৯নং (ঝ) দীননাথ তর্কসিদ্বান্ত নাড়াদাঁড়ি

৮। মেদিনীপুরের সব জজের ২য় আদালত (খ) ১৭.১২.১৮৮৮ (গ) বহু জমি (ঘ) ঋণ (ঙ) ১০০৬ এক হাজার ছ টাকা (চ) উপেন্দ্রনাথ মাইতি তিলন্তপাড়া (ছ) প্রাণকৃষ্ণ দাস বিবিগঞ্জ, সহর মেদিনীপুর (জ) ২২৭নং (ঝ) অপূর্বময়ী দাসী তিলন্তপাড়া

৯। মেদিনীপুরের সব জজ ১ম আদালত (খ) ১৯.১১.১৮৮৮ (গ) জমি (ঘ) ঋণ (ঙ) টাকার উল্লেখ নেই (চ) রাজনারায়ণ মাইতি (ছ) ২৫৪নং (জ) রাজনারায়ণ মাইতি (ঝ) দীননাথ তর্ক সিদ্বান্ত নাড়াদাঁড়ি

ঠিকা পত্তনিপত্র

(১)

মহামহিম ইন্দ্রনারায়ন মাইতি ৺গুরুপ্রসাদ মাইতির পুত্র ও শ্রীযুক্ত রমানাথ মাইতি ৺উদয় চাঁদ মাইতির পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মাইতি ৺রাজনারায়ন মাইতির পুত্র জাতিয়ে মাহিস্য পেশা তালুকদারি আদী সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক ষ্টেশন শবরেজেষ্টর মহিসাদল জেলা মেদীনিপুর বরাবরেষু —

লিখিতং শ্রী উপেন্দ্রনাথ ঘোস ৺যদুনাথ ঘোসের পুত্র জাতিয়ে কায়স্ত পেশা জমীদারী আদী ও ওকালতআদী শাং বেলুন পং কেদার কুন্ডু হাং শাং ছোটবাজার সহর মেদীনিপুর জেলা মেদীনিপুর।

কস্য চিরস্থায়ী পত্তনি ও দরপত্তনি পট্টকপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে ষ্টেশন সবরেজষ্টর তমলুকের অধিন ময়না পং কলেক্টরি ১৭৯৮ নং তৌজীভুক্ত মাহাল মদনমোহনচক মৌজায় রঃ ৵. আনা অংশ আমার পৈত্রিক জমিদারি হইতেছে ও ঐ মৌজায় রঃ ৵. আনা অংশ আমার সহোদর ভ্রাতা ৺গোপিন্দ্র নাথ ঘোষের পৈত্রিক জমীদারি ছিল। ৺গোপীন্দ্র নাথ ঘোষ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তদিয় ওয়ারিশ পত্নি শ্রীমতি উপেন্দ্র মোহিনী দাসী তাহাতে সত্ববতি হইয়া বৈধ ও আইন সঙ্গত কারণে উক্ত মদনমোহনচক মৌজায় রঃ ৵. আনা ও অন্যান্য তালুকাৎ ও দেবত্তর শহ আমাকে সন ১৩০৪ সালের ২৮ শা কাত্তিক তারিখে রেজষ্টারিকৃত পত্তনী পাট্টার বিলি করিলে আমি তদবধি অন্যের অবিবাদে দ্বাদশ বৎশ্যরের উর্দ্ধকাল উক্ত রঃ।. আনা অংশে সত্ববান ও দখলকার আছী। এক্ষনে উক্ত মদনমোহনচক মৌজার উক্ত রঃ চারি আনা অংশের কাত মং ১৬০৸৵১১ টাকা তস্কিশ আপনারা আমার অধিনে পত্তনী ও দরপত্তনী লইতে ইচ্ছুক হওয়ায় উক্ত অংশের মোট মজুদাদ মঃ ৩৬১৲ টাকার মধ্যে গবর্ণমেন্টের প্রাপ্যবাদে বক্রি লভ্য মঃ ১৭৩⁄১৪ টাকার মধ্যে কেবলমাত্র মঃ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মালিকানা রাখিয়া বক্রি লভ্য বাবৎ মঃ ১২৩⁄১৪ একশত তেইশ টাকা এক আনা চৌদ্দ গন্ডা মঃ ২০০০৲ দুই হাজার টাকা পণ গ্রহনে নিম্ন লিখিত স্বত্যাধিনে আপনাদিগকে উক্ত মাহাল নিজাংশ রঃ ৵. আনা ও দরপত্তনি বিলি করিয়া অঙ্গিকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছী যে আপনারা অদ্য হইতে উক্ত পত্তনি ও দরপত্তনি স্বত্যাধিনে দান বিক্রয়আদীর ক্ষমবান হইয়া কুল হক হকক সংস্পুন তালুকদারি স্বত্যে পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিসানক্রমে ভোগদখল করিতে থাকিবেন ও আমলীসন ১৩১৫ সাল বকয়া খাজনাদী ও বর্ত্তমান সন ১৩১৬ সালের অদ্যতক খাজনাদী আপনারা প্রজাগনের নিকট আদায় লইবেন। আমার সহ উক্ত বকয়া ও হাল খাজনার কোন এলাখা রহিল নাই।

১। উক্ত মালিকান মঃ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা আপনারা প্রতি বৎশ্যর মাঘ মাসের শেষে আমার বসতবাটী বেলুন গ্রামের স্থিত কাছারি বাটীতে আদায় দিতে থাকিবেন। রিতমত দাখিলা গ্রহন করিবেন। বিনা দাখিলায় টাকা আদায়ের ওজর

করিতে পারিবেন না। মালিকানা আদায়ের ক্রটি হয় তাহা হইলে আমি আইনমত শতকরা মাসিক ১্ একটাকা হারে সুদসহ টাকা আদায় লইতে পারিব। কস্মিন কালে কোন কারণে উক্ত মালিকানা টাকার উপর বেশী জমা তলফ ফি ধার্য করিতে আমি বা আমার ওয়ারিশানের ক্ষমতা রহিল না এবং আপনারা বা আপনাদের ওয়ারিসানগন কস্নিনকালে কোনরূপ কারণে জমা কমির কোনরূপ ওজর বা দাবি করিতে পারিবে না। মফঃস্বলের শীমা সরহর্দ্দ বজায় রাখিবেন। মাহালের মুল্য খর্বতাজনক কোন কার্য্য করিবেন না। দেওয়ানী ফৌজদারি কি অন্য কোন হাকিমানের সরকারে যে কিছু হুকুম তামিল করিতে হয় ও সংবাদআদী দিতে হয় তাহা আপনারা তামিল করিবেন। ঐ মৌজার সম্বন্ধে উক্তরূপে তামিল না করা জন্য আমার কোনরূপ দন্ড বা ক্ষতি হয় তাহার ক্ষতিপুরণ আপনারা করিতে বাধ্য রহিলেন। উক্ত মালিকানা ৫০্ পঞ্চাশ টাকা আদায়ের মাতর্ব্বরি জন্য আপনাদের উক্ত পত্তনী ও দরপত্তনী স্বত্য আবদ্ধ রহিল। ভবিষ্যতে আমার প্রাপ্য মালিকানার উপর যদি কোনরূপ করআদী ধায্য হয় তাহা আমি আদায় দিব তজ্জন্য আপনাদের কোনরূপ দ্বায়িত্ব রহিল না।

২। উক্ত মাহাল বাবত কালেক্টরিতে রেভিনিউ সেষ ও পুলবন্দীআদী যাহা ধায্য আছে ও ভবিষ্যতে গবর্ণমেন্ট হইতে যাহা ধায্য হইবে তৎসমস্ত আপনারা কিস্তীমত কালেক্টরিতে দাখিল করিতে থাকিবেন। যদি আপনাদের ক্রটিবসত উক্ত অংশ নিলাম হয় বা আমার অন্য কোনরূপ ক্ষতি হয় তজ্জন্য আপনারা সমুহ ক্ষতিপুরণ ও মায় আদায় কালতক মাসিক শতকরা একটাকা হারে যুদসহ মিটাইয়া দিতে বাধ্য রহিলেন। গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য টাকার সহিত আমার কোনরূপ এলাখা রহিল নাই। উক্তরূপ দেয় কালেক্টরি বাবত দাখিলী টাকা আমার প্রাপ্য মালিকানা বার্ষিক মঃ ৫০্ পঞ্চাশ টাকা আপনারা পৃথকরূপে আদায় দিতে থাকিবেন।

৩। আমি উক্ত শ্রীমতি উপেন্দ্র মোহিনী দাশীর সরকারে তাঁহার প্রাপ্য টাকা নিয়মিত রূপে আদায় দিতে থাকিব। আপনাদিগকে কোনরূপ দায়িক হইতে হইবে না। যদি আমার উক্ত টাকা দেওয়ায় ক্রটি বশত আপনাদীগকে কোনরূপ দায়গ্রস্ত হইতে হয় কিম্বা আমার অন্য কোনরূপ কৃতকার্য্যের জন্য উক্ত অংশ নিলাম হয় অথবা আপনাদের দখলের কোনরূপ বিঘ্ন হয় তজ্জন্য সমস্ত ক্ষতিপুরণ আপনারা কি আপনাদের ওয়ারিশানগন আমার কিম্বা আমার ওয়ারিশানগণের নিকট বেদখলের তারিখ হইতে আদায় কালতক মাসিক শতকরা একটাকা হারে যুদসহ টাকা আইনানুসারে আদায় করিয়া লইবেন।

৪। মফঃস্বলে প্রজাগনের নিকট যাহা জমা ধায্য আছে তাহা কিম্বা ভবিষ্যতে মাহাল জরিপ জমাবন্দী আদী করিয়া কিম্বা পতিত বিলীবন্দবস্ত আদীতে প্রজাগনের উপর যাহা জমা ধায্য হইবেক তাহা আপনারা আমার স্বরূপ আপসে বা নালিসের দ্বারায় আদায় করিতে থাকিবেন। বৃদ্ধি জমা আদীর দরুন আমি

কোনরূপ দাবি দায়া করিতে পারিব না। আপনারা উক্ত মাহালের হাট ঘাট গোলা গঞ্জ পতিত বাঁদ খাল আদীতে কুল হক হকুক সত্বে দখল করিতে থাকিবেন।

৫। জদি গবর্ণমেন্ট হইতে উক্ত মাহালের কোন অংশ খাল বাঁদ কি রেলরাস্তা আধী কোন কারণে গৃহিত হয় তাহা হইলে যে পরিমান অংস গৃহিত হইবে তাহার লভ্য ও লোকসান ও মুল্যের টাকা আদী পরস্পর হারাহারিমতে পাইব।

৬। প্রকাশ থাকে যে উক্ত মাহাল আমি ইতিমধ্যে অপর কোনরূপ দায় সংযোগ করি নাই। যদি কোন দায় প্রকাশ হইয়া তজ্জন্য আপনাদের পত্তনী ও দরপত্তনীর স্বত্বের ক্ষতি হয় তাহা আমি পুরণ করিতে বাধ্য রহীলাম।

৭। উপরূক্ত স্বত্বসমুহে আমি ও আমার ওয়ারিসানগন কি স্থলাভিসিক্তগন বাধ্য রহীলাম ও রহিল এবং আপনারা ও আপনাদের ওয়ারিসান ও স্থলাভিসিক্তগন সম্পূর্ণরূপে বাধ্য রইলেন। মাহালের নয়া জমা কাগজআদী নিম্নের তপশীল মত আপনাদের হাওলা করিয়া শাক্ষিগণের মোকাবিলায় মুল্যের টাকা নগদ বুঝিয়া লইয়া উসিয়া কবুলতি গ্রহনে আপন সেইচ্ছায় অত্র পত্তনীতে দরপত্তনীপাট্টা লিখিয়া দীলাম। ইতিসন ১৩১৬ শাল তাং ২৪ শা মাঘ ইংরেজী ১৯০৯। ৫ ই ফেব্রুয়ারি [৩৫২]

(২)

শ্রীদাশ মোহন মাইতি যুচরিভেশু প্রিতি মিআদি ঠিকা পট্টকপত্র মিদং কাজ্যনঞ্চাগে আমার নিজ হিশ্যায় মহত্রান জোমীন প্রঃ কিম্বে মঅনা চওরা মোদ্ধ্যে মোঃ রামচন্দ্রপুর গ্রামে একবন্দ ধানঘু জল ।।২।। বারকাঠা দুই পোদিকা দর ফি বিঘা হাল কুম্পনি ২৵. দুই টাকা দুই আনা হিশাবে ফিশন ।।২।। বার কাঠা দুই পোদিকা হাল কুম্পানি ১৴৫ এক টাকা পাঁচ আনা এক পাই হিশাবে ১৫ পনর বছ্যরকে ঠিকা মোকরাবেল মুক্তা হাল কুম্পানি কল ১৯৷৵১৫ উনিষ টাকা চৌদ্দ্য আনা তিন পাইতে ইস্তক সন ১২৬৯ উনশোত্তর শাল হোইতে নাগাদ সন ১২৮৩ তিরাশি সাল যুদ্দা গোনিতা ১৫ পনর বছ্যরকে পাট্টা লিক্ষিয়া দিলাম। নগদস্ত বদস্ত টাকা লোইলাম। তুমি মিআদ মাফিক জোমী মোজকুরের সিমা সরন্দমাফিক জুতিআ ও জোতাইআ পরম যুক্ষে ভোগ দক্ষল করহ। গভ্য নস্কানি হাজা মুজরা পাইকো শ্রী শ্রী ৺জিউ না করেন দিগবান্দ ভাঙ্গিআ হাজা হয় তবে আগাম বেশি মিআদ ভোগ পাইবে। সন ১২৮৪ চৌরাশি সালকে আমার জোমীন খোলোশা হোইবেক। তুমার শোহিত কোন এলাক্ষা নাই। এতদার্থ্যে ঠিকা পট্টকপত্র লিক্ষীআ দিলাম। ইতি ১২৬৮ সাল ৯ জোইষ্ট

লিঃ শ্রীরমানাথ চৌধরি

পাঁচজন ইসাদের মধ্যে একজন উড়িয়া ভাষী ইসাদ রয়েছেন। [৬]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীয় পট্টকপত্র

পরম কল্যাণীয় শ্রী হৃদয়নাথ দাস পিতা ৺অক্ষয়রাম দাস ও শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ দাস পিতা শ্রীদীনবন্ধু দাস জাতিয়ে বৈষ্ণব পেশা ভিক্ষাবৃত্তিআদি সাং চণ্ডরা কালাগন্ডা পং ময়না থানা ও সব রেজেষ্টার তমলুক জেলা মেদিনীপুর কল্যানবরেষু

পাট্টা দাতা মালিকগণ

লিখিতং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মাইতি পিতা ৺রাজনারায়ন মাইতি শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশ চন্দ্র মাইতি পিতা ৺হরেকৃষ্ণ মাইতি শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মাইতি পিতা ৺লাল মোহন মাইতি শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মাইতি পিতা ৺জগত চন্দ্র মাইতি ও শ্রীমত্যা লবঙ্গ মঞ্জরী দেই স্বামী ৺প্রেমচাঁদ মাইতি শ্রীমত্যা সুক্ষদাময়ী দেই স্বামী ৺ভূতনাথ মাইতি শ্রীমতি শৈলবালা দেই স্বামী শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মাইতি সর্ব্ব জাতিয়ে মাহিষ্য পেশা জমিদারী আদি সর্ব্ব সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক থানা ও সবরেজেষ্টার মহিষাদল জেলা মেদিনীপুর তথা শ্রীযুক্তবাবু চৈতন্য চরণ দাস নাবালক পিতা ৺প্যারীমোহন দাস নাবালকের পক্ষে রক্ষক গার্জেন মাতা শ্রীমত্যা গিরিবালা দেই তথা শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধর দাস ও শ্রীযুত মুরলীধর দাস নাবালকদ্বয় পিতা ৺নরেন্দ্র নাথ দাস নাবালকদ্বয়ের পক্ষে রক্ষক গার্জ্জেন মাতা শ্রীমত্যা প্রেয়সী দাসী তথা শ্রীযুত জ্যোতিন্দ্র নাথ মাইতি পিতা ৺ত্রিলোচন মাইতি তথা শ্রীযুত ভূতনাথ মাইতি পিতা ৺গঙ্গাধর মাইতি সর্ব্ব জাতিয়ে মাহিষ্য পেশা জমিদারী আদি সর্ব্বসাং পুতপুত্যা পং ময়না থানা ও সবরেজেষ্টার তমলুক জেলা মেদিনীপুর।

কস্য রায়ত দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট খাশ খালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীয় পট্টকপত্র মিদং কার্যনঞ্চাগে। জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত থানা ও সবরেজেষ্টার তমলুকের এলাখাধিন ময়না পরগনার ১৭৯৮ নং তৌজিভুক্ত মহাল মদনমোহনচক মৌজা আমাদের স্বতীয় জমিদারী হইতেছে। বিগত সন ১৩২৭ তেরশত সাতাইশ সালের আষাড় মাহাতে কংশাবতী নদীর বন্যা প্রবাহে নদীপৃষ্ঠের এমব্যাঙ্কমেন্টের বাঁদ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মহামান্য ভারতেশ্বরের তরফ হইতে পুরাতন ভঙ্গ এমব্যাঙ্কমেন্টের বাঁদ এ্যাবলিশ করত অনতিদূরে আর একটি নূতন বাঁদ সৃজন করেন। এতাবৎকালতক পুরাতন বাঁদ ও নূতনবান্দের পশ্চিম ও উত্তরাংশের খাল কতক কতক স্থান বালু জমীয়া ভরাট হইয়া পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। এক্ষনে ঐ এমব্যাঙ্কমেন্ট এ্যাবালিশ বান্দের পশ্চিম ও উত্তরাংশে পুস্করিনী খনন জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীয় কবুলিয়ত দিয়া বন্দোবস্ত লইবার জন্য আমাদের নিকট প্রার্থনা করায় আমরা তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করতঃ আমিন বাবুর দ্বারায় গ্রাম্য প্রচলিত মাপ সুরত ২ দুই বন্দের কাত নিম্নের তপশীলের লিখিত হাল সেটেলমেন্টের দাগ ও চৌহদ্দি বিমর্জ্জিম মোয়াজী /৪৬৲. চারিকাঠা চৌদ্দ

বিশ্বা খাশ খাল জমিন যাহার বার্ষিক রাজস্ব গ্রাম্য প্রচলিত হারে জমা শেওয়ায় শেষ মঃ ╱১৭।। এক আনা সাড়ে সতের গন্ডা জমা, তোমরা স্বীকার করিলে আমরা ঐ স্বীকারে জমা ধার্য করিয়া অঙ্গিকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীয় খাল জমির উল্লিখিত রাজস্ব সন সন কিস্তি কিস্তি আমাদের সেরেস্তায় আদায় দিয়া আমাদের মোহরাঙ্কিত চেক দাখিলা গ্রহন করিতে থাকিবে। উক্ত প্রকার দাখিলা ভিন্ন অন্য কোন অজুহাতে ওয়াশিলের আপত্তি করিলে তাহা সর্ব্বতোভাবে না মঞ্জুর ও বাতিল হইবে। উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীয় খাল জমিতে তোমরা বা তোমাদের ভাবি ওয়ারিশানগণ কেহ পুষ্করিনী খনন ও বাগানবাড়ী বৈষ্ণবগণের সমাধিস্থান বা ফলবান বৃক্ষ করিবে ও ভোগবান দখলকার থাকিবে তাহাতে আমরা বা আমাদের ভাবী ওয়ারিশানগন কোন আপত্তি করিতে পারিব না ও পারিবে নাই। করিলে তাহা অগ্রাহ্য বা না মঞ্জুর হইবে। আর নষ্টতা করিয়া তোমরা বা তোমাদের ভাবি ওয়ারিশানগন যে কেহ আমাদের রাজস্ব আদায় না দাও তবে তোমাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় আদালতে নালিশ করত উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীয় পট্টকের সমূহ সম্পত্তি ক্রোক নিলামের দ্বারায় তোমাদের স্বত্বচ্যুত হইবে। আর প্রকাশ থাকে যে ভবিষ্যতে উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীয় খাশ খাল জমির সম্পূর্ণ বা কতকাংশ দেশের হিতার্থের জন্য গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আবশ্যক হইলে তোমরা বিনা বিরুদ্ধে ছাড়িয়া দিবে এবং হারাহারি মত খাজনা রেহাই পাইবে। এতদার্থে সাক্ষীগনের সাক্ষাতে আপন আপন স্বেচ্ছাপূর্বকে ও সরল অন্তঃকরনে উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীয় খাশের খাল জমির জন্য মং ৩্ তিন টাকা সেলামী লইয়া তোমাদের কবুলিয়ত গ্রহনে অত্র পট্টকপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি বাঙ্গালাসন ১৩৩৮ তেরশত আটত্রিশ সাল তারিখ ১০ দশই আষাড় ইংরাজী সন ১৯৩১ উনিশ শত একত্রিশ সাল তারিখ পঁচিশা জুন

তপশীল চৌহদ্দী

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত থানা সবরেজেষ্টার তমলুকের এলাখাধিন ময়না পরগনার ১৭৯৮ নং তৌজিভূক্ত মহাল মদনমোহন চক মৌজায় চণ্ডরা কালাগন্ডা মৌজার শামিল খাশ খাল ৯৩৪ নং দাগের মধ্যে অর্দ্ধাংশ ১ বন্দ নূতন এমব্যাঙ্কমেন্টের বান্দের পশ্চিম পার্শস্থ খাল উঃ ৭১ পূঃ ২৬২ দঃ ৩৯ পঃ ২৯০ = ১৫ ডিশমলের কাত ╱৪।। মধ্যে ╱২।.

মোট বন্দের চৌহদ্দি

উত্তর এমব্যাঙ্কমেন্টের নূতন বাঁদ দক্ষিন হাল বন্দোবস্তীয় ৯৩৩ দাগের মধ্যে এ্যাবলিশী বাঁদ ও ভুবন হরকরার পতিত পূর্ব্ব মদন মোহন চক মৌজার সীমা ও এমব্যাঙ্কমেন্টের নূতন বাঁদ পশ্চিম ৯২৯, ৯৩১ দাগের জমাই জোতদার গোবিন্দ হৃদয় দাস দীগর জলজমি।

ঐ মৌজায় ১ বন্দ এমব্যাঙ্ক বান্দের উত্তরাংশে ৯৩৪ নং দাগের মধ্যে অর্দ্ধাংশ

খাল উঃ ৫৫ পূঃ ২৮০ দঃ ৬৫ পঃ ২৮৫ = ১৮ ডিশমলের কাত '. . মধ্যে /২।.৵. পূর্ব্ব মদনমোহন চকের সীমা বাদ পশ্চিম গোপীনাথ দাস দীগর কালাবাড়ী উত্তর খাশ পতিত দক্ষিণ এমব্যাঙ্কমেন্টের নূতন বাদ

মোট /৪৸৵. মোয়াজী চারিকাঠা চৌদ্দ বিশ্বা খাল জমিন মাত্র।

লিক্ষক শ্রী কালাচাঁদ পাত্র সাং তিলখোজা পং ময়না

পাট্টা দাতাগনের স্বাক্ষরসহ ইসাদগণের স্বাক্ষর রয়েছে। [২৭৮]

জোত ইস্তফাপত্র

(১)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মাইতি পিতা ৺রাজনারায়ন মাইতি জাতিয়ে মাহিষ্য পেশা তালুকদারী আদি সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক থানা ও সবরেজষ্টার মহিষাদল জেলা মেদিনীপুর মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীনিতাই খুট্যা পিতা ৺অক্ষয় খুট্যা জাতিয়ে ধীবর পেশা বৃত্তিভোগীআদি সাং শ্রীরামপুর পং ময়না থানা ও সবরেজষ্টার তমলুক জেলা মেদিনীপুর কস্য জল জমিনের ইস্তফাপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে। জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গতি থানা ও সবরেজষ্টার তমলুকের এলাখাধিন ময়না পরগনার কালেকটরী ১৮৪৭ নং তৌজিভুক্ত মাহাল শ্রীরামপুর বাড়গোরী বাড়মৌজায় হাল সেটেলমেন্টের ৩৮৪৯ দাগের লিখিত ১ বন্দ জল জমিন মোয়াজী ৯৪ চৌরানব্বই ডিশমেল জমি আমার নিজ নামে ভাগ যোতে রেকর্ড হইয়াছে। কিন্তু ঐ জমি আমি চাষ আবাদ করিতে না পারায় এবং আবাদের অসুবিধায় ও ধান্য ফলন কম হওয়ায় আমি উক্ত জমি পূর্ব্বে আপনাকে মৌখিক ইস্তফা দিয়াছিলাম কিন্তু তাহা আইন সঙ্গত নহে বলিয়া আমাকে রেজেষ্টারীযুক্ত ইস্তফা দ্বারায় আপনাকে উক্ত জমিন ইস্তফা দিলাম। আপনি উক্ত জমিন স্বয়ং জোত করিতে পারিবেন অথবা অন্যকে বিলি বন্দোবস্ত করিতে পাবিবেন। ভবিষ্যতে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিশানগণ কোন প্রকার দাবি দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবে না, করিলে তাহা অগ্রাহ্য ও নামঞ্জুর হইবেক। উক্ত জমিনের প্রাপ্য অংশের ধান্যের আনুমানিক মূল্য মং ১৫. টাকা হইবেক। এতদার্থে সাক্ষীগনের সাক্ষাতে সুস্থ শরীরে ও সরল অন্তঃকরনে অত্র জল জমিনের ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি আমলিসন ১৩২৭ তেরশত সাতাইশ সাল তারিখ ২৫ পঁচিশা চৈত্র ইংরাজী শন ১৯২০ উনিশ শত কুড়ি শাল তারিখ ৬ই ছয়াই এপ্রেল। [১৪৫]

(২)

লিখিতং শ্রী * বাগ সাং বরগোদা পং তমলুক কস্য জোত ইস্তফাপত্র মিদং কায্যঞ্চাগে। উক্ত পরগনায় গ্রাম মজকুরে আপনাকার (কার উদ্দেশে লেখা ইস্তফাপত্রে তার উল্লেখ নেই) নিস্কর নাখরাজ জাহা জোত করিআ আসীতেছীলাম তনমোদ্যে ৫৮ দাগে ।১।. ছত্র কাঠা এক পদীকা জল জমিন উক্ত পরগনায় পাঁচবাড়্যা সাকীনের শ্রীরাজনারায়ন মাইতি মহাশয়কে জোত বিক্রয় করিআছী। হজুরের সরকারি কাগজে আমার নাম খারিজ করিয়া উক্ত মাইতি মহাসত্রর নাম দাকীল করিয়া লইয়া জমীন মজকুরা দক্ষল দিয়া আমার স্বরূপ সন ২ জমা আদায় লইতে থাকিবেন। এই করারে আপন সেইচ্ছাপুর্ব্বকে জোত ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৭৬ সাল তাং ১২ মাঘ [৪৯২]

(৩)

লিখিতং শ্রী * বাগ সাং বরগোদা পং তমলুক কস্য জোত ইস্তফাপত্র মিদং

কায্যঞ্চাগে। উক্ত পরগনার গ্রাম মজকুরের ও বাবলপুর গ্রামে আমার * জল জমীন জাহা আছে তনমদ্দ্যে বরগোদা গ্রামে ৫১০ দাগে /২৷৷৵. বিস্যা ও বাবলপুর গ্রামে ২৬২ দাগে ১/৪। পদিকা একুন দুই গ্রামে কাত ১।১৸৵. এক বিঘা ছ কাঠা চৌদ্দ বিস্যা জলজমিন উপরুক্ত পরগনার পাঁচবাড়্যা সাকীনের শ্রীরাজনারায়ণ মাইতি মহ্যসয়কে জোত বিক্রী করিআছী। হজুরের স্বরকারি কাগজে আমার নাম খারিজ করিয়া উক্ত মাইতি মহাসয়ের নাম দাক্ষীল করিয়া লইয়া আমার স্বরূপ সন ২ জমা আদায় লইআ জমিন দেওন আজ্ঞা হইবেন। এতদার্থে আপন স্বইচ্ছা পুর্বক জোত ইস্তফাপত্র লিখিআ দিলাম ইতি সন ১২৭৬ সাল তাং ১২ মাঘ [৪৯৩]

(৪)

মহামহীম শ্রীযুত মধুশোদন শরকার মহাসয়ে বরাবরেষু —

লিঃ শ্রী শেক পচু শাং বরগোদা পং তমলোক কষ্য ইস্তফাপত্র মিদং কাজ্যঞ্চাগে। আপনার দক্ষলি নাখেরাজ জমীন জাহা আমী জোত করিআছীলাম তাহার মদ্দে গ্রাম মজকুরে ৫৩৬ দাগে ৸১ সোলকাঠা জমীন জোত করিতে না পারিআ পরগনা মজকুরে পাঁচবাড়্যা সাকীনের শ্রীগুরুপ্রসাদ মাইতি দ্বারায় গত সন তরদুদ আবাদ করাইআছে। এক্ষেনে আপন না দাবি প্রজুক্তে উক্ত জমীন মাইতি মহাসয়কে ছাড়ীয়া দিলাম। আপুনি তাঁহার নিকট বর্ত্তমান সন হইতে মাইতি মহাশয়ের নিকট খাজনা সন ২ লইবেন এবং আমার জোত খরিজ করিআ মাইতি মাহাশয়ের জোত বাহাল রাখীআ তাঁহাকে পাট্টা দিবেন। আমার উক্ত জমীনের সহীত কোন এলাখা রহীল নাই। পশ্চাত আমী ওথবা আমার তরপ কেহ ওারিশান দাবি করি ও করে শে ঝুট ও বাতিল। এতদার্থে শুশত সরিরে হুশ বাহালে ইস্তবাপত্র লিখিআ দিলাম ইতি সন ১২৬১ সাল তারিখ ৯ আগ্রাহয়ন [৪৯৪]

(৫)

মহামহিম শ্রীযুত নন্দকীসোর মুখপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামধন ঘোষ জমীদার বঃ ৷৷. আট আনা মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শেক পোচু সাকিন বোরগোদা পং তমলোক কস্য জমীজমার ইশ্‌তফাপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে। উক্ত পরগনায় গ্রাম মজকুরেব আমার পীতা ৺শেক * নামে জাহা আমার জোতে আছে ঐ জমিনের মধ্যে নিজ বরগোদা রায়ত একবন্দ ১।১ আর রামভদ্রপুরের গ্রামের এক বন্দ ৷৷. একুন দুই গ্রামে এক বিঘা ষোল কাঠা জমী উক্ত পরগনার পাঁচবাড়্যা সাকীনের শ্রী গুরুপ্রসাদ মাইতিকে আপন * প্রজুক্তে আবাদতর জুত না করিতে পারিআ ছাড়ীয়া দীলাম। আপনকার স্বরকারি কাগজে আমার নাম খারিজ কোরিআ উক্ত মাইতি মহাশএর নাম কোরিআ লইবেন। উক্ত জামীনের উপর আমার কোন দাওা এলাকা রহিল না। অগ্র পশ্চাত আমি কিবা আমার তরফ কেহ উওারিষআন

দাওা কোরি ও করে * মিথ্যা ও নামঞ্জুর একবারে আপন শেইচ্ছা পুর্ব্বকে জোত ইশ্‌তফা লিখিআ দীলাম। ইতি সন ১২৬১ একশটী সাল তাং ৯ শ্রাবন [৪৯৫]

এই শেক পোচু জমিদার মধুসূদন মুখোপাধ্যায় শ্রীমতি রানী অন্নপূর্ণাকে ঐ ১২৬১ সালের ৯ই অগ্রহায়ন তারিখে স্বতন্ত্রভাবে দুটি ইস্তফাপত্র দেন। [৪৯৬, ৪৯৭]

(৬)

মহামহিম শ্রীযুত মধুশোদন মুকপাধ্যায় তথা শ্রীযুত নন্দকীশোর মুখপাধ্যায় তথা শ্রীযুত রামধন ঘোষ জমীদার মহাশয় বরাবরেষু —

লিখিত শ্রীযুত আগুয়ান সাং বোরগোদা পং তমলোক কষ্য জলজমীন ইশ্‌তফাপত্র মিদং কার্যনঞ্চাগে। গ্রাম মজকুরে আমার জোত জমীনের মদ্দে ৫৬৪ দাগে ।-। পাচ কাঠা এক পদিকা ৫৬৫ দাং।৩ আট কাঠা একুনে ।।৩। তের কাঠা এক পদিকা জোমীন জোত কোরিতে না পারিআ পরগনা মজকুরে পাচবাড়্যা সাকিনের শ্রীগুরুপ্রসাদ মাইতিকে জোত করিতে দিলাম। আপন * আমার নাম খারিজ করিআ মাইতি মজকুরের নাম সরকারি কাগজে দাক্ষীল লইআ ভোগদখল দিআইবেন। ঐ জমীন শহীত আমার কীছু রহী নাই। পচ্ছাতে কুন ওজর করি সে ঝুট ও বাতিল। এতদাথ্যে ইস্তফাপত্র লিখিআ দিলাম। ইতি সন ১২৫৭ সাল তারিখ ১৯ পৌষ [৫১৩]

এই একই সাল ও একই দিনে উক্ত আগুয়ান মহাশয় উক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আরও একটি ইস্তফাপত্র দিয়েছেন। [৫১৪]

(৭)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু মধুষুদন মুখপাদ্দায় রকম ।।- আনার জামীদার তথা শ্রীযুক্ত বাবু মনমথ নাথ দেব রকম।৵১০ আনার জমিদার তথা শ্রীযুক্ত বাবু অনাত নাথ দেব রকম ৴১০ পাইএর জমিদার মহাশয়গণ বরাবরেষু। লিঃ শ্রীশিবনারায়ণ মিস্ত্রি শাকীন পোজবাড়্যা পং তমলোক কস্য জল জমিনের ইস্তফাপত্র মিদং কাজঞ্চাগে। পরগনা মজকুরের বাবলপুর মৌজায় আমার বস্তুত জল জমিনের মদ্দে ৪০০ দাগে ৸৹। পনর কাঠা একপোদিকা আমি জোত আবাত তবদুত করিতে অক্ষম হইয়া উক্ত পরগনার পাচবাড়্যা সাকিনের শ্রী গুরুপ্রসাদ মাইতিকে জোত করিতে ছাড়িয়া দিলাম। আপন শরকারি কাগজে আমার নাম খারিজ করিয়া মাইতি মহাশত্রর নাম দাখিল করিয়া তাহার নিকট সন সন খাজানা আদায় করিয়া লোইতে থাকীবেন। উক্ত জমিনের শহিত আমার কুন এলাখা থাকীবেক না। আমার তরফ উত্তরাধিকারি কেহ দাত্তা করে ও করি শে নামঞ্জুর এতদার্থে আপন স্বইচ্ছ্যাপূর্ব্বক জল জমিনের ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৮০ বারশত আসি সাল তাং ২৯ মাহ বৈশাখ [৫১৫]

মৌরশী মোকররী পট্টক পত্র

(১)

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পাঁড়ে ৺গোপীনাথ পাঁড়ের পুত্র জাতিয় কোশেল ব্রাহ্মণ পেশা বৃত্তিভোগীআদী সাং রামচন্দ্রপুর পং ময়না মহাশয় পূজনীয় বরেষু

লিখিতং শ্রী কাত্তিক মালাকার ৺প্রশাদ মালাকারের পুত্র জাতিয় মালাকার পেশা বৃত্তিভোগী জাতি ব্যবসা শাং রামচন্দ্রপুর পং ময়না স্টেশন ও সবরেজেষ্টর তমলুক জেলা মেদিনীপুর

কশ্য আমার শত্তীয় পৈত্রিক নিস্কর দেবত্তর কালা জমিনের মৌরশী মোকররী পট্টকপত্র মিদং কার্য্যনাঞ্চাগে। স্টেশন ও শবরেজষ্টর তমলুকের অন্তর্গত ময়না আউটপোষ্টের এলাখাধিন ময়না পরগনার ১৮২৫ নং তৌজিভুক্ত মাহাল রামচন্দ্রপুর মৌজায় শ্রীযুত তিনকৌড়ী দিগর জমীদারগনের জমীদারীর অন্তর্গত নিম্নের চৌহদ্দীস্থিত আমার কুলদেবতা শ্রীশ্রী ৺দামোদর জীউর ঠাকুরের সেবাইৎ আমার পুর্ব্ব পুরুষ ৺আত্মারাম মালাকারের নামীত হাশীল বাজেজমী দপ্তরে ১৯৫০০ নং শনন্দ বাবত মোট মোত্তাজী ২/. জল কালা জমীনের মধ্যে আপনকার * কাঠা নিষ্কর দেবত্তর বেড়ের মধ্যে ১ বন্দ মোওাজী নিস্কর দেবত্তর ।।. কাত কালা জমীন আপনকার হস্তে ইজারা বিলীর দ্বারায় দখলকার আছী। এক্ষনে আবশ্যক ৺জীউর মন্দির মেরামৎ ও নিত্য শেবার খরচ জন্য উক্ত মোওাজী ।।. কাঠা জমীনের মধ্যে স্বরীকগনের অংশ বাদে আমার নিজাংশ কালাজমী মোওাজী /২।।. কাঠা জমীনের কাত বাশ্বিক রাজশ্য মং /. এক আনা জমা ধার্য করিয়া মং ২৫ৎ পাঁচিশ টাকা পন গ্রহনে আপনকার হস্তে মৌরশী মোকররী পাট্টা লিখিয়া দিতেছী ও একরায় করিতেছী যে উক্ত জমীনের অদ্য তারিখ হইতে আপনার স্বরূপ আমার শত্ত্বে শত্ত্ববান হইয়া পুত্র পৌত্রাদী ক্রমাগত উক্ত জমীন ভোগ দখল করিতে রহেন। উক্ত জমীনের আমার /. এক আনা জমা ভিন্ন আমী বা আমার উত্তরাধিকারীর দাবি বা শত্ত্ব রহিল নাই। জদী করি বা কেহ করে তাহা অগ্রাহ্য। উক্ত জমীনের বোডশেষ ও পুলবন্দী বা গবর্ণমেন্ট হইতে যে কোন কর শার্য হইবেক তাহা আমী নিজ হইতে আদায় দীতে থাকিব। নিরূপিত জমা আমাকে শন সন আদায় দীতে থাকিবেন। উপযুক্ত কোন কারণে উক্ত জমী হইতে আপনকার শত্ত্ব ধ্বংশ হইলে তমাদী গণ্য না হইয়া পনের টাকা মাসিক শতকরা মং ৩৵. টাকা হিসাবে পনের টাকা শহ আদায় লইবেন। এতদার্থে শাক্ষ্যগনের সাক্ষ্যতায় পনের টাকা বেবাক নগদ বুঝিয়া লইয়া নিষ্কর দেবত্তর জমিনের মৌরশী মোকররী পট্টকপত্র লিখিয়া দীলাম। ইতি সন ১৩০৮ সাল আমলি তাং ২৪ অগ্রহায়ন ইং ১৯০০।৮ ই ডিসেম্বর [৪৩]

(২)

পরম পুজনীয় শ্রীযুৎ দ্বারিকানাথ পাঁড়ে ৺গৌপীনাথ পাঁড়ের পুত্র জাতীয় কনজ ব্রাহ্মন পেশা বিত্তীভোগীআদী শাং রামচন্দ্রপুর পং ময়না যেলা মেদনিপুর স্টেশান ও শবরেজেষ্ট্রী তমোলুক পুজনিবরেষু

লিখিতং শ্রী হরিদাস মালাকার ৺নারান দাশ মালাকারের পুত্র ও শ্রী উদয় দাশ মালাকার ৺প্রশাদ দাস মালাকারের পুত্র জাতিয়ে মালাকার পেশা বিত্তীভোগী শাং রামচন্দ্রপুর পং ময়না জেলা মেদনিপুর স্টেশন ও শবরেজেষ্ট্রী তমোলুক

কশ্য নিস্কর দেবত্তর জমীনের মৌরূশী মকররি পাট্টা পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে। স্টেশান ও শবরেজেষ্ট্রী তমোলুকের অধিন ময়না প্রগনায় রামচন্দ্রপুর মৌজায় আমাদের পুর্ব্ব পুরুষ ৺আত্তারাম দাস মালির নামীত ১৯৫০০ নং শনন্দভুক্ত আমাদের কুলদেবতা শ্রী শ্রী ৺দামুদ্যর জীউ ঠাকুরের নামে জাহা দেবত্তর জমীন অত্র যেলায় বাজে জমীনের দপ্তরে হাশীল ও প্রকাস আছে তম্মর্ধ্যে ১ বন্দ মোওাজী ।।. কাঠা কালা ধোশা জমী জাহা রহীয়াছে তদান্দর কার্ত্তীক দাস মালাকারের দরূন আপনাকার দখলে থাকা মৌরূশী মকররি পাট্টাভুক্ত ⁄২।। কাঠা জমীন বাদে অবশীষ্ট আমাদের নিজাংশ মোওাজী ।২।। কাঠা দখলীর দ্বারায় ভোগবান থাকীয়া তদপশত্তে উক্ত ঠাকুর জীউর শেবাদী নিব্বাহ করিয়া দখীলকার হইয়া আশীতেছী কিন্তু আমাদের দুর্ভিক্ষতা বশত উক্ত ঠাকুর জীউর শেবাদীখরচ অনাটান ও জিন্ন কাঁচি ঠাকুরমন্দির নত্তুররূপে নির্মান করা বিশেষ আবিশ্যক। অতএব নিম্নের তপসীলের লিখিৎ চৌহদ্দীয় অন্তগত উক্ত নিজাংষ মোওাজী ।২।। শাড়ে শাত কাঠা কালা ধোশা জমীনের কাত মঃ ৮২।।. বিরাশী টাকা আট আনা আপনকার নিকট পন গ্রহন পুর্ব্ব্যক যে তাহার কাত বার্ষীক মঃ ৵. দুই আনা মৌরূশী মোকররি জমা ধার্য্যতায় চিরকালের জন্ন্য আপনকার হস্তে মৌরূশী মকররি শর্ত্তে অর্প্যন করিয়া অত্র মৌরূশী মক্করি পাট্টা প্রদান করত একরায় করিতেছী ও লিখিয়া দীতেছী যে আপনি অদ্য হইতে উক্ত মৌরূশী মকররি চিরস্তাই জমীতে আমাদের স্বরূপ খাষ দখলের দ্বারায় শর্ব্ব প্রকারের আমেতাপন্ন্যে পরম যুখে তরদ্বর্দ আবাদ করিয়া নিরূপীত মৌরূশী মকররি জমা সন ২ আমাদের ঠাকুর বাডির শ্বরকারে আদায় দিয়া পুত্র পৌত্রাদীক্রমে তদপশর্ত্ত ভোগদখল করিতে থাকীবেন। উক্ত মকররি জমা ব্যতিৎ উক্ত জমীর অপর কোন শর্ত্তে আমরা কি আমাদের মকররি জমা কমীবেশী হইবে নাই এবং তদবিশয়ে আমরা বা আমাদের ওারিশানের কোন আপত্যাদী চলিবে নাই। জদী আমরা করি বা কেহ করে তবে শে মীথ্যা ও নামঞ্জুর ও আদালত অগ্রাহ্য হইবেক। আর প্রকাশ থাকে যে দৈবাৎ উক্ত জমীন তাহার কোনাংষ হইতে আইনশংগত কারণে কোনগতিকে বেদখল হএন তবে বেদখলের তারিখ হইতে আদায় কাল পর্য্যন্ত মাশীক ফীতঙ্কে ৲১০ পাই হিশাবে যুদ শহ উক্ত পনের টাকা মায় ক্ষতি খেশারতআদী আমরা ও আমাদের ওারিশানের স্থাবরাস্থাবর শম্পত্তী

হইতে আদালত শাহায্যে আদায় লইতে শ্বক্ষ্যম হইবেন। আর ইতিপুর্ব্বে উক্ত জমীন কাহারূ নিকট কোন প্রকারে দায় শংজোগ করি নাই। জদী করা পছ্যাত প্রকাষ হয় তবে তঞ্চকতায় আইনুশারে দন্ডনিয় হইব। এতদাথে শাক্ষীগনের শাক্ষ্যতায় পনের টাকা নকদ গ্রহন পুর্ব্বক অত্র মৌরূশী মোকররি পাট্টাপত্র লিখিয়া দীলাম। ইতি আমলি শন ১৩১০ শাল তারিখ ১২ আশ্বীন ইং ১৯০২ সাল তারিখ ৭ই অক্টোবর

তপসীল জমীন

ময়না প্রগনায় রামচন্দ্রপুর মৌজায় ১ বন্দ কালা ধোশা ।।৹ কাঠা দেবত্তর জমীনের মর্দ্দে আপনকার দখলে থাকা /২।। কাঠা বাদে অবসীষ্ট অত্র মৌরূশী মকররিভুক্ত ।২।। সাড়ে সাত কাঠা এহার আম চৌহদ্দী পুর্ব্ব আপনকার নিজ খানি পশ্চীম আপনার নিজ পুস্কন্নি উত্তর আপনকার নিজ বাস্তুবাটী দক্ষীন আপনকার নিজ কালা জমিন

কৈঃ অত্র দলিল ২ খন্ড স্টাম্পে শেষ হইয়াছে ও লেখকশহ মোট ৫ জনা শাক্ষ্য রহীয়াছে ও মৌরূশী মকররি পাট্টাভুক্ত নিস্কর দেবত্তর ।২।। পন ৮২।। মৌরূশী মকররি জমা ৵৹ [৪৪]

(৩)

পাট্টা গৃহীতা

শ্রী দিননাথ মন্ডল পিতা ৺কৃষ্টমোহন মন্ডল জাতি মাহিষ্য পেষা জমি জমায় উপসত্ত্বভোগী সাং রানিচক পং চেতুয়া থানা দাষপুর সবরেজষ্টরি ঘাঁটাল জেলা মেদিনীপুর পাট্টাদাতা

শ্রীশ্রী ৺কানাইলাল জীউ ঠাকুরের সেবাইত শ্রীপ্রমদীলাল ধৌন পিতা ৺বিনদলাল ধৌন জাতি ক্ষত্রিয় পেষা জমিদারি আদি সাং নিজ টাউন বর্দ্ধমান মধ্যে কুটিবাড়ি মহল্লা।

কস্য মোকরোরি পাট্টাপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে জেলা মেদিনীপুর থানা দাষপুর সবরেজষ্টরি ঘাঁটাল সামিল বর্দ্ধমান কালেক্টরির ৮ নং তৌজির অন্তর্ভুক্ত মৌজে দড়িঅযোধ্যা ও চকঅযোধ্যা যাহা বর্দ্ধমান রাজষ্টেটে জমিদারি অধিনে পত্তনিদার পুর্ব্বে আমার পিতা রকম ।।৵৹ আনা ও বক্রি রকম ।৵৹ আমার পত্তনিদার রাজা বনবিহারি কপুর সাহেব বাহাদুর দুইতোছন এবং তিনি বহু পূর্ব্বে আমার পিতাকে উক্ত ।৵৹ আনা অংশ কাএমী ইজারা সত্বে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং উক্ত বন্দোবস্তমূলে ও পত্তনি সত্বে উক্ত মহাল দরবস্ত হক হকুমে মায় করের উক্ত স্বত্ত্ব দেবত্তরে অর্পন ছিল। তিনি সেবাইত সূত্রে মালিক দখলিকার থাকিয়া উক্ত মাহাল ও অন্যান্য সম্পত্তি তিনি ও উক্ত কানাইলাল জিউ ঠাকুরের দেবত্তরে অর্পন করিয়া আমাকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার ওয়ারিশসূত্রে ও তাঁহার কৃত দলিল সকল মুলে মালিক ও

দখলিকার হইয়া ভোগদখল করিতেছি। উক্ত পত্তনিলাট আমার পূর্ব্বাধিকারি নারাজোল রাজাকে দরপত্তনি ও ইজারার অধিন স্বত্বে উক্ত নাদ ও খাষ ব্যতিত অন্যান্য সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ও তন্মুলে খাজনা আদায়ে দখলীকার আছি। এক্ষনে উক্ত চন্দ্রেশ্বর নদির স্রোত একেবারে বন্দ হইয়া খাদে পরিনত হইয়াছে এবং আমার খাষ দখলে আছে। সেজন্য উক্ত খাদ মায় তলস্থ জায়গা ও অন্যান্য খাষ আমার পিতা বর্ত্তমানে উক্ত দেবতাদিগের হিতার্থে মোকারারি বন্দোবস্তের সোহরত করায় আপনি লইতে ইচ্ছুক হইয়া বার্ষিক ১০০৲ একসত্ত্ব টাকা জমা ও একসর্ত্ত টাকা সেলামিতে বন্দোবস্থি গ্রহন করিবার চুক্তি স্থিরতরে দখল করিবার অনুমতি লইয়া দখল করিতেছেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় ও নানারূপ ঝনঝাট বসত এতক পাট্টা কবুলতি হয় নাই। এক্ষনে আপনে পাট্টা কবুলতি সম্পাদন করিতে ও করাইতে আসিয়া প্রার্থী হইলে আমি আপন ইচ্ছাধিনে স্থিরচিত্তে শুদ্ধান্তঃকরণে উক্ত চন্দ্রেশ্বর নদী নামক খাদের ও অন্যান্য খাষের যোল আনার দরবস্ত হক হকুকের আমার যে কিছু স্বত্ত্ব হকহকুক অদ্য হইতে বার্ষিক ১০০৲ টাকা খাজনা ও অদ্যকার তারিখে ১০০৲ টাকা সেলামী এবং এই পাট্টার অনুরূপ আপনার নিকট কবুলতি গ্রহন করিয়া এই মোকরোরি পাট্টা লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গিকার করিতেছি যে উক্ত ধার্য্যকৃত খাজনা আশার আশ্বীন পৌষ চৈত্র সমান চারি কিস্তিতে আদায় দিবেন এবং খাজনা সেওয়ায় রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কসেস আইনমত যাহা ধার্য্য আছে ও ভবিষ্যতে রাজদড়ি অঙ্ক যাহা ধার্য্য হইবে তাহাও খাজনাসহ আদায় দিতে বাধ্য হইবেন। খাজনা ও সেস আদির কিস্তি খেলাপ করিলে বার্ষিক সাত কড়া ১২।। টাকা হিসাবে সুদ দিতে বাধ্য হইবেন এবং খাজনার টাকা কিস্তি কিস্তি আমার সেরেস্তায় আদায় দিয়া আমার সেরেস্তায় প্রচলিত দাখিলা লইবেন। বিনা দাখিলায় উষুলের আপত্তি অগ্রাহ্য হইবে। উক্ত খাদে মৎস্য না জন্মান বা আবাদাদী না হওয়া বা কোনরূপ উপসত্ত্ব না হওয়া ইত্যাদি কোন হেতুমুলে মালগুজারির টাকা আদায় দিবার পক্ষে কোনরূপ আপত্য চলিবে না এবং ধার্য্য জমার কস্মিনকালে কোনপ্রকার কমিবেশী ও উচ্ছেদ হইবে না। আপনি এই মোকরোরি স্বর্ত্তে দান বিক্রয়আদি বিবিধ হস্তান্তরের মালিক হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে খাষ দখল বা বিলি বন্দোবস্তআদির দ্বারা আমার তুল্য ক্ষমতায় এই দলিলের বলে চিরকাল যদইচ্ছায় ভোগদখল করিবেন তাহাতে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিশান বা অন্য কোন পদাধিকারি সেবাইতগন কস্মিন কালে কোন প্রকার দাবি দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবেক না, করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। আর এই বন্দোবস্থী সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা কোন অংশ সরকারি কোন কার্য্য জন্য ল্যান্ডয়্যাকুইজিসেন য়্যাকট মতে গৃহিত হয় তবে তাহার মুল্য ও কমপেনসেশেন উভয়পক্ষে আইনমত স্বার্থানুসারে পাইব ও পাইবেন। এই জমির নিম্নে কোন খনিজ পদার্থ বাহির হইলে বা আকাসাস্থ কোন ধাতু বর্ষন হইলে তাহার মালিক আমি হইব কেবল যে পরিমান স্থানে ঐরূপ কার্য্য জন্য ব্যবহার হইবে তৎপরিমান স্থানের

হারাহারিমত খাজনা কমি পাইবেন। আপনি উক্ত স্থানে ভরাট করিয়া আবাদি জমি বা ইচ্ছামত যে কোন প্রকারে ব্যবহার করিতে পারিবেন তাহাতে কাহারও কোনরূপ আপত্য চলিবে না এবং উক্ত দেবতার সম্পূর্ন হিতার্থে এই বন্দোবস্ত করার ইহাতে পদাধিকারি সেবাইতগন আইন ও ন্যায়ানুসারে সম্পূর্নরূপ বাধ্য হইবেন। আর আপনি সহজে খাজনার টাকা আধায় না দিলে বাকি কর আইনানুসারে নালিশের দ্বারা আপনার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও * হইতে মায় সুদ খরচা আদায় লইতে পারিব। এই দলিলের সর্ত্তসকল উভয়পক্ষের উত্তরাধিকারি ও স্থলাভিশিক্তের প্রতি চিরকালের জন্য সম্পুর্নরূপ প্রবল ও নিত্য সিদ্ধ থাকিবে। এতদারথে আমি আপন খুসিতে উক্ত দেবতার হিতার্থে এই পাট্টার অনুরূপ কবুলতি ও সেলামির ১০০\ টাকা নগদ * গ্রহন করিয়া বার্ষিক ১০০\ টাকা জমায় তপশীলের লিখিত চন্দ্রেশ্বর নদী নামক খাদের ও অন্যান্য খাষের সিমানায় দরবস্ত হকহকুক আপনাকে মোকরোরি বন্দোবস্ত করিয়া এই মোকরোরি পাট্টা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩২১। ২৬ অগ্রহায়ন মোংসন১৯১৯। ১২ ডিসেম্বর

লেখক শ্রী তারকনাথ পান মোকাম বর্দ্ধমান সাং বিরুটিকুরি

[লেখকের স্বাক্ষর ছাড়া পাট্টাদাতা এবং ইসাদসহ রেজিষ্ট্রী অফিসারের কোন স্বাক্ষর নাই। এতে অনুমিত হয় এটি মূল দলিলের খসড়া কপি] [৭১৮]

(৪)

পট্টক গ্রহীতা	পট্টক দাতা
শ্রীমতি রমনীবালা মন্ডল স্বামী শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল জাতি মাহিষ্য পেশা গৃহ কর্ম্মাদি সাং রানীচক পং চেতুয়া থানা দাসপুর, সবরেজিষ্ট্রী ঘাঁটাল হাং সাং ইন্দা পং থানা খড়গপুর সব রেজিষ্ট্রী ও জেলা মেদিনীপুর। ১ম পক্ষ	শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ পেশা জমিজমার উপসত্বভোগী আদি সাং ২১৬ নং রাসবিহারী এভিনিউ থানা টালিগঞ্জ সবরেজিষ্টী আলিপুর জেলা ২৪ পরগনা ২য় পক্ষ

কস্য মবলগে ৬৭২\ ছয়শত বাহাত্তর টাকা পণ গ্রহনে চিরস্থায়ী দর মোকররী পট্টকপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা ও সব রেজিষ্ট্রী মেদিনীপুর এলাখাধীন থানা ও পরগণা খড়গপুরের অন্তর্গত ইন্দা মৌজায় নিম্নের তপশীল লিখিত মৌঃ ।৪৵১০ কাঠা পতিত জায়গাসহ মোট মৌ ৫।৪ বিঘা মধ্যসত্ব চিরস্থায়ী মোকররী সত্বীয় পতিত জমি ১৩৪০ সালের ২৯ শে বৈশাখ তারিখে খরিদ করিয়া আমি ২য় পক্ষ তাহাতে সত্ববান ও দখলকার আছি। ইহার বার্ষিক রাজস্ব মং ১৬৵১০ টাকা খড়গপুর পোষ্টের অধীন ইন্দা কাছারিবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ মজুমদার মালিককে আদায় দিতে হয়। এক্ষণে আমি ২য় পক্ষ উক্ত

সম্পত্তির মধ্যে নিম্নের তপশীল লিখিত মোঃ ।৪৸১০ চৈদ্দকাঠা সাড়ে পাঁচ ছটাক পতিত জায়গা বিলি বন্দোবস্ত করিবার সহরা করিলে আপনি ১ম পক্ষ সম্পত্তি আমার নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লইবার প্রার্থনা করায় আমি আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করত আপনার নিকট মং ৬৭২৲ টাকা সেলামী গ্রহনে বার্ষিক নগদ জমা মং ৩৲ তিন টাকা ধার্য করত উক্ত সম্পত্তি আপনাকে চিরস্থায়ী দরমোকররী সত্ত্বে বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। আপনি উক্ত ধার্য জমা প্রতিসন চৈত্র মাহায় আমার সরকারে বিনা কমি বেশীতে আদায় দিয়া সম্পত্তি আইনানুসারে দেয় Land Lord's fee আদি দিয়া দান বিক্রয় বিলি বন্দোবস্তআদি সর্বপ্রকার হস্তান্তর ও হ্রাসকর কার্য না করিয়া সর্বপ্রকার রূপান্তরকরণের মালিক ও স্বত্বাধিকারিণী হইয়া উক্ত পতিত জায়গায় কাঁচা কি পাকা গৃহ পায়খানা কূপ আদি প্রস্তুত এবং বৃক্ষাদি রোপন ও ছেদন করত যদৃচ্ছা মত চিরকাল পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে থাকিবেন। তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশের বা স্থলাভিষিক্তের কোনরূপ ওজর আপত্তি রহিল না, করিলে তাহা সর্বতোভাবে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। কোন প্রকার ওজরে উক্ত ধার্য খাজনার মিনাই পাইবেন না এবং আমি ২য় পক্ষ কখনও উক্ত ধার্য খাজনার কমি বেশি করিতে পারিব না। উপরোক্ত উক্তির ভুল বশত অথবা আমার স্বত্ব বর্ণনার মধ্যে মিথ্যা থাকার দরুন বা কোনও দলিলাদী গোপন করার দরুন যদি আপনার কোনরূপ ক্ষতি হয় তাহা হইলে আমি ২য় পক্ষ উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে বাধ্য রহিলাম।

২। উক্ত বন্দোবস্তী জায়গায় যাতায়াত করণ জন্য উত্তর পার্শ্বে ১০ ফুট প্রশস্ত যে রাস্তা রাহিল তাহা আমরা উভয়পক্ষ কেহ কখনও সংকোচ অবরোধ বা রূপান্তর করিতে পারিব না।

৩। আমি ১ম পক্ষ উপরোক্ত ধার্য খাজনা বিনা কমি বেশীতে প্রতি সন চৈত্র মাহায় দিতে থাকিব।

৪। আমরা উভয়পক্ষ উপরোক্ত সমূহ শর্ত্তে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে পরস্পর পরস্পরের নিকট বাধ্য রহিলাম।

৫। এতদার্থে পণের সমূহ টাকা আমি ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের নিকট সাক্ষীগণের সাক্ষাতে নগদ বুঝিয়া পাইয়া আমরা উভয়পক্ষ সুস্থ শরীরে সরল মনে স্বইচ্ছায় এই চিরস্তায়ী দরমোকররী বন্দোবস্তপত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি বাং সন ১৩৪৪ সাল তাং ২০ শা আষাঢ় ইং সন ১৯৩৭ সাল তাং ৪ ঠা জুলাই।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা ও সবরেজেষ্ট্রী মেদিনীপুর থানা ও পরগনা খড়্গপুর এলাকাধীন ১২৫৪ নং তৌজিভুক্ত ইন্দা মহালের অন্তর্গত ২৩২ নং থানা ও ৩১০৪ নং সার্ভেভুক্ত ইন্দা মৌজায় ১নং খতিয়ানের ৭৪১ নং প্লটের অন্তর্গত পাথর চাট্যানের মধ্যে

মৌ ।৪৮/১০ কাঠা পূর্ব পট্টকদাতার নিজ খাস পং বিনয় ঘোষাল দিগরের বাস্তুবাটী উঃ মৃন্ময়ী দাসীর বন্দোবস্তী জায়গার দক্ষিনদিকে পট্টকদাতার ১০ ফুট প্রশস্ত রাস্তার দক্ষিণ ধারতক দঃ নিজ পট্টক গ্রহীতা অন্য বন্দোবস্তীয় জায়গা ও বঙ্কিমচন্দ্র বসুর বাটী। *

* ইন্দা নিবাসিনী শ্রীমতি ইন্দুরানী পাত্র-র নিকট সংরক্ষিত অভিলেখ থেকে উদ্ধৃত।

উইলনামা

(১)

৩১১ নং প্রবেট মোং নং ৩৯,১৮৮৯ শাল লিঃ অকটোবর। পরম কল্যানীয় শ্রীমতি নিস্তারিনী দাসী শ্রী দ্বারিকানাথ ঘোষের পত্নী জাতিয়ে কায়স্ত স্বামীর প্রতিপালনধীন সাং বেলুন পং কেদারকুন্ডু জেলা মেদিনীপুর বরাবরেষু

লিঃ শ্রীদ্বারিকানাথ ঘোষ ৺শীতলাচরণ ঘোষের গৃহিতা পুত্র। জাতিয়ে কায়স্ত পেশা জমিদারী আদী সাং বেলুন পং কেদারকুন্ডু জেলা মেদিনীপুর কস্য উইলপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে। আমার পীতামহ ৺বৈষ্টব চরণ ঘোষের দুই পুত্র জৈষ্ট শীতল চরণ ঘোষ কনিষ্ট ৺বলরাম ঘোষ। ইহাদের মধ্যে ৺শীতলচরণ ঘোষ অপুত্রক হেতু আমি ৺বলরাম ঘোষের তৃতীয় ঔরষপুত্র অর্থাৎ উক্ত শীতল চরণের সহোদর ভ্রাতস্পুত্র বিধায় আমাকে শৈশবাবস্থায় যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহনে আপনবাসে রাখিয়া বিবাহ আদি দিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে আমি গৃহীতা পিতা উক্ত শীতলচরণ ঘোষের ত্যক্ত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তিতে অন্যের বিনাপত্তে উত্রাধিকারীসুত্রে দখলকার ও ভোগবান আছি। আমার পুত্র সন্তান উৎপত্তি না হওয়ায় আমার জৈষ্ট সহোদর ৺শীতল চরণ ঘোষের কনিষ্ট পুত্রকে শৈশবাস্থায় আমি তাহাকে তাহার পীতামাতার নিকট হইতে শ্রীমান সতীশচন্দ্র নামকরণ পূর্ব্বক যথাশাস্ত্রে তাহাকে দত্তক গ্রহন করিয়া আপন বাসে রাখিয়া লালন পালন করিতেছি। এক্ষনে তাহার বয়ঃক্রম আন্দাজ চৌদ্দ পনর বৎসর আমার বহুদিন হইতে ম্যালারিয়া জ্বর হইয়া শীর্ণ এবং সর্ব্বদাই জ্বর আদিতে নানাপ্রকার রোগে জীবনের অধিক পত্যাশ্যা নাই। কখন কি হয় বলা যায় নাই। এই জন্য বিষয়াদি রক্ষার নিমিত্ত নিম্নের লিখিত নিয়মে উইল করিতেছী।

১। আমার অবিদ্যমানে উক্ত দত্তকপুত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্র ঘোশের বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি তাহার রক্ষা করিবে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরে ও তাহার কর্ত্তব্য যে তোমার জীবনকাল পর্য্যন্ত তোমার বশীভূত হইয়া সদাচরণে কাল যাপন করে। অন্যথা করিলে নিম্নের ৩ দফা নিয়মমতে তাহাকে ফলভোগী হইতে হইবে।

২। আমার মরনান্তে তুমি আমার ত্যক্ত পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত স্বনামী বেনামী স্থাবরাস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির মালীক ও দখলকার হইয়া বিষয়াদি মেনেজমেন্ট ও রক্ষনাবেক্ষন করিয়া উক্ত দত্তকপুত্র সহ একাগ্রে অবস্থিতি করিয়া বিষয়াদি দখল ও ভোগ করিবে।

৩। যদি দত্তকপুত্র উক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষের অসদাচরণ প্রযুক্ত তাহার সহিত তোমার মনান্তর কি অবনিবনাৎ হয় ও তৎসূত্রে তাহার সহিত একত্রে বাস করা তোমার পক্ষে দুষ্কর হয় তাহা হইলে জমিদারী আদায় আয় হইতে উক্ত সতীশচন্দ্রকে মাশীক সতর টাকা হিসাবে তোমার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত বার্শিক ২০৪

দুইশত চারিটাকা খোরপোস প্রদান করিবে। তোমার মরনান্তে শ্রীমান সতীশচন্দ্র ঘোষ সমস্ত স্থাবরাস্থাবর বিষয় আপন হস্তে আনিয়া দখল ও ভোগ করিতে পারিবেন ও তিনি সমস্ত বিষয়ের মালীক ও সত্ববান হইবেন। তোমার জীবদ্দসায় তোমার সহিত অবনিবনাৎ হইয়া খোরপোস পাওয়া দরূন তোমার মৃত্যুর পর ত্যক্ত বিষয়ে তাহার উত্তরাধিকারী হইলে কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৪। শ্রী শ্রী ৺জিউ না করুন যদি শ্রীমান সতীশচন্দ্রের নাবালক অবস্থায় তোমার পরলোক গমন হয় তাহা হইলে আমার ইচ্ছা এই যে যাবৎ শ্রীমান সতীশচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হইবেন তাবৎ সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ড্‌শের অধীনে থাকিবে এবং কোর্ট অব ওয়ার্ড্‌শের পরিধেয় বিদ্যা শিক্ষায় ও সম্পত্তির এবং এই উইলের লিখিত দেবসেবা অতিথি সেবা শ্রাদ্ধাদী ও গৃহস্থালীয় রক্ষনাবেক্ষন তত্ত্বাবধানের ভার যেরূপ তোমার জীবনকালে তোমাতে বর্ত্তিত সেইরূপ ভার গ্রহন করিবেন।

৫। আমার ত্যক্ত কোন সম্পত্তি তুমি দান বিক্রয় করিতে পারিবে না। হাজা খুস্কীআদী বা অনাদায় বশতঃ বিষয় রক্ষার্থে কোন ঋণ করা আবশ্যক হইলে ন্যায় সঙ্গত কারণে সামান্য সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া বিষয় রক্ষা করিতে পারিবে কিন্তু অন্যায় ও অনেহ্য কারণে কোন সম্পত্তি দায় সংযোগ বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

৬। ৩।৪ দফায় লিখিত মতে উক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষের খোরপোসের দায় সমস্ত বিষয়ের উপর রহিবেক।

৭। আমার মরনান্তে তুমি তালুক আদীতে আপন নাম জারি করিতে ইচ্ছা করিলে জীবনসত্ত্বে নামজারি করিবে কিন্তু নামজারি করা বসতঃ বাকী ফেলাইয়া নীলাম করা হয় ডাক কাজীয়ের টাকা তুমি পাইতে উদ্যত হও তাহা হইলে দত্তকপুত্র উক্ত সতীশচন্দ্র ঐ ডাক কাজীয়ের টাকা আটক করিয়া বাহির করিতে পারিবেন। তুমি ডাক কাজীয়ের টাকা পাইবে না। তোমার সহিত অবনিবমাৎ হইয়া খোরপোস পাইবার সময় এইরূপ অবস্থা ঘটনা হইলে ও দত্তক পুত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্র পন কাজীয়ের টাকা বাহির করিয়া লইতে পারিবেন।

৮। শ্রীশ্রী ৺জীউ না করুন তোমার জীবদ্দশায় উক্ত সতীশচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তুমি আমার এই অনুমতি পত্রের বলে যোগ্য পাত্র দেখিয়া একটি দত্তকপুত্র গ্রহন করিতে পারিবে এবং সেই দত্তকপুত্র আমার উত্তরাধিকারী সত্ত্বে তোমার অন্তে আমার ত্যক্ত সম্পত্তিআদী সমস্ত বিষয়ের মালীক ও ভোগবান হইবেন। যদি ঐ দত্তকপুত্রও ভদ্রাভদ্র হয় তাহা হইলে একের অভাবে এইরূপ আরও একটি দত্তকপুত্র গ্রহন করিতে পারিবেন। এক দত্তকপুত্র জীবিতাবস্থায় অন্য দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন। প্রথমোক্ত দত্তকপুত্র সম্বন্ধে খোরপোসআদী যে সকল নিয়ম অবধারণ হইল তাহার অভাবে সেযোক্ত দত্তকপুত্রের সম্বন্ধে সেই সকল নিয়ম খাটিবে।

৯। শ্রী শ্রী জীউ না করুন যদি উক্ত সতীশচন্দ্র আপন বিবাহিতা স্ত্রীকে রাখিয়া অপুত্রক অবস্থায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় তবে উক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষের পত্নীকে তুমি যাবৎজীবন প্রতিপালন করিবে। যদি তোমার সহিত কোন কারণে অবনিবনাং হয় তবে তিনি যাবৎ আমার গৃহে স্বধর্মে থাকিয়া বাস করিবেন তাবৎ তিনি খোরপোস মাসীক ৭্ সাত টাকা হিসাবে বার্ষিক ৮৪্ টাকা দিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিবে, তাহা আমার ত্যক্ত সম্পত্তির আয় হইতে নির্বাহ হইবে।

১০। তুমি আমার অন্তে আমার পৈত্রিক ও শোপার্জিত বিষয়াদি দখল করিয়া পৈত্রিক ও নিত্যনৈমিত্তিক ৺দেবসেবা ও ক্রিয়াকলাপ ও কুটুম্ব অতীথ অভ্যাগতের সেবা ও খরচপত্র পূর্ব্বাপর নিয়মমতে নির্বাহ করিয়া ভোগ দখল করিবে।

১১। ইতিমধ্যে যদি আমার ঔরষে পুত্র জন্মে তাহা হইলে তোমার মরনান্তে আমার ত্যক্ত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি ঔরষপুত্র ।।৴ আনা ও দত্তকপুত্র ।৴. আনাতে মালীক ও সত্ত্ববান হইবেন এবং ঔরষপুত্র কি পৌত্র ও উপরোক্ত দত্তকপুত্র কি তাহার পুত্র জীবৎসত্ত্বে তুমি অন্য দত্তকপুত্র গ্রহন করিতে পারিবে না।

১২। আমি জীবিত থাকা পর্য্যন্ত সমস্ত সম্পত্তি আমার দখলে থাকিবেক। আমার মরনান্তে এই উইল প্রবল হইবেক এবং তোমাকে এই উইলের একজিকিউট্রেক নিযুক্ত করিলাম। তুমি আমার মরনান্তে আইনমত প্রপেটআদী গ্রহন করিয়া এই উইলের সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিবেক। এতদার্থে আপন খুসিতে সুস্থ শরীরে সহর মেদিনীপুরে সঙ্গতবাজারে আপন বাঁসাবাটী মোকামে পার্শ্বের লিখিতি ভদ্রলোক সাক্ষাতে অত্র উইলপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯১ সাল তাং ১০ই ভাদ্র রবিবার।

এই উইলে যথারীতি লেখকসহ ইসাদগনের স্বাক্ষর রয়েছে এবং এটি রেজিষ্ট্রীকৃত উইল।

(২)

পরম কল্যানীয় শ্রীযুত দ্বারিকানাথ পাঁড়ে গোপীনাথ পাঁড়ের পুত্র ৺শীবপ্রসাদ পাঁড়ের পৌত্র জাতিয় কনজ ব্রাহ্মন পেশা বিত্তীভোগী ও চাকরী সাং রামচন্দ্রপুর পং ময়না চঙরা জেলা মেদিনীপুর কল্যানবরেষু

লিখিতং শ্রীমধুসুদন পাঁড়ে ৺মায়ারাম পাঁড়ের পুত্র ৺হিরারাম পাঁড়ের পৌত্র জাতিয় কনজ ব্রাহ্মন পেশা বৃত্তীভোগী সাং খাড়ুরাধানগর পং কাশীজোড়া জেলা মজকুর

কস্য উইলনামা পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমার শারিরীক গ্রীহিনীআদী শঙ্কটাপনা পীড়া উপস্থীত হওয়ায় বহুবিধি তিকীচ্ছাদী হইলাম। প্রাণ ধারণের সম্ভাভনা আমার ঔরশ জাতক পুত্র কন্যা রহিতকরন এক দ্বিতীয় সাংসারিক স্ত্রী বর্ত্তমান এবং তুমি আমার শাস্ত্রসিদ্ধ উত্তরাধিকারী বঠ অন্য কেহ আহিভাবক নাস্তী। *

৭

শ্রী বেচারাম পাঁড়ে * বর্ত্তমান আছেন * পৃথক অন্য ও তাহার পৈত্রিক অংশাদি পৃথক রহিয়াছে। আমার নিজ সর্ত্ত নিষ্কর স্থাবর সম্পত্তি জাহা অংশামতে দখলে ছিল তন্মধ্যে কতক জমিন হস্তান্তর আদী করিয়া অবশিষ্ট নিম্নের লিখিত চৌহদ্দি ভুক্ত জে জে স্থাবর সম্পত্তি ও অন্য পৃথক ফর্দ্দের লিখিত স্থাবর সম্পত্তী জাহা আমার দখলে আছে ও উক্ত নিষ্করআদীর নামজারী করিয়াছি সমুহ সম্পত্তি স্থাবরাবস্থাবর অন্য কাহার সর্ত্ত নাই। ভবিশ্যাতে জে কেহ আপত্য আদী করে তাহা নিবারণ ও আমার পত্নীর দ্বারায় আমার অন্তিষ্ট কৃয়াদী হওন ও তাহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত সচ্ছন্দরূপ ভরনাচ্ছাদন ও কুলধর্ম বজায় থাকন জন্য তুমি আমার শাস্ত্রসিদ্ধ উত্তরাধিকারী বঠ তোমাকে আমার সমুহ সম্পত্তী এই উইলনামার দ্বারায় উইল করিয়া লিখিয়া দিতেছী যে তুমি অদ্য হইতে আমার দখলী সমুহ সম্পত্তীতে তত্তাবধারন করিবে ও আমার অন্তে আমার দখলী সমুহ সম্পত্তীতে আমার স্বরূপ মালিকী সর্ত্তে সত্ববান ও দখলকার হইয়া তদ উপসত্বে আমি জাবত জীবিত থাকিব তিকিচ্ছাদী সচ্ছন্দ অবস্থায় রাখিয়া মৃত্তু পরে আমার উক্ত পত্নীর দ্বারায় যথা শাস্ত্রমতে কৃয়াদী করাইয়া ও আমার পত্নীর জীবিত কালতক ভরনাচ্ছাদন ও তাহার মৃত্তু পরে তুমি তাহার পীন্ডদানাদী কৃয়া করত বিনা আপত্যে সমুহ বিষয় সয়ং বা ওয়ারিশানক্রমে সর্ত্তভোগী হইবে। আমার অন্য উত্তরাধিকারী যে সর্ত্তে যে কেহ জখন জাহা দাবি করে কি করিবেক তাহা আমাদের জাতীয় ধর্মশাস্ত্র ও প্রদেশীয় শাস্ত্রানুসারে অশীদ্ধ হইয়া তোমার প্রতি সম্পূর্ণ সর্ত্ত বত্তিবেক। তুমি আমার বশবাসে কাএম থাকিয়া উইলের সর্ত্তমতে কার্জ্জানুবর্তী থাকিবে। অনাথাচরণ কর কি বিরুদ্ধ ব্যবহারে অধর্ম অবলম্বী হও আমার ঐ বিষয় সম্পত্তীতে তুমি নৈরাশ হইয়া আমার পত্নীর হস্তগত ও তাহার কত্রীর্ত্তে আসিবে * বিবেচনা মতে অন্য মালিক ধার্জ্জ করিতে পারিবেন। তাহার প্রতি সমূহ ক্ষমতা রহিল। তুমি অনাথা আচরণ না করিলে এই উইলের মর্ম্মমতে সৎপুত্র সত্বাধিকারী রহিলে। এই মর্ম্মে সজ্ঞান পুর্বকে অত্র উইলনামাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৮৭ সাল তাং ৫ মাঘ।

ঋণপত্র ও বন্ধকনামা

(১)

মহামহিম শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মাইতি ৺রাজনারায়ন মাইতির পুত্র সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রী রমানাথ দোলই পীতা ৺পীতাম্বর দোলই সাং চঙরা কালাগন্ডা পং ময়না কস্য বাইড় ধান্যের তমসুক পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে। আমি আপন গৃহস্থালি খরচ কারণ মহাশয়ের নিকট ।৪।।. সাড়ে চৌদ্দ সেরা মানের আসল মং ।৲. নয় কুড়ি ধান্য জাহার মুল্য বর্তমান সময়ে * মং ২৮৵. টাকা হইতেছে তাহা বাইড় লইলাম। ইহার মুনাফা ফিসন ফি আড়ায় ।. চারি কুড়ি হিসাবে দিব। আসল মায় মুনাফা ধান্য আগামী সন ১৩২১ শালের মাঘ মাহাতে পরিসোধ দীয়া অত্র তমসুক খালাস করিয়া লইব। একেবারে পরিসোধ দীতে না পারি জখন জত ধান্য পরিশোধ দীব অত্র তমষুকের পৃষ্টে ওয়াসীল লেখাইয়া লইব অন্য রসীদ আদী লইব না। মিয়াদ মধ্যে ধান্য আদায় না দী আদায় কালতক উপরুক্ত হারে মুনাফা দীব। নষ্টতা করিয়া ধান্য আদায় না দী অত্র তমষুকের দ্বারায় স্থানীয় আদালতে নালিষ করিয়া আইনানুসারে আপনকার প্রাপ্য দাবি খরচ আদায় লইবেন। এই করারে সাক্ষীগনের মোকাবিলায় ময়না পং চংরা কাল্যগন্ডা মৌজায় আপনাকার করই হইতে মং ধান্য বুঝিয়া লইয়া আপন ইচ্ছাপুর্ব্বকে অত্র তমষুক পত্র লিখিয়া দীলাম। ইতি সন ১৩২০ সাল তাং ১৯ সা বৈসাখ। [২০৪]

(২)

পরম কল্যানীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ মাইতি পিতা ৺রাজনারায়ন মাইতি জাতিয়ে মাহিষ্য পেশা জমিদারি আদি সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক থানা ও সবরেজেষ্টার মহিষাদল জেলা মেদিনীপুর কল্যানবরেষু

লিখিতং শ্রী পরমেশ্বর মিশ্র পিতা ৺বদনচন্দ্র মিশ্র জাতিয়ে ব্রাহ্মন পেশা জাতি বৃত্তিআদি হাং সাং পিয়াজবেড়্যা পং তমলুক থানা ও সবরেজেষ্টার মহিষাদল জেলা মেদিনীপুর কস্য বাইড় ধান্যের তমসুক পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে। আমি আপন গৃহস্থালী ও অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ কারণ তোমার নিকট ।৪।। সাড়ে চৌদ্দ সেরা মানের আসল মঃ ১।। দেড় আড়া ধান্য যাহার বর্ত্তমান বাজার দর মঃ ৩৪্ চৌত্রিশ টাকা হইতেছে তাহা বাইড় লইলাম। ইহার মুনাফা প্রতিসন প্রতি আড়া ।. চারি কুড়ি হিসাবে দিব। আসল মায় মুনাফা ধান্য বর্ত্তমান সনের ফাগুন মাহাতে একেবারে পরিশোধ দিয়া অত্র তমসুক খালাস করিয়া লইব। যদি একেবারে আসল মায় মুনাফা ধান্য পরিশোধ করিতে না পারি তবে যখন যত ধান্য আদায় দিবে তাহা অত্র তমসুকের পৃষ্টে আপন হস্তাক্ষরে ওয়াশিল লেখাইয়া লইব। তমষুকের পৃষ্টের ওয়াশিল ব্যতীত অন্য কোনরূপ রসিদ আদি

লইব না অথবা কোনরূপ ওয়াসিলের আপত্তি করিতে পারিব না করিলে তাহা অগ্রাহ্য ও বাতিল হইবে। মিয়াদ মধ্যে আসল ও মুনাফা ধান্য আদায় দিতে না পারি তাহা হইলে মিয়াদ অন্তে মুনাফা ধান্য প্রত্যেক সন চৈত্রমাসে আসল ধান্যসহ একযোগ হইয়া আদায় কলতক উপরোক্ত হারে মুনাফা চলিতে থাকিবে তাহাতে আমি ওয়ারিশানক্রমে বাধ্য রহিলাম। যদি নষ্টতা করিয়া তোমার প্রাপ্য আসল মায় মুনাফা ধান্য আদায় না দি তাহা হইলে অত্র তমসুকের দ্বারায় স্থানীয় আদালতে নালিশ করত আমার স্থাবর অস্থাবর স্বনামি কি বেনামি সম্পত্তি হইতে তোমার প্রাপ্য দাবি ও আদালত খরচাসহ ওযারিশানক্রমে আদায় করিয়া লইতে পারিবে। এতদার্থে সাক্ষীগনের মোকাবিলায় মং ধান্য বুঝিয়া পাইয়া আপন স্বেচ্ছায়পুর্ব্বকে ও সরল অন্তঃকরনে আপনার বাটী মোকামে অত্র বাইড় ধান্যের তমসুক পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি আমলী সন ১৩২৬ তেরশত ছাব্বিশ সাল তারিখ ৮ই আঠাই আশ্বিন ইংরাজী সন ১৯১৮ উনিশশত আঠার সাল তারিখ ২৪ শা চোব্বিশা সেপ্টেম্বর [২০৫]

(৩)

পরম কল্যানিয় শ্রীমতি কামীনি দাসী শ্রীযুক্ত কেনারাম প্রামানীকের পত্নী ৺সীদ্ধেস্বর প্রামানীকের পুত্রবধু জাতিয় রজক পেশা বিত্তীভোগী সাং বিন্দাবনচক পং ময়না চোউর ষ্টেশন সবরেজেষ্টর সবং জেলা মেদনীপুর কল্যানবরেষু

লিঃ শ্রী অক্ষয় নারায়ন মজুমদার ৺রামকুমার মজুমদারের পুত্র জাতিয় ব্রাহ্মন পেশা তালুকদারিআদী সাং পাথরা পং মেদনীপুর স্টেশন শবরেজেষ্টর মেদনীপুর জেলা মেদনীপুর

কস্য জায়বন্দকী তমসুক পত্র মীদং কার্য্যনঞ্চাগে। আমী মহাজনিয় রিন পরিশোধ কারণ সন ১৩০২ সালের ১ লা চোইত্র তারিখের আমার লিখীয়া দেওা তমসুকের দ্বারায় কৰ্জ্জ লোইবে বলীয়া কাশীজোড়া পরগনার চক গাড়ুপতা নিবাসী শ্রীঠাকুর দাষ সাহুকে ১ কেত্তা মঃ ২২৫ টাকায় আবদ্ধীয় তমসুক গত কল্য রেজেস্টারি কোরিআ নিকটে রাখীআছী। পরে সন্দ্যার শময় টাকা দীবেন বলীয়া শন্দ্যার সময় টাকা পুনঃ পুনঃ চাহাতে কোনক্রমে টাকা না দেওায় আমার মনে উক্ত মহাজন দুষ্ট লোগ বিবেচনার আমী তাহার নিকট টাকা না লইয়া আমার শত্বীয় দখলী স্টেশন শবরেজষ্টার সবঙ্গ ময়নাচোর পরগনায় কালেক্টরির ১৪৪৫ নং তৌজী শ্রী বিন্দাবনচক মাহালের নিম্নের তপশীলের লিখিত আমার অংশ রকম ⁄১২ গন্ডায় কাত মঃ ৭৬৸৮৸৵. টাকার স্বামী শ্রীযুক্ত কেনারাম প্রামানীকের মঃ কোম্পানী মঃ ১৭৫ একসত্ত পচাত্তোর টাকা কৰ্জ্জ লোইলাম। এহার যুদ শতকরা মাশীক মঃ ১।. একটাকা চারিআনা হারে আপনাকে আদায় দীব। আশল মায় যুদ আগত সন ১৩০৪ শালের ফাগুন মাহায় আদায় দীয়া অত্র তমষুক খাল্লাষ কোরিআ লোইব। উক্ত মীঞাদে আদায় কোরিতে না পারি আদায় কালতক উপরুক্ত নিয়মে যুদ চলিতে থাকিবেক। জখন জত টাকা

আদায় দীব অত্র তমষুকের পীষ্টে ওাশীল লেখাইয়া দীব আলাহিদা কোন প্রকার রোশীদাদী লোইব না লইলেও কোন স্থানে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না। আর অত্র আবদ্ধীয় সম্পত্তী ইত্যাগে সন ১২৯৮ শালের আবদ্ধীয় তমযুকের দ্বারায় আপনকার সোষুর মৃত শীদ্ধেস্বর প্রামানীকের নিকট আবদ্ধ ছীল। তাহার লোকান্তে তাহার স্থলাভিশীক্ত আপনকার শাষুড়ী মহাশয়ানগণের নিকট আপনকার নিকট উক্ত টাকা লইয়া পূর্ব্বক্ত তমযুকের বঃ বক্রী পাওনা টাকা তাহাদীগকে আদায় দিআ আবদ্ধ খাল্লাষ কোরিআ দীলাম। এহার পরে কাহারো নিকট কোনপ্রকার দায় সংযোগ করি নাই। জদি প্রকায হয় তাহা হইলে ফৌজদারি আইন মতে দন্ডনীয় হইব। আর জে পর্য্যন্ত আপনকায় আশল মায় যুদ বেবাক টাকা আদায় না হয় শে পর্য্যন্ত অত্র আবদ্ধীয় সম্পত্তি কাহাকেও কোন প্রকার দায় সংযোগ কোরিতে পারিব না। জদী করি তাহা অগ্রাহ্য হইবেক। আর নষ্টতাচরণ কোরিআ আপনকে টাকা আদায় না দী আপনী রিতমতে নালীষ কোরিআ উক্ত সম্পত্তি ক্রোক নিলামের দ্বারায় আদায় লোইবেন, তাহাতে অনাটন হয় তবে আমার অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর স্বনামী বেনামী সম্পত্তী হৈতে আদায় লোইবেন। আর প্রকাষ থাকে জে উপরিলিখিত কাশীজোড়া পরগনায চকগাড়ুপোতা নিবাশী * নিকট টাকা লইব বলিয়া আপনকার শোষুর মৃত শীদ্ধেস্বর প্রামানিকের তমযুক খাল্লায * জে আবদ্ধীয় তমযুক গত কল্য রেজেষ্টরি কোরিআ ছীলাম তাহা ছীন্ন করত আপনকায় হাওালা রাখীলাম। অত্র তমযুকের বঃ আশল মায় যুদ বেবাক টাকা আপনাকে আদায় দীআ অত্র তমযুক ও হাওালা ছিন্ন তমযুক খাল্লাষ লোইব। এতদার্থে আপনকার স্বামী শ্রীযুক্ত কেনারাম প্রামানীকের সাক্ষগনের স্বাক্ষতায় নগদ টাকা বুঝিআ তমযুকপত্র লিখীয়া দীলাম। ইতি সন ১৩০২ তেরশত্ত দুই শাল তাং ৪ঠা চোইত্র ইং সন ১৮৯৫ শাল তাং ১৬ই মার্চ

তপস্লীল আবদ্ধীয় সম্পত্তী

স্টেশন শবরেজেষ্টর পং ময়নাচোর পরগনায় কালট্টারির ১৪৪৫ নং তৌজি শ্রীবিন্দাবনচক মাহালের আমার সত্তীয় দখলী নিজাংশ রকম ⁄১২ গন্ডার কাত মঃ ৭৬৸৮৸৵ টাকার তপশীল আবদ্ধ রহীল। [১২৫]

(৪)

মহামহিম শ্রীমতী অন্নপুর্ন্যা দাসী শ্রীযুত লবঙ্গ পালের বনিতা যাতীয় একাদস তেলি পেসা জমিদারিআদী সাং * পং সাহাপুর ইষ্টীসেন ডেবরা জেলা মেদনীপুর মহাশয়া বরাবরেষু

লিঃ শ্রী প্রীয়নাথ পন্ডা শদীগম্বর পন্ডার পুত্র যাতীয়ো ব্রাহ্মন পেসা জমিদারিআদী সাং হারমা পং সবঙ্গ ও ইষ্টীসেন সবঙ্গ জেলা মেদনীপুর

কস্য তালুক আবদ্ধিয় জায় বন্দক তমসুক [illegible] জেলা মেদনীপুরের অন্তর্গত ইষ্টেসেন সবঙ্গের [illegible] মাহাল

শ্রীধরপুর সাকিনের ১৪৪৪ নং তৌজী হাঃ ১৮৪০ নং তৌজী নিজ শ্রীধরপুর ১ মৌজা ও তাহার সামিল পায়রাচক ১ মৌজা এই ২ মৌজার রকম ।√ . আনা ও চরণদাসচক ১ মৌজা ইহার রকম।১০ আনা একুন ৩ মৌজার কঃ তস্কীস ২৮৪।৫ টাকা ও উক্ত মএনাচোর পরগনার মাহাল মগরা মোঃ নিজ মগরা চিহ্নিত * সুরথ মাং ৭৬১ নং হাং ১৭৯২ নং তৌজী সোলআনা রকম তস্কীস ৬৮।∠/৬ টাকা মাহাল জঁহাট মৌঃ নিজ বাড় ভরথ ১ মৌজা মাং ৬৮২ নং হাং ১৭৭৯ নং তৌজী এহার রকম ।√ . আনার কাত তস্কীস ৪৯৬/৯ টাকা সবঙ্গ পরগনার ইস্টীসন সবঙ্গের এলাখাধিন মাহাল লিলহটসা ১০৪৭ নং হাঃ ২২৫৭ নং তৌজী নিজ নিলহট ১ মৌজা ও খোড়ই ১ মৌজা একুনে ২ মৌজার কাত তস্কীস ৬৯৵১০ টাকা সর্ব্ব একুন মাহালের কাঃ তস্কীস ৪৭২৫ টাকা ৺পীতাঠাকুর মহাশয়ের পত্তনি সত্ব হইতেছে। তদপরে উপরিউক্ত ৪ মাহালের মালিকানা সত্ব ২৫ টাকা নস্করদীঘি নিবাসী শ্রীমত্যা অপুর্ব্বমোই দেব্যার ছিল। তাহা আমি সন ১২৯৪ সালের ৩০ ফালগুন তারিখের লিখিত রেজষ্টারিজুক্ত কওালার দ্বারায় ক্রয় করিয়া সর্ব্ব একুন ৪৯৬।।∠/১০ টাকা এবং উক্ত পত্তনিসত্ব ৺পীতাঠাকুর মহাশয় সন ১২৯৪ সালের লিখিত ২১ বৈসাখ তারিখের লিখিত রেজষ্টরিযুক্ত কওালার দ্বারায় রাধাবন নিবাসী শ্রীযুত নিত্যানন্দ পানিগ্রাহীর নিকট ক্রয় করিয়াছিলেন। সে মতে পীতাঠাকুর মহাশয় দখিলকার ছিলেন ও ছিলাম। পরে উল্যেখিত শ্রীধরপুর প্রভৃতী ৩ মৌজা আমার মালিকানা সত্বের সহীত অন্য সরিকের সহ ইষ্টেট খারিজ না থাকায় সরিকের দেনার জন্য বয়সুলত্বানি নিলামে বিক্রয় হওায় ইং সন ১৮৮৯ সালের ২৮ মার্চ্চের বাকি মাল গুজারির নিমিত্বক ইং সন ১৮৮৯ সালের ২৫ জুন তারিখে ডাক নিলামে পীতাঠাকুর মহাশয় খরিদ করিয়া সন ১৮৯০ সালের ২০ জানুআরি তারিখে বয়নামা প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিরোধে সমুহ মাহালের পত্যনি সত্ব ও শ্রীধরপুর প্রভৃতি ৩ মৌজার মালিকানা সত্বের সহীত অন্য সম্পত্তিসহ দখিলকার থাকীয়া লোকান্ত হইলে আমি তাহার ত্যাগীয় সম্পত্তীর উপর সত্ববান হইয়া আপন নামে নামজারি পুর্ব্বক একাল পর্য্যন্ত দখিলকার আছি। এক্ষনে বিরিঞ্চিবাড় প্রভৃতী মাহালের আমার কালেকটরির দেনা ও কলিকাতার দোকানের দেন পরিসোদ জন্য অদ্য আপনার নিকট নিম্নের তপঃস্বিল অনুযাই ৪ মাহালের কাত ৭ মৌজার মোট তস্কীস ৪৯৬।।∠/১০ টাকা আবদ্ধ বাখিয়া মং ২০০০ দুই হাজার টাকা কর্জ গ্রহন করিলাম। এহার যুদ ফি মাহ ফি সত্তে ১।. পাঁচ সিকা হিসাবে আদায় কাল পর্য্যন্ত আদায় দীব। টাকা পরিসোদের মিঞাদ আগামী সন ১৩০৯ সালের আষাড় মাহাতে সুদ ও আসল একেবারে পরিসোদ দীয়া অত্র তমশুক খোলাস করিয়া লইব। যদ্যপী একেবারে সমুহ টাকা দীতে না পারি যখন যাহা উওাসীল দীব অত্র তমযুকের পৃষ্টে লিখিত উওাসীল ব্যতীত অন্য রশীর্দা দীর * দীব না। যদী দী তাহা মুজরা পাইব না। টাকা আদায়ের নষ্টতা করি আবদ্ধিয় সম্পত্তি হইতে আদায় লইবেন। এহাতে আমি বা আমার উত্তরাধিকারির কোন ওজর আপত্য থাকীল না। যদী করি বা

করে তাহা আদালৎ অগ্রাহ্য। আর প্রকাস থাকে জে উপরূক্ত আবদ্ধিয় সম্পত্তি ইতিপুর্ব্বে কাহারও নিকট কোন রকমে দায় সংজোগ বা হস্তান্তর করি নাই। করা প্রকাস পায় দন্ডাবিধির আইন অনুসারে দন্ডনীয় হইব পরে উপরূক্ত মাহাল সমুহের জায়ওারি ৮ কেত্তা মুল দলিল স্বরূপ আপনার হাওলা করিলাম। তমসুক খোলসার সময় উক্ত * ফেরত লইব। এতদার্থে সুস্থ শরিরে সরল অন্তঃকরনে আপনাকার * শ্রী উদয় চাঁদ মাইতির মাং শ্রীযুত সবরেজষ্টার বাবুর সাক্ষ্যাতে উপরিউক্ত টাকা প্রাপ্ত হইয়া অত্র তালুক বন্ধকপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩০৮ সাল তাং ৯ আষাড়

তমসুকের পর পৃষ্ঠায় লেখা—অত্র তমষুকের লিখিত আসল টাকা ও অদ্য নাগাদ শুদের টাকা বেবাক বুঝিয়া লইয়া অত্র তমষুক ও আপোষ দিলাম ইতিসন ১৩১০। ২৫ ফালগুন

স্বাক্ষর শ্রীমতি অন্নপুন্না দাশী বঃ রাশবিহারি পাল [১২৩]

(৫)

মহামহীম শ্রীযুক্ত শশীভুষণ ঘোষ ৺তারাপ্রশাদ ঘোশের পুত্র জাতিয়ে কায়েস্থ পেশা চাকরি সাং হাল বেড়বল্লভপুর সহর মেদনীপুর ষ্টেশেন ও সবরেজেষ্টর সহর মেদনীপুর মহাশয় বরাবরেষু

লিখিত শ্রী অক্ষয়নারান মজুমদার ৺রামকুমার মজুমদারের পুত্র জাতিয়ে ব্রাম্মণ ও শ্রীমত্যা নিশতারিনী দেব্যা ৺দুর্গাচরণ মজুমদারের বনীতা জাতিয়ে ব্রাম্মণ শর্ব্ব পেশা তালুকদারি সর্ব্ব সাং পাথরা পং মেদনীপুর ষ্টেসেন ও শবরেজষ্টার সহর মেদনীপুর

কশ্য জায বন্দকি তমষুকপত্র মিদং কাজ্যনঞ্চাগে। আমাদের দখলী ষ্টেসেন সবঙ্গ ও শবরেজষ্টার পীঙ্গলার এলাখাধিন ময়নাচোর পরগনায় কালেকট্টরির ১৪৪৫ নম্বর তৌজীভুক্ত মাহাল শ্রী বৃন্দাবনচক আমাদের ও আমাদের স্বরিকের ইজমালীতে মোট তশকিশ ৩৮৩৲৴/১২।। টাকা হইতেছে। তনমধ্যে আমাদের দুই জনার অংশ রকম।৵৮ কাত তশকিশ মং ১৫৯।৷/ ১০ টাকা ও পটাষপুর থানা ও শবরেজষ্টার দাঁতুনের এলাখাধিন অমরসী পরগনার কালেকট্টরির ৩৫ নং তৌজীভুক্ত মাহাল আমরা আমাদের ও আমাদের স্বরিকগণের ইজমালীতে কাত তশকীশ মঃ ১৩৬৲৵৩ টাকা হইতেছে। তনমধ্যে আমাদের উভয়ের অংশ রকম।৵৮ কাত তশকিশ ৫৪৲২ টাকা ও ষ্টেসেন সবঙ্গ সবরেজষ্টার পীঙ্গলার এলাখাধিন সবঙ্গ পরগনায় কালেকট্টরির ১৩৭৪ নং তৌজীভুক্ত হদ্দা সীতলপুর তদঅন্তর্গত মৌজা * আমাদের ও আমাদের স্বরিকগণের ইজমালীতে মঃ ১৮৪৲৴/. টাকা হইতেছে। তনমধ্যে আমাদের উভয়ের অংশ রকম।৵৮ কাত তশকিশ মঃ ৭৩৲৴/১২ টাকা উপরূক্ত ১৪৪৫ নং তৌজী কাত মঃ ১৫৯।৷/ ১০ টাকা ও ৩৫ নং তৌজীর কাত মং ৫৪৲২ টাকা ও ১৩৭৪ নং তৌজীর কাত মঃ ৭৩৲৴/২ শর্ব্ব একুনে মঃ ২৮৮৷/ ৪ টাকা তশকিশ আমরা অন্যের বিনা

আপত্যে দখলকার আছি। ষ্টেসেন শবরেজষ্টর সহর মেদনীপুরের অন্তর্গত মেদনীপুর পরগনায় পাথরা সাকিনে নিশ্বর ব্রহ্মত্তর . কাঠা নিচের চোহদ্দী মতে উপরক্ত ১৪৪৫ নং তৌজী ও ৩৫ নং তৌজী ও ১৩৭৪ নং তৌজী মোট ভশকিশ মঃ ২৮৮৶/৪ কুল হক হকুক শভলভ্য ও কাচারিবাটী ও পুষ্করিনি ও নিজ জোত আদী সমস্ত আপনকার নিকট আবদ্ধ রাখীয়া আমাদের ১৩৭৪ নং ও ৩৫ নং তৌজী মাহাল বাকি দাবিতে নীলামে আসায় ও অন্যান্য খরচ কারণ মঃ ৯৯৸. নিরানব্বই টাকা বার আনা কর্জ্জ লইলাম। ইহার যুদ ফি মাহ ফিঃ শত্ত ৩৶. টাকা হিশাবে দিব। উক্ত টাকা সন ১৩০২ সালের মাহ মাঘ মাহাতে পরিশোদ করিব। মিএাদ মধ্যে টাকা আদায় না দী আদায় কালতক ও অর্থাৎ নালীশের দ্বারায় আদায় করিতে হইলে সম্পত্তী নীলাম পর্যান্ত উক্ত হারে যুদ দীতে থাকিব. আর আপনার বন্দকি সম্পত্তী হইতে টাকা আদায় না হয় তবে আমাদের অন্যানা সম্পত্তী ও আমাদের নিজ হইতে টাকা আদায় লইবেন। এতদার্থে আপনার নিকট উক্ত সমস্ত টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া অত্র জায বন্দকি তমষুকপত্র লিখীয়া দীলাম। মুল দলীল কালেকট্টরির বাকি পড়ায দাখীলা আপনায় হাওলা করিব। ইতি সন ১৩০১ শাল তাং ৮ই আশাড় ইং ১৮৯৪ ২০শে জুন

স্বাক্ষর শ্রীঅক্ষয়নারান মজুমদার শ্রীমত্যা নীস্তারিনী দেব্যা বঃ শ্রীঅক্ষয়নারান মজুমদার

পর পৃষ্ঠায়—অত্র তমষুকের নিচের সমস্ত টাকা ইন্দ্রনারান মাইতি মাং পাইয়া তমষুক খালাস দীলাম ইতি ১৮৯৮ ২০ জুলাই অদ্য শোধ ১২৬৲ একসত ছাব্বিশ টাকা মাত্র |১২৪|

(৬)

পরম পুজনীয় শ্রীযুত স্বামচাদ দাস বৈরাগী ৺মহন মানার পুত্র জাতীয় নাপীত কুলের বৈষ্ণব পেশা ভিক্ষা উপজীবিকা সাং পুতপুতা পং ময়না জেলা মেদিনীপুর কমলেষু—লিখিতং শ্রীরাঘব চরণ দাস অধিকারী ৺মধুশুদন বেরার পুত্র জাতীয় কৈবর্তকুলের বৈষ্ণব পেশা চাষাদী সাং মিরিকপুর পং তমলুক জেলা মেদিনীপুর

[illegible] টাকার পরিবর্ত্ত তমষুক পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমী সন ১৩১৮ সালের [illegible] আশাঢ় তারিখে ১ খত তমষুক দিয়া মঃ ১৩৲ তের টাকা ফি মাহে ৫ এক পয়সা হিশাবে যুদ স্বীকার করিয়া কর্জ্জ লইয়াছিলাম। এক্ষণে টাকা দিতে [illegible] ওয়াশীল বাদে বক্রী ১৫ পনর টাকা তমষুক লিখিয়া দিলা[illegible] ইহার যুদ ফি মাহ পুর্ব্ব তমষুকের নিয়মে ৫ এক পয়সা হিশাবে যুদ [illegible] টাকা [illegible] মিএাদে আগামী সন ১৩২২ তেরশত বাইশ সালের মাহ [illegible] ও যুদ সমূহ টাকা পরিশোদ [illegible] তমষুকের পৃষ্ঠে [illegible] আদায় করিয়া [illegible] সমুদায় টাকা [illegible]

দিতে না পারি তবে জখন জত টাকা আদায় দীব তৎক্ষনাত অত্র তমষুকের পৃষ্টে উয়াশীল লিখাইয়া লইব। পীষ্টের লিখিত ওয়াশীল ভিন্ন অন্য কোন কারণে গ্রহণ হইবেক না। জদ্যপী আশল ও যুদ টাকা ওয়াশীল দিতে নষ্টতাচরণ করি তবে আপনী প্রচলীত আইন জারির দ্বারায় আপনাকার খরচদাদী আমার স্বনামী বিনামী স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি হইতে বুঝিয়া লইবেন। এতদার্থে সাক্ষীগনের সাক্ষাতে অত্র পরিবর্ত্তন তমষুকপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৩২১ সাল তারিখ ৩রা চৈত্র। [১৪৪]

(৭)

মহামহীম শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ পন্ডা শ্রীযুক্ত দীগম্বর পন্ডার পুত্র জাতিত্র ব্রাহ্মণ পেষা তালুকদারি আদী সাং হারমা পং সবঙ্গ জেলা মেদনীপুর বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রী ভগী বর ৺গোলক বরের পুত্র জাতিএ ধিবর পেশা চাশাদী সাকীন পায়রাচক পরগনে মএনা ইষ্টীশেন সবঙ্গ জেলা মেদনীপুর

কশ্য জায় বন্দক কিস্তীবন্দী তমষুক পত্র মিদং কার্যনঞ্চাগে। ইষ্টীশেন সবঙ্গ সবরেজেষ্টর রাজ্জ। এলাখাধিন মএনা পরগনার মধ্যে পায়রাচক গ্রামে আমার জোত বাবদ জলকালা মোওাজী ৬৸৩৵′. বিঘা জাহার রাজশ্য খাজনা মঃ ২৩ '৶/. টাকা জমা সন ২ আপনকার ও অন্য শ্বরিকগনের সরকারে আদায় দীযা ভোগ দখল করিয়া আশীতেছী। এক্ষণে আপনকার শ্বরকারে বকআ খাজনা নগদ ওাশীল বাবদ মঃ ১৯৲ উনিষ টাকা পাওনা হওায একবার কী আদায় দীতে না পারায় উপরুক্তে জমীর মধ্যে ৪ বন্দের কাত মোওাজী ৩৸৪।। বিঘা নিম্নের চৌহদ্দি মোতাবক আবদ্ধ রাখিআ মঃ ১৯৲ উনিষ টাকা দেন ধার্জ্য করিলাম। উক্ত টাকা নিম্নের কিস্তামতে আদায় দীতে থাকীব কিস্তী খেলাপ হয় অদ্যকার তারিখ হইতে ফিঃ টাকায় ফিঃ যাহা ৴০ অর্দ্ধ আনার হিশাবে যুদ আদায় কালতক দীব এবং এক কিস্তা খেলাপ হয় অন্য কিস্তীর অপেক্ষা না করিআ আএন অনুশারে নালীষ করিআ আবদ্ধীয় বস্তু ও অন্য ২ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারায় আদায় লইবেন। আবদ্ধিয সম্পত্তি অন্য ২ কাহার নিকট দায় সংজোগ করি নাই। প্রকাষ হয় আইনমত দন্ডনীয় হইব। জখন জত টাকা আদায় দীব অত্র তমষুকের পীষ্টে ওাশীল লেখাইআ দীব। লিখিত ওাশীল ভিন্ন ওাশীলের আপত্য করি অগ্রাঝ্য হইবে। এতদার্থে অত্র জায় বন্দকী তমষুকপত্র লিখিআ দীলাম ইতি সন ১২৯৭ সাল তাং ২৫ মাঘ

তপশীল কিস্তীবন্দী

সন ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাহাষে	৬৲
আশাড় মাহা	৬
সন ১২৯৮ সালের আশীন	৪৲
শ্রাবণ	৩৲
	১৯

মঃ উনীষ টাকা মাত্র। [১৮১]

মহামহীম শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ নাথ সরকার শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নারায়ণ সরকারের পুত্র জাতিয়ে কায়স্থ পেশা জমিদারী সাং বনমালী কালুয়া পং তমলুক থানা ও সবরেজষ্টার তমলুক জেলা মেদিনীপুর মহাশয় বরাবরেষু —

লিখিতং শ্রীহারাধন মাইতি ৺রমানাথ মাইতির পুত্র জাতীয় মাহিশ্য পেশা জমিদারি আদী সাং পাচবেড়্যা পং তমলুক থানা ও সবরেজষ্টার মহিষাদল জেলা মেদিনীপুর কস্য কর্জ্জ টাকার আবদ্ধ তমসুক পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত থানা ও সবরেজেষ্টর তমলুকের অধীন ময়না পরগণার কালেকটরির ১৭৩১ নং তৌজিভুক্ত মাহাল আনুখা পূর্ব্ব প্রকাশীত পূর্ব্ব আনুখা মৌজা যাহার মোট সদর তস্কীশ ১০০১।৶১৪ টাকা হইতেছে উক্ত মাহালের আমার নিজাংশ ৭ নং পৃথক হিশাবভুক্ত রকম আনার কাত মঃ ৬২।৷৵১০ তস্কীশ হইতেছে ও উক্ত জেলা ও উক্ত পরগনা ও উক্ত থানা ও সবরেজষ্টির অধীন ১৮১৫ নং তৌজীভুক্ত মাহাল পুতপুত্যা যাহার মোট সদর তস্কীশ ২৭১৮৶৯ টাকা হইতেছে। উক্ত মাহালের ৬ নং পৃথক হিশাব রকম অর্থাৎ নিজাংশ রকম ৴৫ আনার কাত ১২৭।৶ টাকা তস্কীশ হইতেছে ও উক্ত জেলা ও উক্ত পরগনা ও উক্ত থানা ও সবরেজষ্টারের অধীন কালেক্টরির ১৭৯৮ নং তৌজীভুক্ত মাহাল মদনমহনচক মৌজা যাহার মোট সদর তস্কীশ ৬৪৩।।৶৫ টাকা হইতেছে। উক্ত মাহালের ৪ নং পৃথক হিশাব রকম ৵১০ আনার কাত তস্কীশ ৬০৷৵৮ টাকা আমার নিজাংশ তস্কীশ হইতেছে ও উক্ত জেলা ও উক্ত পরগনা ও উক্ত থানা ও সবরেজষ্টার অধীন কালেকটরির ১৭৬৫ নং তৌজীভুক্ত দনাচক ওরফে চঙ্গরা কালাগন্ডা মাহাল যাহার মোট সদর তস্কীশ ৪৮০ টাকা হইতেছে, উক্ত মাহালের ১৩ নং পৃথক হিশাবভুক্ত আমার নিজাংশ রকম ৶২।। আনার কাত ৬৩৸৹ টাকা তস্কীশ হইতেছে। উক্ত জেলা ও উক্ত পরগনা থানা ও সবরেজষ্টার ময়নার অধীন ১৮৪৪ নং তৌজীভুক্ত মাহাল শ্রীবৃন্দাবনচক মৌজা যাহার মোট সদর তস্কীশ ৭৬৭৸৹ টাকা হইতেছে। উক্ত মাহালের আমার নিজাংশ ৭ নং ও ১১ নং পৃথক হিশাবভুক্ত রকম ৵১৫ আনার কাত ৮৪৵৹ টাকা তস্কীশ হইতেছে। আমি উক্ত কালেকটরি মাহাল * মোট মঃ ৩৯৮৶৬ তিনশত আঠানব্বই টাকা দুই আনা ছয় গন্ডা টাকার তস্কীশ আমার জমিদারি সত্ব আমি নিজ নামে নামজারি করিয়া পৃথক হিশাববুক্ত আমার অংশ মতে কালেকটরি মাল গুজায় টাকা আদায় দিয়া সদর মপস্বল নির্ব্বিবাদে ভোগদখলকার আছি ও উক্ত জেলার অন্তর্গত থানা ও সবরেজষ্টার ময়নার অধীন তমলুক পরগনার নৈছনপুর প্রকাশীত পূর্ব্ব নৈছনপুর মৌজায় নিম্নের তপশীল চৌহদ্দীভুক্ত ৩১১৸৪। বিঘা চকের মধ্যে নিজাংশ রকম।৹ আনার কাত মোওয়াজী ৭৭৸৪৷৴ বিঘা জমি যাহার বাৎশ্বরিক রাজশ্ব ১৭৫।।৶৹ টাকা উক্ত পূর্ব্ব নৈছনপুর জালপাইচক মৌজার জমিদার রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ দীং জমিদারগনের সেরেস্তায়

খাজনা আদায় দিয়া আমার পিতার নামীত দাখীলা গ্রহনে এই সমস্ত সম্পত্তী প্রজাবিলী দ্বারায় ও কথক নিজ্জোত মফশ্বল আদায়ে এবং কালেকটরি মালগুজারী ও জমিদার শরকারে খাজনা আদায় দিয়া নিজ সত্বে নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল ও দখলীকার আছি।

২। এক্ষনে আমার টাকা কর্জ্জ লওয়া আবশ্যক হওয়ায় আমি আমার স্বতীয় দখলী উপরের দফায় বর্ণিত নিম্নের তপশীলের লিখিত সম্পত্তী আপনার নিকট আবদ্ধ রাখিয়া কোং মঃ ১৫০০ এক হাজার পাঁচশত টাকা কর্জ লইয়া তাহার এই আবদ্ধ তমশুক লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গিকার করিতেছি যে

৩। উক্ত মঃ ১৫০০ একহাজার পাঁচশত টাকা আদায় কালতক পর্য্যন্ত মাসীক শতকরা মঃ ১ একটাকা চারিআনা হিশাবে সুদ দিতে থাকীব।

৪। সুদসহ আশল টাকা বর্ত্তমান সনের আগামী শ্রাবন মাহায় পরিশোদ করিব।

৫। যদি একবার কি সমুহ টাকা পরিশোদ করিতে না পারি তাহা হইলে সুদ বা আশল বাবদ যখন যত টাকা আদায় দিব তৎক্ষনাত মহাশয়ের হস্তাক্ষরে অত্র তমসুকের পৃষ্টে ওয়াশীল লিখাইয়া লইব। অত্র তমসুকের পৃষ্টের লিখিত ওয়াশীল ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে ওয়াশীলের আপত্য করিতে পারিব না ও আলাহিদা রসীদআদী লইব নাই।

৬। যদি মিয়াদ মধ্যে সুদ আশল সমুহ টাকা পরিশোদ না করি তাহা হইলে মিয়াদ গতে আদায় কালতক মাসীক শতকরা উপরূক্ত মঃ একটাকা চারি আনা হিশাবে সুদসহ আশল টাকা আদায় দিব।

৭। সুদের টাকা বাকী থাকীতে আশল বা আশলের মধ্যে কোন টাকা ওয়াশীল দিতে পারিব নাই দিলে ও আপনি লইতে বাধ্য হইবেন নাই।

৮। যে পর্য্যন্ত এই আবদ্ধ তমসুকের দেনা পরিশোদ করিতে না পারি সে কাল পর্যন্ত এই আবদ্ধীয় সম্পত্তী কোন প্রকার হস্তান্তর বা দায় সংযুক্ত করিতে বা আপনার সিকিউরিটির ক্ষতিকর কোন কার্য করিতে পারিব না।

৯। যদি উপরূক্ত নিয়মে মিয়াদ মধ্যে টাকা আদায় না দি তাহা হইলে আপনি বা আপনার ওয়ারিশানগণ নালীশ করিয়া আবদ্ধ সম্পত্তি নিলামের দ্বারায় এই তমসুকের বাবদ আপনার প্রাপ্য টাকা আদায় লইতে পারিবেন ও তাহাতে সমস্ত টাকা আদায় না লইলে আমার অন্যান্য স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তী ও শরীর সম্পত্যী হইতে আপনার প্রাপ্য সুদ আশল মায় খারা সমস্ত টাকা আদায় লইতে পারিবেন।

১০। যদি আমি আবদ্ধী সম্পত্যীর কালেকটরির রেভিনিউ ও রোডশেষ ও পুলবন্দী আদী বাবদ টাকা যথাসময়ে দাখীল না করি তজ্জন্য উক্ত সম্পত্যী নিলামে উঠে তাহা হইলে আপনি ইচ্ছা করিলে আমার দেয় টাকা দাখীল

করিতে পারিবেন ও জমীদার সরকার আমার দেয় খাজনা না দি তদবাবদ নালীশ করেন তাহা হইলে আপনী আমার দেও টাকা আপশে বা আদালতে দাখীল করিতে পারিবেন এবং উক্ত উভয় দাখীলি টাকা ও দাখীলের খারা টাকা মায় সুদ আমি উপরুক্ত হারে ও উপরুক্ত নিয়মে আদায় কালতক দিতে বাধ্য থাকিব এবং সেই টাকার জন্য আমি ওয়ারিশান ক্রমে দায়িত্ব থাকিব। যদি আপনার অজ্ঞাতে উক্ত আবদ্ধীয় মহালের কালেকটরি বাকিদারি জন্য নিলাম হয় কিম্বা জমিদারের খাজনা বাকীর জন্য নিলাম হয় তদজন্য মহাশয়ের যে কোন ক্ষতি খেসাবত হইবেক সেই ক্ষতি খেসারতের বাবদ টাকা উপরুক্ত নিয়মে সুদসহ আদায় দিতে আমি ওয়ারিশান ক্রমে বাধ্য থাকীলাম।

১১। প্রকাশ থাকে যে তপশীলের লিখিত সম্পত্তী সমুহ আমার নিজ স্বত্তীয় দখলী সম্পত্তী হইতেছে ও তাহা মুক্তভাবে আছে উহা ইতিপূর্ব্বে কাহারও নিকট কোন প্রকারে আবদ্ধ কিম্বা পত্যনী কিম্বা হস্তান্তরিতআদীর দ্বারায় দায়যুক্ত করি নাই এবং উক্ত সম্পত্তী সম্বন্ধে আমার বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী হয় নাই বা তৎ সম্বন্ধে আমার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয় নাই উক্ত সম্পত্তী আমার বিরুদ্ধে কোন আদালত কর্ত্তৃক ক্রোক অবস্থায় নাই, যদি ইহার মধ্যে কোন বিশয়ে মিথ্যা থাকা প্রকাশ হয় তাহা হইলে আমি ফৌজদারিতে প্রবঞ্চনার জন্য দন্ডনীয় হইব।

১২। উপরুক্ত স্বত্যসকল আপনার নিকট ও আপনার উত্রাধিকারির নিকট আমি ওয়ারিশানক্রমে বাধ্য থাকীলাম।

১৩। অত্র তমশুকের লিখিত আবদ্ধ সম্পতীর কালেকটরির টাকা দাখিলের চালান ২৪ কেতা ও সন ১৩২০ সালের ২৩ আশাড় তারিখে লিখিত রেজষ্টরিকৃত কর্বুলতি এব নথী ৪১ ফর্দ্দ আপনায় হাওলা করিলাম অত্র তমশুকের শুদ আসল সমস্ত টাকা পরিশোদ দিয়া তমশুক খোলসা লইবার সময় উক্ত দলীল ফেরৎ লইব।

১৪। এতদার্থে সেচ্ছাপূর্ব্বক সুস্থ শরীরে সাক্ষীগনের সাক্ষ্যাতে আমি এই দলিলে দস্তখত করিয়া অত্র তমসুকের বাবদ উপরক্ত মবলগে ১৫০০ একহাজার পাঁচশত টাকা স্থানীয় সবরেজষ্টার বাবুর সমক্ষে নগদ অঙ্গিকারে এই দলীল সম্পাদন করিলাম। ইতি সন ১৩২৮ তেরশত্য আঠাশ শাল তারিখ শোলই বৈশাখ মোতাবেক ইংরাজী সন ১৯২১ উনিশ শত্য একুশ শাল ২৮ আঠাশে এপ্রেল।

নিঃস্ব শ্রী ভূপতি চরণ সরকার সাং বনমালী কানুয়া পং তমলুক অত্র দলিলে লিখনসহ [illegible] সাক্ষীর নাম লিখা আছে

প্রথম পাতার ২১ পৃষ্ঠায় লেখা অত্র তমসুকের শুদ ও আসল বুঝিয়া পাইয়া [illegible] লিখিয়া খালাস [illegible] দিলাম

২।৫ [illegible]

স্বাক্ষর শ্রীমন্মথনাথ সরকার সাং বনমালী কালুয়া পং তমলুক জেলা মেদনিপুর।
[২৪৮]

(৯)

শ্রীশ্রী হরিজী

মহামহিম শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মাইতির বনিতা ও শ্রীমতি নিরদাময়ী দাসী শ্রীযুক্ত প্রহলাদ চন্দ্র দাসের বনিতা জাতিয় কৈবর্ত্ত পেশা মহাজনি আদী সাং তিলখোজা পং ময়না থানা ও সবরেজষ্টার তমলুক জেলা মেদনীপুর মহাশয়গন বরাবরেষু

লিঃ শ্রী গোবর্দ্ধন জানা ৺রঘুনাথ জানার পুত্র জাতিয় কৈবর্ত্ত পেশা চাশাদী সাং তিলখোজা পং ময়না সবরেজষ্টার তমলুক জেলা মেদনীপুর

কশ্য কর্জ্জ টাকার আবদ্ধ তমশুক পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে আমিহ আমার গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রহলাদ চন্দ্র দাসের নিকট হইতে আমলি সন ১৩০৭ সালের অগ্রহায়ন মাহাতে রেজষ্টরি কোবালার দ্বারায় জমি খরিদ করিয়াছী। তজ্জন্য ও অনাটক আবশ্যকীয় খরচ জন্য আপনাদের নিকট ময়না পং তিলখোজায় নিম্নের তপশীলের লিখিত আমার খরিদা মালের জল কালা বাস্তু পতিত বনবঞ্জর আদি মোং ১।।২।। এক বিঘা সাড়ে বার কাঠা জমি আবদ্ধ রাখিয়া আসল মঃ ৪৮ৎ টাকা কর্জ লইলাম। ইহার সুদ ফি মাহ ফি তঙ্কে ৵০ অর্দ্ধ আনার হিসাবে আদায় কালতক আদায় দীতে থাকিব। আসল ও শুদ সমস্ত টাকা বর্ত্তমান সাল ১৩০৭ সালে আষাড় মাহাতে একেবারে আদায় দিয়া আপনার হস্তাক্ষরে ওয়াশীল লিখাইয়া দিব। পৃষ্টের লিখিত ওয়াশীল ব্যতিত অন্য কোন রকমের ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না। ইতি পূর্ব্বে উক্ত আবদ্ধ সম্পত্তি কাহার নিকট কোন প্রকার দায় সংযোগ করি নাই। প্রকাশ হয় দন্ডবিধি আইনানুসারে দন্ডনীয় হইব আর উক্ত আবদ্ধ তমশুকের দেনা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত আবদ্ধ সম্পত্তি কাহার নিকট কোন প্রকার দায় সংযোগ করিতে পারিব না. করিলে কোন স্থলে গ্রাহ্য হইবেক নাই। প্রকাশ থাকে যে উক্ত আবদ্ধীয় সম্পত্তি হইতে শুদ ও আসল সমস্ত টাকা আদায় না হয় তবে যত টাকা আদায় হয় তদবাদ বাকি টাকার জন্য আমার অপরাপর স্থাবর অস্থাবর স্বনামি ও বেনামি জায় * স্বরির হইতে আদায় লইবেন। তাহার আমি কোনমাত্র আপত্য করিতে পারিব না এবং আমার জমি খরিদা কোবালা আপনাদের নিকট হাওলা রাখিলাম। এতদার্থে সাক্ষীগনের সাক্ষ্যাতে আপনাদের তরপ শ্রীকৈলাষ চন্দ্র পাত্রের নিকট উপরুক্ত সমস্ত টাকা বুঝিয়া আপন স্বেচ্ছাপূর্বক অত্র কর্জ্জ টাকার আবদ্ধ তমশুক পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৩০৭ সাল তাং অগ্রহায়ন ইং সন ১৮৯৯ সাল ২৪ নবেম্বর।

তপশীল চৌহদ্দী

থানা ও সবরেজষ্টর তমলুকের অধীন ময়না পং মধ্যে হদ্দা খিরই অন্তর্গত

তিলখোজা মৌজায় ১ বন্দ কালা বাস্তু ও ধসা পতিত বন বঞ্জরসহ পশ্চিম পাশের ১ বন্দ ডোবা পুস্করনী একটি ১।।৹ বিঘার মধ্যে ১।৹ পূর্ব্ব আমাদের বাস্তু দং আমাদের ও সীরমনির বাস্তু পুষ্কর্নী এবং আমি পরমেশ্বরের কালা ধসা পতিত আটী প্রহলাদ দাসের ও উক্ত সীরমনীর বাস্তু পুষ্কর্নী আটী ঐ মৌজায় ১ বন্দ জল।২।।৹

পূর্ব্ব মালের জম জমি জোত গোপীজানা দক্ষীন * জলজমি জোত দীনু * পশ্চীম মালের জলজমি * * *

অত্র দলিলে লিখক সহ ৫ জন সাক্ষী

লিখক শ্রী কৈলাশ চন্দ্র পাত্র [৫৬৬]

(১০)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু জগত চন্দ্র মাইতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ন মাইতির পুত্র জাতিয়ে কৈবত্ত পেশা তেজারতিআদী সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক ষ্টেশান সবরেজষ্টর মৈশাদল জেলা মেদীনিপুর মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রী বিষু দাশ ৺হাড়ো দাশের পুত্র জাতিয়ে কৈবত্ত পেশা চাশআদী শাং শ্রীরামপুর পং ময়না ষ্টেশন শবরেজষ্টর তমলুক জেলা মেদীনিপুর কশ্য কর্জ্জ টাকার অবদ্ধিয় তমষুক পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে। তমলুক পরগনার পাঁচবেড়্যা নিবাসী শ্রীযুত বাবু লালমোহন মাইতি দীগর তালুকদারগনের অধিনে ষ্টেশন শবরেজষ্টর তমলুকের অধিন ময়না পরগনার ১৪৩৯ নং তৌজি ভুক্ত শ্রীরামপুর বাড় রূপ্ মৌজায় জলজমীন ৸২ কাঠা ও উক্ত ষ্টেশন শবরেজষ্টারের অধিন ময়না পরগনার ১৪৪০ নং তৌজি শ্রীরামপুর বাড়গৌরি মৌজায় জলকালা গেড়্যা ২৴১।। বিঘা একুন দুই মৌজায় ২৸৩।।৹ বিঘা জল কালা গেড়্যাদী আমার জোত দখলি মালের হইতেছে। এক্ষনে ময়না পরগনার শ্রীরামপুর সাকিনের শ্রীভোগীরাম শাউ মহাজনের ১৮৯৫ সালের ১২২৬ নং পেটীশরেন ও ৪২১ নং দেয়ানি জারির দেনা টাকা পরিশোধ কারণ আপনকার নিকট নিম্নের চৌহদ্দী মতে উক্ত দুই মৌজায় ২৸৩।।৹ দুই বিঘা সাড়ে আঠার কাঠা জমীন আবদ্ধ রাখিয়া মঃ ৬১৲ টাকা কজ্য লইলাম। ইহার ষুদ ফি মাহ ফি তঙ্কে ৵০ অর্দ্ধ আনার হিশাবে অদ্যকার তারিখ হইতে আদায় কাল পর্য্যন্ত দীব। আশল মায় ষুদ সমুহ টাকা বর্ত্তমান শনের আগত বৈশাখ মাহাতে একেবারে পরিশোধ দীয়া অত্র তমষুক খালাস করিয়া লইব। একেবারে আসল মায় ষুদ সমুদয় টাকা আদায় দীতে না পারি জখন জত টাকা আদায় দীব অত্র তমষুকের পৃষ্টে ওয়াশীল লেখাইয়া লইব, অন্য রশীদাদী লইব নাই। উক্ত মিয়াদ মধ্যে টাকা আদায় না দী তাহা হইলে মেয়াদগতে জেষ্ট মাশ হইতে মাশীক শতকরা ৪৲ চারিটাকা হিসাবে ষুদ দীব এবং শে পর্য্যন্ত আপনকায় প্রাপ্য আশল মায় ষুদ সমুহ টাকা পরিশোধ না দী উক্ত আবদ্ধিয় জমিন কাহাকেও দান বিক্রয় আবদ্ধীয় দ্বারায় হস্তান্তর করিতে

পারিব না, করিলে না মঞ্জুর হইবেক নষ্টতা করিয়া আপনকার প্রাপ্য টাকা আদায় না দী তাহা হইলে স্থানিয় আদালতে অত্র তমসুকের দ্বারায় আমার নামিত নালিষ করত উক্ত আবদ্ধীয় সম্পত্তি ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারায় আপনকার প্রাপ্য টাকা ও আদালত খরচসহ আদায় করিয়া লইবেন। তাহাতে সংপূর্ণ টাকা আদায় না হয় আমার অন্যান্য স্বনামি বেনামি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারা অবশিষ্ট টাকা আদায় করিয়া লইবেন। এই করারে সাক্ষিগনের মোকাবিলায় মঃ টাকা বুঝিয়া লইয়া আপন সেইচ্ছাপূর্ব্বকে আপনকার বাটী মোকামে অত্র আবদ্ধিয় তমষুকপত্র লিখিয়া দীলাম এবং অত্র আবদ্ধীয় তমষুকের মাতব্বরির জন্য সন ১৩০২ সালের ৭ই মাঘ তারিখের শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন মাইতি দীগর তালুকদারের দিয়ক ১১৮ নং চেক দাখিলা ১ কীত্তা ও শ্রীমতি সরিকেননেশা বিবি তালুকদারের দিয়ত সন ১৩০২ সালের ৭ই মাঘ তারিখের দীয়ত ৯৭ নং চেক দাখিলা এক কিতা একুন ২ কিত্যা দাখিলা আপনাকার নিকট রাখিলাম। ইতি সন ১৩০৩ শাল তাং ১৫ই কার্ত্তিক ইং ১৮৯৫।৩০ অকটোবর। [১১৩]

এইসব ঋণ গ্রহীতা ছাড়াও আরও যারা ঋণ করেছিলেন তাদের সকলের পরিচয় জানা একপ্রকার অসম্ভব। অঞ্চলভিত্তিক প্রাপ্ত ঋণপত্রগুলি থেকে অনুমিত হয় সেকালে বোধহয় শতকরা ৯৫% ভাগ লোকই কোন না কোন সময় ঋণ করেছেন। হয়তো শতকরার এই হিসাবটি আরও বেশি হতে পারে। এতে বিস্মিত হওয়ারও কোন কারণ নেই। এখানে আরও কিছু ঋণগ্রহীতার তালিকা দেওয়া হল অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের গবেষণার কারণে। যে ক্রমিক অনুসারে তথ্যাবলী সংকলিত হল তা এরূপ—ক) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণের পরিমাণ গ) ঋণ গ্রহণের সময় ঘ) সুদের হার ঙ) ঋণের কারণ চ) সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ঋণপত্রের ক্রমিক নং

১। রমানাথ দোলই চংরা কালাগন্ডা খ) ৯ কুড়ি ধান মূল্য ২৮৵. গ) ১৩২০, বৈশাখ ঘ) ফি সন ফি আড়া চার কুড়ি ঙ) গৃহস্থালি খরচ চ) ২০৪ নং

২। পরমেশ্বর মিশ্র পিয়াজবেড়্যা খ) দেড় আড়া ধান, ৩৪ গ) ১৩২৬ আশ্বিন ঘ) ।. চার কুড়ি ঙ) গৃহস্থালি খরচ চ) ২০৫ নং

৩। ইন্দ্র নায়েক ও শ্রীমন্ত নায়েক পাঁচবেড়্যা খ) ৩ আড়া ধান, ৭৫ গ) ১৩০৩ আশ্বিন ঘ) ।৵. ছ কুড়ি ঙ) গৃহস্থালির খরচ ও অন্যের ঋণ শোধ চ) ১১৪ নং

৪। ঐ ইন্দ্র ও শ্রীমন্ত নায়েক খ) ৪।। আড়া, ৯৯ গ) ১৩০৭ সাল ঘ) ।৵. কুড়ি ঙ) ঋণ শোধের কারণে পুনরায় ঋণ চ) ১১৫ নং

৫। বিষ্ণু দাস শ্রীরামপুর খ) ৬১ টাকা গ) ১৩০৩ সাল ঘ) প্রতি মাসে প্রতি টাকায় ৵০ আনা মেয়াদ শেষে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে মাসিক শতকরা ৪ টাকা ঙ) অন্যের ঋণ পরিশোধের কারণে পুনরায় ঋণ চ) ১১৩ নং

৬। অক্ষয় নারায়ণ মজুমদার পাথরা খ) ১৭৫ টাকা গ) ১৩০২ সাল ঘ) মাসিক শতকরা ১ . ঙ) চ) ১২৫ নং

৭। হরেকৃষ্ণ মাইতি পাচবেড়্যা খ) ৪২৫ টাকা গ) ১৩০০ সাল ঘ) মাসিক শতকরা ১।. টাকা ঙ) ব্যবসা চ) ১১৬ নং

৮। লক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি পেয়াজবেড়্যা খ) ২৯৯ গ) ১৩০৪ সাল ঘ) মাসিক শতকরা ১৷৴ . ঙ) ব্যবসা চ) ১১৬ নং

৯। শ্রীনাথ পন্ডা হারমা খ) ২০০০ গ) ১৩০৮ সাল ঘ) মাসিক শতকরা ১৲. ঙ) অন্যের ঋণ পরিশোধ চ) ১২৩ নং

১০। অক্ষয় নারায়ণ মজুমদার পাথরা খ) ৯৯৸. গ) ১৩০১ সাল ঘ) শতকরা ৩৵. ঙ) খাজনা বাকীর কারণে নীলাম ও অন্যান্য খরচ চ) ১২৪ নং

১১। মুরলি বেরা বরগোদা খ) ২৫ গ) ১৩০৯ ঘ) প্রতি টাকায় প্রতি মাসে ৵১০ আনা ঙ) দেনা শোধ ও গৃহস্থালি খরচ চ)

১২। রাঘব চরণ দাস অধিকারী মিরিকপুর খ) ১৫ গ) ১৩২১ ঘ) টাকা প্রতি ৵৫ ঙ) অন্যের ঋণ পরিশোধ চ) ১৪৪ নং

১৩। অমর জানা বাবলপুর খ) ।. কুড়ি ৯ গ) ১৩১৬ ঘ) প্রতি আড়ায় ৷. কুড়ি ঙ) গৃহস্থালির খরচ চ) ২০৫ নং

১৪। শ্রীনাথ বেরা কলাগেছা খ) ৪২ গ) ১৩০৫ ঘ) ৵১৫ ঙ) অভাবহেতু চ) ২০২ নং

১৫। হারাধন মাইতি পাঁচবেড়্যা খ) ১৫০০ গ) ১৩২৮ সাল ঘ) মাসিক শতকরা ১।. ঙ) চ) ২৪৮ নং

১৬। গোবর্দ্ধন জানা তিলখোজা খ) ৪৮ গ) ১৩০৭ সাল ঘ) প্রতি মাসে প্রতি টাকায় ৵১০ ঙ) চ) ৫৬৬ নং

জমিদার-প্রজাসাধারণ ও বিচার ব্যবস্থা

(১)

মহামহিম শ্রীযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর মোকাম তমলুক মহাশয় বরাবরেষু

দরখাস্ত শ্রীপরমেশ্বর মাইতি সাং তিলখোজা পং ময়না থানা ময়না অধীনের নিবেদন এই যে নিম্নলিখিত আশামীগণ আমাকে ফাঁকে পাইলে প্রাণে মারিয়া ফেলিবেক কাটিয়া ফেলিবেক ও যেরূপে হয় জব্দ করিবেক ও অত্যাচার করিবেক আমার জমিজমা ছাড়াইয়া লইবেক বলিয়া স্থানে স্থানে জোটবদ্ধ হয় ও আমাকে মারিবার জন্য খেদায়। আমি ভয়ে ঘরের বাহির হইতে পারি নাই অতএব আশামীগনের মুচলেকা পাইতে আজ্ঞা হয়।

২। বিবরণ এই যে প্রহলাদ চিন্তামনি ও গোপাল ও ভাগবত দাস আদি আমাদের জ্ঞাতি। আমাদের জ্ঞাতি ৺কেশবরাম দাসের পত্নী শিরোমনী দাসী তাহার স্বামীর ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াআদি করণ জন্য দেনদার থাকিয়া ও বাকী খাজনার দেনদার থাকিয়া ১৩০৬ সালের ফালগুন মাসে মৃত হইলে উক্ত জ্ঞাতি আশামীগন উক্ত দেনাদির কারণ তাহার সংশ্রবে আসিয়া তাহার দাহ ক্রিয়া আদি করিতে অসম্মত হওয়ায় ভদ্র ভদ্র লোকগন আসিয়া আমাদের পৈতৃক অনুজাই তিন সমানভাগে বিভক্ত করিয়া দিলে উমেশ ১/৩ ও আমি পরমেশ্বর ১/৩ ও ভজহরির পুত্র উক্ত জ্ঞাতি আশামীগন ১/৩ অংশ পাইয়া এবং উমেশের ও প্রহলাদের ভ্রাতাগনের সম্মতিক্রমে আমি পরমেশ্বর ও ভজহরির পুত্র প্রহলাদ কতকজমি বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট জমি উক্তভাবে সকলে যে যাহার পৃথক পৃথক দখল করিয়া আসিতেছি এবং তাহা নানাভাবে নানাস্থানে সকলে স্বীকার করিয়াছি। এক্ষনে আমাদের পরস্পর মতান্তর হওয়ায় প্রহলাদ ফৌজদারি করিয়া হারিয়া গিয়া দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রনায় ৯/১০ নং আশামীর যোগে গ্রাম্য লোককে অর্থদ্বারায় বশিভূত করিয়া উক্ত আশামীগণ আমার দখলী জমিন দখল করিতে দিবেক না বলিয়া উক্ত ক্রিয়া করিতেছে। এজন্য আমি ভয়ে একাকী ঘরের বাহির হইতে পারি নাই অতএব ধর্মাবতার স্থানীয় পোলিশের দ্বারায় তদন্ত করিয়া আশামীদের মুচলেখা লইয়া অধীনকে রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয় ইতি ১৪।৭।০৮

তপশীল আশামী

১। প্রহলাদ চন্দ্র দাস ২। ভাগবত দাস ৩। সত্যেশ্বর জানা ৪। গোবর্দ্ধন জানা ৫। উমেশ দাস ৬। ইন্দ্রনারায়ন দাস ৭। নিকলন্ঠ পাত্র ৮। পরমেশ্বর দাস ৯। গোপাল দাস ১০। চিন্তামনি দাস সাং তিলখোজা থানা ময়না ইত্যাদি ৫৪ নং সেহা

To

S. I. Police Moyna for an enquary and report by 31.7.08

Sd/- G. Chakraborty

S.D O.

14.7.08 [১৯]

(২)

In the court of Babu D. N. Saha Sub Divisional Magistrate of the first class at Tamluk miscellanous petition for the month of August 1925

Tamluk Camp, Dobandi

মহামহিম মহিমার্নব শ্রীলশ্রীযুক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর সমীপেষু, তমলুক

দরখাস্তকারী গ্রাম সমুহের হিন্দু অধিবাসীগনের পক্ষ হইতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী অধিনগনের নিবেদন এই যে

অধিনগনের দেশে চোর ও ডাকাইতগনের উপদ্রব নিবারনার্থ মহামান্য গভর্ণমেন্ট বাহাদুর বদমাইসী মোকৰ্দ্দমা উত্থাপন করিয়েছিলেন। তাহাতে এ দেশবাসী অধিকাংশ হিন্দু জাতীয় ভদ্রলোকগনকে গভর্ণমেন্ট বাহাদুরের পক্ষ হইতে সাক্ষী মান্য করায় তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত চোর ও ডাকাইতগনের মধ্যে বিখ্যাত চোর ডাকাইতের সর্দ্দার সেখ নাজির ও সেখ নন্দ কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়াছে। উক্ত মোকৰ্দ্দমা দায়ের থাকার কালে অধিনগনকে উহার স্বপক্ষে সাপাই সাক্ষী দেওন জন্য উহার জাতীয় কয়েকটি লোক বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিল তাহাতে অধিনগন সম্মত হয় নাই। সেই আক্রোসে অধিনগনের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী সেখ নাজিরের জাতিয় জোলা তাঁতিগন হিন্দুগনের উপর বিদ্বেশ ভাব পোষন করিয়া নানারূপে অত্যাচার করিতেছে। বিনা কারণে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে উদ্যত হয়। তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারায় উহারা ছাগল মেড়া ও গরু বাছুর ছাড়িয়া দিয়া অধিনগনের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী ধান্য ফসলাদি নষ্ট করিয়া দেওয়ায় এবং অধিনগনের বারম্বার অনুরোধ ও নিষেধ করা সত্ত্বেও বাধা না শুনায় চকসীরু নিজ্জোত নিবাসী শ্রীকালিপদ দাস উহাদের জাতীয় সেখ মজরুদ্দিন তাঁতির গরু খোয়াড়ে দিতে গিয়াছিল। তাহাতে উহারা দলবদ্ধ হইয়া জোরপূর্ব্বক দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া গোরু ছিনাইয়া লওয়ায় একটি * ফৌজ্দারি মোকৰ্দ্দমা উত্থাপন হইয়াছে। উক্ত মোকৰ্দ্দমা মিমাংসার জন্য জোলা তাঁতির মধ্যে চকসিরুরাধা নিবাসী সেখ বিহারী সেখ সাধন সেখ উয়াবীস সেখ মমিন সেখ নেমাজী এবং চকগাভুপোতা নিবাসী সেখ জৈনুদ্দিন সেখ হারু সেখ আমিম এবং চক সিরুনিজ্জোত নিবাসী সেখ মেউর সেখ মহম্মদ সেখ সুরত সেখ কচি আমাদিগকে

অনুরোধ করায় আমরা তাহাদিগকে ভবিষ্যতে আর কখনও এইরূপ অত্যাচার করিবে না এই মর্মে সোলেনামা করিয়া দিতে বলায় উহারা উত্তেজিত হইয়া চলিয়া যায়। তৎপরে উহারা * দলবদ্ধ হইয়া ষড়যন্ত্র করত গাড়ুপোতা খোয়াড়ের ইজারাদার সেখ বিহারীকে বাদী করিয়া হিন্দুগনের মধ্যে শ্রীরমানাথ মাইতি প্রভৃতি কয়েকটি গরীব লোকের নামে একটি মিথ্যা মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে ও আমাদের ঘর পোড়াইয়া দিবে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবে জাতি ধ্বংস করিবে ও আমাদিগকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবে ইত্যাদী নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছে। তাহাতে আমাদের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে শান্তিভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ধর্ম্মাবতার অধিনগনের উপর কৃপাদৃষ্টি করত কোন বিশ্বস্ত গভর্ণমেন্ট অফিসারের উপর এই সমস্ত বিষয় তদন্তের ও মিমাংসার আদেশ প্রদান করিলে সান্তি স্থাপন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব প্রার্থনা সত্বর তদন্তের আদেশ প্রদান করিয়া অধিনগনকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হয়। হুজুর মালিক নিবেদন ইতি তাং ২০ সে জুন ১৯২৫ সাল। শ্রী নিমাই চরণ সাহু সাং গাড়ুপোতা আদায়কারি পঞ্চাইত শ্রীগোপাল চন্দ্র দিন্ডা সাং শ্রীরামেশ্বর ঘাঁটা শ্রীঠাকুরদাস মাজী শ্রীদিনবন্ধু বেরা সাং চকসিরুরাধা শ্রীবৈকুন্ঠ নাথ প্রামানিক সাং নিঃ গাড়ুপোতা শ্রীঅধর চন্দ্র কোলে শ্রীভুবন চন্দ্র বেরা সাং নিজ্জোত গাড়ুপোতা শ্রীবিহারী লাল কোলে সাং * গাড়ুপোতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘাঁটা শ্রীচিন্তামনি ঘাঁটা শ্রীবৈকুন্ঠ ঘাঁটা সাং চকসিরুনিজ্জোত শ্রীপিতাম্বর ঘাঁটা সাং চকসিরুনিজ্জোত শ্রীশ্রীনাথ চন্দ্র বাগ শ্রীরাধানাথ মহাপাত্র সাং চকগাড়ুপোতা

C O Tamluk will bold an enquiry early and report by 6/7

Sd / D. N. Saha

22 . 6 . 25

Reprort here with enclosed

Sd/ B. C. De

29 7

In the court of Babu D. N. Saha Sub Divisional mgistrate of the first class at Tamluk

Miscellaneous petition for the month of August 1925. Petition of Naren Ch. Sahu (Nimai) and others against the Tanties of Rajgachtola near Dobandi Dak Banglow.

S. D. O.

When you here at Dobandi on 18.6.25 several respectable villagers approached you and complained to you about the turbulent attitude of the Tantis of Rajgahctola and other places. The petitioners have now

field this accompanying petition praying for proceeding under section 107 or P. Code against the Tanties I held enquiry on the 9th and 10th instant in the presence of the pititioners and the persons named in the petition.

It is not a fact that the Tanties are cherishing bad feelings against the petioners for their * evidence aganist shaik Nazir and shaik Nanda against whom proceeding under sec 110 of had been instituted the Gr. P. Code and who have been convicted and sentenced to undergo regorous unprisonment for 3 years. But it is a fact that the cattle of the Tantis damage the crops of neighbouring fields and when the owners remonstrate the Tanties threaten them. The Tantis are said to take away fishes from neighbouring tanks belonging to the Hindus. They are very turbulent and often fall out with the Hindus without any ground.

The following persons may be summoned to appear befor you and informed that severe steps will be taken against them and if they do not live peacefuly in the village.

1	Shaikh Sadhab	Chaksiruradha
2	Shaikh Behari	Do
3	Shaikh Momin	Do
4	Shaikh Jaimuddin	Chakgarupota
5	Shaikh Asir	Do
6.	Shaikh Meuru	Chaksiru Nijjot
7.	Shaikh Kochi	Do
8	Shaikh Surat	Do

Submitted for order
Sd/ B C. De
CO. Tamluk
29.7.1925 [২৮]

In the court of Babu D. N Saha Sub Divisional Magistrate of the First class at Tamluk Miscellaneous petition for the month of August 1925

লিখিত কারণ

শ্রীনিমাই চরণ সাউ
১ম পক্ষ

২য় পক্ষ
১। শ্রী সেখ সাদব
২। শ্রীসেখ বিহারী

৩। শ্রীসেখ মোমিন
৪। শ্রীসেখ জৈ॰দ্দিন
৫। শ্রীসেখ আদির
৬। শ্রীসেখ মেইরু
৭। শ্রীসেখ কচি
৮। শ্রীসেখ সরৎ

আমাদের দ্বারা ১ম পক্ষের উপর নানাবিধ কারনে মনমালিন্য বশতঃ অশান্তি উৎপাদনের কারণ হইয়া উঠিয়াছে উল্লেখে কেন ১০৭ ধারা স্থাপন হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য অধিনগনের নামে নোটাশ হওয়ায় অধিনগন নিম্নে কারণ দর্শাইতেছে যথা —

১। আমরা প্রথম পক্ষের উপর কোনরূপ অত্যাচার করি নাই বা করিবার ভয় প্রদর্শন করি নাই আমাদের দ্বারা অশান্তি উৎপাদন হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

২। প্রকৃত বিবরণ এই যে চকসিন্দ্ররাধা নিবাসী রমানাথ মাইতি প্রভৃতি গত ৯.৬.০৫ তারিখে ২য় পক্ষ সেক বিহারীর খোঁয়াড় হইতে খোঁয়াড়ের পয়সা না দিয়া জোর করে গরু খসাইয়া লইয়া যাওয়ায় উক্ত বিহারী রমানাথ মাইতি দীং উপর হুজুরে ফৌজদারি মোকর্দ্দমা দায়ের করিলে রমানাথ মাইতি তলপ হইয়া মাননীয় সবরেজষ্টার বাবুর এজলাসে এখনও বিচারাধিনে রহিয়াছে। উক্ত রমানাথ আমাদিগকে হায়রান করিবার মানসে ইতিপূর্ব্বে নিজ * কেশ ও হারাধন চক্রবর্ত্তি দীং দ্বারা কয়েকজন ২য় পক্ষগণের উপর বাং আঃ ১০৭ ধারা মতে প্রসিডিংস স্থাপনের প্রার্থনায় এইরূপ ভাবে দরখাস্ত করিয়াছিল। আমরা উপস্থিত হইয়া হুজুরের কারণআদি দর্শাইলে আমার মোক্তার বাবুর ফিয়ের টাকা ও মোকর্দ্দমা খরচাদির টাকা দিয়া উক্ত মোকর্দ্দমা মিটাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপ রমানাথের অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় পুনরায় আমাদিগকে জব্দ করিবার দুরাশায় নিজের বাধ্যের ও সাপাই সাক্ষী আদায়কারি পঞ্চাইত ১ম পক্ষের দ্বারা নানারূপ মিথ্যা উক্তিতে দরখাস্ত দিয়া নিজেদের বাধ্যের লোকদিগের দ্বারা মাননীয় সারকেল অফিসারের নিকট মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ায় অধিনগনের বিরুদ্ধে এইরূপ মিথ্যা রিপোর্ট হইয়া থাকিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে অধিনগন কাহাকেও সাসায় নাই বা অধিনগনের দ্বারায় কাহারও কোনরূপ অত্যাচার হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রার্থনা অধিনগনকে নোটীসের দায় হইতে অব্যাহত দিয়া প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হয় হুজুর মালিক। প্রকাশ যে আমরা ২য় পক্ষ ভবিষ্যতেও কোনরূপ শান্তিভঙ্গের কার্য করিব নাই নিবেদন ইতি ২৫।৮।২৫ [২৮]

(৩)

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সাতকৌড়ি হালদার সদর তৃতীয় মুনসেফ রায়

বাহাদুর বরাবরেষু

লিখিতং ১নং শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ২নং চিন্তামনি দাস ৩নং শ্রীপ্রহলাদ চন্দ্র দাস ^ভজহরি দাসের পুত্রগণ ৪নং শ্রীউমেশ চন্দ্র মাইতি ^কমলাকান্ত মাইতির পুত্র সাং তিলখোজা পং ময়না থানা তমলুক কশ্য ওকালতিলামা পত্র মিদং কার্য্যাঞ্চাগে হুজুর আদালতে শ্রীমত্যা দাসীমনী দাসী বিবাদিনী বিরুদ্ধে বাকী খাজনা সংক্রান্ত নালিযকরণ জন্য অধিনগনের পক্ষ উকীল নিযুক্ত করা আবশ্যক বিধায় পারশের লিখিত মহাশয়গণকে আপন আপন পক্ষ উকীল নিযুক্ত করিয়া একরায় করিতেছি যে ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত উকিল মহাশয়গণের মধ্যে যে কেহ অত্র ওকালতনামায় কবুল স্বীকারে আমাদের পক্ষে আরজী দাখিল করিবেন ও ফিরৎ লইয়া রসীদ দিবেন ও দরখাস্ত দস্তখত পূর্ব্বক দাখিল করিবেন ও ডিক্রী আদি লইবেন ও রসীদ দিবেন ও ডিক্রী জারির কার্য চালাইবেন ও অত্র মকদ্দমা সম্বন্ধে আমাদের হিতার্থে যে কোন কার্য করিবেন তাহা আমাদের নিজ কৃত কার্যের ন্যায় কবুল মঞ্জুর এতদার্থে অত্র ওকালতনামা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৯০২। তাং ২ জুন

সর্ব্বশ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মাইতি ব্রজেন্দ্র নাথ দে বংকীম চন্দ্র ঘোষ নারিগোপাল সিংহ মনমহন নাথ ঘোষ রঘুনাথ দাস রামচরণ চক্রবর্ত্তী মহেন্দ্র নাথ দাস নবকুমার মিত্র ঈশানচন্দ্র সিংহ শীতল প্রসাদ ঘোষ ক্ষিরদ নাথ গঙ্গোপাধ্যায় অন্নদাচন্দ্র দত্ত রামচন্দ্র পাল কেদার নাথ মিত্র ত্রৈলক্য নাথ কুণ্ডর কালীপদ হাজরা কুমেদাচরণ ঘোষ অমরেন্দ্র নাথ বসু শ্রীনিবাশ গুঁই [৯৮]

(৪)

Civil Process No 10 B

[Approved in the letter No 1606, d. 5 5 11]

Summons to witness

[Order 16, Rules 1 and 5 code of civil procedure]

সাক্ষিগনের প্রতি সমন

[দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১৬ হুকুম, ১ ও ৫ নিয়ম]

জিলা মেদিনীপুর মোঃ তমলুক ক্যাম্প ১০৫ ধারার মোকদ্দমা নং ৮৯০৫ নং সন ১৯১৭।১৮ শ্রীবস্তি নারায়ণ পাত্র দীং সাং তিলখোজা পং ময়না বাদী

বনাম

শ্রী নবদ্বীপ চন্দ্র নন্দী সাং পলাসী পং সাহাপুর প্রতিবাদী ৫। শ্রী উমেশ চন্দ্র মাইতি সাং তিলখোজা পং ময়না প্রতি যেহেতু উক্ত মোকদ্দমায় বাদিগণের পক্ষে আপনাকে সাক্ষ্য মান্য করিয়াছে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অতএব তোমাকে এতদ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে সন ১৯১৮ সালের ১২

এপ্রেল তারিখে পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১০ ঘন্টার সময়ে তুমি (স্বয়ং) এই তমলুক আদালত সমীপে উপস্থিত হইবা এবং তোমার নিকট পাট্টা স্লিপ পাট্টাচেক দাখিলা সহ উপস্থিত হইবেন।

তোমার সঙ্গে আনিবা [অথবা আদালতে পাইয়া দিবা]

তোমার বারবরদারি প্রভৃতি খরচ ও একদিনের খোরাকী বাবৎ মবলগে .. টাকা এতৎ সম্বলিত পাঠান গেল। তুমি আইন সঙ্গত কারণ বিনা এই হুকুম মান্য না করিলে তোমাকে সন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১৬ হুকুম ১২ নিয়মের লিখিত মত অনুপস্থিত হওয়ার ফল পাইতে হইবে। অদ্য সন ১৯১৮ সালের ৮।৪ তারিখে আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
জজ

বিশেষ কথা (১) তোমাকে

সাক্ষ্য দিবার জন্য না হইয়া কেবল দলিল উপস্থিত করিবার জন্য যদি তলব করা হইয়া থাকে তাহা হইলে উপরিউক্ত তারিখে ও সময়ে তুমি এই আদালতে উক্ত দলিল উপস্থিত করাইলে তুমি সমন অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছ গণ্য করা যাইবে।

ঐ(২) অধীন নিয়ম দেখ (২) উপরিউক্ত তারিখের অধিক তোমাকে রাখা হইলে কথিত তারিখের অতিরিক্ত প্রত্যেক দিন উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তোমাকে টাকা দেওয়া হইবে। [৬৯১]

(৫)

Civil Process No 124 B (old No 123 B)

[Approved in letter No 2362 d. 11.7.10]

Order of attachment of tenure or holding in execution of Decree.

[Section 163 of the Bengal tenacy Act VIII of 1885]

ডিক্রী জারিতে জোত না জমা ক্রোকের হুকুম।

[বঙ্গদেশীয় প্রজা সম্বন্ধীয় (১৮৮৫ সালের ৮ম আইনের ১৬৩ ধারা।] জেলা মেদিনীপুর চৌকী—তমলুক ৪র্থ মহকুমা আদালত সন ১৯১৮ সালের ২৪৯ নং ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা

১। শ্রী ব্যোমকেশ চন্দ্র মিত্র নাবালকের পক্ষে রক্ষক পিতামহী

* ২। শ্রী রমেশচন্দ্র মিত্র ৩। শ্রী চারুচন্দ্র মিত্র সাং কেরানীটোলা সহর

মেদিনীপুর ডিক্রীদার

বনাম

শ্রী উমেশ চন্দ্র মাইতি সাং তিলখোজা পং ময়না দেনদার

যেহেতু সন ১৯১৫ সালের ৩১।৬ তারিখে সন ১৯১৫ সালের ১৮৮ নং বাকী খাজনার মোকদ্দমায় শ্রী ব্যোমকেশ চন্দ্র মিত্র দিং এর অনুকূলে ও তোমার প্রতিকূলে মঃ ৯১/৩ টাকার যে ডিক্রী প্রচারিত হইয়াছিল তাহা তুমি পরিশোধ কর নাই এবং যেহেতু যে জোত বা জমার খাজনা পাওনা তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ার্থ ডিক্রীদার বঙ্গদেশীয় প্রজা সম্বন্ধীয় আইনেব ১৬২ ধারা অনুসারে দরখাস্ত করিয়াছে অতএব এই হুকুম হইল যে আদালৎ কর্তৃক অন্য হুকুম প্রচার না হওয়া পর্য্যন্ত এতৎসংলগ্ন তফসীলের লিখিত বস্তু দান বিক্রয় দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তরকরণে তুমি উক্ত দেনী তোমাকে নিষেধ ও নিবারণ করা যায় ও এতদ্বারা তোমাকে নিষেধ ও নিবারণ করা গেল এবং খরিদ বা দানসূত্রে বা অন্য কোন প্রকারে তাহা গ্রহণ করণে সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যায় ও এতদ্বারা নিষেধ করা গেল।

অদ্য সন ১৯১৮ সালের ২২।৮ তারিখে আমার দস্তখত ও এ আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া হইল

জোত বা জমার এবং যে মৌজা বা মহলে তাহা অবস্থিত তাহার বিবরণ

ষ্টেশন ও সবরেজষ্টার ও পরগনা ময়না তিলখোজা মৌজায় দেনীর জোত জমা

১। কালাবাস্তু

৫১ —	/৩।	দক্ষিণ বারাম রাস্তা পুঃ সরকারী খাল
৫৫ —	।৪।।	উঃ পঃ প্রহ্লাদ দাসের বাস্তু জমি

২। কালা

৫৬ —	।৩	উঃ পুঃ প্রহ্লাদ দাসের পতিত পঃ গোপীনাথ
৫৭ —	।৹৸৹	জীউ দঃ ভাগবত দাস
৬১ —	/৪।।৹	

৩। জলজমী

৫ —	।।২৸	উঃ বৈষ্ণব সীতানন্দ দাস দীং পঃ ভাগবত দাস দঃ *
৬ —	।২	পুঃ *

৪।	১১ —	১।১।।	উঃ সরকারি বান্দ পুঃ রামচাঁদ প্রধান দীং দঃ গোপীনাথ জীউর দেবত্তর পঃ তারাপদ দাস দীং
৫।	৬১ —	/৩৸৹	দঃ গোপীনাথ জীউর পুষ্করিণী পুঃ * দাস পঃ *
	৬৪ —	।৹।।৹	উঃ মহেশচন্দ্র প্রধান

৬। ৬৯ — ৪
 ৭২ — ।। *
  ৫।০।।

আদালতের মোহর স্বাক্ষর অস্পষ্ট জজ

[৬৬৩]

(৬)

Civil Process No 58 B

[Approved in letter No 1807 d. 19.5.11.]

Notice of the day fixed for setteling a self proclation.

[Order 21, Rule 66, code of civil procedure]

নিলামী এস্তাহারের বিষয় নির্দ্ধারণ করার ধার্য দিনের নোটিস।

[দেওয়ানী কার্যাবিধি আইনের ২১ হুকুম, ৬৬ নিয়ম।]

জেলা মেদিনীপুর চৌকী তমলুক মুঃ ৪র্থ আদালৎ

দেওয়ানি মোকদ্দমা নং ২৪৯ সন ১৯১৮ সাল ফয়জদারি খাজনা
শ্রী রমেশ চন্দ্র মিত্র সাং কেরানীটোলা সহর মেদিনীপুর দীং
বাদী ডিক্রীদার

বনাম

শ্রী উমেশ চন্দ্র মাইতি সাং তিলখোজা পং ময়না প্রতিবাদী
থানা ময়না দেনদার প্রতী

যেহেতু উক্ত মোকদ্দমার ডিক্রীদার দায়িকের সম্পত্তি নীলাম করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছে সে মতে তোমাকে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে নীলামী এস্তাহারের মর্ম অবধারিত করার জন্য আগামী সন ১৯১৮ সালের ১৬।৮ তারিখ ধার্য করা গিয়াছে। আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে সন ১৯১৮ সালের ৬।৮ তারিখে দেওয়া গেল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
জজ

[৬৬২]

(৭)

Fourth Munsif's Court Tamluk

Filed 18 Jul 07

৪৩৭নং জেলা মেদনীপুর চৌকী তমলুক মনসফী চতুর্থ আদালত

১৯০৭ বর্ণনাপত্র ৩ : ৫।৬ নং বিবাদী।

শ্রী অবিনাশ চন্দ্র মিত্র দিং বাদি	৫। শ্রী উমেশ চন্দ্র মাইতি
লিখক শ্রী কৈলাস চন্দ্র দাস	৬। শ্রী পরমেশ্বর মাইতি
মোহরার	বিবাদি

দাবি মং ৩২৵১০ টাকা বাকী খাজনা বাবত

উপরক্ত বিবাদিগণ বর্ণনা করিতেছে জথা--

১। বর্ত্তমান আকারে বাদিগণের নালিশ চলিতে পারে না

২। বাদিগণের নালিশী জমিনের চৌহদ্দী সঠিক নহে ও তঞ্চক হইতেছে। উক্ত চৌহদ্দীতে নালিশ চলিতে পারে নাই।

৩। মুল বিবরণ এই যে বাদিগণের নালিশী জমিন সকল মৃত শীরমনি দাসী জোতদার ও দখলকার ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র ও কন্যা কেহ [না] থাকায় আমরা ২।৩।৪।৫।৬ নং বিবদীগন সকলে নৈকট্ট জ্ঞাতিসুত্রে উয়ারিশান হইয়া ঐ সকল নালিশী জমিন মোঃ ৩।৩ বিঘা জমিন কালা বাস্তু বঞ্জর আটি খানা পুস্কর্নীসহ আমরা সকলে দখল করিয়া বাদিগনকে খাজনাআদি মত সীরমনি দাশীর নামিত দাখিলা গ্রহণে আমাদের জাহার অংশ মতে মারফত উল্লেখে খাজনা আদায় দীয়া আশিতেছিলাম। ২।৩।৪ নং বিবাদীর ১/৩ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ৫নং বিবাদী ১/৩ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ৬নং বিবাদি ১/৩ অংশ প্রাপ্ত হইয়া সকলে দখলকার আছেন।

৪। উক্ত নালিশী জমি সকলের মধ্যে ১নং লাটের বাড়ির অর্দ্দেক অংশ মোং ৴২। কাঠা ২।৩ নং লাটের জলকালা ধোশা মোং ১।২৸. জামীন ও বাস্তুর পশ্চিমের ডোবা পুখুর ১ একটি ১নং বিবাদি ৪।৬ নং বিবাদিগন রেজষ্টরী কোবলার দ্বারায় বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন তাহাতে ৫নং বিবাদী সম্মতি দিল।

৫। মৃত শীরমনি দাশীর ১নং লাটের বাস্তুর দক্ষিণে ১ একটী পুখুরের ৬নং বিবাদির পৈত্রিক রকম অর্দ্ধেক অংশ হইতেছে। মৃত শীরমনি দাশীর যে বাস্তুর দক্ষিণের পুকুরের যে অর্দ্ধেক অংশ ২।৩।৪ নং বিবাদির ১/৩ অংশ আছে এবং ৫ নং বিবাদির ১/৩ অংশ ও ৬ নং বিবাদির ১/৩ অংশ উক্ত শীরমনি দাশীর উয়ারিশ সুত্রে সকলে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষনে ৪ নং বিবাদী ৫।৬ নং বিবাদিকে ঐ পুখুরের অংশটী ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন। ৫।৬ নং বিবাদী ঐ পুখুরের অংশটী ছাড়িয়া দিবার অস্বীকার করায় ঐ ৪ নং বিবাদী বাদিগনের গোমস্তা শ্রীনিলকন্ঠ পাত্র ও ১ নং বিবাদী শ্রী গোবর্দ্ধন জানা বাদিগনের পাইক এহারা সকলে জোগাযোগ করিয়া খাজনা আদি আদায় লইয়াও নালিশ করাইয়াছেন।

৬। বাদিগনের গোমস্তাকে ৫।৬ নং বিবাদী আপনাদের অংশমত খাজনা আদায় দীয়াছেন। বাদিগনের গোমস্তা তঞ্চকপূর্বক দাখিলাদী না দীয়া ১ নং

বিবাদির যোগে তঞ্চকপূর্ব্বক এই নালিশ করিয়াছে। ঐ ১ নং বিবাদী ৪।৫ নং বিবাদির পরিবারগনের নামিত উক্ত জমিন আবদ্ধ তমসুক রেজেষ্টরী করিয়া টাকা লইয়াছে। শেই টাকা ৫ নং বিবাদী চাহাতে ৪ নং বিবাদির সহিত জোগ করিয়া ৫ নং বিবাদির পরিবারের টাকা ফাকি দীবার পাপাশয়ে -এইরূপ ঘটনা করিয়াছে ও করাইয়াছে এবং সেই তমসুকের নালিশ পরে করিব ইতি

নালিশী জমিনের তপশীল জমির চৌহদ্দী

মৃত শীরমনি দাশীর রায়ত জমির জল কালা বাস্তু ময়না পরগনার তিলখোজা মৌজায় বাস্তু ভদ্রাশন

১ বন্দ বাস্তু ✓৪।। পূর্ব্ব পরমেশ্বর মাইতির ও প্রহলাদ দাশের মালের বাস্তুবাটী দক্ষিন উক্ত মৃত শীরমনি দাশী ও পরমেশ্বর মাইতির মালের পুখুর পশ্চিম ঐ শীরমনীর মালের ডোবা পুখুর উত্তর মালের পুখুর দখল উমেশচন্দ্র মাইতি ও প্রহলাদ দাশ দীং

ঐ মৌজায় ১ বন্দ ধোশা কালা ৸২ কাঠা ঐ ধোশা কালা ।৩। = ১।.।। বিঘা পূর্ব্ব উক্ত শীরমনির ডোবা বঞ্জর দক্ষিন পরমেশ্বর মাইতির ধোশা কালা পশ্চিম ঐ শীরমনির মালের খানা উত্তর ঐ শীরমনির ও পরমেশ্বর মাইতির ডোবা পুখুর ঐ মৌজায় ১ বন্দ জলজমী ।২।। কাঠা উত্তর শীবু দাশের মালের জলজমী পূর্ব্ব ৺গোপী জানার মালের জলজমি দক্ষিন ঐ শীবু দাশ ও ৺দীনু মানার মালের জলজমী পশ্চিম ৺দীনু মানার মাল জল।

ঐ মৌজায় ১ বন্দ জল জমী ।।১।. কাঠা উত্তর স্বরকারী খালের খাশ পতিত পূর্ব্ব ৺গোপীনাথ জীউর দেবত্তর জলজমী দক্ষিন ঐ শীরমনির মালের জলজমি জোত পরমেশ্বর মাইতি ও উমেশচন্দ্র মাইতি পশ্চিম জমিদারী উগাল বাঁদ

ঐ মৌজায় ১ বন্দ জল জমিন ৸৪।. কাঠা মোট ৩।৩ উত্তর ঐ শীরমনীর রায়ত জলজমি জোত প্রহলাদ দাশ দীং দক্ষিন উমেশচন্দ্র মাইতি দীং মালের জলজমী পূর্ব্ব ৺গোপীনাথ জীউর দেবত্তর ও উমেশচন্দ্র মাইতির মালের জলজমী পশ্চিম সরকারী খাস পতিত ও মালের জলজমি জোত বাঁদকর দীনু তেউরাল।

অত্র বর্ণনা পত্রের লিখিত বিবরণ শকল আমাদের জ্ঞানমতে শোত্ব জানিয়া অদ্য উকিল বাবুর বাশায় বসিয়া অত্র শোত্ব পাঠে আপন আপন নাম দস্তখত করিলাম ইতি ১৮।৭।০৭

লেখক — স্বাঃ শ্রীউমেশচন্দ্র মাইতি

শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় — শ্রীপরমেশ্বর মাইতি

নকল নবীশ — [১৮]

নামজারি ও না দাবি একরারনামাপত্র

নং ৩৯ নামজারি

কালেকট্টরি

রোবকারি কাছারি কালেকট্টরি জেলা মেদনিপুর এজলাস শ্রীযুত উলিয়ম হেনবি ব্রডহষ্ট সাহেব

সাহেব কালেকট্টর সন ১৮৫৭।৪ সেতম্বর

মোঃ আমলি সন ১২৬৫।২১ ভাদ্র শুক্রবার

শ্রীমতি জাহ্নবি দেই ও শ্রীমত্যা মতি দেই সাকিনান পাচবাড়্যা পং তমোলুক মজহরান

তৈজির ৩৬৫ নং সবঙ্গ পরগনায় মহাল মুরারিচক তস্কিষ কোঃ ৬৬৬১/৫ পাইর অন্দর রকম ।। আনা তস্কিষ ৩৩৩৮/।। টাকার উপর নাম জারির বিশয়

ইতিপুর্ব্বে মজহরান উপরুক্ত রকম তালুক শ্রীসিবনারায়ন চোধরি ও লক্ষিনারান চোধরি ও শ্রীমত্যা আদরমনি দাসি ও শ্রীমত্যা অনঙ্গ মঞ্জরি দাসির স্থানে খরিদ করিয়া দখলকার থাকা ইজহারে আপনার্দ্দের নাম স্রেস্তায় জারি হওন আসয়ে প্রার্থিত হইলে রোয়াদাদ কারন শ্রীযুক্ত মৌলবি আবদুল্লা খাঁ বাহাদুর ডিপুটি কালেকট্টরের নিকট মুপর্দ্দ হইয়াছিল। তাহাতে প্রসাসিত ডিপুটী কালেকট্টর বায়াগনের নাম জারির মোকর্দ্দমায় উহার্দ্দের দখলকারির বিসেষ প্রমান অভাবে খারিজের রোয়াদাদ প্রেরণ করা হেতুতে মজহরানের নাম স্রেস্তায় জারি হইতে না পারার উভিপ্রায়ে ২৭ জুলাই তারিখে কাগজ হজুরে প্রেরণ করিলে মোকাবিলা হইয়া পেস হওনের আদেস হইয়াছিল। পরে ৭ আগষ্ট তারিখে মজহরান একখন্ড দরখাস্ত মায় মাল গুজারি আদাএর দাখিলা দাখিল করিলে নথির সামিল পেসের আদেস হয়। অদ্য পেস হইয়া মোনাহেজা ও স্রবণ হইল, জে হেতুক মজহরানের দাখিলি দস্তাবেজাত ও সাক্ষিগনের সাক্ষতায় মজহরানের দখলকারি প্রমান হইয়াছে ও বায়াগন রিতমত ইস্তাহার জারি হওাতে ও মজহরানের নাম জারির প্রতি কেহ আপর্ত্ত দর্সায় নাই। জদিয় অত্র মহালে বায়াগনের নাম স্রেস্তায় জারি নাই কিন্তু উহারা অত্র মহালের সাবেক মালিক শ্রী বৈদ্যনাথ চৌধরির নামের পরিবর্ত্তে আপনার্দ্দের নাম স্রেস্তায় জারি হওনের প্রার্থিত হইয়া বিক্রয়ের সময় পর্য্যন্ত দখলকার থাকনের প্রমান দিয়াছে। ফলত উপরুক্ত রকম তালুকে মজহরান দখলকার থাকা হেতু বায়াগনের নাম স্রেস্তায় জারিকরনের অনাবিশ্বক বিবচনায় প্রসংসিত ডিপুটি কালেকট্টরের রোয়দায়ের অন্নথায় উপরুক্ত রকম তালুকের উপর মজহরানের নাম ৺বৈদ্যনাথ চৌধরির নামের সামীল স্রেস্তায় জারি হওনে কোন বাধা দৃষ্ট না হইয়া হুকুম হইল জে তৈজির ৩৬৫ নং সবাঙ্গ পরগনার মহাল মুরারিচক তস্কিষ কোম্পানি ৬৬৬১/৫ পাইর অন্দর রকম।। আনা তস্কিস ৩৩৩/৮ টাকার উপর মজহরানের নাম বৈদ্যনাথ চৌধরির

নামের সামিল এজমালিতে শ্রেস্তায় জারি করা জায় আর একাউন্টন্টের নামে এ বিসয়ের এত্তলাই পরওানা সাদর হয় আর নথি মহাফেজের হাওালা হয় জে রিতমত রষুম লইয়া দাখিল করে আর রষুম দাখিল না হইলে হযুরে এত্তালা দেয় ইতি [১৩২]

(১)

মহামহিম শ্রীজুৎ গঙ্গানারায়ণ মাইতি ক্যশধ্যজ মাইতির পুত্র জাতিয় কৈবর্ত পেশা তালুকদারি বিত্তীভোগীআদী সাং চৈতন্যপুর পং কাশীজোড়া জেলা মেদনিপুর বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীবদনচাঁদ মাইতি ও শ্রীদিননাথ মাইতি ক্যশধজ মাইতির পুত্র জাতিয় কৈবর্ত্ত পেশা তালুকদারি বিত্তীভোগী আদী চৈতন্যপুর পং কাশীজোডা মেলা মেদনীপুর স্টেশন ও সবরেজেস্টারি পাঁষকুড়া

কস্য না দাবি একরায় নামাপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে স্টেশন ও সবরেজেস্টরি তমোলুকের অধিন ময়না আউট পোস্টের অন্তপাতে ময়না প্রগণায় ১৭৩১ নম্বর তৌজীভুক্ত অনুখা পুব্ব্য প্রকাশীত পূর্ব্ব্য অনুখা ইজমালি রকম আনা তালুকা যে তাহার কাত মঃ ৫০০ টাকা... জাহা ইতিপূর্ব্ব্যে আপনি আপন নিজ নিজ ধনে খরিদ করিয়া ফেলায় কলেকটরি মহকুমায় স্বীয় নাম জারি পুর্ব্ব্যক সদর মফস্বলে ভোগবান ও দাখীলকার হইয়া আশীতেছেন। ষুতরাং আপনি আমাদের মধ্যম ভ্রাতা আপনার স্বহিত আমরা প্রথকান্ন্য হইয়া এক্ষনে পৈত্ত্বক ও নিজ নিজ ষুপার্জীৎ সম্পত্তী রিতমত অংশ নামার দ্বারায় বিভাগ ও বন্টন করিয়া লইলাম ও লইলেন কিন্তু উক্ত নম্বর তৌজীভুক্ত পূর্ব্ব্য অনুখা তালুক আপনকায় নিজ ধনে খরিদ থাকায় ভবিস্বতে আমরা কী আমাদের ওারিশান উক্ত তালুকা ইজমালি খরিদা সর্ত্ত বলিয়া আপনার স্বহিত কোন সময় বিরোধ উপস্থীত করি বা করেন এমত আকাঙ্খায় আপনি আমাদের নিকট নাদাবি তপসীলের লিখিত উক্ত নম্বর তৌজীভুক্ত তালুকায় সত্ত্যলভ্ব্য এবং স্টেশন ও সবরেজস্টরি পাষকুড়ার অন্তর্গত কাশীজোড়া প্রগণার চৈতন্যপুর মৌজায় মাল জোত ১ বন্দ ৴৪ কাঠা নিম্ন লিখিত চোহদ্দী ... জাহার কাত মং ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা মুল্যের তালুকা ও জমীন হইতেছে আমরা অই না দাবির দ্বারায় লিখিয়া দীতেছী যে উক্ত সম্পত্তীতে আমরা কী আমাদের ওারিশানের কোন দাবি দাত্তা ও সর্ত্ত সম্পর্ক্য রহীল নাই ও ভবিষ্যতে আমরা আমাদের ওারিশানা কোন দাবি আপত্ত করিতে পারিব নাই। আপনি আপণ পুত্র পৌত্রাদীক্রমে উক্ত তালুকায় সদর মফস্বলে ও উক্ত জমিতে ভোগদখল করিতে থাকীবেন জদী আমরা কী আমাদের ওারিশান কোন দাবি দাত্তা করি বা করেন শে মীথ্থা ও নামঞ্জুর ও আদালত অগ্রাহ্য হইবেক। এতদার্থে আপন ইচ্ছামতে সাক্ষীগণের সাক্ষ্যতায় অত্র না দাবি একরায় নামাপত্র লিখিয়া দীলাম ইতি সন ১৩০৬ সাল তারিখ ২৫ জেষ্ঠ

তপসীল— স্টেসন ও সবরেজেষ্টরি তমোলুকের অধিন ময়না প্রগণায় ১৭৩১

নং তৌজীভুক্ত অনুখা পুর্ব্ব্য প্রকাশ পুর্ব্ব্য অনুখা ইঃ বঃ . আনা তালুকা যে তাহার কাত . . . মং ৫০০।৶৭ টাকা

স্টেসন ও সবরেজেস্টারি পাঁষকুড়ার অধিন কাশীজোড়া প্রগণায় চৈতন্যপুর মৌজায় মায় জোত ১ বন্দ জল ৪ কাঠা পুর্ব্ব্য জোত অদৈৎ ভূঞা পশ্চীম জোত নিজ দীগর উত্তর জোত সীধু সাউ দক্ষীন জোত শ্রীহরি সাত

(২ খন্ডে ৫ পাঁচ টাকার স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রী বদন চাঁদ মাইতি ও শ্রী দিননাথ মাইতি-র স্বাক্ষরসহ ৬ জন ইসাদের স্বাক্ষর রয়েছে। এ ছাড়া বদনচাঁদ ও দীননাথ মাইতির নামিত রাবার স্ট্যাম্প ও ব্যবহার করা হয়েছে। [১২৯]

(২)

মহামহিম শ্রীযুক্ত লক্ষণ চন্দ্র সাঁতরা পীতা ৺বৈকন্ট নাথ সাঁতরা জাতী মাহীষ্য পেসা চাষ সাং পুব পরগনে বলীয়া থানা বাগনান চৌকি উলুবেড়ে জেলা হাওড়া

লিখিতং শ্রী দ্বারিকানাথ প্রমানীক পিত্তা ৺কাত্তীক চন্দ্র প্রমানীক জাতি মাহীষ্য পেসা চাষ ও শ্রীমতি যুবাষ দাসী স্বামী ৺চিনীবাষ প্রমানীক নাবালক পুত্র শ্রী কানাইলাল্ প্রমানীকের পক্ষে গার্জ্জেন মাতা শ্রীমতি যুবাষ দাসী সর্ব্ব জাতি মাহীষ্য পেসা গৃহস্থলী কাজ্য আদী সাং লহলা পরগণে বলীয়া থানা বাগনান চৌকি উলুবেড়ে জেলা হাওড়া কস্য না দাবি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। জেলা হাওড়া চৌকি উলুবেড়ে থানা বাগনানের . . . বলীয়া পরগণা মৌজে লহলা গ্রামের মধ্যে আমতা থানার অন্তর্গত নারিটি নিবাসী শ্রী সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দীগরের যে সমস্ত নিষ্কর জমী ছিল তনমধ্যে তপযীলের চৌহদ্দীর লিখিত আমাদের জোতের মধ্যে ১/২৶/১১ নিষ্কর মালী জমী জাহা আপনী উক্ত ভট্টাচার্য্য দীগরের নিকট হইতে বর্ত্তমান সনের ২০ অগ্রহায়ন তারিখে খরিদ করিয়া দখলীকার হইয়াছেন এক্ষনে আমাদীগের দখলী জোত ছাড়িয়া দীতে বলায় আমরা আপন সম্মতিক্রমে পঞ্চজনা লোক থাকিয়া উপরিক্ত ১/২৶/১১ বিঘা জমী জোতের বাবদ নগদ ২৭৲ সাতাইষ টাকা গ্রহনে ভাগ জোতের সর্ত্ত ত্যাগ করিয়া অঙ্গিকার করিতেছী আপনী উক্ত জমীতে দখল লইয়া আপনার জদইচ্ছা কাজ্যাদী করিতে থাকুন দখল সম্বন্ধে আমাদের কুনও দাবিদাবা রহিল না বা ভবিসতে কেহ কখনও দখল সম্বন্ধে দাবি দাওয়া করে কি করি তাহা আইন জোরে বাতীল ও নামঞ্জুর হইবেক। আর প্রকাষ থাকে জে উক্ত ভুম্যাদী গোপনে বা তণঞ্চকতার উপর কাহারও নিকট বন্ধক বা দায় সংজোগ করি নাই পরে প্রকাষ হয় তাহাতে আপনার জে ক্ষতি হইবেক মায় ওয়ারিসেন ক্ষতি পুরান দীতে বাধ্য থাকিলাম এতদার্থে সাক্ষগণের সমিক্ষায় আপন ২ খুসীতে অত্র না দাবি পত্র লিখিয়া দীলাম ইতি সন ১৩৩১ সাল তাং ৯ চৈত্র

২য় পর্ব ঃ বিশ্লেষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অভিলেখগুলির অবস্থানগত ভৌম পরিচয়

মানব সভ্যতার উষালগ্নে সঠিক কোন সময়টি থেকে কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হলেও আদিম মাংসাশী মানুষ ক্রমে ক্রমে লতাপাতা সবুজ শ্যামল গাছ-গাছালি থেকে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহের প্রবৃত্তির তাড়নায় কৃষিকাজের পত্তন ঘটায়। দীর্ঘদিনের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায়, সে লাভ করল বীজের অঙ্কুরোদগম জল আলো হাওয়ার সংস্পর্শে মৃত্তিকায় চারাগাছের আত্মবিকাশ তা থেকে বৃক্ষ ফুল ফল জন্মানোর প্রক্রিয়া। যেদিন পদ্ধতিগতভাবে মাটিতে শষ্যবীজ পুঁতে শষ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করল সেদিনই শুরু হল আদিম মানুষের সুসভ্য জীবন যাপনের ধারা।

মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি আবিষ্কারের পরই সে সন্ধান করতে থাকে নরম উর্বর মৃত্তিকার। তারপর বীজ বপন করে পাকা ফসল ঘরে তোলার জন্য যে সময়ের দরকার সে সময় তাকে বাধ্য হয়ে ঐস্থানে সাময়িকভাবে বসবাস করতে হত বেশ কিছু সময়। এইভাবে মানুষ যাযাবরীয় জীবন পরিত্যাগ করে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে সে কৃষিকাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে আর বুঝেছে কৃষিকাজ কোন একক ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সম্ভব নয় যৌথ বা গোষ্ঠী বদ্ধ জীবনের কাজ। কৃষি-কাজের জন্য চাই পর্য্যাপ্ত পরিমান জল। আর সে কারণেই নদী অববাহিকাই বসতি স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বিবেচনায় প্রাচীন সভ্য-মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করতে শুরু করে নীলনদের অববাহিকায় ইউফেটিস ও তাইগ্রীস নদীর মোহনায় অবস্থিত বদ্বীপে, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে সিন্ধু ও গঙ্গানদীর এবং চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীব অববাহিকায়।

এইসব নদীতীরবর্ত্তী অঞ্চলে যে প্রাচীন কৃষিসভ্যতার পত্তন ঘটে সেই ধারা প্রবহমান হয় সমগ্র পৃথিবীতে আর সেই প্রাচীন ধারার স্রোতপথ ধরে বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশলাভ করে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

তাই বলতে দ্বিধা নেই বাঙালীর সভ্যতা সংস্কৃতি তথা আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো মূলত যে উপাদান সমূহের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তার অন্যতম প্রধান উপাদান হল কৃষিজাত পণ্য। এমন কি প্রাথমিক স্তরে বাণিজ্যও গড়ে উঠেছে এই সব কৃষিপণ্যকে অবলম্বন করেই। ফলে উনবিংশ শতাব্দী এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত কৃষিই ছিল গ্রামীন জনজীবনের প্রধান অবলম্বন। সেকারণে ভূমিও কৃষি সংক্রান্ত অভিলেখগুলির মাধ্যমে জীবনাশ্রয়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পেতে হলে ভূ বলয়েরও পরিচয় জানা একান্ত জরুরী।

এছাড়া দেশও জাতির পরিচয় জানা যায় তার ভৌগোলিক পরিচয়ে। ভূগোলকে বাদ দিয়ে ইতিহাস রচিত হতে পারে না। রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কারণে বিভাজিত সীমায়িত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা দ্বারা চিহ্নিত ভূবলয় বর্ত্তমান গবেষণার প্রেক্ষাপট রূপে নির্বাচিত হলেও এই ভূবলয়ের বর্হিভাগে অবস্থিত কোন কোন জনপদ আলোচ্য বিষয়ের দাবিদার হতে পারে না। কারণ আলোচ্য অভিলেখগুলিতে ঐ ভূখন্ডের কোন উল্লেখ নেই। আমাদের আলোচ্য ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রয়েছে অখন্ড মেদিনীপুর জেলা সহ হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার কতকাংশ হাওড়া, কলিকাতা ও ২৪ পরগণা অর্থাৎ আলোচ্য অভিলেখগুলিতে এই অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতি তথা জনজীবনের নানাদিক প্রতিফলিত রয়েছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকে অখন্ড মেদিনীপুর জেলার পূর্ব দক্ষিণ অংশের এই ভূভাগের মধ্যও প্রান্তসীমা দিয়ে প্রবাহিত রূপনারায়ণ কংসাবতী শিলাবতী। কেলেঘাই চন্ডিয়া ও হলদি প্রভৃতি স্রোতস্বিনীর পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত এই ভূ-ভাগ মূলত কৃষিনির্ভর। ফলে প্রাচীনকাল থেকে এই ভূখন্ডে কৃষিনির্ভর জনজীবন গড়ে উঠতে থাকে। সামাজিক বিন্যাস ও সৃষ্টি হয় কৃষিকেন্দ্রিক এবং সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তাও গড়ে ওঠে কৃষিভিত্তিক। প্রাচীন কালের সেই সমাজ বিন্যাস কিংবা জনজীবনের সাংস্কৃতিক দিকের পরিচয় উদ্ধার আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির পারস্পরিক যোগাযোগ তথা ভাব প্রকাশের ভাষা কিরূপ ছিল তাই আমাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে আকর উপাদান রূপে অবলম্বন করা হয়েছে ভূমিকেন্দ্রিক দলিল দস্তাবেজসহ অন্যান্য অভিলেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অভিলেখগুলির শ্রেণী পরিচয়

ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে সব পট্টোলি বা দলিল আমাদের হস্তগত হয়েছে তাতে দেখা যায় একই জমি নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে হস্তান্তরিত হয়েছে বারে বারে। কখনো বা বিক্রয়ের দ্বারা কখনো বা দান, লিজ, কবুলিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে। আধুনিক কালেও এই রীতি প্রচলিত। তবে প্রাচীনকালে মূলত দান ও বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই হস্তান্তর রীতি। খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলির সমস্তই দান বিক্রয় সম্বন্ধীয়। ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি ভূমি ক্রয়ের নিমিত্ত রাজ সমীপে আবেদন জানাত এবং ঐ আবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিকে তা বিক্রয় করা হত। রাজা কর্তৃক স্বতপ্রণোদিত হয়ে ব্রাহ্মণকে দেবসেবার জন্য ভূমি দানের প্রাচীন দলিলও ভারতে অজ্ঞাত নয়। অষ্টম শতকের পরবর্ত্তী কালে ভূমিদান সম্পর্কিত পট্টোলিগুলি হস্তগত হলেও ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত পট্টোলিগুলি খুঁজে পাওয়া যায় নাই। অনুমিত একালেও ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের রীতি প্রচলিত ছিল।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভূমি হস্তান্তরের যে পর্য্যায় এবং ঐ সংক্রান্ত নথিপত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে সেগুলি হল জমির ১) বিক্রয় কোবলা ২) ইজারাপত্র ৩) কবুলিয়ত পত্র ৪) নিলামী সার্টিফিকেট ৫) ঠিকাপত্তনি পত্র ৬) উইলনামা ৭) ঋণপত্র ও বন্ধক নামাও ৮) নামজারি। ৯) ভূমি সংশ্লিষ্ট জমিদার, প্রজাসাধারণ ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত। ১০) এ ছাড়া শায়ত্ব শাসন সম্পর্কিত নথিপত্র ইত্যাদি।

এখন এই সব নথিপত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

বিক্রয় কোবলা ঃ মূল আরবী 'কবলা' শব্দের অর্থ যে কোন দ্রব্য বিক্রয়ের দলিল, বর্ত্তমানে শব্দটি জমি বিক্রয় সংক্রান্ত 'দলিল' বা নথিপত্র বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। জমি যখন 'খাস' অবস্থায় ছিল তখন তা সম্পূর্ণরূপে রাজা বা জমিদারের অধীনেই ছিল। জমিকে আয়ের উৎস রূপে বিবেচনা করে রাজা বা জমিদারগণ প্রজা বিলি করে রাজস্ব আদায়ের চিন্তা করেই প্রজাকে নির্দ্দিষ্ট জমির উপর অধিকার দানের নিদর্শন স্বরূপ পাট্টাদান করেন। পাট্টা প্রাপক জমিদার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হারে বাৎসরিক রাজস্ব প্রদানের শর্ত্তে জমির উপর স্থায়ী অধিকার লাভ করলে বলা হয় রায়তী প্রজা। এই রায়ত বা তার কোন উত্তরাধিকারী কোন সময়ে অর্থের বিনিময়ে অন্যাকে জমি হস্তান্তর করতে চাইলে যে চুক্তিপত্র বা দলিল সম্পাদিত হয় তাকেই বলা হয় বিক্রয় কোবলা। এই বিক্রয় কোবলা রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী করিয়ে নিতে হয়। এর ফলে জমি হস্তান্তরের বিষয়টি সরকারী দপ্তরে নথিভুক্ত হয়ে স্বীকৃতি লাভ করে। রেজিষ্ট্রীকৃত এই বিক্রয় কোবলাগুলির মাধ্যমে সমকালীন জমির বিক্রয়মূল্য. সামাজিক ও অর্থনৈতিক

অবস্থা এমন কি ক্রেতা বিক্রেতা ইসাদবর্গ সহ দলিল লেখকদের সামাজিক অবস্থান বিষয়ে নানা তথ্য জানা যায়। সে কারণে সমাজ বিজ্ঞান আলোচনায় এই নথিপত্রগুলির মূল্য অসীম।

মিয়াদী ইজারাপত্র : জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে রাজা বা জমিদারগণ বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। ভূমধ্যকারীগণ এই সব ভূসম্পত্তি ভোগ দখলের বিনিময়ে রায়ত প্রজাসাধারণের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে ভোগ বিলাসে জীবন কাটাতেন এজন্য তারা পাইক, চৌকিদার, তহশিলদার এমন কি লাঠিয়াল নিয়োগ করতেন রাজস্ব আদায়ের জন্য। পর্য্যাপ্ত লোক লস্কর থাকলেও এই বিশাল জমিদারীর খাজনা আদায় সব সময়ে সহজসাধ্য কাজ ছিল না। খাজনা আদায়ে নানা জটিলতা দেখা দেওয়ায় ও খাজনা অনাদায়ীর কারণে কোষাগারে ঘাটতি দেখা দিতে থাকে। শেষে জমিদারগণ নিজ নিজ এলাখাকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে এক একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখন্ডের খাজনা আদায়ের দায়িত্ব এক একজনের ওপর দিতেন এবং তাও একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে। একেই বলা হত মিয়াদী ইজারা। আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকেরাও ঋণের কারণে কিছু অর্থের বিনিময়ে অন্য কৃষককে কিছু শর্ত্ত সাপেক্ষে জমিচাষের অধিকার দিত।

বৃটিশ যুগে এই ইজারা প্রথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত থাকলেও প্রাক্ বৃটিশ যুগে মোঘল সাম্রাজ্যের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা চালু রাখার কারণে জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব অপরিহার্য ছিল। জমিদারগণ একদিকে ছিলেন জমির মালিক অন্যদিকে মধ্যস্বত্ত্বভোগী কৃষকও। সেকারণে রায়তদের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক ছিল মধুর। কিন্তু মোঘল রাজত্বের শেষে ইজারা প্রথা চালু এবং ইজারাদাররা অধিক লাভের আশায় ধার্য করের পরিমাণ ইচ্ছানুযায়ী বৃদ্ধি করায় জমিদার ও কৃষকের সম্পর্কে তিক্ততা বাড়ে এবং পরবর্ত্তী কালে বৃটিশ সরকার এই প্রথা চালু রাখায় প্রজারা তা মেনে নিতে পারেনি। ফলে কোথাও কোথাও কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। মেদিনীপুরে প্রথম কৃষক ও গণবিদ্রোহ দেখা দেয় কর্ণগড়ের বিদ্রোহিনী রাণী শিরোমণির নেতৃত্বে।

আরও পরবর্ত্তীকালে ইজারা দান প্রথায় নানা শর্ত্ত আরোপিত হতে দেখা যায়। জমির ইজারাদার বা প্রান্তিক কৃষক কখনো কখনো ঋণ শোধের কারণে কিংবা সাংসারিক প্রয়োজনে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে একটি নির্দ্দিষ্ট সময় সীমার জন্য চাষ আবাদ অথবা প্রজাবিলির দ্বারা খাজনা আদায় করে ভোগ দখলের অধিকার দিতেন। এক্ষেত্রে রোডশেশ বা কালেকটরির রাজস্ব ইজারাদারকেই মিটাতে হত। জমির অধিকার ভোগের মেয়াদের মধ্যে হাজা শুখা বা অন্য কোন কারণে ফসল অজন্মা হলে ইজারাদারদের পক্ষে কালেকটরিতে রাজস্ব মেটানো সম্ভব হত না। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহের জন্য বাধ্য হয়েই ইজারাদার বাকী সময় সীমার জন্য পাট্টা প্রাপ্ত ইজারাভূমি পুনরায়

ইজারা দিতেন, এরূপ অধিকার তার ছিল। এরূপে একই সময় সীমার মধ্যে একই জমির ইজারাদারের পরিবর্ত্তন ঘটতো। এতেও যে রাজস্ব সংগ্রহের সমাধান ঘটত তা নয়, বছরের পর বছর রাজস্ব বাকী পড়ায় এক সময় জমির মূল মালিককে রাজস্ব মিটিয়ে দেওয়ার নোটীশ হত একটি নির্দ্দিষ্ট দিনের সূর্যাস্তের মধ্যেই। নির্দ্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে বাকী রাজস্ব কালেকটরীতে জমা না পড়লে জমি নিলামে উঠত। নিলামের দিন যিনি সর্বোচ্চ মূল্যে ডাক নিলাম ধরতেন তাকেই পুনরায় জমি ভোগের অধিকার দেওয়া হত আইন সঙ্গতভাবে আদালতের মাধ্যমে।

ইজারা পাট্টাও ছিল একপ্রকারের কবুলিয়ত। একদিকে জমির মালিক যেমন নির্দ্দিষ্ট শর্ত্ত সাপেক্ষে ইজারাদারকে একটি নির্দ্দিষ্ট মেয়াদে জমি চাষ আবাদ অথবা প্রজা বিলি করে খাজনা আদায়ের অধিকার দিতেন তেমনি অপরদিকে ইজারাদারও জমির মালিক কর্তৃক আরোপিত শর্ত্তগুলি মেনে চলার লিখিত প্রতিশ্রুতিতে জমি ইজারা নিতেন। ফলে উভয়ের একই বিষয়ে কিছু শর্ত্ত পালনের কারণেই পাট্টাগুলিতে উভয়পক্ষই একই সঙ্গে স্বাক্ষর করতেন। যেমন পাথরা গ্রামের তালুকদার শ্রীমত্যা চঞ্চলা দেব্যা ইজারা পট্টক দিচ্ছেন বৃন্দাবনচক গ্রামের সিদ্ধেশ্বর পরামাণিককে নিম্নলিখিত শর্ত্ত সাপেক্ষে ১) সিদ্ধেশ্বরের নিকট শ্রীমত্যা চঞ্চলা দেব্যা ১৫০্ টাকা ঋণ নিচ্ছেন; মাসিক শতকরা ২্ টাকা সুদে ২) মিয়াদী ইজারা প্রাপ্ত জমিতে প্রজাসাধারণের কাছে আদায়কৃত খাজনা থেকে গ্রামের 'উগালবন্দী', 'জলকাটানি' 'আগত-নির্গতি' 'তহশীল সরঞ্জামী' খরচ নিতে পারবেন উক্ত ইজারাদার। ৩) উক্ত ইজারাপ্রাপ্ত তালুকে তালুকদার দখলকার অবস্থায় আদায়কৃত অর্থ থেকে কালেকটরির রাজস্ব মেটাবেন। ৪) মিয়াদ মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাজস্ব মুকুব করা থেকে রাজা প্রজার সুসম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্ব ইজারাদারের, এজন্য পরবর্ত্তী সময়ে ইজারাদার জমি ভোগের মেয়াদ বৃদ্ধি পেতে পারেন। (দ্রঃ ৬নং ও ৭নং ইজারাপট্টক)

কবুলিয়ত পত্র : আরবি 'কবুল' শব্দের অর্থ অঙ্গীকার বা স্বীকার। 'কবুলিয়ত' শব্দের অর্থ হল 'স্বীকৃতি'। পুরুষানুক্রমে কোন ব্যক্তি বা পরিবারের জমি অন্য একজন স্থায়ী ভাবে পাট্টা ও দখল নিয়ে চুক্তি অনুযায়ী জমির প্রকৃত মালিককে তার পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকারের নাম 'কবুলিয়ত'। এছাড়া যে কোন বিষয়ে শর্ত্তানুযায়ী কাজ করার অঙ্গীকারের বিষয়টিও 'কবুলিয়ত' পর্যায়ে পড়ে। এই কবুলিয়ত নানা প্রকারের হতে পারে। ১) জোত বসত কবুলিয়ত পত্র ২) গোমস্তা গিরি কার্য্যের কবুলিয়ত পত্র ৩) গোমস্তাগিরি কার্যের জামিনী কবুলিয়ত পত্র ৪) মিয়াদী কোরফা জোতের কবুলিয়ত পত্র ৫) কৃষি মিয়াদি কবুলিয়ত পত্র ৬) সাঁজা জোত কবুলিয়ত পত্র ৭) চিরবন্দোবস্তীয় কবুলিয়ত পত্র ৮) ভাগচাষের কবুলিয়ত পত্র ৯) মজুরীর কবুলিয়ত পত্র ১০) পাট্টা গ্রহণের কবুলিয়ত পত্র ১১) ফসল ফলানোর কবুলিয়ত পত্র ইত্যাদি

কি কি শর্ত্তে একজন প্রজা জমি কবুলিয়ত নিচ্ছেন দেখা যাক্। ১) রাজস্ব বা খাজনা সন সন কিস্তি কিস্তি জমির মালিকের নিকট দাখিল করে মালিকের স্বাক্ষরিত রসিদ নিতে থাকবেন। ২) খাজনার কিস্তি খেলাপ করলে মূলের ওপর গ্রাম চলতি মতে সুদ দিতে বাধ্য থাকবেন। ৩) সরকারী রোডসেস পাবলিক ওয়ার্কসের জন্য ধার্য্য অর্থ দিতে বাধ্য থাকবেন। ৪) জমিতে ফসল অজন্মা হলে রাজস্ব মুকুবের আবেদন জানাবেন না অর্থাৎ যে ভাবেই হোক রাজস্ব মিটিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। ৫) জমি কবুলিয়ত নেওয়ার সময়ে উক্ত জমিতে যে সব ফলকর বৃক্ষ বা অন্য বৃক্ষাদি রয়েছে ঐ সবের ফল ভোগ করবে বটে কিন্তু কোন বৃক্ষ সমূলে ছেদন করতে পারবেন না, করলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। ৬) ভূমির বর্ত্তমান সীমানা বজায় রাখবেন, কোন প্রকারে জমির সীমানার পরিবর্ত্তন ঘটালে তার ক্ষতি পূরণের দায়ী হবেন। (দ্রঃ কবুলিয়ত নং-১)

বাস্তু ভূমি বা অন্য যে কোন প্রকারের জমি ভোগ দখল করার জন্য যেমন কবুলিয়ত প্রথা চালু ছিল তেমনি গোমস্তা গিরি ইত্যাদি কাজের জন্যও কবুলিয়ত প্রথা প্রচলিত ছিল। আসলে কবুলিয়ত পত্র হল একপ্রকারের স্বীকৃতি পত্র। এরূপ কবুলিয়ত পত্র আইনসিদ্ধ করার জন্য রেজিষ্ট্রীকরণের রীতিও প্রচলিত ছিল।

নিলামী সার্টিফিকেট : '[পো, Leilao] সমবেত ক্রয়ার্থিগণের মধ্যে যে অধিক মূল্য দিতে চায় তাকে বিক্রয় করা।' (চলন্তিকা পৃঃ ৩৭১) যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জমিদারের জমির খাজনা মিটিয়ে দিতে না পারার কারণে অথবা মহাজনের কাছে গৃহীত ঋণ ও তার সুদ খাতক যথা সময়ে পরিশোধ না করলে জমিদার কিংবা মহাজন নিজ নিজ পাওনা আদায়ের জন্য আদালতে প্রজা বা খাতকের নামে নালিশ উত্থাপন করতেন। আদালতে আবেদনকারীর আবেদন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণিত হলে ভোক্তা খাতকের বন্ধকী জমি নিলামে ডাক করে অধিক মূল্য প্রদানকারীকে ঐ জমির অধিকার দেওয়া হত। কখনো কখনো স্বয়ং ডিক্রীদার সর্বোচ্চ ডাক নিলামে ঐ জমির মূল্য প্রদান করতেন। এভাবে গত দু শতাব্দীতে কত জমি বাকী খাজনা অথবা ঋণের কারণে কৃষকদের হস্তচ্যুত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

ঠিকাপত্তনি পত্র : নির্দ্ধারিত রাজস্ব দিয়ে কয়েকটি শর্ত্ত পালনের অঙ্গীকারে কিছু কালের জন্য জমি ভোগ দখলের অধিকার পাওয়ার নিদর্শন হল ঠিকা পত্তনিপত্র। এই শর্ত্তগুলি বা কেমন ছিল তা জানা যায় ঠিকাপত্তনি পত্রে। (দ্রঃ ঠিকাপত্তনি পত্র নং-১)

জোত ইস্তফাপত্র : অতীতে ভূমিহীন কৃষক জমি চাষের অধিকার লাভ করত নানা উপায়ে। এগুলি হল মিয়াদী ইজারা, ঠিকাপত্তনি, কবুলিয়ত ইত্যাদি। নামে যাই হোক না কেন এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে কোন কৃষকই জমির উপর

স্থায়ী অধিকার লাভ করত না। সবই ছিল মেয়াদী অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার জন্য। মেয়াদ শেষে জমি মূল মালিকের অধিকারে ফিরে যেত। তিনি পুনরায় কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তে জমি অন্যকে বা পুরাতন কৃষককে চাষের অধিকার দিতেন।। এই ইস্তফাপত্রগুলি থেকে জানা যায়, কখনো কখনো কৃষক জমি চাষের মেয়াদ শেষে অথবা পূর্বে মূল মালিককে তা ফেরৎ দিচ্ছেন লিখিত ভাবে। লক্ষ্য করা গেছে একই দিনে একই ব্যক্তি বিভিন্ন ইস্তফাপত্রে জমি চাষের অধিকার ত্যাগ করে তা ফিরিয়ে দিচ্ছেন মূল মালিককে (দ্রঃ ৪ ও ৫নং ইস্তফাপত্র)। এই ইস্তফা পত্রগুলি পর্য্যালোচনাকালে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক সত্যিই কি একজন কৃষক কৃষিকাজে অপারগ হয়ে ইস্তাফাপত্র দিচ্ছেন? মনে হয় তা নয়। জমির মালিকগণ অতিরিক্ত মুনাফার আশায় একপ্রকার জোর করেই ঐ ইস্তাফাপত্র লিখিয়ে নিতেন। কৃষক পরবর্ত্তী বছরগুলিতে ভূমিহীন হয়ে অনাহারে সপরিবারে দিন কাটাবে তা জেনেও বাধ্য হয়ে এই ইস্তফাপত্র লিখে দিতেন। আবার কয়েকটি ইস্তফাপত্রে লক্ষ্য করা যায় জমির মালিক জমি বিক্রয়ের পর জমিদারকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি আর ঐ জমির মালিক নন, সরকারী নথিপত্রে যেন তার নাম খারিজ করে নতুন ক্রেতার নাম নথিভুক্ত করা হয়। (দ্রঃ ২ ও ৩ নং ইস্তাফাপত্র)। ইস্তফাপত্রের কোন কোনটি থেকে জানা যায় কখনো কখনো কৃষক সত্যই জমি চাষে অপারগণ হয়ে জমিদারের অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি নিজেই অন্য কৃষককে প্রজাবিলি করে চাষের অধিকার দান করে জমিদারকে উক্ত, নতুন ক্রেতার কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অনুরোধ জানাচ্ছেন। (দ্রঃ ৪ নং ইস্তফাপত্র) সংকলিত ইস্তফাপত্রগুলির মাধ্যমে সেকালের বন্যা, খরা, অতিবর্ষণ ও রোগ পোকার আক্রমনে ফসলের বিনষ্টি কৃষক জীবনে কতখানি হতাশার সঞ্চার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে কৃষিকাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ না হওয়ায় ভূমধ্যকারীগণের চাহিদা মাফিক ফসল ফলাতে অক্ষম কৃষকেরা এক প্রকার নিরূপায় হয়েই মেয়াদ মধ্যে জমি চাষের অধিকার ছেড়ে দিয়ে ইস্তাফাপত্র দিতেন।

মৌরশী মোকররি পাট্টা ঃ আরবী 'মৌরুস' শব্দের অর্থ পুরুষানুক্রমে ভোগ্য এবং আরবী 'মুকরব' শব্দের অর্থ হল-যার খাজনা নির্দ্দিষ্ট। এক্ষেত্রে শব্দগুচ্ছের অর্থ হল নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিয়ে পুরুষানুক্রমে জমির ভোগ দখলের অধিকার। এই পদ্ধতিতে জমির ওপর প্রজাসাধারণের কিরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বোঝা যায় এই মৌরসী মোকররী গুচ্ছ থেকে। সংকলিত ৩নং মোকররি পাট্টা থেকে জানা যায় তপশীল বর্ণিত জমি যেমন পাট্টা গ্রহীতা একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পুরুষাক্রক্রমিক ভোগদখল তথা হস্তান্তরের অধিকার লাভ করছেন তেমনি বার্ষিক ১০০৲ একশত খাজনা প্রদানেও দায়বদ্ধ হচ্ছেন। এটি জমির উপর কৃষকের চিরস্থায়ী অধিকার স্থাপনের দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু পাট্টাদাতা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী তথা দুরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ায় পাট্টাদানকালে শর্ত্ত আরোপ করছেন ভবিষ্যতে উক্ত জমিতে কোন খনিজ পদার্থ পাওয়া গেলে

কিংবা আকাশ থেকে মূল্যবান কোন পদার্থ ঐ জমির কোন অংশে পতিত হলে তিনি তার সম্পূর্ণ অধিকারী হবেন।

উইলনামা : ইংরেজী 'উইল' শব্দের সঙ্গে বাংলা 'নামা' প্রত্যয় যোগে শব্দটি গঠিত। অর্থ-ইচ্ছাপত্র। কোন ব্যক্তি তার জীবিতাবস্থায় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করে এবং কিছু শর্ত্তসাপেক্ষে যে দলিল সম্পাদন করতেন তার নামই 'উইলনামা'। এ পদ্ধতি আজও প্রচলিত। গত দু শতাব্দীতে রচিত উইলনামার কয়েকটি থেকে সেকালের বিষয় সম্পত্তি বন্টনের তথা ভোগের চিত্র পাওয়া যায়।

যে কোন ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তি তার অবর্ত্তমানে উত্তরাধিকারীগণ আইনানুসারে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে এটি স্বতসিদ্ধ বিষয়। কিন্তু তবুও কোন একজন ব্যক্তি তার জীবিতাবস্থায় তার অবর্ত্তমানে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সুনির্দ্দিষ্ট করে উইল সম্পাদন করে যান। নানা বিষয়ে নানা কারণে উইল হতে পারে, বিষয় সম্পত্তি ব্যতিরেকেও যেমন দেহ দান, চক্ষুদান, লেখকদের লেখার 'কপিরাইট' ইত্যাদি বিষয়েও উইলনামা হতে পারে। আমাদের আলোচ্য জমি জায়গা নিয়ে উইল করার বিষয়।

সংকলিত ১ নং উইলনামার উইলকারী দ্বারিকানাথ ঘোষ ছিলেন অপুত্রক জমিদার। তিনি একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁর অবর্ত্তমানে উক্ত দত্তকপুত্র সতীশচন্দ্র ঘোষ সম্পত্তির অধিকারী হলে মায়ের প্রতি কিরূপ আচরণ করবে তার যেমন নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ করে গেছেন অনুরূপভাবে মা-ও দত্তক পুত্রের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করবেন তাও নির্দেশিত হয়েছে। উক্ত উইলনামার মাধ্যমে দ্বারিকানাথের চারিত্রিক গুণাবলীও প্রকাশিত। তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ স্বামী ও পিতা! তাঁর অবর্ত্তমানে দত্তকপুত্রের প্রতি বিধবা মাতা যাতে অন্যায় অবিচার করতে না পারেন সেদিকে সজাগ থেকে উইলনামার ৭ নং শর্ত্ত আরোপ করেছেন। দ্বারিকানাথের এই উইলনামাও রেজিষ্ট্রীকৃত। তাই দেখা যায় এই উইল "Presented for registration between hours of 12-1 Pm. on 25th August 1889 at the Midnapur sub-register office by Dawrikanath Ghosh adopted son of Late Samol Charan Ghosh of Beloon station Sobbng by profetion Zamınder the excetetion......."

Sd A.C. Bose

SR

25. 8. 89

লিজ বা পট্টকপত্র : জমি পুকুর ইত্যাদি একটি নির্দ্দিষ্ট মেয়াদে অর্থের বিনিময়ে ভোগ দখল করার অনুমতি পত্রের নাম লিজ বা পট্টকপত্র। লিজ এক প্রকারের ঠিকাপত্তনি পত্র।

নিষ্কর দেবত্তর সম্পত্তি : গৃহদেবতা কিংবা গ্রাম দেবতার পূজার্চনার ব্যয়

নির্বাহের জন্য জমিদার তথা বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ ভূসম্পত্তি দেবতার নামে উৎসর্গ করতেন। দেবতার সেবাইতগণ পুরুষানুক্রমিক এই সম্পত্তি ভোগ দখল করে দেব সেবার কর্তব্যও পালন করতেন। এ যেমন হিন্দু দেব-দেবীর ক্ষেত্রে দেখা যায় তেমনি মুসলমানদের পীর তথা অনুরূপ দরগার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। এই সম্পত্তি ভোগের জন্য সেবাইৎগণকে রাজদরবারে কোন রাজস্ব দিতে হত না। সেজন্য এই সম্পত্তিকে দেবোত্তর বা পীরোত্তর সম্পত্তি বলা হত। বর্ত্তমানকালেও এ জাতীয় সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব সম্পত্তির ভোগ দখল বা উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে তার মীমাংসা হত আদালতে। এই জাতীয় সম্পত্তি সমাজ জীবনের একটি বৃহত্তর অংশকে প্রভাবিত করেছে। সংকলিত অভিলেখগুলি সেই দিকেরই পরিচয়বাহী।

ঋণপত্র বা বন্ধকনামা তমসুক ঃ ঊনবিংশ তথা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ এমন কি তৎপরবর্ত্তী কালেও বাংলার মানুষের জীবন ও জীবিকার একমাত্র প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষিভূমি। ব্যবসা বাণিজ্য করে উপার্জনের পথ যেমন ছিল সংকীর্ণ তেমনি সরকারী চাকুরীলাভ করে কিংবা অন্য কোন পথে উপার্জনের ক্ষেত্রটি ছিল সংকীর্ণ। ফলে দরিদ্র জনসাধারণকে জীবন যাপনের জন্য কৃষি জমির উপর নির্ভর করতে হয়েছে অধিক পরিমানে। একমাত্র কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করা দুঃসাধ্য হয়েছিল ঐ সময়। অতিবর্ষণ প্লাবন কিংবা অনাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি কিংবা সম্পূর্ণ অজন্মা হলে বাধ্য হয়ে দরিদ্র কৃষকদের নির্ভর করতে হত জমিদার, মহাজন তথা বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের উপর। এরূপ সংকটকালে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য মহাজনদের কাছে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই ঋণ ধান কিংবা নগদ অর্থ। ধান ঋণ নেওয়াকে বলা হয় 'বাইড়' নেওয়া।

বছরের কয়েক মাসের জন্য (ভাদ্র আশ্বিনে ঋণ নিয়ে শোধ করতে হত ফাল্গুনের মধ্যে) এই বাইড় ধান্যের সুদ দিতে হত প্রতি আড়ায় চার কুড়ি* বা ততোধিক হারে। কোন কারণে শর্ত্তানুযায়ী ঋণ পরিশোধের মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে পরবর্ত্তী বছরে তা সবৃদ্ধিমূলে হিসাব করা হত। মহাজনের কাছে এই ঋণ গ্রহণকালে যে স্বীকৃতি পত্র লিখে দিতে হতে তারই নাম ঋণ পত্র বা তমসুক। এই ঋণপত্রগুলি হল সেকালের সমাজচিত্রের আর এক রূপের আকর উপাদান স্বরূপ। এগুলি থেকে সেকালের জিনিষের বাজার দরও বোঝা যাবে।

এই মহাজনী ঋণ নিয়ে সমাজের সর্বস্তরে যে অশান্তি দানা বেধেছিল তা আজ অতীতের বিষয় হলেও ঋণদান ও পরিশোধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিরূপ বিবাদ বেধেছিল তার কিছু কিছু প্রমাণপত্র আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে এবং সেগুলি থেকে মহাজনী প্রথার স্বরূপ জানা যায়।

সেকালে সমাজে এই মহাজনী ব্যবসা আইনসিদ্ধ ছিল তাই অনেকেই রোজগারের পথ হিসাবে মহাজনী কারবারকে বেছে নিয়েছিল। তবে ঋণ

পরিশোধ নিয়ে মহাজন ও খাতকের মধ্যে যে বিরোধ বাধা স্বাভাবিক ছিল সেকথা চিন্তা করে তদানীন্তন বাংলা দেশের সরকার "বঙ্গদেশের চাষী খাতক বিষয়ক আইনানুযায়ী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নিয়ামাবলী" প্রণয়ন করেন। নিয়মাবলী প্রণয়নের এই শিরোনাম থেকে বোঝা যায় বাংলা দেশের কৃষক সম্প্রদায়ই খাতক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল এবং এ কারণেই দেশের কৃষি উৎপাদন মহাজনের কুক্ষিগত হয়েছিল। ঐ নিয়মাবলীতে বিভিন্ন ধারার উল্লেখ করা হয়েছে; ধারাগুলি লক্ষ্য করলেই জানা যায় প্রায় সমূহ নিয়ম মহাজনের পক্ষেই রচিত হয়েছিল। মহাজনের অভিযোগের প্রমাণাদি খাতককেই দিতে হত। সাক্ষী উপস্থিত করা থেকে শুরু করে সাক্ষীর খরচ, রাহা খরচ ইত্যাদি খাতককেই বহন করতে হত।

এই আইনানুযায়ী ঋণ সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসার জন্য ঋণ কালিশী বোর্ড গঠিত হয়েছিল। এই বোর্ড ছিল দু প্রকারের। প্রথম শ্রেণীর বোর্ড মহাজনকে ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্দেশ দিতে পারতেন। এই শ্রেণীর বোর্ডকে বলা হত স্পেশ্যাল বা বিশেষ বোর্ড। অন্য শ্রেণীর বোর্ডের এরূপ ক্ষমতা ছিল না। এই বোর্ডকে বলা হত অর্ডিনারী বা সাধারণ বোর্ড। তবে সাধারণ বোর্ডেই প্রথম ঋণ মীমাংসার চেষ্টা করা হত। এই বোর্ডের কাজের প্রণালী ছিল নিম্নরূপ-

১) সাধারণ বোর্ড কোন নির্দিষ্ট এলাকাব জন্য স্থাপিত হত।

২) বোর্ড সেই এলাকার আধিবাসী খাতকের কাছ থেকে কিংবা ঐ সব খাতকের পাওনাদারদের কাছ থেকে কিংবা কোন কোন স্থলে উক্ত খাতক বা পাওনাদারদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে দরখাস্ত গ্রহণ করতে পারতেন।

৩) বোর্ড যখন কোন দরখাস্ত সম্পর্কে বিবেচনা করতেন তখন যাতে ঐ দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি সে বিষয়ে অবগত হতে পারেন বোর্ড সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন।

৪) প্রতিটি ঋণের পরিমাণ কত, আসল ও সুদ কত বোর্ড তা নির্ধারণ করতেন।

৫) পরে বোর্ড বিরোধ মেটানোর জন্য উভয় পক্ষকে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন এবং ঋণ বাবদ কত টাকা দিতে হবে এবং কি প্রকারে তা শোধ করতে হবে তাও সাব্যস্ত করে দিতেন।

৬) বোর্ড উভয় পক্ষকে আপোষে মিটমাটে রাজী করাতে পারলে তারা সেই অনুসারে নিষ্পত্তিপত্রে দস্তখত করতেন।

বোর্ড ঋণ মীমাংসার জন্য খাতককে কিভাবে নোটীশ জারি করতেন?

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের চাষী খাতক আইনের ১২/২, ১৩/১ এবং ১৪/১ ধারামতে খাতক পাওনাদার অথবা অন্য কোন স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি নোটীশ

মোকদ্দমা ৪৯/৫ সন ১৯৪০

শ্রীপঞ্চানন পট্টনাত্রক শ্রী ঈশান পট্টনাত্রক শ্রীরজনী পট্টনাত্রক পিতা ৺ঠাকুরদাস পট্টনাত্রক সাকিন কলাগেছ্যা থানা পাঁশকুড়া জিলা মেদিনীপুর বরাবরেষু-

যেহেতু অত্র বোর্ড অবগত হইয়াছেন যে মৌজা চংরাচক থানা ময়না জিলা মেদিনীপুরের অধিবাসী শ্রীহরেকৃষ্ণ মাইতি দিং পিতা ৺জগদীশ চন্দ্র মাইতির আপনি একজন এজমালিতে ঋণের খাতক।

এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় চাষী খাতক অনুযায়ী তাঁহার ঋণ সমূহ মীমাংসার জন্য অত্র বোর্ডে একখানি দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে এবং উক্ত দরখাস্ত ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬/৫ তারিখে বেলা ৬ ঘটিকার সময় অত্র বোর্ড অফিসে অত্র বোর্ড কর্তৃক বিবেচিত হইবে। উক্ত দরখাস্ত সম্বন্ধে আপনার কোন আপত্তি না থাকিলে আপনার হাজির হওয়ার প্রয়োজন নাই।

এতদ্বারা আপনাকে আদেশ করা যাইতেছে যে আপনার উপর এই নোটিশ জারি হইবার এক মাসের মধ্যে আপনার নিকট উক্ত পাওনাদারকে প্রাপ্য সমস্ত ঋণের বিবরণ নির্ধারিত ফরমে লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে এবং তাহার সহিত যে সকল দলিলপত্র (মায় হিসাবের বহিতে লিখিত বিষয় সমূহ) যাহা আপনি / তাঁহার কোন ঋণ আপনার / তাঁহাদের পাওনা আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন সেই সকল দলিলপত্র তাহাদের একগুচ্ছ বিশুদ্ধ অত্র বোর্ডে দাখিল করিবেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬/৬ তারিখে বেলা ৬ ঘটিকার সময় বোর্ড তাহাদের এক সময় ঋণের উক্ত বিবরণ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবেন। ঐ সময় আপনি উপস্থিত থাকিবেন।

তিলখোজা বোর্ডের মোহর,
ঋণ সালিশী বোর্ড
১৩।৫।৪০

স্বাক্ষর কে.ডি প্রধান
চেয়ারম্যান
তিলখোজা ঋণ সালিশী বোর্ড

কখনো কখনো খাতক নিজেই আগ্রহী হয়ে ঋণ পরিশোধ ও ঋণ সংক্রান্ত বিরোধের সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য ঋণ সালিশী বোর্ডে দরখাস্ত করতেন। এরূপ একজন খাতক হলেন তরণী মন্ডল। তিনি ঋণ সালিশী বোর্ডে ঋণের মীমাংসার জন্য আবেদন জানালে বোর্ডের চেয়ারম্যান মহাজন শ্রীপঞ্চানন পট্টনায়ককে জানান—"১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় চাষী খাতক আইনের ১৩/১ ধারামতে নোটিশ

মোকাদ্দমা নং ১১৬/১২ সন ১৯৩৮
শ্রীপঞ্চানন পট্টনায়ক (পাওনাদার)
পিতা ৺ঠাকুর্দাস পট্টনায়ক
সাকিন কলাগেছিয়া, ইউনিয়ন ১৭

থানা পাঁশকুড়া জিলা মেদিনীপুর বরাবরেষু যেহেতু নিম্নলিখিত খাতকের ঋণ মীমাংসার জন্য একখানি দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে এবং যেহেতু অত্র বোর্ড উক্ত খাতক এবং তাহার পাওনাদারদিগের মধ্যে ঋণের মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন সেজন্য এতদ্বারা আপনাকে উক্ত সকল পাওনাদারগণকে আদেশ করা যাইতেছে যে আপনার উপর এই বোর্ডের অফিসে এই নোটীশ জারি হইবার এক মাসের মধ্যে উক্ত খাতক কর্তৃক আপনাকে/তাহাদিগকে দেয় সমস্ত ঋণের বিবরণ নির্ধারিত ফরমে লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২/২ তারিখ বেলা ১২ ঘটিকার সময় বোর্ড এক সভায় ঋণের উক্ত বিশেষ বিবরণ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবেন। ঐ সময় আপনি/উক্ত পাওনাদারগণ উপস্থিত থাকিবেন।

বোর্ডের মোহর, | স্বাঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মাইতি

রঘনাথবাড়ী ঋণ সালিশী বোর্ড | চেয়ারম্যান

তাং ৮/১ | রঘুনাথবাড়ী ঋণসালিশী বোর্ড

দ্রঃ আইনের ১৩/২ ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত বোর্ড ঘোষণা করিতে পারেন যে এই নোটীশ অনুযায়ী-দাখিলী ঋণের বর্ণনায় যদি কোন ঋণের পরিমান উল্লেখ করা না হয় তবে তাহার পরিমান খাতক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের বর্ণনায় যেরূপ দেওয়া থাকিবে সেইরূপ সাব্যস্ত হইবে; অথবা খাতকের বর্ণনায় দেওয়া না থাকিলে উহা দেয় নয় বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

খাতকের নাম এবং তাহার বিবরণ-

নাম- তরণী মন্ডল সাং - কলাগেছিয়া ১নং পাঁশকুড়া

বলা বাহুল্য ঋণ সালিশী বোর্ড কর্তৃক খাতক মহাজনের মধ্যে এরূপ ঋণের বিরোধ মীমাংসার জন্য যে সব নোটীশ জারি করেছিলেন সেগুলি দু একটি আমাদের হাতে এলেও কিভাবে ঐ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার সমূহ প্রমাণপত্র পাওয়া যায় নি, তবে যে দু একটি প্রমাণপত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বিরোধ নিষ্পত্তির স্বরূপ জানা যাবে।

উপরিউক্ত মহাজন পঞ্চানন পট্টনায়কের সঙ্গে খাতক তরণী মন্ডলের ঋণ সংক্রান্ত যে বিরোধ বাধে তা ঋণ সালিশী বোর্ড কর্তৃক নিম্নলিখিত ভাবে মীমাংসা করা হয়। মীমাংসাপত্র নিম্নরূপ—

"কস্য রসিদ পত্র মিদং কার্যাঞ্চাগে খাতক শ্রীতরণী মন্ডল রঘুনাথবাড়ী ঋণ সালিশী বোর্ডে যে ১১৬/২ নং মোকদ্দমা উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার মিমাংসা কিস্তীবন্দী মতে হইয়াছে এবং বিগত সন ১৩৪৭ সালের চৈত্র মাসের কিস্তীবন্দী লিখিত মঃ ৩০ টাকা বুঝিয়া পাইয়া একখত রসিদ লিখিয়া দিলাম। ইতি বাংসন ১৩৪৮ তেরশত আটচল্লিশ বাং ৩াং ২৫ পঁচিশ আষাঢ়" কখনো কখনো ঋণ সংক্রান্ত মীমাংসা হত পঞ্চায়েতগণের দ্বারায়।

মহাজন শ্রীমত্যা বসন্তবালা আদক সাং মালজোরহাট পোষ্ট সিবপুর জেলা হুগলি। এর সাথে ঋণ নিয়ে বিরোধ বাধে শ্রী উমেশচন্দ্র মহাপাত্র সাং কলাগেছা পোঃ রঘুনাথবাড়ী জেলা মেদিনীপুর-এর। পঞ্চায়েতগণ এভাবে বিরোধ মীমাংসা করেন। "এহার দেনার নিস্পত্তি মোট ২১ একুশ টাকা পাঁচ জনের সালিশী নিস্পত্তি মতে আমরা উভয়পক্ষ মত করিয়া কিস্তি নিতে রাজি হইলাম। সন ১৩৪৮ সালের জ্যেষ্ঠ মাসের মধ্যে ৮ আট টাকা ঐ সন আশ্বিন মাসের মধ্যে ৪ চারি টাকা ঐ সন মাঘ মাসের মধ্যে ২ দুই টাকা।

ঐ মহাজনের সন ১৩৪৬ সালের ২১ ভাদ্র তারিখে ২১ টাকা কর্জ লইয়াছিল। এই টাকার মোট হিসাব জমা খরচ না করিয়া সালিশ চুক্তি নিস্পত্তি যাহা করিয়াছেন তাহা যদি আদায় না দেয় তাহা হইলে আমি আসল ও সুদ সহ গণ্য করিয়া আদালত বা বোর্ড সাহায্যে আদায় করিব। ইতি লেখক শ্রীমহেশ চন্দ্র জানা, টিপ স্বাক্ষর উমেশ মহাপাত্র। চারজন পঞ্চায়েতের স্বাক্ষর।

বলাবাহুল্য বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ২৮নং ধারায় বলা হয়েছে নিস্পত্তিপত্রে লিখিত নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যদি কোন খাতক দেনা শোধ না করেন অর্থাৎ কিস্তি খেলাপ করেন তবে পাওনাদার ঐ কিস্তি খেলাপী টাকা রাজকীয় প্রাপ্যের ন্যায় সার্টিফিকেট আমলে আদায় করতে পারবেন।

সেকালে এই মহাজনী প্রথার ভয়াবহ রূপের সার্বিক পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে এই সব নথিপত্রে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলার জমিদার রাজা রাজস্ব, প্রজা ও প্রজাস্বত্ব

প্রাথমিক পর্বে ভূমির অধিকারী বা স্বত্বাধিকারী কে ছিল এ প্রশ্ন সকলেরই মনে জাগা স্বাভাবিক। আর কিভাবে কেনই বা ঐ জমি হস্তান্তরের রীতি প্রবর্ত্তিত হল, সেই হস্তান্তরের স্বরূপই বা কি ছিল, কেমন করে তার বিবর্ত্তন ঘটেছে এসব প্রশ্ন মনকে ভাবিয়ে তোলে। যে কোন দেশের বিশেষত ভারতবর্ষের মতন কৃষিপ্রধান দেশে লক্ষ্য করা গেছে প্রাথমিক পর্বে ভূমির চাহিদা যখন খুব বেশি ছিল না অর্থাৎ লোকসংখ্যা খুবই কম ছিল তখন বুদ্ধিমানেরা যে যার ইচ্ছে মতন ক্ষমতানুসারে অন্যের বিনা বাধা ও আপত্তিতে জমির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। বন কেটে বসত গড়েছে, অকৃষি জমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করেছে আর প্রাথমিক পর্বে ভূমি বা জমি নিয়ে পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূমি নিয়ে পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ শুরু হতে থাকে। এই সুযোগে কিছু ক্ষমতালোভী মানুষ সাধারণ মানুষের বিরোধের মীমাংসায় অগ্রনী ভূমিকা নিয়ে সমাজে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। আর এরাই গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনের নিয়ন্তারূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাষ্ট্রগঠন রাজতন্ত্র এই ধারারই রূপ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের আগে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রগঠনের কোন সুনির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও বহু পূর্ব থেকে উত্তর ভারতে মগধ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে একটি সুসংহত রাষ্ট্রীয় মতবাদ গড়ে উঠে। আর মৌর্য অধিকারের সময়ে ভারতবর্ষে এই পরিকাঠামোর একটি সুনির্দ্দিষ্ট রূপও লক্ষ্য করা যায়। মহাস্থান শিলাখন্ড লিপির সাক্ষ্যে অনুমান করা চলে বাংলা দেশের বেশ কিছু অংশ মৌর্য রাষ্ট্রের অন্তগর্ত হয়েছিল। পরবর্ত্তী কালে গুপ্তাধিকারে বাংলার রাষ্ট্র বিন্যাস সুসংহত রূপ লাভ করে।[১] এই শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ সিন্ধু সভ্যতার যুগে খ্রীঃ পূঃ ২৬০০ বা ২৫০০-২৭৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ লক্ষ্য করা যায়।

রাজা বা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেও প্রাচীন বাংলার জনপদবাসীরা সমাজবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীনে বসবাস করত। এই প্রথাকে বলা হয় 'কৌমশাসন যন্ত্র'। এই শাসন যন্ত্রের রূপ আজও লুপ্ত হয়নি। বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যেমন সাঁওতাল, কোল ভিল মুন্ডা, গারো রাজবংশী প্রভৃতি এরই দৃষ্টান্ত। এদের গোষ্ঠীপতি নির্বাচন, অন্যায়ের বিচার ও বিধানদান বিবাহ প্রভৃতির ন্যায় নানা সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এই কৌমশাসন পদ্ধতির পরিচয়বাহী। এমন কি উত্তর ভারতে প্রবর্ত্তিত আর্য সমাজতন্ত্রও এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে বর্ত্তমানের গ্রামীন পঞ্চায়েতী শাসন ব্যবস্থা এই কৌমশাসন রীতিরই আধুনিক

রূপ।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের কোন কোনটিতে রাজ্যশাসন পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে।ঐতরের ব্রাহ্মণ কিংবা বৌদ্ধ সুত্তপিটকের দীর্ঘনিকায় এর উদাহরণ রয়েছে।[১] কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে দেশকে অরাজকতা থেকে রক্ষা করার জন্য প্রজারা বৈবস্বত মনুকে নিজেদের রাজা নির্ধারিত করেছিলেন।[৩] ঋগ্বেদের ১০ম মন্ডলের রাজবন্দনায় রাজাকে ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যকে ধারণ করতে বলা হয়েছে।[৪] রামায়ণ মহাভারতেও 'রাজা' 'রাজ্যশাসন' বিষয় সমূহের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ফলে রাজ্য বা রাজা তথা জমি ও জমিদার শ্রেণীর বিত্তশালী ব্যক্তির সমাজে প্রভূত্বস্থাপন মানুষের সামাজিক বিবর্ত্তনের রূপ।

সংকলিত অভিলেখগুলির মাধ্যমে রাজা তথা জমিদার শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সাধারণ প্রজার কিরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল গত দু শতাব্দী ধরে, তার স্বরূপ বিশ্লেষণের পূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভূমির উপর কিরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জানা দরকার। অধিকারের সঙ্গে ভোগের বিষয়টি যেহেতু ওতোপ্রোতভাবে জড়িত সে কারণেও বিষয়টি আলোচিত হওয়া দরকার।

লক্ষ্য করা গেছে প্রাথমিক স্তরে রাজস্ব স্বরূপ রাজাকে উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রদান করতে হত। ফসলের অজন্মা হলে প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব না পাওয়ার সম্ভাবনা কিংবা রাজস্বরূপে সংগৃহীত ফসল রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় ফসলের পরিবর্ত্তে নগদ মূদ্রা গ্রহণের রীতি প্রবর্তন করেন রাজা তোডরমল। আর এই মুদ্রার পরিমান স্থিরিকৃত হয় উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশের বাজার মূল্যের সমতুল; রাজস্ব নির্দ্ধারণ বর্ষে গত ষোল বছরে উৎপন্ন ফসলের বাজার মূল্যের গড় নির্দ্ধারণ করে। এরূপ স্থিরিকৃত রাজস্ব আগামী দশ বছরের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হত না। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। টোডরমল জমি জরিপ করে জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী জমিকে আটটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করে রাজস্ব নির্দ্ধারণ করেন।

মুসলমান রাজত্বকালে এই রাজস্ব আদায়ের কারণে একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখন্ডের জন্য একজন করে কর্মচারি নিয়োগের রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এরাই জমিদার নামে খ্যাত। জমিদাররা রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন বেতন নিতেন না। বাদশা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট কর প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকত তাই ছিল জমিদারদের পাওনা। জমিদাররা রাজস্ব আদায় ছাড়া নিজ নিজ এলাকায় শান্তিরক্ষা ইত্যাদি কাজ করারও অধিকারী ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে এই অধিকার বংশানুক্রমিক হতে থাকে। এই সঙ্গে সাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় জমিদারগণই জমির প্রকৃত মালিক।

একসময় বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নেন মুর্শিদাবাদের নবাব। রাজস্ব আদায় রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমান

অর্থ রেখে বাকী টাকা দিল্লীর দরবারে পৌঁছে দিতে হত। এর ওপর নবাবের অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতেন জমিদারদের কাছ থেকে। জমিদারগণ এই অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতেন প্রজাসাধারণের কাছ থেকে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আদায়কারী কর্মচারীগণ ও নিজস্ব উদরপূর্ত্তির জন্য জুলুম করে প্রজাসাধারণের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতেন। ফলে জনসাধারণের জীবনে কোন সুখ শান্তি ছিল না আর এরূপ অন্যায় কাজের প্রতিবিধানের জন্য কারও নিকট বিচার প্রার্থী হওয়ারও কোন উপায় ছিল না।

এরূপ সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আসে বাণিজ্য করতে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কোম্পানী বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পেল। কোম্পানী এই কাজে কিছু অভিজ্ঞতা লাভের পর সুশৃঙ্খল ভাবে রাজস্ব নির্দ্ধারণ ও আদায়ের জন্য প্রতিটি জেলায় একজন করে সিবিলিয়ন সুপারভাইজার নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এদের দায়িত্ব হল (১) জমির অবস্থান ও উৎপাদিকা শক্তি নির্দ্ধারণ করা (২) প্রজারা কিভাবে রাজস্ব দিয়ে থাকে তা জানা (৩) জমিদারগণ প্রজাদের কাছ থেকে নির্দ্ধারিত রাজস্বের অতিরিক্ত, কত প্রকারের 'বাজে কর' আদায় করে ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা। ১১৭৫ সালে ফসল অজন্মার কারণে উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা দেশে যে বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি ঘটে তার কারণ অনুসন্ধান করে ইংলন্ডে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ চিতান্বিত হয়ে পড়েন। ভবিষ্যতে এরূপ অঘটন যাতে না ঘটে তারজন্য ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্ণর নিযুক্ত করে তাঁর বিবেক বুদ্ধিমত কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় একটি করে 'কৌন্সিল অব কন্ট্রোল' নামে রাজস্ব সমিতি স্থাপিত হয় এবং সুপারভাইজারদের নাম হয় 'কালেক্টার'। জমিদারগণকে সাময়িক ভাবে খাজনা আদায়ের অধিকার দেওয়ায় রাজস্ব আদায় বিঘ্ন ঘটে। সে কারণে কোম্পানী ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিতে রাজস্ব আদায়ের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা ইতিহাসে 'পাঁচশালা' বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। পাঁচশালা বন্দোবস্তেরও অসুবিধা অনুধাবন করে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে দশ বছরের জন্য 'দশশালা' বন্দোবস্ত এবং এই ব্যবস্থারও ত্রুটি লক্ষ্য করে ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে জমিদারগণকে রাজস্ব আদায়ে 'চিরস্থায়ী' বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে লর্ড কর্ণওয়ালিশ আশা করেছিলেন জমিদারগণ জমির উপর স্থায়ী অধিকার পেলে স্ব স্ব জমিদারীর উন্নতিকল্পে উৎসাহী হবেন, প্রজাসাধারণকে আপনজন ভেবে তাদের ওপর 'বাজে করের' বোঝা চাপাবেন না। দশশালা বন্দোবস্তে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয় ৩ কোটী টাকা। লর্ড কর্ণওয়ালিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যে রেগুলেশন হয় তাতে পাট্টা প্রদান ও কবুলিয়ৎ গৃহীত হলে জমিদারও প্রজাসাধারণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে এমন আশা করা হয়েছিল। জমিদারগণ কোন ভাবেই প্রজাসাধারণের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে পারবে না কিংবা কোন ভাবেই অত্যাচারী হতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। কৃষক সম্প্রদায় এর

দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হল না। তারা পূর্বের মতই জমিদারগণের অধীনে দয়ার পাত্ররূপেই কাল যাপন করে থাকল।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী অন্য একটি নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। এই নিয়মে জমিদারগণ কোম্পানীকে এই কবুলিয়ত বা স্বীকৃতি পত্র দিল যে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে ঐ সময়ে যে আইন প্রবর্ত্তিত আছে কিংবা ভবিষ্যতে যেসব আইন চালু করা হবে তা সবই জমিদারগণ মান্য করবেন এবং ঐ সব নিয়ম অনুযায়ী প্রজাসাধারণের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করবেন। এ ছাড়া জমিদারী পরিচালন সংক্রান্ত তহশিলী কাগজপত্র যথাযথ সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে কোম্পানীকে তা দেখাতে বাধ্য থাকবেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করে প্রজাসাধারণকে জমির পাট্টাদান এবং প্রজার কাছ থেকে কবুলিয়ত গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তন করেন এ কারণে যে, যাতে ভবিষ্যতে প্রজাসাধারণের সঙ্গে জমিদারের কোন বিরোধ না বাধে কিংবা বিরোধ দেখা দিলে তা সহজে মীমাংসা করা যায়। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাওয়ার ফলে রীতিমত অত্যাচারী জমিদারে পরিণত হলেন অনেকেই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারগণের নিকট পাওনা রাজস্ব বাকী পড়লে কোম্পানী কেবল জমিদারগণকে জমিদারী থেকে বেদখল করতেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দানের পরে বেদখলের পরিবর্ত্তে 'সন-সেট-ল' অর্থাৎ সূর্য্যাস্ত আইন জারি করেন। এই আইনের বলে অনাদায়ী রাজস্ব একটি নির্দ্দিষ্ট দিনের সূর্য্যাস্তের মধ্যে মিটিয়ে না দিলে সম্পত্তি নীলামে উঠতো। ঐ নিলামী সম্পত্তি যিনি সর্ব্বোচ্চ ডাকে গ্রহণ করতেন পুনরায় তাকেই বন্দোবস্ত দেওয়া হত। কর্ণওয়লিশ দেখলেন এইসব আইনের দ্বারা প্রজাস্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না, ফলে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কণওয়ালিশ প্রতি পরগণায় একজন করে কানুনগো নিয়োগ করে জমিদারী ব্যবস্থা তথা রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রীতির রদবদল ঘটান।

এ সময়ে বহু মহাল কোম্পানীর 'খাস মহাল' রূপে চিহ্নিত হয়। যেসব মহাল অনুৎপাদক ছিল জমিদারগণ সেইসব অনুৎপাদক মহাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিতে অস্বীকার করেন। এছাড়া ফন্দীবাজ জমিদারগণ বহু জমি-জমিদারীর মধ্যে রেখেও কোম্পানীকে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে গোপনে প্রজাবিলি করতেন। এই সম্পতিকে বলা হত 'লাখেরাজ'। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী এই সব খাসজমি ও লাখেরাজ সম্পত্তি নিজেদের করায়ত্বে এনে জরিপের বন্দোবস্ত করেন। কোম্পানী লক্ষ্য করলেন রাজস্ব আদায় বিষয়ে যেমন জমিদারগণকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তেমনি জমির ওপর প্রজাসাধারণের ন্যাহ্য অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে যে আইন প্রবর্ত্তিত হয় তাই "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন' নামে পরিচিত। আজও প্রজাস্বত্ব রক্ষায় এই আইন রক্ষা কবচরূপে কাজ করে আসছে।[৫]

প্রজাদের স্বত্ত্ব রক্ষা করার জন্য কোম্পানী যতই বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করুক

না কেন জমিদার নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি তথা ভোগ বিলাসে জীবন কাটানোর উদ্দেশ্যে যাতে কোন প্রকারের ঝুঁকি না নিয়েও রাজস্ব আদায় হতে পারে সেজন্য নিজ নিজ জমিদারীকে খন্ড খন্ড ভাগে ভাগ করে এক একজনের উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিতেন। এই রীতিকে বলা হত পত্তনি ব্যবস্থা, আদায়কারীকে বলা হত পত্তনিদার। পত্তনিদারগণ জমিদারকে দেয় রাজস্বের অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতেন নিজেদের মুনাফার খাতিরে। পত্তনিদারগণ দেখলেন কর্মচারি নিয়োগ করে তাদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ উপার্জন করা কষ্টসাধ্য তাই তারাও নিজ নিজ এলাকাকে বহুধা বিভক্ত করে এক একজনের ওপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিতেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় ইজারা ব্যবস্থা এবং ইজারাপ্রাপকদের বলা হত ইজারাদার। ইজারাদারগণও অনুরূপ পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায়ের পথ নিলেন। এই নিম্নতম আদায়কারীকে বলা হয় 'দরইজারাদার'। এভাবে ভূমির ওপর মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রজাসাধারণকে যে বাড়তি রাজস্ব বহন করতে হত তা ছিল সাধ্যাতিরিক্ত। ফলে কৃষক সাধারণের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। প্রান্তিক কৃষকেরাও অনেক সময় মূলধনের অভাবে সময়মত কৃষিকর্ম করতে অপারগ হওয়ায় নিজ নিজ জমিকে কয়েক বছরের চুক্তিতে কিছু অর্থের বিনিময়ে ইজারা দিয়ে দিতেন। ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভূমি কেন্দ্রিক কৃষকদের জীবন কেমন ছিল সংকলিত অভিলেখগুলি থেকে তার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

যে বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে প্রাপ্ত অভিলেখগুলি আমাদের গবেষণার প্রামাণিক উপাদানরূপে ব্যবহৃত ঐ পরিমন্ডলে ভূমি সমূহের স্বত্বাধিকারীগণের মধ্যে যেমন রয়েছেন বর্দ্ধমান, ময়না, মহিষাদল, তমলুক প্রভৃতির রাজাগণ তেমনি রয়েছেন বহু জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার, দরইজারাদার। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন তমলুক-পাঁচবেড়িয়ার মাইতি পরিবার, ময়না-গজিনা গ্রামের দাস পরিবার, পাঁশকুড়া-ঘোষপুরের দে, পলাশী গ্রামের নন্দী ও মেদিনীপুরের পাথরা গ্রামের মুখোপাধ্যায় পরিবার। ছোট-বড় মাঝারি, এইসব ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক যে আদৌ প্রীতিকর ছিল না সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি সেকালে ভূমিই ছিল সকল শ্রেণীর মানুষের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন। কৃষকেরা যেমন জমি-চাষ করে ফসল উৎপাদন করে সপরিবারে জীবন ধারণ ও যাপনের চেষ্টা করতেন তেমনি অপরাপর শ্রেণীর লোকেরা জমিতে প্রজাবিলির মাধ্যমে খাজনা আদায়ের দ্বারা (তা অর্থই হোক কিংবা উৎপন্ন ফসলের নির্দ্ধারিত অংশই হোক) জীবন যাপনের চেষ্টা করতেন। অতিবৃষ্টি অথবা মড়কে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হলেও কৃষক সাধারণকে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের পাওনা মিটিয়ে দিতে হত তা মহাজনের কাছে ঋণ করেই হোক কিংবা জমি হস্তান্তরিত করেই হোক। মহাজনের ঋণ অথবা জমিদারগণের পাওনা রাজস্ব যথাসময়ে পরিশোধ করতে

১০

না পারলে জমিদার ও মহাজনগণ আদালতের দ্বারস্থ হত পাওনা আদায়ের জন্য। 'সূর্যাস্ত নিয়মে' কৃষকের রায়তি জমি কিংবা বন্ধকী জমি নিলাম হয়ে যেত আদালতেই। সর্বোচ্চ মূল্যে ডাক দিয়ে বিত্তশালী ব্যক্তিরা ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে অধিকতর বিত্তশালী হয়ে উঠতেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে যা বোঝায় জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর মধ্যে তার একান্ত অভাব ছিল। সংকলিত অভিলেখগুলি তারই প্রমাণ।

অভিলেখগুলি পর্য্যালোচনা কালে আরও লক্ষ্য করা গেছে কেউ কেউ নিজস্ব বহু জমি স্বনামে না রেখে কোন আত্মীয় অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির বেনামীতে রেখে নিজে দখলকার থাকতেন। এতে সম্ভবত আইনের দৃষ্টিতে সমাজে নিজেকে প্রান্তিক কৃষক প্রতিপন্ন করে রাজস্ব ফাঁকি দিতে চেষ্টা করতেন। বেনামী জমির মালিকের কাছে জমিদারের বাকী রাজস্ব আদায়ের নোটীশ এলে তিনি রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হয়ে জমির প্রকৃত মালিককে জমি ফিরিয়ে দিয়ে না দাবি পত্র লিখে দিয়েছেন। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে সেকালে সমাজে যেমন গোপনে সম্পত্তি বেনামী করে রাখার রীতিটি লক্ষ্য করা যায় অপরদিকে তেমনি বেনামী জমির মালিকও সততার পরিচয় দিয়েছেন তাও লক্ষ্য করার বিষয়।[৮]

প্রজাসাধারণের প্রতি জমিদার বা তালুকদারগণ রাজস্ব আদায় তথা প্রজা স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সব সময়েই যে হৃদয়হীন ব্যবহার করতেন তা নয়। এমন দুএকজন সহৃদয় তালুকদারেরও সন্ধান পাওয়া যায় যারা প্রজাদের দুর্দিনে (ফসল অজন্মান কারণে) প্রজার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে রাজস্ব মুকুব করে তালুকদার ও প্রজার মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। জনৈকা চঞ্চল্য দেব্যা নাম্নী তালুকদার তালুক ইজারাদানকালে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে শষ্যহানির বছরে রাজস্ব ছাড়ের অনুমতি দিয়েছেন ইজারাদারকে, সেজন্য তিনি ঐ বছর বা বছরগুলির জন্য ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধিরও সুযোগ রেখেছেন। শুধু তাই নয় কৃষিকাজের সুবিধার জন্য বৃষ্টির জল কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করানো কিংবা বৃষ্টির অতিরিক্ত জল বের করানো অথবা কৃষিজমির চারপাশের বাঁধ বাঁধার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির কারণে যথোপযুক্ত অর্থ ব্যয়েরও প্রস্তাব রেখেছেন। ফলে জমিদার, তালুকদার ইজারাদার ও প্রজা সাধারণের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন প্রীতি মধুর হয়ে উঠেছিল তেমনি আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছিল নানা ভাবে।[৯]

ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। যারা ভাগে জমি চাষ করতেন তারা উৎপন্ন ফসলের আটত্রিশ শতাংশ পেতেন আর জমির মালিক পেতেন অবশিষ্ট বাষট্টি শতাংশ।কৃষক উৎপন্ন ফসলের এই আটত্রিশ শতাংশ পেতেন জমিতে চাষের উপকরণ যেমন শ্রম, লাঙ্গল, সার, বীজ, সেচ, ইত্যাদি খরচের কারণে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই অধিকারের ভাগ আরও কম ছিল। প্রশ্ন জাগতে পারে এত কম পরিমান ফসল নিয়েও চাষিরা জমি চাষ

করতেন কেন? এতে চাষি কতখানি লাভবান হতেন? এই দুটি প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথাই বলা যেতে পারে। সেকালের অনতিশিক্ষিত কৃষকরা উৎপাদন ব্যয় ও প্রাপ্য ফসলের বাজার মূল্যের আনুপাতিক হার কখনও মিলিয়ে দেখার শিক্ষা লাভ করেনি। দুএক বিঘা জমির মালিক এমন কি ভূমিহীন কৃষকেরা ন্যূনতম পক্ষে বলদ পোষতেন যাতে ঐ জমি নিজে লাঙ্গল করতে পারতেন। প্রত্যক্ষভাবে জমিতে লাঙ্গল করার জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হত না। বলদের আহার সংগ্রহ করতেন নিজ শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন বিচালি ও সবুজ ঘাস থেকে। এই বলদ জোড়ার গোবর সাররূপে ব্যবহার করত চাষের জমিতে। যাদের বলদ ছিল না অথচ চাষের জমি ছিল তারা ক্রয় করতেন অন্যের লাঙ্গল। এর দ্বারাও কোন কোন কৃষক নগদ অর্থ উপার্জন করতেন। এই বলদ জোড়াই ছিল দরিদ্র কৃষকের নগদ আয়ের উৎস। এছাড়া গৃহস্থের নারী পুরুষের সাথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও কৃষি উৎপাদনে শ্রম দিত। ফলে একটি ভূমিহীন পরিবারের পক্ষে ভাগে একখন্ড কৃষিজমিই পাওয়াই ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার। এরূপ ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের দশ আনা (৬২%) ছয় আনা (৩৮%) ভাগের রীতি কৃষকের কাছে লাভ-লোকসানের হিসেবের মধ্যেই গণ্য হত না।[৮]

এই কবুলতি পত্রের প্রায় বিশ বছর পূর্বে ১৮৯৫ সালে লিখিত অপর একটি ভাগচাষের কবুলতি পত্রে[*] দেখা যায় জনৈক শিবনারায়ণ মন্ডল পূর্বে এক ব্যক্তির জমি ভাগচাষ করে শর্ত্তমত ফসল সঠিক সময়ে জমির মালিককে আদায় না দেওয়ায় মালিক রীতিমত আদালতের আশ্রয় নিয়ে ফসলের খেসারত আদায়ে সমর্থ হন এবং ভাগচাষীকে জমি থেকে উৎখাত করেন। পরবর্ত্তী কালে উক্ত কৃষক উক্ত জমির মালিককে পুনরায় জমি চাষের অনুমতি প্রার্থনা করায় জমিদার কবুলিয়ত পত্রে যে সব শর্ত্ত আরোপ করে পুনরায় জমি চাষের অধিকার দেন সেই শর্ত্তগুলি হ'ল ১) কৃষক উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধাংশ জমির মালিককে দিতে বাধ্য থাকবেন ২) ধান কাটাই ও মাড়াইয়ের সময় জমিদারের নিযুক্ত লোক উপাস্থিত থাকবে ৩) কৃষক নিজ ব্যয়ে ঐ অর্দ্ধাংশ ফসল জমিদারের গোলাজাত করবেন ৪) কোন বছর ফসল না দিলে জমিদার ঐ ফসলের মূল্য, ১৯ টাকার হিসাবে আদায় কালতক পর্যন্ত প্রতি টাকায় ৴১০ অর্দ্ধ আনার হিসাবে সুদ দাবি করতে পারবেন। ৫) চাষের জমির সীমানা পরিবর্ত্তন করা বা অন্য কাউকে চাষ আবাদ করতে দেওয়া চলবে না। ৬) ধান ছাড়া অন্য ফসল উৎপাদন করলেও সমহারে ভাগ দিতে বাধ্য থাকবেন ৭) কোন সময়ে জমির মাটি খনন করে খাদ করা চলবে না ইত্যাদি।

এ সময়ে কৃষক তথা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন-চরম পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যে নিজের দেহকে অপরের কাছে বন্ধক রেখে কবুলিয়ত পত্র সম্পাদনের দ্বারা অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করে সংসারের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করতেন। একে 'ক্রীত দাস প্রথা'র এক রূপ বলা যেতে পারে। উদ্ধৃত ১০ নং কবুলিয়ত পত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তমলুক পরগণার পাচবেড়্যা গ্রামের জনৈক

তারুমন্ডল তার অনুজ দীনুমন্ডলকে ঐ গ্রামেরই গুরুপ্রসাদ মাইতির বাড়িতে মজুর খাটার বিনিময়ে ৩৫ টাকা এবং তদনুরূপ পূর্ববছরের মজুর খাটার পারিশ্রমিক বাবদ একত্রে ৪০। চল্লিশ টাকা গ্রহণ করে সারা বছর চাষের কাজ সহ পারিবারিক অন্যান্য যে কোন কাজে ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত করছে। এরূপ শ্রমিকের মাসিক বেতনই বা কত ছিল? খোরাকী সহ(খাদ্য বা আহার) ১।। ১/. একটাকা এগার আনা, বর্ত্তমান সময়ে একটাকা উনসত্তর পয়সা। এছাড়া কোন সময়ে কাজের পুরস্কার স্বরূপ পাওয়া 'জলপানি'ও মাহিনা রূপে গণ্য হয়ে শ্রমদানের মেয়াদ বৃদ্ধি পেত। ছোট ভাইকে অগ্রজ অন্যের বাড়ীতে শ্রমিকরূপে কাজ করার শর্ত্তে যে কবুলিয়ত লিখে দিয়ে অগ্রিম অর্থ নিচ্ছেন কোন কারণে কিছুকাল কাজ করার পর অনুজ কাজে অসম্মতি জানালে উক্ত অগ্রজ শ্রমের বিনিময়ে অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। তিনিও যদি কোন সময়ে অসম্মতি জানান তার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করার অধিকার থাকবে অর্থ দাদনকারী ব্যক্তির। কি কঠিন জীবনে বাঁধা ছিল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা।

কি কঠোর সামাজিক জীবন যাপনে বাধ্য থাকতেন সেকালের সাধারণ কৃষিজীবি পরিবার তা আজকে ভাবলেও অবাক লাগে!

---

১) বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) নীহার রঞ্জন রায় পৃঃ ৪০৯-১০
২) বঙ্গ বাঙ্গালী ও ভারত-যতীন্দ্রনাথ মুখোঃ পৃঃ ১১৪
৩) ঐ পৃঃ ১১৪
৪) ঐ পৃঃ ১১৫
৫) বঙ্গে জমিদার সম্প্রদায়-রাজস্ব ও প্রজাস্বত্ব, প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩২৮, পৃঃ ২৪১
৬) দ্রঃ বিক্রয় কোবলা নং ৭
৭) দ্রঃ ইজারা পট্টকপত্র নং ৬ ও ৭
৮) দ্রঃ ইজারাপত্র নং ৯
৯) দ্রঃ কবুলতি পত্র নং ১২

* বেতের বোনা ধামাতে বা ঝুড়িতে ধান মাপ করা হত। এক ঝুড়ি ধানের ওজন ছিল বর্ত্তমানের ১০ কেজি। এরূপ চার ঝুড়িতে হত এক কুড়ি, ষোল কুড়িতে হত এক 'আড়া'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অভিলেখ রচয়িতা, ইসাদবর্গের সামাজিক অবস্থান

অভিলেখ বা দলিল দস্তাবেজগুলিতে যেসব জমির ক্রেতা বিক্রেতা ও জমিদার, পত্তনিদার, ইজারাদার কিংবা দরইজারাদারদের নাম এবং ঋণপত্রগুলিতে ঋণদাতা ও গ্রহীতার, নামোল্লেখ রয়েছে তেমনি উক্ত নথিপত্রে 'লেখক' ও ইসাদবর্গের নাম ও বাসস্থানের ঠিকানা উল্লেখিত রয়েছ। এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ও আলোচনার সূত্রে রাজন্যবর্গসহ ভূমধ্যকারীগণের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অভিলেখগুলির 'লেখক' ও 'ইসাদ'গণ সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

অভিলেখগুলি থেকে দুশ্রেণীর লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর লেখকেরা রাজা বা জমিদারগণ কর্তৃক নিযুক্ত হতেন কেবলমাত্র নিয়োগ কর্তার জমিদারী সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য। এদের নিয়োগের সময় নিয়োগকর্তা রীতিমত পরীক্ষা গ্রহণ করে নিয়োগ করতেন। পরীক্ষার বিষয় ছিল (১) বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিনা (২) অর্থনৈতিক অবস্থা (৩) আইন বিষয়ে জ্ঞান ও শিক্ষা। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিশ্চয়ই জ্ঞান থাকতো কিন্তু কারু কাছে পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগপত্র নিতে হত না নিজেরাই সমাজে 'লেখক' রূপে পরিচিত হয়ে দলিল পত্রাদি লিখে রুজিরোজগারের পথ প্রশস্ত করতেন। আবার প্রথম শ্রেণীর লেখকরা জমিদারগণের কাছ থেকে নিয়োগপত্র পাওয়ার পূর্বে নিয়মকানুন মেনে চলাব যে স্বীকৃতিপত্র বা কবুলিয়ত লিখে দিতেন সেই কবুলিয়ত পত্রের লেখক নিজে না হয়ে অন্য লেখক দ্বারা লিখিয়ে নিতেন। এর কারণ হল এক্ষেত্রে ঐ কবুলিয়ত পত্রের লেখকও একজন লেখক। কি কি শর্ত্তে জমিদারের তহশিলদার বা লেখকরূপে নিয়োগপত্র পাচ্ছেন ?

১) খাজনা আদায়ের অধিকার। মৌজায় স্বয়ং উপস্থিত থেকে জমিদার প্রদত্ত জমির হিসেব অনুযায়ী কিস্তিতে কিস্তিতে প্রজাগণের কাছ থেকে হাল ও বকয়া খাজনা আদায় করে প্রজাগণকে জমিদারের মোহরাঙ্কিত দাখিলা প্রদান করবেন। বিনা দাখিলায় 'কড়া কপর্দক'ও আদায় নিবেন না।

২) কিস্তির টাকা আদায় করে নিলামী কিস্তির পূর্বে জমিদারগণের দস্তখতে 'ডবলুকেট' (ডুপ্লিকেট) চালান নেবেন। যে পর্য্যন্ত ঐ ইরসানের টাকার দাখিলা সংবাদ না পান বা না পৌছান সে পর্য্যন্ত তিনি ঐ টাকার দায়ী থাকবেন।

৩) তহবিলের ঐ টাকা কাহাকেও হাবালত (ঋণ) দেবেন না, যদি দেন বা নিজে ঐ টাকা ঋণ স্বরূপ বা যে কোন কারণে তছরূপ করেন তার 'ক্ষতি ক্ষেসারতের' দায়ী হবেন।

৪) জমিদার প্রদত্ত দাখিলা বা চেকবই শেষ হয়ে গেলে তার মুড়ি (কাউন্টার ফয়েল) জমিদারগণের সেরেস্তায় দাখিল করে পুনরায় নতুন চেকবই নিয়ে খাজনা আদায় করবেন।

৫) জমিদারীর অন্তগর্ত যে সব 'খাস' 'পতিত' জমি রয়েছে তাতে প্রজা নিয়োগ স্থির করে জমিদারগণকে অবগত করে এবং জমিদারের আদেশ নিয়ে প্রজাবিলি করবেন। কোন প্রকার 'কায়েমী' বা 'মৌরশী মোকররী' পাট্টা প্রদান করবেন না। জমিদারের অজ্ঞাতে তা করে থাকলে এবং পরবর্ত্তী সময়ে তা প্রকাশ পেলে এজন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

৬) জমিদারের বিনা অনুমতিতে কোন প্রজার নাম বা কোন জমি 'খারিজ দাখিল' করবেন না।

৭) জমিদারের বিনা অনুমতিতে অন্য কোন ব্যক্তিকে পুকুর খনন বা ইমারত গঠন করতে দেবেন না; যদি কেহ বিনা অনুমতিতে অনুরূপ কাজ করে তৎক্ষণাৎ তা সরকারে 'এতলা' করবেন অর্থাৎ জানাবেন।

৮) গ্রাম মজকুরে কোন অঘটন ঘটলে তৎক্ষণাৎ তা গভর্ণমেন্টের অফিসারের কাছে এবং জমিদারের নিকট জানাবেন।

৯) এসব কাজ ব্যতিরেকে তিনি যদি কোন বেআইনী কাজ করেন সে কারণে তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

১০) জমিদারী সংক্রান্ত কোন জটিলতার জন্য যদি কখনও কোন ফৌজদারি অথবা দেওয়ানি আদালত হয় এবং সে কারণে যদি জমিদারী সংক্রান্ত কোন প্রমাণ পত্রের প্রয়োজন হয় তাও জমিদারগণের আদেশ মাত্রই তিনি তা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন।

১১) খাজনার রসিদ দেওয়ার সময় কোন জমির প্রকৃত পরিমাণ উল্লেখ না করে কম জমি উল্লেখ করে খাজনা আদায় করবেন না কিংবা 'মালজমি' কে 'নিষ্কর' জমি উল্লেখে পাট্টা দেবেন না। এমন কি 'পতিত' অথবা 'গোপনীয়' ভাবে যেসব জমি রয়েছে যা জমিদারের অগোচরে, তাও পাট্টা দেবেন না। যদি সেরূপ কোন জমি থাকে তা তদারকের দ্বারা বের করে জমিদারীর কাগজে নথিভুক্ত করে প্রজাবিলি পূর্বক খাজনা আদায় করে জমিদারী সেরেস্তায় জমা দেবেন।

১২) তহশিলদারের অজ্ঞাতে যদি কোন প্রজার খাজনা বাকী পড়ে তার জন্যও তিনি দায়ি থাকবেন।

১৩) প্রজাগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাজনা আদায় না দিলে বাকী খাজনার তালিকাও তিনি যথাসময়ে পেশ করবেন। এরূপ ক্ষেত্রে বাকী খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারগণ অনুমতি জানালে তিনিও আদালতে নালিশ জানাতে পারেন। এ ক্ষেত্রে মামলার খরচ বহন করবেন সংশ্লিষ্ট জমিদার।

১৪) বছর শেষে জমিদারের আয় সেই সঙ্গে ব্যয়ের হিসাব করে যদি দেখা যায় তখনও তহশিলদারের কাছে কিছু টাকা জমিদারের পাওনা রয়েছে তিনি. তৎক্ষণাৎ তা মিটিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।

১৫) সর্বোপরি তহশিলদার যদি কোন অন্যায় কাজ করেন এবং তা অন্যায় বলে প্রমাণিত হয় সেজন্য তিনি আইনানুগ দন্ডপ্রাপ্ত হবেন।

এসব শর্ত্ত সাপেক্ষে একজন ব্যক্তি বার্ষিক মাত্র ৩৬, ছত্রিশ টাকার বিনিময়ে গোমস্তা গিরির কার্যভার গ্রহণ করছেন। (দ্র ৩৩৯ নং) এই সব শর্ত্তাবলীর সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি জামিন রাখারও প্রয়োজন মনে করতেন জমিদারগণ। জামিন রাখা সম্পত্তির মূল্যে যদি তহশিলদারের তছরূপ করা অর্থ পরিশোধ করা না হয় তাহলে তহশিলদারের নিজস্ব অন্য স্থাবর অস্থাবর এমন কি বেনামী সম্পত্তি থেকেও আদায় করার অধিকার থাকত জমিদারগণের। এই স্বীকৃতিপত্র বা কবুলিয়ত কেবলমাত্র লিখিত আকারেই থাকত না তা রীতিমত রেজিষ্ট্রীর দ্বারা আইনসিদ্ধ করার রীতিও প্রচলিত ছিল। (দ্রঃ ৩৫১ নং)

জমিদারের কোন তালুক বিক্রয় হলে তিনি সেই বিক্রয়ের সংবাদ সংশ্লিষ্ট তহশিলদারকে জানাতেন এবং তহশিলদারকে নির্দেশ দিতেন উক্ত তালুক সংক্রান্ত নথিপত্র নতুন ক্রেতাকে হস্তান্তর করতে। (দ্রঃ ৩৯৫ নং)

দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতেন। নিজ নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে এই শ্রেণীর লেখকরা সাধারণের কাছে নিজেদের গ্রহনীয় করে তুলতেন। ফলে যিনি যত গ্রহনীয় হয়ে উঠতেন ততই তাঁর চাহিদা বাড়ত। দলিল বা যে কোন চুক্তিপত্র ইত্যাদি লেখার জন্য তিনি পারিশ্রমিক পেতেন জমির ক্রেতার কাছ থেকে। বিক্রেতারা লেখককে কখনই এই পারিশ্রমিক দিতেন না; আজও এই রীতি চলে আসছে।

জমি হস্তান্তর কিংবা পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র দাতা, গ্রহীতা কিংবা কেবলমাত্র লেখকদেরই যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা নয় 'ইসাদ' নামক এক শ্রেণীর লোকেরও ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শব্দটি বাংলায় 'ইসাদ' রূপে প্রচলিত। ভূমি ক্রয় বিক্রয় বা অন্য যে কোন প্রকারের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দানের জন্য খোঁজ পড়ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির। এঁরা কারা? কার প্রয়োজনে স্বাক্ষর দিতেন এই অভিলেখগুলিতে?

জমি প্রাপকদের ক্ষেত্রে এদের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। ক্রয় বিক্রয় দান বা উইল প্রভৃতি করার ক্ষেত্রে এই জমি নিয়ে ভবিষ্যতে কোন প্রকারের বিরোধ দেখা দিলে এবং তা মীমাংসার জন্য আদালত পর্য্যন্ত যেতে হলে সঠিক সত্য নিরূপণের জন্য ইসাদগণের সাক্ষ্য গ্রহণ অনিবার্য ভাবে প্রয়োজন হত। কি কি গুণের অধিকারী হলে কোন একজন ব্যক্তি ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ইসাদ হতে পারতেন। ১) ইসাদকে ভূমি ক্রেতার পরিচিত ব্যক্তি হতে হবে। ২) হস্তান্তরিত

জমি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে ৩) স্থানীয় ব্যক্তি হওয়া একান্ত জরুরী ৪) স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন অথবা টিপ ছাপ দিতে ইচ্ছুক হতে হবে। সম্পাদিত দলিলে স্বাক্ষর দেওয়া ছাড়া ভূমি রেজিষ্ট্রারের কাছে রেজিষ্ট্রিকালে উপস্থিত থেকে হস্তান্তরিত ভূমি বা ক্রেতা বিক্রেতা সম্পর্কে রেজিষ্ট্রার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির উত্তরদান বাধ্যতামূলক। এই কাজের জন্য ইসাদগণ পেতেন উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও জলপানি। সেকালে দরিদ্র জনসাধারণের কাছে 'ইসাদ' হওয়া আয়করী কাজ বলে গণ্য হত।

সেকালে ভূস্বামী তহশিলদার-লেখক, ও ইসাদবর্গের মধ্যে যে ত্রিভুজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার স্বাদ ছিল কখনো বা অম্লমধুর আর কখনো বা তিক্ত কষায়। খরা, অতিবর্ষণ, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে প্রায়ই ক্ষেতের ফসল অজন্মা হত। বছর শেষে খাদ্য শষ্যের অভাব ঘটত দেশ জুড়ে। সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকায় একটা অনিশ্চয়তার ছাপ পড়ত। সেকারণে সাধারণ মানুষকে বাধ্য হয়ে খাদ্য শস্য অথবা অর্থের কারণে জমি বিক্রয়, বন্ধক, লিজ দেওয়া ইত্যাদি কাজ করতে হত। আর এইসব কাজে দলিল বা চুক্তিপত্র লেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সহায়ক হতেন এই লেখককুল ও ইসাদগণ। এখন বিভিন্ন অভিলেখতে স্বাক্ষরিত কয়েকজন লেখক ও ইসাদের নাম ঠিকানা স্বাক্ষরের সময় সারনি তৈরী করা হল যাতে পরবর্ত্তীকালে এদের বংশধারার গতিপ্রকৃতি অর্থাৎ শিক্ষা, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক তথ্যানুসন্ধানের দ্বারা সমাজ বিজ্ঞানের একটি অজ্ঞাত দিকের প্রতি আলোকপাত করা সম্ভব হয়।

সারণি ১ লেখকবর্গ

যে ক্রমিক অনুসারে সাজানো হল ১) ক্রমিক সংখ্যা ২) লেখকের নাম ৩) ঠিকানা ৪) যে অভিলেখ-র লেখক ৫) কাল ৬) সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত অভিলেখর ক্রমিক সংখ্যা।

১। শ্রী উর্দ্ধবানন্দ মাইতি, পেয়াজবাড়্যা পং তমলুক, মিয়াদী ইজারাপত্র, ১২৭৬, ১০১। ২। কালাচাঁদ পাত্র তিলখোলা, ময়না, কবুলিয়তপত্র ১৩২১, ১৪৬। ৩। কালাচাঁদ পাত্র, ঐ, ইস্তফা পত্র, ১৩২৭, ১৪৫। ৪। শ্রীরামচরণ দাস অধিকারী, মিরিকপুর তমলুক, কর্জ টাকার তমলুক ১৩২১, ১৪৪। ৫। সীতারাম মন্ডল অলীগঞ্জ মেদিনীপুর সহর, বন্ধকী তমসুক, ১৩০১, ১২৪। ৬। শ্রীদূর্গা দাস দে, মাণিকপুর সহর মেদিনীপুর তালুক বিক্রয় কোবলা ১৩০৪, ১২৬। ৭। শ্রীউমেশচন্দ্র অদিকারী মদনমোহনচক পংময়না, জলজমি বিক্রয় কোবলা ১৩০০, ১৩৯। ৮। নিলাম্বর দাস তোটানালা পং সুজামুঠা, বিক্রয় কোবলা, ১২৫৫, ১০২। ৯। অক্ষয়রাম মাইতি কুরপাই, তমলক, মিয়াদী ইজারা পট্টক, ১২৭০, ১০৩।

১০। রঘুনাথ চৌধুরী রামচন্দ্রপুর ময়না, ঠিকা পট্টকপত্র, ১২৬৮, ৬। ১১। ভলানাথ চৌধুরী রামচন্দ্রপুর, ময়না, বিক্রয় কত্তলা, ১২৭৬, ২৬। ১২। গদাধর ওঝা সুরতপুর, বহ্মোত্তর জমির জোত বসত কত্তলা ১২৯৬, ৪৬। ১৩। মোহাজুদ্দীন মহম্মদ, তিলখোজা তালুক বিক্রয় কোবলা, ১২৭০, ২২৬। ১৪। মধুসূদন সরকার মুরারি কালুয়া তমলুক, কটকোবালাপত্র, ১২৭৪, ২৪১। ১৫ রমানাথ দোলই চংরা কালাগন্ডা ঋণের তমসুক, ১৩২০,২০৪। ১৬ ব্রজমোহন দাস দক্ষিণ ময়না, বিক্রয় কোবলা, ১৩১৬, ২৩৭। ১৭। শ্রীমতিবিবিনান জান ডিহিচেতুয়া পং চেতুয়া চাকালে তালুক বিক্রয় ১২৬৩, ২৮১। ১৮। কেনারাম পরামাণিক বৃন্দাবনচক ময়না, তালুক বিক্রয় কোবলা, ১৩০৫, ২৮৪। ১৯। গোরাচাঁদ মাইতি শ্রীরামপুর বিক্রয় কোবলা, ১৩১১, ২৯৩। ২০। কালাচাঁদ পাত্র তিলখোজা পট্টকপত্র ১৩৩৮, ২৭৮। ২১। দিননাথ মাইতি চক জিজ্ঞাদিঘী-তমলুক, ভাগজমিনের মিয়াদি কবুলতি পত্র ১৩২১, ৩০৮। ২২। গোরাচাঁদ মাইতি শ্রীরামপুর পং ময়না মিয়াদি কবুলতিপত্র ১৩০৯, ৩৪০। ২৩ উপেন্দ্রনাথ ভূঞা শ্রীরামপুর, কৃষিকবুলিয়ত পত্র ১৩৩৫, ৩৫৯।২৪ সত্যেশ্বর বেরা পুতপুত্যা পং ময়না গোমস্তাগিরি কার্যের জামিনি কবুলিয়ত পত্র ১৩২০, ৩৫১। ২৫। প্রাণকৃষ্ণ দাস, পুরুল, কাশীযোড়া ইজারাবন্ধক ১৩৫৮, ৬০১। ২৬। সিদ্ধেশ্বর পরামানিক, বৃন্দাবনচক তালুক বিক্রয় ১২৭০, ২২৬।২৭ দিননাথ মাইতি চকজিঞাদিঘি তালুক বিক্রয় ১৩২৪, ২৫২। ২৮। মধুসূদন মাইতি পেয়াজবেড়্যা তমলুক ১৩০৭,১১৫। ২৯। ভূপতিচরণ সবকার বনমালীকালুয়া ঋণপত্র ১৩২৮, ২৪৮।

সারনি ২ ইসাদবর্গ

১। চিন্তামনি আদক শ্রীরামপুর ময়না, কবুলিয়ৎপত্র ১৩২১, ১৪৬। ২। অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য পাঁচবেড়্যা তমলুক, কবুলিয়ৎপত্র ১৩২১, ১৪৬। ৩। উপেন্দ্রনাথ দাস চকজিঞাদিঘী তমলুক, ইস্তফাপত্র ১৩২৭, ১৪৫। ৪। নন্দলাল সাঁতরা পাঁচবেড়্যা, তমলুক, ইস্তফাপত্র ১৩২৭, ১৪৫। ৫। নিমাইচরণ মাল, মিরিকপুর তমলুক, ১৩২১, ১৪৪। ৬। ভজহরি পট্টনায়ক বিন্দাবনচক, বন্ধকী তমসুক ১৩০২, ১২৫। ৭। কেনারাম মাইতি বিন্দাবনচক বন্ধকী তমসুক ১৩০২, ১২৫। ৮। মহেন্দ্রনাথ মাইতি পালপাড়া সবং বন্ধকী তমসুক ১৩০১,১২৪। ৯। শ্রীনিমাই চাঁদ মাইতি বিন্দাবনচক, তালুক বিক্রয় কোবলা ১৩০৪, ১২৬। ১১। শ্রীদিননাথ মাইতি চকজিঞাদিঘী জলজমি বিক্রয় কোবলা ১৩০০, ১৩৯। ১২। নোরহর মাইতি পুতপুত্যা ময়না জলজমি বিক্রয় কোবলা ১৩০০, ১৩৯। ১৩। হরেকৃষ্ণ মাইতি তোটানালা সুজামঠা, বিক্রয় কোবলা ১২৫৫, ১০২। ১৪। বেচুমাইতি শ্রীরামপুর মএনা, মিয়াদি ইজারা পট্টক ১২৭০, ১০৩। ১৫। শ্রীকৃষ্ণমোহন মিশ্রী কুরপাই তমলোক মিয়াদি ইজারা পট্টক ১২৭০, ১৩০৩। ১৬। শ্রীপচু মানা রামচন্দ্রপুর ঠিকা পট্টকপত্র ১২৬৮, ৬। ১৭। নবীনচন্দ্র কুইলা রামচন্দ্রপুর, বিক্রয় কত্তলা ১২৭৬, ২৬। ১৮। গদাধর বেরা রামচন্দ্রপুর মিয়াদি ইজারাপত্র

১২৯১, ২৪। ১৯। কেনারাম মাইতি খেরাই ঘোষপুর, ব্রহ্মাত্তোর জমির জোত বসত কবলা ১২৯৬, ৪৬। ২০। গপিনাথ* পাহাড়িপুর সহর মেদিনীপুর তালুক বিক্রয় কোবলা ১২৭০, ২২৬। ২১। কামদেব ফদিকার পেয়াজবাড়্যা কটকোবালা পত্র ১২৭৪, ২৪১। ২২। উদয় সিংহ গড় সাফাত ময়না কটকোবালা পত্র ১২৭৪, ২৪১। ২৩। শ্রীগোপীনাথ কর চংরা কালা গন্ডা পং ময়না, ঋণের তমসুক ১৩২০, ২০৪। ২৪। নন্দরাম সাঁতরা পাঁচবেড়্যা বিক্রয় কোবলা ১৩১৬,২৩৭। ২৫। স্বরূপ গুড়্যা পূবর্বআনুখা বিক্রয় কোবলা ১২৬৩, ২৮১। ২৬। দ্বারিকানাথ দে সাহাপুর, তালুক বিক্রয় কোবলা ১২৬৩, ২৮১। ২৭। লালবেহারী দত্ত, বল্লভপুর সহর মেদিনীপুর তালুক বিক্রয় কোবলা ১৩০৫, ২৮৪। ২৮। গোপীনাথ দাস পূর্ব আনুখা পং ময়না বিক্রয় কোবলা ১৩১১, ২৯৩। ২৯। শ্রীপতিচরণ সামন্ত পুতপুত্যা পং ময়না, পট্টকপত্র ১৩৩৮, ২৭৮। ৩০। গদাধর মাইতি চকজিঞাদিঘী ভাগ জমিনের মিয়াদি কবুলতিপত্র ১৩২১,৩০৮। ৩১। ইন্দ্রনারায়ণ গাঁতাইত শ্রীরামপুর পং ময়না, মিয়াদি কবুলতিপত্র ১৩০৯, ৩৪০। ৩২। প্রসন্ন দোলাই পাঁচবেড়্যা কৃষিকবুলিয়ত ১৩৩৫,৩৫৯। ৩৩। মুরলিধর বেরা বরগোদা গোমস্তাগিরি কার্যের জামিনী কবুলিয়ত ১৩২০,৩৫১। ৩৪। বরদাকান্ত দাস ভামুয়া পং ময়না, পত্তনীপাট্টা ১৩১৬, ৩৫২। ৩৫। অনিল কুমার সামন্ত ঘোষপুর ইজারা বন্দক ১৩৫৮, ৬০১।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিচার ব্যবস্থা, বাংলা ভাষায় আইন অনুবাদচর্চা

মানব সভ্যতার ক্রমিবিকাশের ধারায় জীবনচর্যার সব ক্ষেত্রেই কিছু কিছু নিয়মকানুন বা অনুশাসন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় আর সে কারণেই আইন নামক বাধাধরা রীতি বা নিয়ম প্রবর্তন হতে দেখা যায়। জীবন চর্যা তথা ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নিয়মের প্রবর্ত্তন হতে দেখা যায় ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের রচিত 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে'। কোন কোন বিষয়ে দুপক্ষের মধ্যে বিরোধ আর ঐ বিরোধের নিস্পত্তি কিংবা দুপক্ষের মধ্যে কোন বিষয়ে চুক্তি, সবই নিয়ম মেনে চলার দৃষ্টান্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়। এসব কথা স্মরণে রেখে স্বীকার করতে হয় এদেশে ইংরেজ আসার পূর্ব পর্যন্ত সামাজিক যে রীতি-নীতি বা নিয়মকানুন প্রচলিত ছিল তার সুনির্দ্দিষ্ট লিখিত রূপ বিশেষ দেখা যায় নি। ইংরেজদের আগমনের পর ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এবং পরে রাষ্ট্র পরিচালনার কারণে এদেশবাসীর সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে চুক্তি সম্পাদিত হতে থাকে পরবর্ত্তীকালে তাই আইনে রূপান্তরিত হয়।

ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এমন কি কিছুকাল পর পর্য্যন্ত এদেশে বিরোধ মীমাংসার ভার ছিল নাজিমের ওপর। নাজিমই ছিলেন দেশের বিচার ব্যবস্থা তথা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান কর্মকর্তা। ইনি যেমন একদিকে নিজের স্বাধীন চিন্তাভাবনার ওপর ভর করে বিচার করতেন অপরদিকে সময়ান্তরে দিল্লীর বাদশাহদের নিযুক্ত দেওয়ানদের সাহায্যও নিতেন। এছাড়া কাজী-আলিম সদর, মুফতি প্রমুখও সাহায্য করতেন। নিজামতের বিচার সভায় থাকতেন নাজির, সরকারী সংবাদ প্রেরক বাদশাহী গুপ্তচর, ফৌজদার ও কতোয়াল প্রমুখ। প্রাক্ ইংরেজ আমল বা মুসলমান রাজত্বকালে এদেশে শাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। বিচারের সময় হিন্দুর ক্ষেত্রে হিন্দু-আইন আর মুসলমানদের ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়তি আইন মেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। কোন বিচারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাদশাহের কাছে আপীল করা যেত। কিন্তু বাস্তবে তা সব সময় সম্ভব ছিল না নানা কারণে। দেশে আইনজীবি বলে কেউ ছিলেন না। বিচার প্রার্থীকে তাই কোন না কোন সময়ে, প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য নিতে হত অথবা কাউকে গোপনে অর্থ দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হত। দেওয়ানী আদালতের বিচারকের রায়ই ছিল চূড়ান্ত। এই বিচারকের রায় অনুযায়ী খাতকের ঋণ পরিশোধের অক্ষমতার কারণে সম্পত্তি বিক্রয় করে দেওয়া হত। এ রীতি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। এক একটি বড় সহরকে কোতোয়লের অধীনে দিয়ে সব কিছুরই দায়িত্ব দেওয়া হত। দেশের ফৌজদারি কার্যবিধি সম্পূর্ণরূপে মুসলমানী শরিয়তী আইন মেনে করা হত। কেবল মাত্র উত্তরাধিকার, জাতিবিচার, দত্তক গ্রহণ বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে

উভয় সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী মান্য করা হত।

রাণী এলিজাবেথ ইংরেজদের যে সনদে এদেশে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকেও সেই একই সনদে আইন প্রয়োগের অধিকার দেন। তবে তাদের এই আইনে নিজের নিজের কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয় মাত্র। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল ইংলন্ডের রাজা ২ য় চার্লস এদেশে প্রথম ইংলন্ডের আইনানুযায়ী বিচারের অধিকার দেন। পরবর্ত্তী সময়ে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে মার্চের সনদে কোম্পানীকে বিচারালয় স্থাপন করে ইংলন্ডের আইন প্রচলনের নির্দেশ দেওয়া হল। আর এই নির্দেশ অনুযায়ী এদেশে মুম্বাইয়ে ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট প্রথম ন্যায় আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই মাদ্রাজে অন্য একটি আদালত স্থাপিত হয়। কলকাতায় এসময়ে নিয়মিত আদালত চালু হয়নি, সেকারণে কলকাতার অভিযুক্তদের বিচারের জন্য মাদ্রাজে পাঠান হত। ইতিপূর্বে ইংরেজরা সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা নামে তিনটি গ্রাম কিনে জমিদারের মর্যাদা লাভ করে নানা বিষয়ে বিচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় মেয়রের আদালত স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়। আরও পরবর্ত্তীকালে 'জুড়িশিয়াল চার্টার' নামক সনদের বলে কোম্পানীর প্রধান তিনটি কেন্দ্র—কলকাতা মুম্বাই মাদ্রাজে নির্দ্দিষ্ট বিচার ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। এরূপে ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষে যে বিচার ব্যবস্থার প্রচলন হচ্ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল ফোর্ট-উইলিয়ামের গভর্ণর ও প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়ে নানাভাবে বিচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে লাগলেন। ঐ সময়ে প্রতি জেলায় দেওয়ানি বিচারের জন্য দেওয়ানি আদালত এবং চুরি ডাকাতি জালিয়াতি ইত্যাদি বিচারের জন্য ফৌজদারি আদালত স্থাপন করা হয়। দেওয়ানি বিচারের হিন্দুদের ক্ষেত্রে 'শাস্ত্র' ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে 'কোরাণের' রীতি মেনে চলার কথা বলা হয়। আর এজন্য বিভিন্ন জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কারণে আদালতে ব্রাহ্মণ ও মৌলভীগণ প্রয়োজনে ডাক পেতেন।* এরও পরবর্ত্তীকালে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সুপ্রীম কোর্ট এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান হাইকোর্ট স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সুপ্রিম কোর্টই দেওয়ানি ফৌজদারী এমন কি নৌ ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের বিচার করতেন।

এই প্রেক্ষাপটে বর্ত্তমান গবেষণা নিবন্ধের প্রাচীন নথিপত্রে উল্লেখিত বিচারালয় সমূহের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তথা কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করা যাক। প্রাচীন অভিলেখগুলিতে মেদিনীপুর সদরে দেওয়ানি ও ফৌজদারি এবং তমলুক ঐ দুটি বিচারালয়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে রাজত্ব স্থাপনের প্রথম পর্বে রাজস্ব আদায়

---

* বাংলা ভাষায় আইনচর্চার ধারা-ড. পূর্বেন্দু নাথ নাথ

সংক্রান্ত কাজে খুবই ব্যস্ত থাকায় দেওয়ানী ও ফৌজদারি কার্যাদি সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারে নাই। সেকালে ঐ দুটি কাজ নবাবী আমলের চিরাচরিত প্রথায় চলছিল। বাংলার নাজিমই ছিলেন বিচারবিভাগের প্রধান ব্যক্তি। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে আগষ্টের রেগুলেশন অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি করে দেওয়ানী ও একটি করে ফৌজদারি আদালত স্থাপিত হলেও প্রায় দশ বছর পরে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখের আইন অনুযায়ী মেদিনীপুরেও অনুরূপ দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে নানারূপ পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে বিচার বিভাগ দুটিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা হয়।*

তমলুক মুনসেফী আদালত প্রতিষ্ঠার প্রামাণিক নথিপত্র এখনো ঐতিহাসিকগণের নাগালের বাইরে থাকলেও তমলুক সংক্রান্ত ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে যা উল্লেখিত রয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত রচিত 'তমোলুক ইতিহাস'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ই এপ্রিল। এই গ্রন্থটি দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য থাকার পর পুনরায় ১৩৭৯ সালের ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে "মুন্সেফী আদালত পূর্বে মছলন্দপুরে, ছিল তথা হইতে ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে নিকাশী গ্রাম হইতে নগরে আসিয়াছে। নিকাশীর শেষ মুন্সেফ মুন্সী ওয়ারিশ আলিই নগরের প্রথম মুন্সেফ হন। তিনি প্রায় তিন বৎসর এখানে কর্ম করিয়া পেন্সন লইয়া প্রতাপপুরের মুন্সেফ মিঃ বেলসাহেব ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে প্রতাপপুরের মুন্সেফী আদালত এবলিস করিয়া এখানে আসিয়া মুন্সেফ হন। এক্ষণে চারিজন মুন্সেফ কার্য করিতেছেন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে এখানে প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেসী স্থাপিত হইয়া মিঃ এ্যালেন সাহেব প্রথম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হন। তাহার পর ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে স্বাধীন বেঞ্চ ও ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে রুরাল সাব রেজিষ্ট্রারের সৃষ্টি হইয়াছে।" (পৃঃ ১১৯-২০) এই উদ্ধৃতিটি প্রথম সংস্করণে অবিকল ছিল কিনা তা আমাদের দেখার অবকাশ নেই, গ্রন্থটির দুষ্প্রপ্যতার কারণে, তবে বর্ত্তমান উদ্ধৃতটি যে ২য় সংস্করণ থেকে নেওয়া সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর এই একই উদ্ধৃতি সংকলিত হয়েছে তমলুক পৌরসভা তথ্যাপঞ্জী ২০০০' গ্রন্থে। উদ্ধৃতিটির মধ্যে দুটি খ্রীঃঅব্দ সম্পর্কে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মুন্সেফী আদালতটি মছলন্দপুর থেকে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে নিকাশী গ্রামে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে সেটি পুনরায় ১৮৪৫ সালে কি করে তমলুক সহরে স্থানান্তরিত হল? তা হওয়ার সাল ছিল ১৮৬২-র পরে কোন একটি বছরে। এর পরের সালগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ১৮৬২ সালটি তথ্যগত অথবা মুদ্রণ প্রমাদ। এই সালটি ১৮৪৫-র পূর্বের কোন সময় হবে।

* এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য দ্রঃ উনিশ শতকের মেদিনীপুর-নগেন্দ্রনাথ রায় পৃঃ ১৬-১৮ ও মেদিনীপুরের ইতিহাস-যোগেশচন্দ্র বসু পৃঃ ২৭৪-২৮০

উক্ত মুন্সেফী আদালত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অপর একটি মন্তব্য লক্ষ্য করা যাক। তমলুকের অন্যতম ইতিহাস প্রণেতা হরিসাধন সরকার রচিত 'তমলুক সহরের ইতিকথা' (১ম প্রকাশ ২০ শে অক্টোবর ১৯৭৭) গ্রন্থে লিখেছেন- "মুন্সেফ আদালত ছিল সর্বপ্রথম মছলন্দপুরে। তারপরে প্রতাপপুরে। তখন মুন্সেফ ছিলেন মিঃ বেল, পরে নিকাশী হাটে ১৮৩২ সালে। তখন মুন্সেফ ছিলেন মুন্সী ওয়ারিশ আলী"। এই দুই উক্তি মিলিয়ে দেখলে ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত কথিত '১৮৬২'-র পরিবর্তে ১৮৩২ সালই প্রামাণ্য বলে মনে হয়। এর পর হরিসাধন সরকারের আরও একটি তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন ঐ মুন্সেফী আদালত "১৮৪৫ সাল থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে তমলুক সহরে চলে আসে।" তবে সঠিক কোন সময়টিতে এই আদালত তমলুক শহরে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয় তা তিনি লিপিবদ্ধ করেননি। ইতিহাসের এই তথ্য থেকে অনুমিত হয় ১৮৩২ সালের পূর্বে তমলুকের মুন্সেফী আদালত তমলুক শহর ব্যতীত এই মহকুমার অন্যত্র কোথাও স্থাপিত হয়েছিল যা আজ গভীর অনুসন্ধানের অপেক্ষায়।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক রাখালজড় স্বর্ণকার স্বাক্ষরিত ওকালত নামায় বর্ণিত বিষয়সহ, আইনজীবিদের তালিকা লক্ষ্য করা যাক যাতে শতবর্ষ পূর্বে সরকারী কাজে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা ও আইনজীবিদের সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যাবে।

"জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত চৌকি তমলুকের মুনসফির প্রথম আদালত। এজলাস শ্রীযুক্তবাবু * মুনসেফ রায় বাহাদুর—

লিখিতং শ্রী চন্দ্রহরি শাউ হাং শাং রঘুনাথবাটী পং কাশীজোড়া কস্য ওকালতনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে আমার পক্ষ হইতে অত্র নম্বর মোকদ্দমার ওকালতনামা দেওয়া আবশ্যক বিধায় হুজুর সেরেস্তায় নিম্নোক্ত উকীল মহাশয়গণকে আমা পক্ষে উকীল নিযুক্ত করিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে—নিম্নোক্ত উকীল মহাশয়গণের মধ্যে যে কেহ এই ওকালতনামাতে কবুল লিখিয়া মোকাদ্দমা চালাইতে বাদী বিবাদী উভয়ের এবং উভয় পক্ষের সাক্ষীর জেরা জবানবন্দী করিতে সওয়াল জবাব করিতে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে ও মোকদ্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করিতে এবং নিম্নোক্ত বিশেষ ক্ষমতামতে—

১। সর্ব্ব প্রকার আর্জী বর্ণনা ও আবেদনপত্র, ইন্টারোগেটরী ও তাহার উত্তর এফিডেভিট ও দলিলাদি দাখিল করিতে এবং দাখিলী দলিলাদি ফেরৎ লইতে পারিবেন। ২। সংশোধনের ও হারাহারি দরখাস্ত করিতে, ডিক্রীজারি করিতে, নিলাম করাইতে, নিলামে ডাক করিতে, বয়নামা লইতে, যে কোন টাকা দাখিল করিতে, দাখিলী টাকা উঠাইয়া লইতে পারিবেন। ৩। মোকদ্দমা দায়ের থাকা অবস্থায় বা নিষ্পত্যের পরেও চেকের দরখাস্ত করিতে, চেক লইতে, ট্রেজারিতে চেক ভাঙ্গাইতে ও টাকা লইতে পারিবেন। ৪। ডিক্রী ও বয়নামা জারি করিয়া দখল লইতে মোজাহেম দিতে অন্যের দিয়ত মোজাহেমে

আপত্তি দর্শাইতে পারিবেন। ৫। ডিক্রী জারী স্থগিতের ও এতলাইয়ের দরখাস্ত করিতে, অগ্রিম ক্রোক করাইতে ও আপত্তি দর্শাইতে পারিবেন। ৬। বেদাড়া বা টাকা দাখিল মতে নিলাম স্থগিতের, পাপরের, শানির রায় ও ডিক্রীর সংশোধনের, নোটীশ, ইজাংশনের ওয়ারেন্টের ও ১৮৮৯।৭ আইনমতে সার্টীফিকেটের ১৮৮৫।৮ আইনমতে ক্রোক সহায়তার সর্ব্ববিধ নকলের ও অন্য সর্ব্ব প্রকারের দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন। ৭। খোরাকী বারবরদারী মুলতবি বেতন বা কমিশনাদি যে কোন প্রকারের টাকা দাখিল করিতে ও ফেরৎ লইতে পারিবেন। ৮। সরজনীন তদন্ত ও তাহার নকসা প্রস্তুত করিতে হিসাব নিকাশা ও অংশ বিভাগ করণ জন্য এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি জন্য সালিশ ও মধ্যস্থ নিযুক্ত করিতে ও তৎসম্বন্ধীয় দরখাস্তে মঞ্জুর লিখিতে এবং রির্পোট হিসাব নকসা ও এডওার্ড সমর্থন করিতে বা তদ্বিরুদ্ধে আপত্তি দর্শাইতে কিম্বা অন্য কর্তৃক উত্থাপিত উপরোক্ত রূপ যাবতীয় বিষয়ে আপত্তি দর্শাইতে পারিবেন। ৯। রাজীনামা, সোলেনামা, সালিশীনামা আদিতে মঞ্জুর লিখিয়া দাখিল করিবেন। ১০। অত্র নম্বর মোকদ্দমা দায়ের থাকা অবস্থায় কিম্বা চুড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এ পক্ষের নিযুক্ত উকীল মহাশয়গণ এপক্ষের হিতার্থে যে কোন কার্য করিবেন তাহা আমা * স্বয়ংকৃত কার্যের ন্যায় মঞ্জুর ও মাতব্বর। এতদর্থে অত্র ওকালতনামা লিখিয়া দিলাম ইতিসন ১৯০২। জানুয়ারী

শতবর্ষ পূর্বের এই ওকালত নামা থেকে একজন আইনজীবির অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ জানা যায়। শুধু তাই নয় সেকালে কোন কোন আইনজীবি তমলুকের এই আদালতে আইন ব্যবসা করতেন তা দেখা যাক। যেকালে শিক্ষিত লোকের যে কোন একটি সরকারী চাকুরি লাভ করা কোন কষ্টকর কাজ ছিল না সেকালে এই ব্যবসা যে মানুষের কাছে কতখানি আকর্ষণীয় ছিল তাও জানা যাবে। এই আইনজীবিরা হলেন ১। সর্বশ্রী বাবু ক্ষিরোদ নাথ সিংহ, ২। রসময় সিংহ ৩। শ্রীপতিচরণ বসু ৪। বিষ্ণুপদ বসু ৫। দুর্গারাম বসু ৬। ফকিরচন্দ্র বসু ৭। বিপিন বিহারী বসু ৮। বৈকুন্ঠ নাথ হাজরা ৯। শরচ্চন্দ্র হাজরা ১০। রজনীকান্ত ঘোষ ১১। জহরলাল ঘোষ ১২। চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩। চন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৪। বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ১৫। জয়হরি মুখোপাধ্যায় ১৬। প্রসন্নকুমার নাগ ১৭। যোগেন্দ্রনাথ সেন ১৮। নগেন্দ্রনাথ রায় ১৯। উপেন্দ্রনাথ দাস ২০। ব্রজনাথ দাস ২১। শ্রীনাথ চন্দ্র দাস ২২। অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪। ভীমাচরণ ভট্টাচার্য ২৫। ভীমাচরণ অধিকারী ২৬। মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী ২৭। বসন্তকুমার সরকার ২৮। অভয়াচরণ সরকার ২৯। মহেন্দ্রনাথ মাইতি ৩০। বামাচরণ দে ৩১। রসিকলাল ভৌমিক।

এই আইনজীবিদের সকলেই যে কেবলমাত্র আইন ব্যবসা করতেন তা নয় অনেকেই তাঁদের এই জীবিকার সাথে সাথে নানা সামাজিক কর্তব্য পালন করতেন। নাগরিক জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধান তথা কল্যাণকর ব্রতে নিজেদের

নিয়োজিত করেছিলেন। এর ফলে জনমানসে তাঁরা শ্রদ্ধার আসনও লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই আইনজীবিরা হলেন বিষ্ণুপদ বসু, দুর্গারাম বসু, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ, ভীমাচরণ অধিকারী ও মহেন্দ্র নাথ মাইতি। দুর্গারাম বসু তমলুক পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন ১৮৯৭-১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এঁর পরলোক গমনের পরে পৌরসভা একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেন ২২.০৭.১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। শোক প্রস্তাবটি নিম্নরূপ "Resolved that the commissioners put on record their deep sorrow and sense of public loss at the death of Babu Durgaram Basu who by his vast barning and ability as well by his noble character and policy manner won the love and respect of the whole Tamluk public and offer their sincere condolence to the member of the family of the discased at their pad bereavement." এই উজ্জ্বল সমাজ সেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পরবর্ত্তীকালে পৌরসভা সহরের একটি রাস্তার নামকরণ করেন দুর্গারাম বসু রোড। (তমলুক পৌরসভা তথ্য পঞ্জী ২০০০, পৃঃ ১৮৭) এরূপ আর একজন হলেন মহেন্দ্রনাথ মাইতি। তিনিও উক্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯২৫-১৯২৮। তিনি ছাত্র দরদী ছিলেন। সেকালে বহু দরিদ্র ও মেধাবীছাত্র অর্থাভাবে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। তিনি মফস্বলের এরূপ ছাত্রদের নিজব্যয়ে থাকা ও খাওয়া এমন কি পোশাক পরিচ্ছদ সহ শিক্ষাপোকরণ জুগিয়ে তমলুক সহরে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করেছিলেন। তাঁর এই ছাত্র দরদী হৃদয়ের কথা সহরবাসী আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সহরবাসী তাঁদের সেই শ্রদ্ধার কথা স্মরণীয় করতে রাখতে বর্ত্তমান পৌরসভা ভবনের নামকরণ করেছেন-'মহেন্দ্র স্মৃতি সদন।' শুধু তাই নয় সহরবাসী একটি রাস্তা তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত করে নামকরণ করেছেন "মহেন্দ্রনাথ মাইতি স্ট্রীট"। সত্যই তিনি জনজীবন, ব্যক্তি জীবন ও পেশাগত জীবনে ছিলেন মহান। "He was really great, great in public as well as in private and Professinal life" (ঐ পৃঃ ১৯০) অপর আইনজীবিরাও এভাবে নানা জনহিতকর কার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহরবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

গত শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের শাসনতান্ত্রিক অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে তমলুক পৌরসভা তথ্যপঞ্জীতে উল্লেখিত L.S.S.-o' malley-র প্রতিবেদন (১৯১১) এখানে উদ্ধৃত করছি। "Two Subordinate judges at Midnapore, four munsifs at the same place, three munsifs at Contai, two munsifs at Ghatal, four munsifs at Tamluk and one munsifs at Garhbeta. The subdivisional officers of Ghatal. Tamluk and Contai are almost invariably Magistrates of the first class, there is also as a rule, a Deputy Magistrate at Contai and a sub Deputy Magistrate at Tamluk, both with second class powers. Besides [illegible] stipendiary Magistrates,

there are Benches of Honorary Magistrates at Midnapore, Ghatal, Tamluk, Contai, and Chandrakona, as well as an Honorary Magistrate at Jara and another at Danton." (p.p.431)

জমি হস্তান্তর ও আর্থিক লেনদেনের চুক্তিদান বাংলায় রচিত হলেও আইন আদালতের ভাষা দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজির মাধ্যমেই ব্যক্ত করা হত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাও ব্যবহার করা হয়েছে। আইন প্রণয়নের ভাষা তথা আদালতের বিচারকগণের রায়দানের ভাষা বাংলায় প্রবর্ত্তনেরও একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিচার ব্যবস্থায় বাদী বিবাদীর বক্তব্য বিষয় জানার জন্য যে দোভাষীর প্রয়োজন হত সেকথা অনস্বীকার্য বরং বলা যেতে পারে আইন চর্চার ক্ষেত্রে এদেরই মাধ্যমে বাংলা ভাষার প্রবর্ত্তন ঘটে। আর এ কাজটির আনুষ্ঠানিক শুরু হয় ওয়ারেন হেসটিংসের গর্ভণর থাকার সময় থেকে। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুরের মালঝিটিয়া গড়ে রুক্মিনী দেবীর পূজার জন্য রাজা আনন্দলালের স্ত্রী জানকীবালা দেবী অভিরাম বিদ্যালংকারকে পূজার্চনার জন্য যে জমি বম্মোত্তর স্বরূপ দান করেন তার ভাষা লক্ষ্য করা যাক্।

।।শ্রী শ্রীরাম।।

মোয়াজি ৪/. বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর দিলাম সন ১১৮২ সাল গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রীযুক্ত অভিরাম বিদ্যালংকার মিশ্র অধিকারী শ্রীচরণেষু-

ব্রহ্মোত্তর সনদ পত্র মিদং কার্য্যাঞ্চাগে।

আমার জমিদারী পরগণা অরাঙ্গানগর ব্রজলালচক মৌজায় মৌয়াজি ৪/. বিঘা জমি মাফিক তপশীল জমিন তোমাকে ব্রহ্মোত্তর দিলাম। জমি জোতিয়া জোতাইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ। অপর কোন দায়া নাই। এতদার্থে ব্রহ্মোত্তর দিলাম। ইতি সন ১১৮২ সাল তাং ৯ই শ্রাবণ

মন্ত্রী — সহকারীমন্ত্রী লিপিকার

শ্রীকরুনাময় দাস — শ্রীগৌরচন্দ্র দাস

স্বাক্ষর (দেব নাগরী অক্ষরে)
শ্রীমতি জানকী দেবী
মহিষাদল"*

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা অপর একটি আবেদন পত্রের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার প্রতি দেওয়া যাক্।

"শ্রী শ্রী হরি
১২৯২ সাল

* অধরচন্দ্র ঘটক-নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত পৃঃ ৪৮

মান্যবর শ্রীযুক্তো বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরি

শাহেব বাহাদুর মান্যবরেষু—

মেদিনীপুর জেলার অন্তপাতি ঘাটাল শবডিবিজানের অন্তগর্ত চেতুয়া পরগণার দাষপুর গ্রামবাসী প্রজাগণের নিবেদন এই জে বঙ্গীয় ১৮৭০ সালের ৬আইন অর্থাৎ গ্রাম্য চৌকিদারি আইন পরিবর্তিত হইয়া জেনুজ্ঞা আইন শিষ্টীর আলোচনা হইতেছে শে আইনের আমাদের প্রয়োজন নাই অধীনগণের প্রার্থীত নিম্নের লিখিত বিষয়গুলির মস্যানুসারে কার্য হইলে সাধারণের মঙ্গল হইবে নতুন আইনের প্রয়োজন হইবে না নিবেদন ইতি সন ১৮৮৬।৫ মাচ-*

এভাবে লক্ষ্য করা যায় আইন আদালতে জনসাধারণের বক্তব্য বিষয় প্রকাশের মাধ্যম রূপে বাংলা ভাষা তার নিজস্ব আসন ধীরে ধীরে লাভ করছে। এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ করা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় বহু আইন বিষয়ক গ্রন্থ অনূদিত হতে থাকে। দক্ষিণবঙ্গে তমলুক আদালতের আইনজীবি রঘুনাথ মাইতি 'ঋণ সালিশী বোর্ড ১৯৩৮' নামে একটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করেন। রচনা না বলে ইংরেজী ভাষায় রচিত আইনের বাঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন বলাই-যুক্তিসঙ্গত।

দ্রঃ বাংলা ভাষায় আইনচর্চার ধারা, পৃঃ ৭৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বায়ত্ব শাসন, গ্রাম প্রতিরক্ষা ও জনস্বাস্থ্য

হিন্দু সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরা রয়েছে প্রাচীন ভারতের স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার মধ্যে। এতে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অভিনব দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় চিরকালই প্রশাসন ব্যবস্থাকে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে উন্নততর করে তুলেছেন।

প্রচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার মূল কেন্দ্রে রয়েছে গ্রাম। গ্রামের মোড়লদের পরিচালনায় গ্রামের শাসন চলতো। বেদে, এই ব্যবস্থাকে বলা হয়েছে 'গ্রামীন'। 'জাতকে' এবং 'অর্থশাস্ত্রে' এই ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে উত্তর ভারতে বলা হল 'গ্রামিকা' দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চলে বলা হত 'মুনুন্ডা', মহারাষ্ট্রে 'গ্রামকূট', কর্ণাটকে 'গাবুন্ড'। গ্রামের প্রশাসন ব্যবস্থায় গ্রামের মোড়লেরই ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। গ্রামকে সব দিক থেকে রক্ষা করাই ছিল এর প্রধান দায়িত্ব, পরে দায়িত্ব হল খাজনা আদায় করা।

গ্রামোন্নয়নের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য গ্রামসমিতি গঠিত হত। সমস্ত সম্ভ্রান্ত গৃহস্থকেই এই সমিতির সভ্য হতে হত। এই গ্রামসমিতিগুলি বিভিন্নরাজ্যে বিভিন্ন নামে, অভিহিত হত। উত্তর প্রদেশে 'মহাত্মম্', কর্ণাটকে 'মহাজন', মহারাষ্ট্রে 'মহত্তর', তামিল দেশে 'পেরুমককর' ইত্যাদি। পরে এই সমিতির নাম হয় 'পঞ্চায়েত'।

এই গ্রাম পরিষদের উদ্ভব হয় গুপ্তযুগে। অনুমিত হয় এই গ্রাম পরিষদ পাঁচজন সভ্য নিয়ে গঠিত হত এবং গ্রাম পঞ্চায়েত কথাটি এর থেকে উদ্ভূত। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের যে সব শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গ্রামের বৃদ্ধরা নিজেদের একটি পরিষদ গঠন করতো। চোল রাজাদের (৯০০-১৩০০ খ্রীঃ অঃ) সময়ের শিলালিপি থেকে এই গ্রাম পরিষদের কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রামের কোন সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে এই পঞ্চায়েতের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতেন না, পাড়া প্রতিবেশী কিংবা ভাইদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ বাধলে উভয়পক্ষ বিরোধ মীমাংসার জন্য যাঁদের নির্বাচন করতেন তাঁরাই হতেন পঞ্চায়েত। এঁরা যে একই পাড়া কিংবা একই গ্রামের অধিবাসী হতেন তা নয় ভিন্ন পাড়া বা গ্রামের অধিবাসী হতে কোন বাধা ছিল না। ঘটনার বা বিচার্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে পঞ্চায়েতের নির্বাচন ক্ষেত্রটি হত প্রসারিত অথবা সংকুচিত। এক অর্থে এঁরাও ছিলেন নির্বাচিত প্রতিনিধি। যদিও এই নির্বাচন ক্ষেত্র বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি গ্রামের উন্নয়ন তথা শাসন ব্যবস্থা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছ। এই ব্যবস্থার নামকরণ করা হয়েছে পঞ্চায়েত। আজকের গ্রাম

পঞ্চায়েতে যে পাঁচজন প্রতিনিধি রয়েছেন তা নয়, অধিক প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও ঐ 'পঞ্চায়েত' নামটি নেওয়া হয়েছে অতীতের ঐতিহ্য হিসাবে। বিরোধ মীমাংসার জন্য সেকালেও আদালতপ্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আদালতে আইনের আশ্রয় নেওয়ার পূর্বে পঞ্চায়েতগণের শরণাপন্ন হতেন বিবদমান গোষ্ঠী। এ কালের মত সেকালের পঞ্চায়েতগণ শিক্ষিত না হলেও তাঁরাও যে আইনজ্ঞ বাস্তববাদী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেকালের পঞ্চায়েত ফয়শালা নামার মাধ্যমে। শুধু তাই নয় পঞ্চায়েত পরিচালন পদ্ধতিটিও ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক কালের গ্রাম পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থাকে বুঝতে হলে কিংবা পরিচালিত করতে গেলেও সেকালের পঞ্চায়েতী রাজকার্য্যাবলীর বিবরণ পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। সামগ্রিক দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে সেকালের গ্রামীণ অর্থনীতিরও একটি উজ্বল ছবি পাওয়া যাবে এর থেকে।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তগর্ত তিলখোজা গ্রামে শতবর্ষের ও কিছুকাল পূর্বে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে ভ্রাতৃবিরোধ হেতু দুই ভাই সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন এভাবে-

"মহামহিম শ্রীযুক্ত পঞ্চাইত মহাশয়গণ বরাবরেষু নিং শ্রীনিখীদাস ও প্রেমদাস সাং তিলখোজা পরাগণা ময়না কস্য একরায় নামা পত্র মিদং কার্যনাঞ্চানঃ আমাদের ভ্রাতৃবিরোধ তৈজসপত্র জমিজমা ও কর্জধার ও দেনা পাওনা বিরুদ্ধে হওয়ায় আপনাদিগকে পঞ্চায়েত মান্য করিয়া আমরা স্বীকার ও একরার করিতেছি যে আপনারা আমাদের সাক্ষী ও প্রমাণ গ্রহণে যাহা মীমাংসা করিবেন তাহা আমরা স্বীকার ও গ্রহণ করিব। যদি অস্বীকার করি তবে আমরা ৫ টাকা দন্ডনীয় হইব। এতদার্থে অত্র একরায়নামাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৫ সাল তাং ২২ অগ্রান।

স্বাক্ষর শ্রীনখিনাঅন দাস

শ্রীপ্রেম দাস

লক্ষীদাস বোধ হয় বেশি লেখাপড়া জানতেন না। নিজের নামটিও তিনি সঠিকভাবে লিখতে পারেননি। স্বাক্ষর থেকে জানা যায় তিনি কোনরকমে নিজের নামটি সই করতে পারতেন। বরং প্রেমদাস লেখাপড়া জানতেন বলে মনে হয়। উক্ত আবেদনপত্র থেকে বোঝা যায় উভয় ভ্রাতা পঞ্চায়েতগণের রায় মেনে না নিলে ৫.০০ টাকা জরিমানাও দিতে বাধ্য থাকবেন। আর্থিক দন্ড দেওয়া সব কালেই অপমানজনক কাজ। দেখা যায় সেকালেও এই আর্থিক দন্ড দানের রীতি প্রচলিত ছিল।

এখন লক্ষ্য করা যাক পঞ্চায়েতগণ কিভাবে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ভাগ বন্টন করছেন। গৃহস্থালির সমূহ তৈজসপত্র লিখিতভাবে দুই ভাইয়ের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন এবং ঐ সব দ্রব্যের আনুমানিক আর্থিক মূল্যও নিরূপণ

করেছেন পঞ্চায়েতগণ। এই তালিকা থেকে সেকালের একটি পরিবারের অর্থনৈতিক চিত্রটিও বোঝা যাবে।

লক্ষ্মীদাস পেয়েছেন

ধোবো গোরু ১টা পাঁচটাকা আট আনা-

থাল ৩ খান একটাকা সাড়ে এগার আনা

ঘটি ১ খান সাত আনা দুই পয়সা

জামবাটী ১ টা তিন পোয়া তিন ছটাক দুই কাচচা চার আনা

পাথরবাটী ১ টা এক টাকা

বাচাড়িজাল ১ টা এক টাকা

কদাল ১ টা ছয় আনা

কুড়াইল ১ টা আট আনা

দা ৩ টা আট আনা

কাটারি ১ টা দুই আনা

গুণ ৩ থান চার আনা

পালন ১ থান চার আনা

বাকস ১ টা দুই আনা

ছাকনি জাল ১ টা দুই আনা

মোশোর ১ থান চার আনা

বালিশ ৩ টা এক আনা

লেপ ১ থান এক টকা চার আনা

লাঙ্গল ১টা একটাকা চার আনা

বাজেকাঠি ১ থান চার আনা

কাথা ৪ থান

ঢেঁকি ১ টা আট আনা

চরখা ১ টা দুই আনা

সেঁউনি ১ টা এক আনা

পুরাতন চাটাই ২ টা চার আনা

কবাট চৌকাট এক টাকা

ষোল টাকা তিন আনা

এই টাকার দ্রব্য নামীয় গচ্ছিত করিলাম

প্রেমদাস পেয়েছেন

কালো গরু ১ টা সাত টাকা আট আনা

থালা ২ থান এক টাকা চার আনা

রেকাব ১ থান তিন আনা

জামবাটি ১ টা চার আনা

পাথর বাটি

চুনামারা জাল ১ টা দুই টাকা

কদাল ১ টা চার আনা

দা-তিন আনা

জাঁতি দুই আনা

সীকা, চাটু ও বাটনা -দুই আনা

গুণ-চার আনা

পালন-দশ আনা

পেটরা-দুই আনা

ছাকনী জাল ১ টা দুই আনা

মিহি দড়ি-তিন আনা

মোশোর ১ টা চার আনা

বালিশ ১ টা এক আনা

ছাতা ১ টা ছয় আনা

তুলা ছয় আনা

উর্দি-তিন টাকা

বাজে কাঠি-১ টাকা চার আনা

কাথা ২ টা চার আনা

লোতন চাটাই

তক্তা ৩ খান এক টাকা

আঠার টাকা বার আনা

এই টাকার দ্রব্য প্রেম দাসের গচ্ছিত করাইলাম সন ১২৯৫/ পৌষ ৪।

পঞ্চায়েত নামার উল্লিখিত তালিকা থেকে একটি গ্রামীন কৃষক পরিবারের জীবন যাত্রার যে চিত্র পাওয়া যায় তাহল ঐ পরিবারে চাষ আবাদের জন্য বলদ

ছিল, গাভী ছিল আর ছিল কৃষি কাজের নানান সরঞ্জাম। যেমন কোদাল, কাস্তে (দা) কাটারি, এবং জল সেঁচার জন্য বাঁশের বোনা সেউনি ইত্যাদি। সেকালে পাওয়া যেত ঢেঁকি ছাটা চাল। সে কারণে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেই থাকত একটি করে কাঠের তৈরী ঢেঁকি। রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে কুড়াল নামক যন্ত্রটির ও প্রয়োজন ছিল এবং তাও থাকত প্রতিটি গৃহস্থে। চরখায় কাটা সুতো দিয়ে তৈরী হত পরণের কাপড়, সেজন্য থাকত চরখা। পুকুর বা ডুবো জায়গায় মাছ ধরার জন্য প্রয়োজন হত ছাকুনি জাল ও চুনোমাছ ধরার জাল। তাও গৃহস্থের আবশ্যকীয় সামগ্রী রূপে বিবেচিত হত। ভাত খাওয়া হত থালা বাটিতে আর রেকাবে করে পানের মশলা সাজিয়ে জাঁতিতে সুপারি কেঁটে পান খাওয়ার রেওয়াজ ছিল প্রায় প্রতিটি ঘরে। এর পরে রাতে নিশ্চিন্তে একটি হাতবোনা মাদুর অথবা চাটাই (একপ্রকার জলজ ঘাসের তৈরী) আর কাঁথামুড়ি কিংবা লেপমুড়ি দিয়ে রাতের নিদ্রা ভোগ করতেন সকলেই। তারও পরিচয় পাওয়া যায় উল্লিখিত তালিকা থেকে। তবে এরূপ পরিবারে যে সেকালে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না তা বলা বাহুল্য। পরিবারের অধিক লোকসংখ্যা, ফসল অজন্মানো প্রভৃতি কারণে বছরের কোন না কোন সময়ে তাদের ঋণ করতে হতে মহাজনদের কাছে। সংসারের দায়িত্ব থাকত বড় ভাইয়ের ওপর। তাই বড় ভাইকেই ঋণ করে সংসার চালাতে হত। সময়ে সময়ে অন্য ভাইরাও ঋণ করে আনত মহাজনদের কাছ থেকে কখনও বা তমসুক লিখে আবার কখনও বা বিনা তমসুকে। এরূপ সংসারে মোট ঋণের পরিমান জানা যেত ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথগন্ন হওয়ার সময়ে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নখীও প্রেমদাস নিজ নিজ ঋণের তালিকা পেশ করছেন পঞ্চায়েতগণের সামনে। পঞ্চায়েতের সেই ঋণের তালিকা প্রস্তুত করছেন এইভাবে-

"নখী ও প্রেমের দিয়ত কর্জ টাকার ফর্দ সন ১২৯৫ প্রেম দাসের দিয়ত কর্জ টাকার ফর্দ"

দীনবন্ধু দাস

সাং শ্রীরামপুর ১৫ টাকা ওয়াশীল ৮ টাকা

গোপীদাস সাং শ্রীরামপুর ৫ টাকা

দনুদাস সাং কিসমত ২ টাকা, শোধ ২ টাকা

রয়িদাস সাং তিলখোজা ১ টাকা ওয়াশীল চোদ্দ আনা

উমেশ মাইতি সাং তিলখোজা ২ টাকা ওয়াশীল ২ টাকা

উমেশ মাইতির স্ত্রীর নিকট একটাকা, আট আনা (বাদ)

উমেশের ভগ্নির নিকট ১ টাকা (বাদ)

মধু পাত্রের স্ত্রীর নিকট দুটাকা (বহাল)

বদন মাইতির স্ত্রী সাং তিলখোজা এক টাকা (বহাল)

ক্ষেত্র দাসের স্ত্রী সাং তিলখোজা দু টাকা (বহাল)

দীনবন্ধু দাস সাং শ্রীরামপুর বার টাকা, শোধ আট টাকা

ওয়াশীল বাদে চার টাকা

পঁয়ত্রিশ টাকা আট আনা

ওয়াশীল দশ টাকা চৌদ্দ আনা

চব্বিশ টাকা চোদ্দ আনা

নখীর দিয়ত ফর্দ্দ

* মাইতি সাং পরমানন্দপুর নয় টাকা ওয়াশীল এক টাকা চৌদ্দ আনা

দেবী মাইতি এগার টাকা আট আনা ওয়াশীল পাঁচ টাকা

" এক টাকা

ছয় টাকা

মোট আটারো টাকা আট আনা

অক্ষয় পাতর চৌউরা দশ টাকা

রয়িদাস সাং তিলখোজা তিনটাকা ওয়াশীল তিন টাকা

চব্বিশ টাকা আট আনা

ওয়াশীল দশ টাকা চোদ্দ আনা

বাকী তের টাকা দশ আনা

ধান্য বাইড় আনা নখীর দিয়ত ফর্দ্দ

মধু মন্ডল সাং তিলখোজা দুকুড়ি

স্বরূপ দাস সাং তিলখোজা তের কুড়ি

মধুসূদন পাতর সাং তিলখোজা দু কুড়ি, একআড়া এককুড়ি

বকেয়া সালের ধান্য

কমল পাতর সাং তিলখোজা তিন কুড়ি

দোফে কমল পাতর দশকুড়ি ধান্যের মুনাফা আদায় চার কুড়ি

দোফে মুনাফা এক কুড়ি এক মান

দীনবন্ধু দাস সাং শ্রীরামপুর দুকুড়ি দু মান

স্বরূপ প্রধান সাং শ্রীকণ্ঠা এক কুড়ি

মোট এক আড়া বার কুড়ি দু মান

লক্ষ্মী ও প্রেমদাস উভয়ে তাদের পৃথক পৃথক ঋণের ফর্দ দাখিল করেছেন।

এছাড়াও উভয় ভ্রাতা যৌথভাবে একটি ঋণের তালিকা পেশ করেছেন পঞ্চায়েতদের কাছে। এই তালিকা দীর্ঘ সে কারণে অনুল্লেখ রাখা হল। এই ঋণের অংশভাগ কে কতখানি নিয়েছিলেন বা পঞ্চায়েতগণ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হয়েছিল তাও জানা যায়। তবে এই পঞ্চায়েতগণ যে নানাদিক খতিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতেন সে বিষয় গ্রামজীবন থেকে জানা যায়। যেমন পঞ্চায়েতগণ অনুসন্ধান করতেন (১) যৌথ সাংসারিক জীবনে কোন ভাই গোপনে ব্যক্তিগত ভাবে কোন সম্পদ করেছেন কিনা (২) কোন ভাই ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে ঋণ দিয়ে মুনাফা লাভ করেছেন কিনা অথবা ওদের স্ত্রীগণও। তেমন কোন ঘটনা প্রকাশ পেলে পঞ্চায়েতগণ তাও পরীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। পৃথগন্ন হওয়ার সময় যৌথ পৈত্রিক সম্পত্তি বা ক্রীত সম্পত্তি অংশীদারগণের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হত। ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথগন্ন হওয়ার সময় পঞ্চায়েতগণ বয়জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের সম্মানরক্ষার রীতিটিও রক্ষা করে চলতেন। অর্থাৎ সমূহ সম্পত্তি অংশ নামা করার পূর্বে সম্পত্তির একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ তা যত সামান্যই হোক না কেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য পূর্বাহ্নেই নির্দ্দিষ্ট করে রাখতেন। এর কারণ হল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তার সামর্থ অনুযায়ী, যে কোন ভাবেই হোক না কেন যৌথ সাংসারিক দায়িত্ব বহন করায় তার প্রতি পরিবারের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ ঐ অংশ দেওয়া হত।

প্রদত্ত ঋণের তালিকা থেকে আরো একটি সামাজিক ছবি পাওয়া যাচ্ছে। একটি পরিবার তাদের পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজ গ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীদের কাছ থেকেও ঋণ গ্রহণ করতেন। তবে এই ঋণ কখনোই দীর্ঘ মেয়াদি ছিল না। তালিকা থেকে আরও জানা যায় মহাজনদের মধ্যে দু একজন মহিলাও রয়েছেন। সেকালে মহিলাদের হাতেও টাকা পয়সা থাকত এবং তারা সেই টাকা ঋণ দিয়ে উপরি রোজগার করতেন। যত দূর জানা যায় এই সব মহিলা কখনো কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো বা গোপনে সুদের কারবার করতেন। যে সব ক্ষেত্রে মহিলারা গোপনে ঋণদান করতেন সেই ঋণদানের বিষয় প্রকাশ পেলেই সংসারে ভাঙ্গন দেখা দিত। এই গোপনে ঋণ দেওয়া ও পরিশোধের কাজ চলত দীর্ঘদিন ধরে। পৃথগন্ন হওয়ার সময় বাধ্য হয়েই ঋণদাতা তা প্রকাশ করতেন, আর তিনি যদি তা করেন তাহলে কোনদিন ঋণগ্রহীতার কাছে কোন দাবি জানতে পারতেন না। ফলে বাধ্য হয়েই ঋণদাতাকে তা স্বীকার করতে হত।

যৌথ পরিবারে এইসব মহিলা কিভাবে মূলধন সংগ্রহ করতেন? সংসারে এক বৌয়ের সাময়িক অনুপস্থিতিতে অন্যজন পাড়া প্রতিবেশি মহিলার সঙ্গে যোগাযোগে শস্তায় ধান চাল বিক্রি করে এই মূলধন সংগ্রহ করে ঋণ দিয়ে সুদের কারবার করত। এটি ছিল সেকালের প্রায় প্রতিটি যৌথপরিবারে ফল্‌গুধারার মত জীবনচিত্র। তাই গ্রামে যখন কোন যৌথ পরিবারে পৃথগন্ন হওয়ার জন্য পঞ্চায়েত মান্য করা হত তখন একপক্ষ কৌতূহলি হয়ে থাকত

এই গোপন তথ্য জানার জন্য। সেকালে যৌথ পারিবারিক জীবন ক্ষয়িষ্ণু হওয়ার এটি ছিল একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

উক্ত পঞ্চায়েতগণ সব কিছু খতিয়ে দেখার পর যে বন্টন নামা করে দিয়েছেন তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক্।

"পঞ্চায়েত ফয়শালা সাং তিলখোজা সন ১২৯৫ সাল তাং ১৫ই মাঘ। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসও শ্রীপ্রেমচাঁদ দাস উভয়ে দুই ভ্রাতায় মনমানত্রিক হইয়া বাস্তু কালা ও জলজমি ও তৈজসপত্রআদি বন্টনের পঞ্চাইত মান্য করায় পঞ্চাইতগণ সরজমিনে পঁছিয়া নীষ্পত্য করিল যে মধ্যম ভ্রাতা শ্রীসিবনারাণ দাসের সাড়ে পাঁচআনা ছগন্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি বাদে বক্রী দশআনা তেরগন্ডা এক কড়া বাস্তু কালা জায় জমি আদী লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নিম্নের লিখিত মতে পাঁচআনা ছগন্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি দখল পাইবেন।

চারটাকা এগার আনা নারাণ ও প্রেমচাঁদ উভয়ে পরিশোধ করিবেন মায় খাজনা যাহা দেনা হইবেক তাহা লক্ষ্মী ও প্রেম উভয়ে বুঝাইবেন। বাইড় ধান্য দুপন দেড় গন্ডা ভাড়া চারি কুড়ি ফর্দ্দে লিখা আছে। মহাজনকে যদি কিঞ্চিৎ বাইড় সম্বন্ধে দিতে হয় তাহা রকম বার আনা লক্ষ্মীনারায়ণ পরিশোধ করিবেন। রকম চারি আনা প্রেমচাঁদ উক্ত বাইড় ধান্য বুঝাইবেন। গোরু ও বাসন ও তৈজসপত্রাদি নিচের মতে মূল্যময় করিয়া উহাদিগে তুল্যাংশ করিয়া দেওয়া গেল। ইতি সন ১২৯৫ সাল।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। লক্ষ্মীনারায়ণ ও প্রেমদাস এই দুইয়ের মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন শিবনারায়ণ দাস। পঞ্চায়েত করার জন্য আবেদন পত্রে কিংবা ঋণের তালিকাও তৈজপত্রাদি বন্টনামায় শিবনারায়ণের নাম নেই। কেবল জমি ভাগের তালিকায় তার নামোল্লেখ রয়েছে এবং অংশগত ভাগও পেয়েছেন। বলা বাহুল্য শিবনারায়ণ ছিলেন নিঃসন্তান। তাই সংসারে তার খরচ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। সে কারণে তিনি কখনো কারো কাছে ঋণ গ্রহণ করেননি এবং লক্ষ্মী ও প্রেমচাঁদ যৌথভাবে যে ঋণ করেছেন তাও তাদের নিজ নিজ সংসারের ভরণ পোষণের কারণে। প্রেমচাঁদ ও লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যে বিরোধ যত প্রকট ছিল শিবনারায়ণের সঙ্গে অন্য দুই ভ্রাতার সেরূপ কোন বিরোধ ছিল না। তাই পঞ্চায়েতগণও শিবনারায়ণ কে ঋণ বহনের কোন দায়িত্ব দেন নাই। ফলে কালা ও জল জমির এক তৃতীয়াংশ শিবনারায়ণ দাসের নামে অংশনামা করা হল।

অংশনামা হতে বাকী থাকল বাস্তু পুকুর ও ঘর। পঞ্চায়েতগণ তাও বন্টন করেছেন নিম্নরূপে-"বাস্তুর পশ্চিম ঘর ১ টার মর্দ্দে অর্দ্ধাংশ মায় ক্ষির কোণে কালা উত্তরপাশ প্রেম দাসের রহিল ও ঐ ঘরের দক্ষিণপাশ মায় জগন্নাথ কোণায় কালা নখী দাসের রহিল দক্ষিণ পার্শের দহলীজ ও বারাম রাস্থা ও খিড়কী ও মায় বাহির ইজমালি অবস্থায় রহিল। এহার পূর্ব্ব উদয় দাশের ৮ বাড়া বঞ্র

(বন) বাদে পশ্চিম পাশ লক্ষ্মী দাস ৩ বাড়া তাহার পূর্ব্ব প্রেম দাস ৩ বাড়া রাস্তা বাদ এহার দক্ষিণ তরফ উত্তর দক্ষিণ লম্বা শীবু দাসের ৩ বাড়া রহিল ঐ শামিল বিচতলা তিনজনার অংশ মতে রহিল।"

পঞ্চায়েতগণের নিকট অপর একটি আবেদনপত্র ছিল নিম্নরূপ-

"শ্রীশ্রীহরিজী স্বরনং

সন ১৩১১। ১৭ জৈষ্ট

মহামহিম শ্রীযুক্ত হরিহর দাস অধিকারী ও মহামহিম শ্রীযুক্ত শীবনারায়ণ পাত্র তথা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র মাইতি তথা শ্রীযুক্ত নিলকন্ঠ পাত্র তথা শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র পাত্র তথা শ্রীযুক্ত হারাধন দাস ও পরম কাল্যানি শ্রীমান ইন্দ্র নারায়ণ দাস সকলের সাকিন তিলখোজা পং ময়না থানা ও সবরেজষ্টর তমলুক জেলা মেদিনীপুর বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রী লাল বিহারি দাস ও শ্রী বেনী দাস ও শ্রী রমানাথ দাস ও শ্রী * দাস ও শ্রী উমেশ দাস ও শ্রী মানু দাস সাং তিলখোজা পং ময়না থানা ও সব রেজেষ্টর তমলুক জেলা মেদিনীপুর কস্য অবিচলনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী থানা ও সবরেজেষ্টর তমলুকের অধীন ময়না আউট পোস্টের মধ্যে ময়না পরগণার তিলখোজা মৌজায় আমাদের যে কালা বাস্তু আটী আবাদী জমি আছে তাহার অংশ অংশী লইয়া আমাদের সরিকগণের মধ্যে পরস্পর মন বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। এ কারণ উল্লিখিত বিষয়ের নিস্পত্য জন্য আপনাদিগকে শাল্সি মান্য করিয়া এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে আপনারা নিরপেক্ষ ভাবে ধর্মত স্বীয় স্বীয় জ্ঞানমতে ও নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের পৈত্রিক এবং আমাদের মধ্যে যাহারা যাহারা অন্য কোন নিঃঅংশির অংশ স্বোপার্জ্জন করিয়াছে সেই সেই অংশ স্বঠিকরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া সেই সেই অংশমতে যাহার যতটুকু জায়গা প্রাপ্য হয় ও যে যাহার * মতে যাহাকে যাহাকে দিতে অভিপ্রায় করিবেন কি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন আমরা তাহাতে পরস্পর লইতে বাধ্য হইব কোন প্রকার ওজরাপত্য করিতে পারিব না করিলে আপনাদের অভিপ্রায় মতে দন্ডনিয় হইব এতদর্থে আমরা * হইয়া আপনাপন স্বইচ্ছাপুর্বক অত্র অবিচলনামাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি" স্বাক্ষর রয়েছে সকলের।

এই আবেদন পত্রের ভিত্তিতে পঞ্চায়েতগণ বিষয় সম্পত্তি ও তৈজস পত্রাদি কিভাবে ভাগ করেছিলেন নথিপত্রের অভাবে তা জানা যায়নি। তবে উভয়পক্ষই এই আবেদন পত্রে 'অবিচল নামা' বা বন্টননামাকে যে মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন তা বোঝা যায় উদ্ধৃত অংশটি থেকে। পঞ্চায়েতগণও তাঁদের জ্ঞান বিশ্বাস ও ধর্ম্মমতে অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত স্বার্থলেশহীন হয়ে বন্টননামা করতেন তাও জানা যায়। অবিচলনামাটি থেকে আরও জানা যায় সেকালেও একান্নবর্ত্তী পরিবারে থেকে কোন কোন ভাই সম্পদ স্বোপার্জন করতেন কিংবা ইচ্ছা করলে

কোন একজন ভাই অন্য ভাইকে স্নেহবশত বা শ্রদ্ধাবশত নিজ অংশ থেকে অতিরিক্ত সম্পদ দিলে তা নিয়ে বঞ্চিত ভাইয়ের কোন ওজর আপত্তি করারও ছিল না। সর্বোপরি কেহ এই পঞ্চায়েত ফয়শালা অমান্য করলে তিনি আইনেরও সহায়তা পাবেন না বলে স্বীকৃতি জানাতেন। এতে পঞ্চায়েতগণের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে।

এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল লোকাল বোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ড, যার বর্ত্তমান নাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বা শায়ত্বশাসন ব্যবস্থা.। একটি নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যবধানে নির্বাচনের মাধ্যমে লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হতেন জনসাধারণের দ্বারা। নির্দ্দিষ্ট গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গ 'ভোটার' রূপে চিহ্নিত হতেন। নির্দ্দিষ্ট এলাখার লোকাল বোর্ডের ভোটার হতে হলে ব্যক্তিকে ঐ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী হওয়া ছাড়াও সরকারী করদাতাও হতে হত। নির্বাচন প্রার্থীর পক্ষে ভোটারগণের কেহ কেহ 'নাম প্রস্তাবক', 'নিবেদক' 'সমর্থনকারী' রূপে মহকুমার অফিসারের নিকট আবেদন জানাতেন। সেই আবেদন পত্রে প্রার্থীর সম্মতিসূচক স্বাক্ষর দান বাধ্যতা মূলক ছিল। কেমন ছিল সেং আবেদনপত্র? এখানে সেরূপ একটি আবেদনপত্র উদ্ধৃত করা হল।

"শ্রীশ্রীহরি,

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত তমলুক মহকুমার সবডিভিসন্যাল অফিসার মহোদয় বরাবরেষু

মহাত্মন

অধিন দরখাস্তকারী তমলুক মহকুমার মহিষাদল থানার ভোটদাতা হইতেছেন। এক্ষণে অধিন জানিতে পারিতেছেন যে আগামী ১৭।১২।২৮ তারিখে তমলুক লোকাল বোর্ডের মেম্বার নির্বাচিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে অধিন তমলুক পরগনার মহিষাদল থানার পাঁচবেড়্যা গ্রামনিবাসী বাবু সুরেন্দ্রনাথ মাইতিকে উক্ত লোকাল বোর্ডের মহিষাদল থানা হইতে জনৈক সভ্যপদে নির্বাচিত হইবার জন্য প্রস্তাব করিতেছে। তাঁহার লোকাল বোর্ডে সদস্য হইবার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। তিনি মহিষাদল থানার স্থায়ী অধিবাসী হইতেছেন এবং তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসর হইবে। তিনি প্রতি বৎসর ৫্ টাকার অধিক রোড়শেষ দিয়া আসিতেছেন। অত্র দরখাস্তে যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কালেকটরী রোড শেষ দাখিলের পাঁউতি চারিখন্ড দাখিল হইল। ইতি ২৯।১০।২৮

নিবেদক ও প্রস্তাবক	সমর্থন কারী
২৫৫। শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ অধিকারী সাং বাবলপুর	২৬৯। শ্রী হারাধন সামন্ত সাং বাবলপুর

২৬০। শ্রীগোবিন্দ চরণ সামন্ত
সাং বাবলপুর

২৬৩। শ্রীভুবনচন্দ্র প্রামাণিক
সাং বাবলপুর

আমি স্বীকৃত আছি

১২৪। শ্রী কুমরচন্দ্র বর
সাং পেয়াজ বেড়া

১২১। শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাইতি
সাং পাঁচবেড়্যা
পঃ তমলুক
থানা মহিষাদল
১নং ইউনিয়ন

১২৭। শ্রী দুলাল মন্ডল
সাং পিয়াজ বেড়্যা

১২৮। শ্রীহীরালাল মন্ডল
সাং পেজবেড়্যা

৬৭। শ্রীচন্ডীচরণ পাল
সাং চকজিঞাদিঘী

১৩৩। শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ঘোড়ই
সাং বরগোদা

১১৫। শ্রীনিশিকান্ত মাইতি
সাং পাঁচবেড়্যা

১১২। শ্রীতারকচন্দ্র মাইতি
সাং পাঁচবেড়্যা

সেকালে গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসনের দায়িত্ব নিতেন গ্রাম প্রধান গণ। সে কারণে এঁরা কখনো গ্রামের প্রশাসকরূপে আবার কখনো বা গ্রামরক্ষী বাহিনীর সদস্যরূপে নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। কিভাবে একজন গ্রাম প্রধান চৌকিদার নিয়োগ করে গ্রামে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করছেন তা নিম্নোদ্ধৃত হুকুমনামা থেকে জানা যাবে।

"শ্রীশ্রীহরি

শ্রীইন্দ্র মাজি সাং তিলখোজা পং ময়না ঃ যেহেতু তিলখোজা গ্রামের নিমাই জানা চৌকিদারের বরখাস্ত হওয়ায় তাহার কর্মখালি হইয়াছে * এবং ঐ কর্ম পাওয়ার জন্য প্রার্থিত হইয়াছ অতএব তোমাকে ঐ গ্রামের চৌকিদারী কর্ম তিনমাসের একটি মাসিক ৩্ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া তোমাকে এই হুকুমনামা দেওয়া গেল, তুমি অদ্যকার তারিখ হইতে ৭ রোজ মধ্যে থানায়

যাইয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া লইবে। ইতি সন ১৩০১ সাল তাং ১ লা অগ্রহায়ণ

স্বাঃ শ্রীউমেশ চন্দ্র মাইতি

বলা বাহুল্য বাংলা ১৩০১ সালে সরকার ও গ্রামের প্রধান হিসাবে শ্রী উমেশ চন্দ্র মাইতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন চৌকিদার নিয়োগের।

সেকালে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা জেলাশাসকের দ্বারা নিয়োগপত্র পেয়ে গ্রাম রক্ষীদলের সভ্যরূপে গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করতেন। সেরূপ একটি নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন তিলখোজা গ্রামের জনৈক রজনীকান্ত দাস। নিয়োগপত্রটি দ্বিভাষায় ছিল-ইংরেজী ও বাংলা। নিয়োগপত্রে গ্রামরক্ষী-বাহিনীর ইতিকর্তব্য সম্পর্কেও নির্দেশিকা ছিল। এখানে আমরা ঐ নিয়োগপত্রের বাংলা ভাষ্যরূপটি উদ্ধৃত করছি।

"সনন্দ

আপনাকে এতদ্বারা মেদিনীপুর জেলার ময়না পুলিস স্টেশনের ২ নং ইউনিয়নের গ্রামরক্ষীদলের একজন সভ্য নিযুক্ত করা হইল। ডাকাত ও দস্যুদিগের হাত হইতে এবং ব্যক্তি ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ হইতে আপনার প্রতিবেশিদিগকে রক্ষা করাই এই দলের উদ্দেশ্য।

আপনাদিগকে যে সকল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে এবং যে সকল ক্ষমতার পরিচালন করিতে হইবে তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

১২।১।১৯৩৪ স্বাঃ ডিস্ট্রিক মেজিস্ট্রেট

মেদিনীপুর

নির্দেশবলীতে গ্রামরক্ষীগণের কর্তব্য কর্ম ছিল নিম্নরূপ

১। কোনওরূপ সোরগোল উঠিলেই আপনাকে ঐ গ্রাম্য রক্ষীদলের অপরাপর সভ্যের সহিত কোন সুবিধাজনক স্থানে একত্র হইতে হইবে এবং এইরূপে একত্র হইয়া আপনারা সকলে একসঙ্গে ঐ অপরাধীদিগকে আক্রমণ করিবেন ও তাহাদিগকে ধরিবার জন্য সকল রকম চেষ্টা করিবেন।

২। ঐ অপরাধীদিগকে ধরিবার জন্য আপনাদিগের যেরূপ বল প্রয়োগ করবার দরকার হয় আপনারা কেবল সেইরূপ বল প্রয়োগ করিবেন।

৩। ঐ সকল অপরাধী বা অপর এরূপ কোন অপরাধ যাহার দন্ড ফাঁসি বা দ্বীপান্তর, সেইরূপ অপরাধ করিয়াছে বা করিতে উদ্যত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবার যদি যুক্তিযুক্ত কারণ যাকে এবং তাহারা যদি আপনাদিগকে বাধা দেয় ও বন্ধুক কিংবা মারাত্মক অস্ত্র লইয়া আপনাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে এবং তাহাদিগকে ধরিবার আর কোন উপায় না থাকে তাহা হইলে আপনারা যদি মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করিতে আইনমতে যত্নবান হন তবে আপনারা তাহাদিগকে ধরিবার ও আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য মারাত্মক

অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন । অন্যস্থলে তাহাদিগকে ধরিবার এবং তাহাদিগকে পলায়ন নিবারণ করিবার জন্য যতটুকু বল প্রয়োগ আবশ্যক আপনারা কেবল ততটুকু বল প্রয়োগ করিবেন। এই বিষয়ে সাধারণ অপরাপর লোকের যে অধিকার আছে আপনাদিগেরও সেই অধিকার থাকিবে, তাহার অধিক কোন অধিকার আপনাদিগের নাই।

৪। অবিলম্বে থানায় সংবাদ পাঠাইতে হইবে এবং আপনারা যে সকল ব্যক্তিকে ধরেন তাহারা না পলায়ন করে সে বিষয়ে আপনাদিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

সেকালে পঞ্চায়েত তথা শায়ত্বশাসন ব্যবস্থাপকদের উপরও ছিল জন স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব। বলাবাহুল্য কঠোর নিয়মানুবর্তীতার মাধ্যমেই জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা হত। এ কাজে কোন প্রকার শৈথিল্য সহ্য করা হত না। সে যুগে আইন কেমন ছিল আর আইন অমান্যকারীর কিরূপ শাস্তির বিধান ছিল তা আমরা পুরানো দিনের পাতা উল্টালে দেখতে পাব। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে তমলুক লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ময়না থানার তিলখোজা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রেম দাসকে নোটীশ দিয়েছিলেন এই ভাষায়—"প্রকাশ থাকে যে তোমার দখলী পুষ্কর্ণীর হদ হইয়া অপরিষ্কার হইয়াছে যে তাহার দ্বারা সর্বসাধারণের পানীয় জলের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে ও স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে অত্র নোটীশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ২ দিবস মধ্যে পুষ্কর্ণী রীতিমত পরিষ্কার করিয়া দিবে এবং স্বয়ং লোকালবোর্ড অফিসে উপস্থিত হইয়া দরখাস্তের দ্বারা জানাইবে। তাহার ত্রুটি হইলে তোমার বিরুদ্ধে আইনানুসারে কার্য করা যাইবে। ইতি ১।৮।০৮ স্বাঃ ভাইস চেয়ারম্যান"

নোটীশের ভাষা লক্ষ্য করার বিষয়। 'নিজ দখলী পুষ্কর্ণী' যে পুকুরে অপরের আইনানুগ কোন অধিকার নাই সেই পুকুর হদে ভর্ত্তি হয়ে অপরের পানীয় জলের অসুবিধা ঘটায় এবং জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত হওয়ায় তমলুক লোকাল বোর্ড থেকে প্রেমদাসকে নোটীশ দেওয়া হয়েছিল। ইদানিংকালে এমন দৃষ্টান্ত বিরল বৈকি!

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপর একটি নোটিশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক্। ২৮।৯।১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত তমলুক লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ময়না থানার তিলখোজা গ্রামনিবাসী শ্রীপরমেশ্বর মাইতিকে জানিয়েছেন— "প্রকাশ যে তোমার দখলী পুষ্কর্ণীর হদ আদি পরিষ্কার করিয়া দেয় নাই অথবা হদ পরিষ্কার করিয়াছ বলিয়া অফিসে মিথ্যা দরখাস্ত করিয়াছ। উক্ত অপরাধের জন্য তোমার বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্য ও মোকদ্দমা স্থাপন করা যাইবে নাই কেন তদ্বিষয়ে আগামী ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার দিবস স্বয়ং তমলুক লোকাল বোর্ড অফিসে উপস্থিত হইয়া সন্তোষজনক কারণ দশাইবে ও হদ পরিষ্কার করিয়া দিবে তাহার

কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। ইতি ২৮।৯।০৮। স্বাঃ ভাইস চেয়ারম্যান

এই নোটিশের বক্তব্য ভিন্ন। অনুমিত হচ্ছে পরমেশ্বর মাইতিও প্রেমদাসের অনুরূপ একটি নোটীশ ইতিপূর্বে পেয়েছিলেন এবং তিনি হৃদ ইত্যাদি পরিষ্কার না করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হৃদ পরিষ্কার করেছেন বলে জানিয়েছিলেন। পরে নিশ্চয়ই জনগণের অভিযোগ ক্রমে কিংবা লোকাল বোর্ডের তদন্তে পরমেশ্বরের কারচুপি ধরা পড়ে। পুনরায় লোকাল বোর্ড তাই ঐরূপ নোটীশ দিতে বাধ্য হয়। একালের প্রশাসনে অনুরূপ কঠোরতা লক্ষ্য করা যায় কি?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

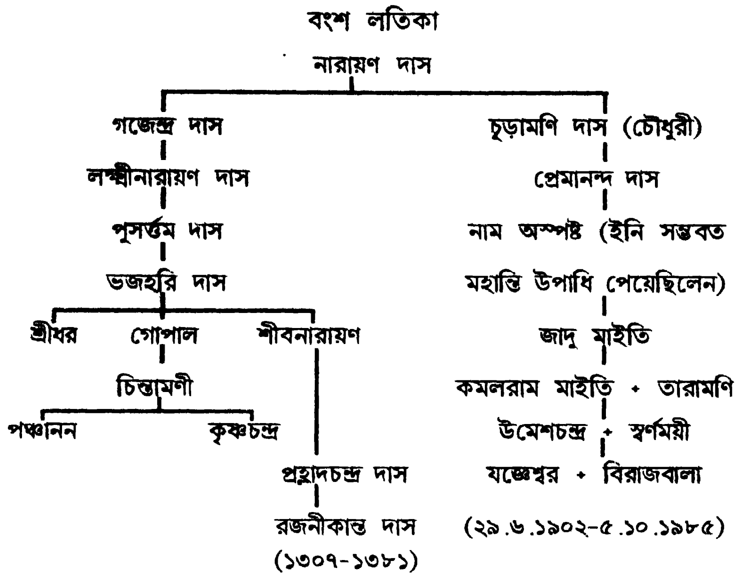
শতবর্ষের আলোকে একটি কৃষিজীবি পরিবার, গ্রামীন অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা

গ্রামীন জনজীবন মূলত কৃষিনির্ভর সেকথা আমরা বারে বারে স্মরণ করেছি। অথচ অতীতে সেই জীবন যে বাধা বিপত্তিহীন সাবলীল গতিতে প্রবহমান ছিল এমন কথা বলা যায় না। কখনো কখনো কৃষির ওপর যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে তেমনি এসেছে জমিদার পত্তনিদার, ইজারাদার ও মহাজনদের নির্মম শোষণ। এর পরেও কোন কোন পরিবার অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী প্রতিবেশী তথা গোষ্ঠীবদ্ধ কুচক্রীদের কোপদৃষ্টির প্রভাবে বংশানুক্রমিক শোষণ ও নিপীড়নের মুখে পড়তে বাধ্য হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে কোন একটি বিশেষ পরিবার আত্মনির্ভরশীল, ন্যায়নীতিনিষ্ঠ, নিলোর্ভ জীবন যাপনে প্রয়াসী হলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপের শিকার হয়ে দ্বান্দ্বিক জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেই পরিবার কিংবা পরিবারের কোন কোন ব্যক্তি যখন ব্যক্তিসত্তায় ভাস্বর ওঠেন তখন ভাবতে ভাল লাগে যে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রাণশক্তির অভাব ঘটে না। আমি শতবর্ষ অতিক্রান্ত কমলরাম মাইতি ও তাঁর দুই উত্তরপুরুষের শতবর্ষের কৃষিনির্ভর জীবনের দ্বন্দ্বমুখর ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত উপাদান সমূহের আলোকে সেকালের গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

আমাদের দেশের ইতিহাস রচিত হয়েছে রাজা, জমিদার ও ভূম্যধিকারীদের নিয়ে। সাধারণ মানুষের জীবন ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত নয়। সে কারণে পারিবারিক কুলপঞ্জীর সন্ধান আমরা করি না অথবা গুরুত্ব আরোপ করি না। বর্ত্তমানে এগুলি ক্রমশ অবলুপ্তির পথে। অথচ যে উপাদানগুলির ভিত্তিতে সেকালের প্রামাণ্য সামাজিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব সেগুলি কালের গর্ভে বিলিন হতে বসেছে। এগুলি নষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ পারিবারিক গৃহকর্তার অবহেলা তথা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উত্তরপুরুষেদের উদাসীনতা। একটি পরিবারের দিনযাপনের আয় ব্যয়ের হিসাবনামা, অনুষ্ঠানাদির ব্যয়ের হিসাব, ব্যক্তিগত ও সামাজিক চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি পরবর্ত্তীকালে কিরূপ ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে আনবে সে সম্পর্কে বর্ত্তমান প্রজন্ম সচেতন নয়। এ বিষয়ে সর্তক দৃষ্টি দেওয়া জরুরী কর্তব্য।

সে যাই হোক কমলরামের সঠিক জন্মসাল জানা না গেলেও তিনি যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত। কারণ তাঁর পৌত্র যজ্ঞেশ্বরের জন্ম হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে জুন। যজ্ঞেশ্বরের পিতা উমেশচন্দ্র অন্তত আরো ২৫ বছর পূর্বে এবং তাঁর পিতা কমলরাম আরও পঁচিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করলে সময়টা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হওয়াই

স্বাভাবিক। তা ছাড়া ঐতিহাসিকগণও চার পুরুষে একশতাব্দী গণনার রীতিটি মেনে নিয়েছেন। কমল রামের বংশলতিকাটি এরূপ ঃ-



কমলরামের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ নারায়ণ দাস কাশীজোড়া পরগণার খন্ডখোলা গ্রাম থেকে এসে বসতি স্থাপন করেন ময়না পরগণার তিলখোজা গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। নারায়ণ দাস থেকে যজ্ঞেশ্বর পর্য্যন্ত আট প্রজন্ম দুশ বছরের অধিককাল ধরে উক্ত গ্রামে বসবাস করে আসছেন। এখানে উল্লেখ্য কমলরাম মাইতির মূল পূর্বপুরুষ নারায়ণ 'দাস' পদবি যুক্ত হলেও কমলরামের পিতাকে 'দাস' থেকে 'মাইতি' পদবি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এর কারণ হল সে সময়ে ময়নারাজ রাজকার্য পরিচালনার জন্য নিজ জমিদারীভুক্ত সজ্জন ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপাধি বিতরণ করে রাজকার্যে নিযুক্ত করতেন। ময়নার রাজা কমলরামকে 'মহান্তি' উপাধি দিয়েছিলেন। আর সেই 'মহান্তি' থেকে 'মাইতি' পদবি আসা অসম্ভব নয়। কুলজি বংশ তালিকা থেকে লক্ষ্য করা যায় কমলরামের উর্দ্ধতন চূড়ামণি 'দাস' পদবির পরিবর্ত্তে 'চৌধুরী' পদবিও ব্যবহার করছেন। 'চৌধুরী' উপাধিও সেকালে রাজ প্রদত্ত সাম্মানিক উপাধি ছিল। নারায়ণের অন্য বংশধরেরা এমন সাম্মানিক উপাধি লাভ না করায় 'দাস' উপাধিযুক্তই থেকে গিয়েছেন। পরবর্ত্তীকালে একবংশের উত্তরপুরুষের দুটি ধারা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি বা পদবি নামের শেষে যোগ করে পরিচিত হওয়ায় জমিজমার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একে অপরকে জ্ঞাতিরূপে অস্বীকার করায় বিষয়টি আদালতে গিয়ে নিষ্পত্তি লাভ করে। এই বিষয় নিয়ে দুই

পরিবারের মধ্যে যে বিরোধ বাধে তার দীর্ঘসূত্রতা জীবন ধারাকে কতখানি প্রভাবিত করে তা ঐসব নথিপত্র পর্য্যালোচনা করলেই জানা যায়। মূল নারায়ণ দাসের যে দুটি বংশধারার প্রবহমান তার একটির প্রান্তসীমায় যজ্ঞেশ্বর ও অন্য প্রান্তসীমায় রজনীকান্ত পর্য্যন্ত একটি পরিবারের শতাব্দীকালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানসহ সমকালীন আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি আলোকপাতের প্রয়াস পাব এই উদ্দেশ্যে যে এটি একটি নমুনা সমীক্ষা বা অনুসন্ধান যা সেকালের প্রতি একালের গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে।

কমলরামের স্বহস্ত লিখিত নথিপত্র কিংবা তাঁর সম্পর্কে অন্যদের লেখা কোন নথিপত্র না পাওয়া গেলেও অনুসন্ধানে জানা গেছে তিনি ছিলেন সামাজিক ও সমাজ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। সমাজের কোথাও কোন অন্যায় বা অবিচার দেখলে তিনি তা দূরীকরণের চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের এই গুণাবলীর প্রভাব পড়েছিল তাঁর পুত্র উমেশচন্দ্র ও পৌত্র যজ্ঞেশ্বরের চরিত্রে। যতদূর জানা যায় উমেশচন্দ্র সেকালে মধ্যইংরাজী (এখনকার ঃ ষষ্ঠ শ্রেণী) পর্য্যন্ত লেখা পড়া করেছিলেন। তখনও তাঁর জন্মভূমি তিলখোজাতে মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাড়ী থেকে অন্তত দশ কিলোমিটার দূরের একটি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন অন্যের বাড়িতে থেকে। এই শিক্ষালাভের ফলে তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

সেকালের গ্রামশাসন তথা পরিচালন হত 'গ্রামপ্রধান'দের দ্বারাই। এই গ্রামপ্রধানরা কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিলেন না। গ্রামের প্রায় সমষ্টিগত লোকের কাছে গ্রহণীয় ব্যক্তিরাই 'গ্রামপ্রধান' রূপে বিবেচিত হতেন। উমেশচন্দ্র এরূপ গ্রামপ্রধান রূপে সকলের কাছে গ্রহণীয় ব্যক্তিত্বরূপে গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, গ্রামের জনসাধারণের বিরোধ মীমাংসার ও শায়ত্বশাসন বিষয়ে সরকারকে যথাসাধ্য সাহায্য করে গেছেন। অতীতে গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় চৌকিদারের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে সরকার থেকে দায়িত্ব পেয়েছিলেন চৌকিদার নিয়োগের। উমেশের পক্ষে এটি কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল সন্দেহ নাই।*

উমেশচন্দ্র কখনো কখনো রাজসাক্ষীরূপে পুলিশের কাছে সাক্ষ্যদান করে বিচার্য বিষয়ের যথাযথ বিচার, বিশ্লেষণ ও রায়দানে পুলিশকে সাহায্য করেছেন। এখানে তেমনি একটি সাক্ষ্যদানের কারণে সমন জারির নিদর্শন উল্লেখিত হল।

Bengal Police No 62

From of summons sec 118 cpc.

সমনের পাঠ। কার্যবিধির ১১৮ ধারা

সমন উমেশচন্দ্র মাইতি

---

* শায়ত্ব শাসন পরিচ্ছেদ দ্রঃ

বনাম........সাকিন তিলখোজা পরগণে ময়না বাদী গবর্ণমেন্ট প্রতিবাদী হলধর পাত্র ও রামকৃষ্ণ পাত্র দিগের পক্ষ/গণ

কার্যবিধি ১০৭ ধারা মোকদ্দমা। উক্ত মোকদ্দমায় বাদী সাক্ষ্য মান্য করায় সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত তোমাকে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক অতএব তোমার প্রতি আদেশ হইতেছে যে চলিত সনের নবেম্বর মাসের ১৫ তারিখে সোমবার দিবা ৯ টার সময় ময়না পুলিশ কার্যকারকের নিকট হাজির হইবা ইহাতে অন্যথা না হয়। ইতি সন ১৮৯৭ তারিখ ১৪ নবেম্বর

স্বা ঃ গোপালচন্দ্র রায়

রাজসাক্ষীরূপে সাক্ষ্যদান ছাড়া সাধারণের দেওয়ানী মামলায় ন্যায় নীতির সমর্থনে সাক্ষ্যদানের কারণে তাঁকে যখন মান্য করা হয়েছে তখনই তিনি আদালতে হাজির হয়ে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। সাহাপুর পরগণার পলাশী গ্রামের জমিদার নবদ্বীপচন্দ্র নন্দীর বিরুদ্ধে তিলখোজা নিবাসী বস্তীনারায়ণ পাত্র বিষয় আশয় নিয়ে দেওয়ানী মামলা রুজু করলে বাদী বস্তীনারায়ণ পাত্র উমেশচন্দ্রকে সাক্ষী মান্য করায় তিনি আদালত থেকে নিম্নরূপ সমন পেয়ে উপস্থিত হয়ে ইতি কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন।

Civil Process No 10 B

[Approved in letter No 1606, Dt, 5.5 11.]

(Summons to witness

order 16, Rules I and 5 code of civil procedure)

সাক্ষীগণের প্রতি সমন

[দেওয়ানী কার্যাবিধি আইনের ১৬ হুকুম ১ ও ৫ নিয়ম।]

জিলা মেদিনীপুর মোঃ তমলুক ক্যাম্প

মোকাম * আদালত

১০৫ ধারার মোকদ্দমা নং ৮৯০৫ নং সন ১৯১৭।১৮

শ্রীবস্তিনারাণ পাত্র দীং সাং তিলখোজা পং ময়না বাদী বনাম

শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র নন্দী সাং পলাসী পং সাহাপুর প্রতিবাদী

৫। শ্রীউমেশচন্দ্র মাইতি সাং তিবখোজা পং ময়না প্রতি যেহেতু উক্ত মোকদ্দমায় বাদিগণের পক্ষে আপনাকে সাক্ষ্য মান্য করিযাছে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, অতএব তোমাকে এতদ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে সন ১৯১৮ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে পূর্বাহ্ন বেলা ১০ ঘন্টার সময়ে তুমি স্বয়ং এই তমলুক আদালত সমীপে উপস্থিত হইবা এবং তোমার নিকট পাট্টা স্লিপ পর্চ্চা চেক দাখিলা সহ উপস্থিত হইবেন তোমার সঙ্গে আনিবা [অথবা এই আদালতে

পাঠাইয়া দিবা।]

তোমার (বারবরদাবি প্রভৃতি খরচ ও) (এক) দিনের খোরাকী বাবৎ মবলগে ।. টাকা এতৎ সম্বলিত পাঠান গেল। তুমি আইন সঙ্গত কারণ বিনা এই হুকুম মান্য না করিলে তোমাকে সন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১৬ হুকুম, ১২ নিয়মের লিখিত মত অনুপস্থিত হওয়ার ফল পাইতে হইবে। অদ্য সন ১৯১৮ সালের ৮।৪ তারিখে আমার দস্তখত ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

স্বাক্ষর জজের

পূর্বে উল্লেখিত উমেশচন্দ্রের জ্ঞাতি ও শরিক প্রহলাদ চন্দ্র দাস তুলনায় অধিক আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন ছিলেন। সে কারণে নানা সময়ে বিষয় সম্পত্তির নাহ্য উত্তরাধিকার থেকে উমেশচন্দ্রকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে উমেশচন্দ্রের শরিক ও নিকটজন পরমেশ্বরকেও নানা সময়ে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে দোষী সাব্যস্ত করতে আদালতের আশ্রয় নেয়। কিভাবে একটি মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে উমেশচন্দ্র ও পরমেশ্বরকে পর্য্যুদস্ত করতে চেয়েছিলেন তা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫৩১ নং রুজু করা মামলার সরকারী প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। আদালত নিয়োজিত জনৈক প্রতিবেদক সরজমিনে তদন্ত করে তৎকালীন তমলুকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে প্রতিবেদন জমা দেন তা অবিকল উদ্ধৃত করা হল। প্রতিবেদনটি দীর্ঘ। এই দীর্ঘ প্রতিবেদন থেকে তৎকালীন সামাজিক চিত্রও অনেকখানি পাওয়া যাবে। সামাজিক ও অর্থ কৌলিন্য থাকলে অপরকে নিজের বশংবদ তৈরী করার মানসিকতায় দলবদ্ধ হয়ে অন্যায় ভাবে পর্যুদস্ত করার এমন ঐতিহাসিক নজীর বিরল। শতাব্দী কালের করাল গ্রাস এড়িয়ে যে কটি নথিপত্র আজও টিকে আছে তার মধ্যে এটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। আগামী কালের সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে এটি একটি আকর উপাদান রূপে মর্যাদা পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রতিবেদনটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক্।

To
The dy Magistrate of Tamluk
Report
Case No 531 of 1908
Pralhad Chandra Das Vs Parameswar Maity of Tilkhoja pec . 379 Pc.

১। দরখাস্তের লিখিত সাক্ষীর সহিত বাদীর জবানবন্দীর সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য হইয়াছে। গৌর গারু কৃষ্ণ গারু উমেশ দাস কৃষ্ণ জানা এই সকল সাক্ষীর নাম মূল দরখাস্তে প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু বাদী জবানবন্দীতে প্রকাশ করিয়াছে বাদী স্বয়ং আশামীগণকে মৎস্য ধরিতে দেখে নাই ইহা বাদীর জবানবন্দীতে প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু বাদী কর্তৃক প্রকাশ সে সাক্ষীগণের দ্বারায় মৎস্য ধরিবার বিষয় অবগত হইয়াছে।

২। বাদীর জবানবন্দীতে প্রকাশ যে বাদীও আশামী পরস্পর জ্ঞাতি নহে কিন্তু জেলা মেদিনীপুরের তৃতীয় মুনসেফী আদালতের ১৯০২।১০৫২ নং মোকদ্দমায় নালিসী আরজীর জাবদা নকল দৃষ্ট করিয়া আমি নিশ্চয় করিয়া জানিলাম যে বাদী ও আশামী পরস্পর জ্ঞাতি বিধায় সরিক হইতেছে। উক্ত ১০৫২ নং কর মোকদ্দমায় গোপালচন্দ্র দাস চিন্তামণি দাস প্রহলাদচন্দ্র দাস ও উমেশচন্দ্র মাইতি (আশামী) বাদীগণ শ্রীমত্যা দাসীমনি দাসী বিবাদিনীর নাম ১৫।✓১২।। টাকার দাবীতে ময়না পরগণার জলচক মৌজায় ৸২।• জমির খাজনা বাবত নালিশ রূজু করে। উক্ত সম্পত্তি ইতিপুর্ব্বে মৃত শীরমনী দাসীর ছিল। প্রহলাদচন্দ্র দাস বাদী ১০৫২ নং কর মোকদ্দমায় সত্য পাঠযুক্ত দরখাস্তে স্বীকার করে যে আশামী উমেশচন্দ্র মাইতি তাহার জ্ঞাতী কিন্তু বর্ত্তমানে ৫৩১নং মোকদ্দমার জবানবন্দীতে প্রকাশ করে যে বাদী ও আশামী পরস্পর জ্ঞাতি নহে। বাদীর দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে একটি সত্য এবং অপরটি মিথ্যা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বাদী ও আশামী পরস্পর জ্ঞাতি হইতেছে। কিন্তু বাদী তাহা জবানবন্দী কালে সত্য বিবরণ গোপন করিয়া আশামীগণকে জব্দ করণ মানসে জ্ঞাতী স্বীকার করে নাই।

৩। বাদী প্রহলাদচন্দ্র দাস ও বাদীর মানিত সাক্ষী নবীন দাস হরিজানা পরমেশ্বর দাস ও উমেশ দাসের দ্বারায় গত ১৪ই বৈশাখ তারিখে উমেশচন্দ্র মাইতি আশামীর ২৴• মন মৎস্য ধরিবার উক্তি কিছু মাত্র প্রমাণ হয় নাই। আমি স্বয়ং সরজমিনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে বাদীর কথিত বিরোধের পুষ্করিনীটি বাঁদা নহে। বাদীর কথিত.... পুষ্করিনীর উত্তর পার্শ্বে একটি জান আছে। ঐ জানটি অন্যান্য পুষ্করিনীর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকন্ঠার স্লুশ হইতে যে খালটি নির্গত হইয়াছে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং পুষ্করিনীর দক্ষিণ পার্শ্বের ৩/৪ অংশ চাকড়া হদের দ্বারায় আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় ২৴• মন মৎস্য ধরা সম্ভবপর নহে।

৪। বাদীর সাক্ষী হরি জানা বলে যে মোট ছয় সাতজন লোক মাছ ধরিতে ছিল কিন্তু উমেশচন্দ্র মাইতি আশামী মৎস্য ধরে নাই। বাদীর সাক্ষী হরি জানার উক্তি সত্য হইলে বাদীর লিখিত দরখাস্তের বিবরণ মিথ্যা বিবেচিত হয়। কারণ বাদীর লিখিত দরখাস্তে উমেশচন্দ্র মাইতি ও পরমেশ্বর মাইতি আশামীদ্বয় হইতেছে। সাক্ষী হরি জানার উক্তি মতে দরখাস্তে ছয় সাতটি আশামী হওয়া উচিত ছিল।

৫। বাদীর দরখাস্তের লিখিত ১ নং সাক্ষী প্যবরূ খাঁ সাং বাঁকী তাহাকে স্বয়ং বাদী বলিতে পারে নাই। আমি বিশেষ রূপে অনুসন্ধান ও তদন্তে জানিলাম যে আশামী উমেশচন্দ্র মাইতি ও পরমেশ্বর মাইতি ৩৭৯ ও ১৮৯ ধারায় কোনও অপরাধ করে নাই।

৬। আমি সরজমিন তদন্তে অবগত হইলাম যে আশামী উমেশ চন্দ্র মাইতি ও পরমেশ্বর মাইতি সম্পূর্ণ নির্দোষী হইতেছে। গত ১৪ই বৈশাখ তারিখে আশামীগণ আইন বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করে নাই।

৭। উমেশ চন্দ্র মাইতি ও পরমেশ্বর মাইতি আশামীগণের মানিত সাক্ষী লখী জানা চৌকিদার কুমর নারায়ণ দাস, প্রেম দাস ঈশ্বর চন্দ্র ঘাঁটা... এবং হলধর পাতর ডাক্তার হইতেছে। আশামীর পক্ষিয় উক্ত পাঁচটী সাক্ষীর দ্বারায় বিশেষরূপে প্রমাণীত হইয়াছে যে আশামীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভঞ্চকমূলক এই ৫৩১ নং মোকর্দ্দমা জব্দ করণ মানসে উত্থাপন করা হইয়াছে। বাদী প্রহ্লাদ চন্দ্র দাসের উক্তিসূচক বিরোধিয় পুষ্করিণীতে বাদী ও আশামীগণের পরস্পর সত্ত্ব ও দখল আছে। আমি বিশেষরূপে জানিলাম যে বাদী একা ঐ পুষ্করিণীতে দখলিকার নাই। বাদীর কথিত বিরোধীয় পুষ্করিণী ।।২ বার কাঠা হইতেছে তম্মধ্যে আশামী পরমেশ্বর মাইতি সত্ত্বীয় দখলী আট কাঠা হইতেছে। বাদীর কথিত বিরোধীয় পুষ্করিণীর নাম দিঘী নামক পুষ্করিণী হইতেছে। ঐ পুষ্করিণীর অবশিষ্ট চারি কাঠা বাদী প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস ও তাহার ভ্রাতাগণ ও আশামী উমেশচন্দ্র মাইতি পাইয়া থাকে। ইহা বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া জানিলাম বাদীর কথিত বিরোধীয় পুষ্করিণীর ২/৩ অংশ আশামী পরমেশ্বর মাইতি শ্রীকণ্ঠা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচাঁদ প্রধান আদায়কারী পঞ্চায়েতের নিকট রেজেষ্টরী ভুক্ত আবদ্ধ তমষুক সূত্রে আশামী পরমেশ্বর মাইতি ৯০্ নব্বই টাকা গ্রহণ করে। ১৯০৬ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে আশামী পরমেশ্বর মাইতি উক্ত ঋণ পরিশোধ করত ১৯০৫ সালের ২৫এ ফেব্রুয়ারী তারিখে রেজষ্টরীভূক্ত দলিল খোলসা লয়। আশামী মানীত সাক্ষী ঈশ্বর চন্দ্র ঘাঁটার দ্বারায় উক্ত দলিল তসদিক করান হইয়াছে। সুতরাং কথিত বিরোধিয় পুষ্করিণীর বিষয় উক্ত দলিলে লেখা আছে। (Registered in Book I Vol. 5 Page 277 to 280, Being to 583 for 1905) উক্ত দলিলখানি হুজুরের সুগোচরার্থে প্রেরণ করিলাম। আশামীর মানিত সাক্ষীগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু হলধর পাত্র ডাক্তার ও ঈশ্বর চন্দ্র ঘাঁটা ভদ্র প্রজা হইতেছে। তাহাদের জবানবন্দীতে আমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি।

৮। বাদির কথিত বিরোধিয় পুষ্করিণীর ১/২ অংশ আশামী পরমেশ্বর মাইতির হইতেছে। অবশিষ্ট ১/২ অংশের মধ্যে প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস দীং ১/৩ অংশ উমেশচন্দ্র মাইতি এক তৃতীয়াংশ ও পরমেশ্বর মাইতি ১/৩ এক তৃতীয়াংশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ বাদী প্রহ্লাদচন্দ্র দাস ও তাহার ভ্রাতাগণ উক্ত পুষ্করিণীর ১/৬ অংশ পাইয়া থাকে এবং আশামী পরমেশ্বর মাইতি ২/৩ অংশ এবং আশামী উমেশচন্দ্র মাইতি ১/৬ অংশ অদ্যাবধি ভোগবান ও দখলিকার আছে। কিন্তু গত ১৪ই বৈশাখ তারিখ কেহ

মৎস্য ধরে নাই। ইহা ৩৭৯ ধারার মোকর্দ্দমা নহে। সুতরাং এই মোকর্দ্দমার আশামীগণ নির্দ্দোসী হইতেছে।

৯। এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিবার কারণ এই যে আশামী উমেশচন্দ্র মাইতির পত্নী স্বর্ণময়ী দাসী দেওয়ানি আদালতে বাদীর পত্নী নিরদাময়ী দাসীকে মোকাবিলা বিবাদীনী ও গোবর্দ্ধন জানাকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করত নালিশ করে। উক্ত গোবর্দ্ধন জানা নিলকন্ঠ পাত্র গোমস্তার খাজনা আদায়ের চেটেল বা অনুসঙ্গী লোক হইতেছে। তাহাতে বাদীর পত্নী নিরদাময়ী দাসী ও গোবর্দ্ধন জানা মিথ্যা উক্তি সূচক বর্ণনাপত্র দাখিল করে কিন্তু আদালতের ন্যায় বিচারে এই বাদীর পত্নী ও গোবর্দ্ধন জানার উপর ডিক্রী হয়। উক্ত তমলুকের মোকর্দ্দমায় ১নং আশামী পরমেশ্বর মাইতিকে প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস বাদী সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করে। ১নং আশামী বাদীর ও বাদীর দলভুক্ত নীলকণ্ঠ পাত্র ইন্দ্রনারায়ণ দাস ভাগবৎ দাস নরেন্দ্র নাথ দাস উমেশচন্দ্র দাস হরি জানা দিনবন্ধু অধিকারী ও হরিহর অধিকারী প্রভৃতি গ্রামস্থ ধর্ম্মঘটকারী ব্যক্তিগণের অনুরোধ গ্রাহ্য না করিয়া ২ নং আশামীর পত্নীর তমলুকের মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দেয় তজ্জন্য ১।২ নং আশামীর জন ও মজুরাদি বন্দ করে। তদাক্রোশে বাদী প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস ধর্ম্মঘটকারী ব্যক্তিগণের কুপরামর্শে এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে।

১০। বাদী প্রহ্লাদচন্দ্র দাস ও তাহার অনুসঙ্গী গোবর্দ্ধন জানা নিলকণ্ঠ পাত্র ইন্দ্র জানা উপেন্দ্র নাথ দাস ইন্দ্রনারায়ণ দাস পরমেশ্বর দাস ভাগবৎ দাস হরিহর দাস অধিকারী দিনবন্ধু অধিকারী নরেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি গ্রামস্থ বহু লোক দলবদ্ধ ও ধর্ম্মঘট করিয়া এই আশামীকে বলে যে তোমার পত্নী স্বর্ণময়ী দাসীর নামিত ডিক্রী জারি করিতে পারিবে নাই এবং দেনী গোবর্দ্ধন জানার নিকট কড়া কপর্দ্দ গ্রহণ না করিয়া দেওয়ানি আদালতে * দরখাস্ত করিবার জন্য উক্ত ধর্ম্মঘটকারীগণ বিশেযরূপে পিড়াপীড়ি ও অনুরোধ করে ও তাহাতে আশামী উমেশচন্দ্র মাইতি অস্বীকৃত হয়। আশামী উমেশচন্দ্র মাইতি তাহার পত্নী স্বর্ণময়ী দাসীর নামিত ডিক্রির টাকা ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় এই মিথ্যা ৫৩১নং অভিযোগ করা হইয়াছে। বাদী স্বয়ং ও বাদীর দলভুক্ত ও ধর্ম্মঘটকারী ইন্দ্রনারায়ণ দাস গোবর্দ্ধন জানা নিলকন্ঠ পাত্র নরেন্দ্র দাস ভাগবৎ দাস প্রভৃতি ভিন্ন ২ বাদির দ্বারায় * ও ফৌজদারি মোকর্দ্দমা উত্থাপন করাইয়া আশামীগণকে যে কোন প্রকার জব্দ করিবে ইহা শাশাইতেছে ও জোরপূর্বক আশামীগণের সত্ত্বীয় দখলি জমীর ফসলাদি লইবে ইহাও তদন্তে প্রকাশ পাইলাম।

১১। আশামী উমেশচন্দ্র মাইতি ইতিপূর্ব্বে আদায়কারী ও সহকারী পঞ্চায়েৎ ছিলেন। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তদন্ত করিয়া অবগত হইলাম যে আশামী ভদ্র প্রজা হইতেছে কিন্তু বাদী গ্রামস্থ বহু লোকের কুপরামর্শে এই

নির্দ্দোষী আশামীগণকে জব্দ করণ মানসে সত্য বিবরণ গোপন করত এই মিথ্যা উক্তি সূচক অভিযোগ করিয়াছে।

১২। বাদীও বাদীর দলভুক্ত দুষ্ট চরিত্রের লোকজন সঙ্গতি সম্পন্ন হইতেছে কিন্তু এই আশামীগণের আর্থিক অবস্থা তাদৃশ নহে। বাদীর ও বাদীর দলভুক্ত লোকগণের বহু প্রজা বাধ্য হইতেছে। এই মোকর্দ্দমার আশামীগণ নির্দ্দোষী বিধায় খালাস দেওয়া কর্তব্য।

১৩। আশামী উমেশচন্দ্র মাইতির পত্নী স্বর্ণময়ী দাসী ডিক্রী দারিণী * দরখাস্ত না করাতে গোবর্দ্দন জানাও গোবর্দ্দন জানার মনীব নিলকন্ঠ পাত্র ও গ্রামস্থ দীনবন্ধু অধিকারী ইন্দ্র নারায়ণ দাস ও নরেন্দ্র নাথ দাস ভাগবৎ দাস হরিজানা উমেশচন্দ্র দাস হরিহর অধিকারী প্রভৃতি আন্দাজী ৩৬ ছত্রিশজন লোক দলবদ্ধ হইয়াও ধর্ম্মঘট করিয়াছে যে আশামীগণকে রাস্তাঘাটে একাকী পাইলে পা হাত ভাঙ্গীয়া ফেলিয়া রাখিবে। আমার সাক্ষাতে উক্ত ব্যক্তিগণকে নানারূপে জব্দ করিবে প্রকাশ করে ও আশামীগণের দখলি সম্পত্তি হইতে মৎস্য ধরিবে গাছ কাটিবে ও উপজাত ফসলাদি লইবে এরূপ প্রকাশ করিল। এমতাবস্থায় বাদী ও বাদীর দলভুক্ত লোকজন দাঙ্গাবাজ ও অর্থশালী হইতেছে তজ্জন্য আশামীগণ শশকিঁত হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে আশামীগণের সত্য ঘটনা প্রমাণ করাইবার পক্ষে কষ্টকর হইবে। ১ নং আশামীর জন মজুরাদি ধর্ম্মঘটকারীগণ ও বাদী বন্ধ করিবে।

১৪। এই মোকর্দ্দমা ডিসমিস হওয়া উচিত। বাদীর ও বাদীর মানিত চারিটা সাক্ষীর জবানবন্দী পাঁচফর্দ্দ ও সরজমিন তদন্তের নোটীশ একফর্দ্দ মোট ছয় ফর্দ্দ অত্রসহ প্রেরিত হইল। আশামী ও আশামীর মানিত পাঁচটী সাক্ষীর জবানবন্দীও জেরা মোট সাতফর্দ্দ অত্রসহ পাঠাইলাম। সরজমীন দেওয়া 'A' চিহ্নিত প্যান করা হইল। তদানুসারে বাদী ও আশামীগণ দখলীকার আছে। হুজুরের দৃষ্ট কারক প্ল্যানখানি অত্রসহ পাঠান হইল। ১৯০২ সালের ১০৫২ নং কর মোকর্দ্দমায় (জেলা মেদিনীপুরের তৃতীয় মুনসেফী আদালত) পাঁচফর্দ্দ নালিশী আর্জী বাদীর জবানবন্দী নকল সিরমনি দাসীর নামিত সম্পত্তি বিধায় হুজুরের দৃষ্টি কারক পাঠান হইল। (Registered in Book 1 vol 5 pages 277-280 Being 2nd 583 for 1905) উক্ত দলিলখানিতে বাদীর কথিত বিরোধিয় পুষ্করর্নির বিবরণ লেখা আছে তজ্জন্য হুজুরের সুগোচরার্থে প্রেরণ করিলাম। মোট পাঁচ ফর্দ্দ রির্পোট এই মোকর্দ্দমায় দাখিলী দলিলদ্বয় আশামীগণকে ফেরৎ দিতে অনুমতি হয়।

মোহর স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৩১।৫।০৪

একদিকে ভূসম্পত্তি বিষয়ে জ্ঞাতি শত্রুতা ও তার ফলে মোকদ্দমার ব্যয়ভার নির্বাহ অপরদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির কারণে ফসল অজন্মাহেতু উমেশের পক্ষে সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সেকারণে এক সময় জমিজমার খাজনাও বাকী পড়তে থাকে। সেকালে খাজনা বাকী পড়লেই জমিদারগণ প্রজার বিরুদ্ধে খাজনা আদায়ের মামলা রুজু করতেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের পূর্বে খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে জমি নিলামে উঠত। একসময় উমেশচন্দ্র বাকীখাজনার দায়ে আদালত থেকে নোটীশ পান। নোটিশটি ছিল এরূপ-"Civil Process No 2 B [old No 1 B]

Summons for disposal of suit.

(Sections 64 and 68 of the code of civil procedure)

মোকদ্দমার নিস্পত্তি করনার্থ সমন

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৬৪ ও ৬৮ ধারা

সন ১৯০৭।৪৩৭ নং

জেলা মেদিনীপুর তমলুক মুনসেফী ৪র্থ আদালত

৫। শ্রীউমেশ চন্দ্র মাইতি

সাং তিলখোজা পং ময়না থানা তমলুক প্রতি যেহেতু শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মিত্র দীং সাং কেরানীটোলা সহর মেদিনীপুর

তোমার নামে বাকি খাজনা মঃ ৩২ টাকা নিমিত্ত মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, অতএব উক্ত বাদির নালিশের উত্তর দিবার জন্য সন ১৯০৭ ইংরাজী সালের জুলাই মাসের ১৭ তারিখ মোতাবেক সন ১৩ * বাঙ্গালা সালের * মাসের * তারিখ বার বেলা ১০ ঘন্টার সময়ে তুমি স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের নিয়মিত রূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত উপযুক্ত মতে শিক্ষিত ও মোকদ্দমা সংক্রান্ত আবশ্যক প্রশ্ন সকলের উত্তর দানে সক্ষম কোন উকিলের দ্বারা অথবা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাহার সঙ্গে দিয়া এই আদালতে উপস্থিত হওনার্থ তোমাকে এই সমন দেওয়া গেল এবং তোমার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত যেদিন ধার্য হইল তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিস্পত্তি করিবার নির্দ্ধারিত দিন হওয়াতে সেই দিনে তোমার সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে হইবে। আর তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তুমি পূর্ব্বোক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে তোমার অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমা শ্রবণ ও নিস্পত্তি করা যাইবে।

জজের স্বাক্ষর

যে ভাবেই হোক উমেশচন্দ্র এই বাকী খাজনা যথাসময়ে মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

সেকালে গ্রামীন মহাজনী প্রথা ও তার স্বরূপ সম্পর্কে এই গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে দু শ্রেণীর মহাজন খাতকদের ঋণ দিতেন। প্রথম শ্রেণীর মহাজনেরা এটিকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নিয়েছিলেন অন্য শ্রেণীর মহাজনেরা সময়ে সময়ে সাময়িকভাবে ঋণ দিয়ে কিছু বাড়তি রোজগারের চেষ্টা করতেন। উমেশচন্দ্র মাইতির পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসী এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাজন ছিলেন। স্বর্ণময়ী দাসী কোন এক সময় নিজ গ্রামস্থ রঘু জানার পুত্র গোবর্দ্ধন জানাকে কিছু ঋণ দেন। গোবর্দ্ধন সুদ সহ আসল পরিশোধ না করায় স্বর্ণময়ী তমলুক মুনসেফী ৪র্থ আদালতের শরণাপন্ন হলে বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে সাক্ষ্য ও প্রমাণ গ্রহণের পর আদালত একটি আদেশ নামা জারি করেন। ১৯০৮ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে আদালত থেকে জানানো হয়-"আদিম মোকদ্দমা ডিক্রী

(দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ২০৫ ও ২০৬ ধারা)

জেলা মেদিনীপুর চৌকি তমলুক মুনসেফী ৪র্থ আদালতে দেঃ মোকদ্দমা নং ১৩০৪ সন ১৯০৭ সাল

নং তাং ১৩।১১।০৭

শ্রীমতি স্বর্ণময়ী দাসী শ্রী উমেশচন্দ্র মাইতির পত্নি জাতিয় কৈবর্ত্ত হাল মাহিষ্য পেশা মহাজনী আদী সাং তিলখোজা পং ময়না থানা তমলুক জেলা মেদিনীপুর বাদিনী

বনাম

১। শ্রী গোবর্দ্ধন জানা রঘু জানার পুত্র জাতিয় কৈবর্ত্ত হাল মাহিষ্য পেশা চাশঅদী সাং তিলখোজা পং ময়না থানা তমলুক জেলা মেদিনীপুর মোং প্রতিবাদি

দাবি

সন ১৩০৭ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখের আবদ্ধিয় তমসুক বাবত মঃ ৮৬।. টাকার দাবিতে বাদিনীর এই নালিশ।

এই মোকদ্দমা সন ১৯০৮ সালের ১৪ই মার্চ তারিখ চূড়ান্ত নিস্পত্তীর জন্য শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র সেন মুনসেফ বাহাদুর সমক্ষে বাদীর পক্ষে উঃ বাবু ক্ষিরোদ নাথ সিংহ ও ১ নং প্রতিবাদীর পক্ষে উঃ বাবু মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও বাবু জহরলাল ঘোষের ও ২ নং বিবাদীনীর পক্ষে উঃ বাবু ভিমাচরণ অধিকারির সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া হুকুম ও ডিক্রী হইল যে এই মোকদ্দমা দোতরফা বিচারে ডিক্রী হয়। দাবি মঃ ৮৬।. টাকা ও সম্পূর্ণ খরচা মঃ ২০্ টাকা অদ্য হইতে এক মাহার মধ্যে ১ নং বিবাদী বাদীনিকে আদায় দেয় আদায়ে আবদ্ধিয় সম্পত্তী নিলাম বিক্রয় দ্বারায় আদায়ে হয়। ২ নং বিবাদীনীর খরচা ২ নং বিবাদীনি নিজে বহন করে।

অদ্য সন ১৯০৮ সালের ১৪ মার্চ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্তমতে দেওয়া গেল।

Sd Girish Ch, Sen

Sd D.N. Mukherjee — Munsif

Sd. K.N.S. — 17.3.08

Sd. M.N. Maiti

মোকদ্দমার খরচা

বাদী	টাকা	১নং প্রতিবাদী	টাকা
১। আরজির নিমিত্ত স্টাম্প	৬৸৹	ওকালত নামার স্টাম্প	॥৹
২। ওকালত নামার স্ট্যাম্প	॥৹	দরখাস্তের স্ট্যাম্প	১৲
৩। দরখাস্ত	২৸৹	উকিলের রষুন	৪৶৹
৪। দাবির টাকার উপর উকিলের রষুন	৪৶৹	সাক্ষীর খোরাকী	॥৵৹
৫। উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সাক্ষীর খোরাকী	১।৹	পরওয়ানা জারির খরচ	১৲
৬। পরওয়ানা জারির খরচ	৪॥৹	কার্ট্রীজ	৵৬
৭। কার্ট্রীজ	৴/৹		
মোট	২০	মোট	৭।৶৬

দলিল ফেরৎ লইবার বিজ্ঞাপন

এই মোকদ্দমায় পক্ষগণকে এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাহারা এই মোকদ্দমায় যে সকল দলিল দাখিল করিয়াছে ও যাহা প্রমাণ স্বরূপ চিহ্নিত হইয়াছে তাহা এই মোকদ্দমায় প্রচারিত ডিক্রী চূড়ান্ত হইলে অবিলম্বে ফেরৎ লইবে। ঐ সকল দলিল ফেরৎ না লইলে তাহা নথি নষ্ট করিবার সময় অথবা ঐ ডিক্রী চূড়ান্ত হইবার তারিখ হইতে এক বৎসর পরে নষ্ট করা যাইবে। (হাইকোর্টের দেওয়ানী বিভাগের সাধারণ নিয়মাবলি ও সার্কুলার অর্ডার তৃতীয় অধ্যায় ৮১ পৃষ্ঠার ৩৫, ৩৫ক ও ৩৫খ সংখ্যা নিয়ম)

১৬.৩.০৪ — হাকীমের স্বাক্ষর

তপশীল চৌহদ্দি

জেলা মেদিনীপুর থানা ও সব রেজেষ্টার তমলুকের এলাখাধিন ময়না আউট পোষ্টের মধ্যে হদ্দা ক্ষিরাই অন্তগর্ত ময়না পরগণার তিলখোজা মৌজায় ১ বন্দ কালা বাস্তু ধোশা ও পতিত বন বঞ্জর সহ পশ্চিমপার্শ্বের ঘর ডোবা পুষ্করিণী ১ টী

মোট ১।। বিঘার মধ্যে ১।. বিঘা পূর্ব্ব আমাদের বাস্তু দক্ষীণ আমাদেরও শীরমনীর বাবত পুষ্করর্ণী এবং আমি পরমেশ্বরের কালা খোশা পশ্চিম আমি শ্রী প্রহ্লাদ দাসের ঐ সীরনমনির বাবত খানী উত্তর আমি পরমেশ্বরের পুষ্করর্ণী ও বঞ্জর ও উক্ত সীরমনীর বাবত পুষ্করর্ণী ও আমি প্রহ্লাদের ও উমেশচন্দ্র মাইতি দিং পুষ্করর্ণী। ঐ মৌজায় ১ বন্দ জল জমি ।২।।. কাঠা এহার পূর্ব মালের জল জমি জোত গোপী জানা দক্ষীণ মালের জল জমিন জোত দিনু মানা দিং পশ্চিম মালের জল জমিন জোত দিনু মানা উত্তর মালের জল জমিন জোত বৈষ্ণব শীবু দাশ ।১।।২।। বিঘা-

উমেশচন্দ্র যে কেবলমাত্র ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতি প্রতিবেশী কিংবা গ্রামবাসীর দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিলেন তা নয় কোন কোন সময় সরকারী অফিসারদের কারও কারও দ্বারা অন্যায় ভাবে শোষণের শিকার হয়েছিলেন,আর সেই শোষণ ও শিকারের মুলেও সেই জ্ঞাতিরা। জমি সেটেলমেন্টের সময় সরকারী আমিন জমির প্রকৃত মালিকের ন্যাহ্য অধিকার অস্বীকার করে উৎকোচের বিনিময়ে উৎকোচ প্রদানকারীর নামে নথিভুক্ত করে উমেশচন্দ্রকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করেন। সরকারী অফিসারের এই চেষ্টার প্রতিবাদে উমেশচন্দ্র সেটেলমেন্ট অফিসের ডেপুটি অফিসারকে যে আবেদন জানান তাতে সেকালের অন্য একটি দিক উদ্ভাসিত। আবেদন পত্রটি নিম্নরূপ-

মহামহিম মহিমার্নব

শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু স্টেলমেন্ট অফিসের ডেপুটি মহোদয় সমীপেষু-

মহাশয়

১। অধিনের নিবেদন এই যে আমাদের গ্রামস্থ আমিন খানাপুরির দেশের প্রজাদিগের নিকট উৎকোচ লইয়া তাহাদের জমি সকল তাহাদের নামে খানাপুরি করিতেছেন।

২। আমাদের বাড়িতে ৭।৮ জ্যৈষ্ঠ খানাপুরি করিতে আইসেন ও আমার নিকট উৎকোচ চান তাহা আমি দিতে অস্বিকার হওয়াতে ক্রোধের বশিভুত হইয়া আমার কোন কথা না শুনিয়া আমার অংশিদারদিগের নিকট উৎকোচ লইয়া আমার দখলি সত্ত্ব সকল তাহাদের নামে পুরন করিতেছেন।

৩। আমার জ্ঞাতি সম্পর্কিত অংশিদার প্রহ্লাদচন্দ্রদাস ভাগবত দাস ও পরমেশ্বর মাইতি ইহাদের সঙ্গে ইতিপুর্ব্বের আমার অনেক মোকর্দ্দমা হইয়াছিল এই জন্য তাহারা আমিনের সঙ্গে যোগ করিয়া কোন কোন স্থলে তাহাদের ইচ্ছামত পুরন করিতেছে।

৪। আমিনবাবু আমাকে নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া বলেন যে আমি জোর করিয়া টাকা লইব ভিক্ষা করিতে আসি নাই যে দাও দাও করিব। যখন আমার কথা না শুনিয়া ও কোন কাগজপত্র না দেখিয়া তাহাদের কথামত পুরন

করিতেছেন এবং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে নানাবিধ তিরস্কার করেন। এইজন্য কি লিখা হইল তা জানিতে না পারিয়া এই অধিন নিরূপায় হইয়া মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে বাধ্য হইয়াছে। হুজুর যদি এই বিষয়ের কোনরূপ মিমাংসা না করেন তাহা হইলে এই অধিন চিরকালের জন্য মারা যাইবে। অতএব অধিনের বিনীত প্রার্থনা এই যে ঐ বিষয়ের সুবিচার পূর্বক গরিব প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হয়। হুজুর মালিক। নিবেদন ইতিসন ১৩২১ সাল ৯ জৈষ্ঠ

আজ্ঞাধিন-
স্বাঃ শ্রী উমেশচন্দ্র মাইতি
সাং তিলখোজা, পং ময়না

উমেশ চন্দ্রের তিরোধানের পর পুত্র যজ্ঞেশ্বরের ওপর সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। পিতার ন্যায় পুত্র যজ্ঞেশ্বরও ন্যায়নীতিনিষ্ঠ পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র যজ্ঞেশ্বরকেও নানাভাবে বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করে জ্ঞাতিগণসহ গ্রামের প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তি। অন্যায়ভাবে যজ্ঞেশ্বরের মাঠে পাকা ফসল কেটে নেওয়া, পুকুরে মাছ ধরা, বাড়ির ওঠোনের রাস্তা অবরোধ করা ইত্যাদি কাজ ছিল ঐ সব অসামাজিক মানুষের। তিলখোজা গ্রামের জনৈক বিপিনচন্দ্র পাত্র ছিলেন সেরূপ একজন ব্যক্তি যিনি যজ্ঞেশ্বরের দখলী জমিতে পাকা ধান্য ছেদন করে নিজের গোলাজাত করার চেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ হন। এই খবর পূর্বাহ্নে জানতে পেরে তিনি তৎকালীন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে বিষয়টি অবগত করিয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। আবেদন পত্রটি ছিল এরূপ-"মহামহিম শ্রীযুক্ত তিলখোজা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মহোদয় সমীপে-

মহাত্মন,

বিনীত নিবেদন এই যে আমার পৈতৃক দখলী ১৫৭২ দাগের ৫২ নং সত্বের অধীন ১ বন্দ জলজমি বহুদিন হইতে সীমা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া দখল করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান সময় তিলখোজা নিবাসী বিপিনচন্দ্র পাত্র পিতা নিমাই চাঁদ পাত্র, শ্রীপতিচরণ পাত্র, হলধর পাত্র প্রভৃতির সহযোগে আমার আবাদীর কাটাই ধান্য উঠাইয়া লইবে বলিয়া সাশাইতেছে। উহার ফলে শান্তি ভঙ্গি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

অতএব প্রার্থনা যাহাতে উক্তরূপ গোলমাল না হইয়া শান্তি স্থাপিত হয় তাহার সুব্যবস্থা করিতে আদেশ হয়। নিবেদন ইতি তাং ২৮ শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৮ সাল।

যজ্ঞেশ্বর মাইতির এই আবেদন পত্র পাওয়ার পর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সেই দিনই বিপিনচন্দ্র পাত্রকে উক্ত অন্যায় কাজ করার থেকে বিরত থাকতে

নোটীশ দেন। এর থেকে বোঝা যায় সেকালে গ্রামের শান্তি রক্ষায় প্রশাসন কত দ্রুত পদক্ষেপ নিতেন। প্রেসিডেন্টের নোটীশটি ছিল এরূপ-"শ্রী বিপিন চন্দ্র পাত্র সাং তিলখোজা

এতদ্বারা তোমাকে জানান যাইতেছে যে তুমি শ্রীযজ্ঞেশ্বর মাইতির দখলী ১৫৭২ দাগের জমির ধান্য উঠাইয়া লইয়া শান্তিভঙ্গের সৃষ্টি করিতেছ তজ্জন্য এই নোটীশ প্রাপ্তির পর তুমি উক্ত কার্য স্থগিত রাখিয়া শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য করা হইবে। ইতি ২৮।১২।৩৮

তিলখোজা — স্বাঃ বি.ডি প্রধান
ইউনিয়ন বোর্ডের — পি. বি. ইউ. বি. তিলখোজা
সিলমোহর — পি.এস. ময়না

ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি এই কৃষিজীবি পরিবার কে ন্যাহ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ধারাবাহিক প্রয়াস চলে বংশানুক্রামিক। কখনো বা জ্ঞাতি কখনো বা কুচক্রী গ্রামবাসীর দ্বারা এই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অথচ প্রতিপক্ষ বারে বারেই পর্য্যুদস্ত হয়েছে আইন তথা ন্যায়ের বিচারে। শ্রীকণ্ঠা গ্রাম নিবাসী জনৈক মহেশ্বর প্রধান তথা সেই পূর্বোক্ত জ্ঞাতিগণ যজ্ঞেশ্বর মাইতিকে তাঁর ন্যাহ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে তিনি বাধ্য হয়ে দেওয়ানী আইনের আশ্রয় নেন ১৯২৯ সালে। তমলুক মুনসেফী দ্বিতীয় আদালতে ঐ মোকর্দ্দমার নং ছিল ৩৯৮ । ঐ মামলা চলে শ্রীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পালিত মুনসেফ রায় বাহাদুরের এজলাসে। আর ঐ মোকর্দ্দমার নিস্পত্তি হয় ১৯৩০ সালের ৪ঠা জুন তারিখে। সেদিন ও মাননীয় জজ সাহেব যজ্ঞেশ্বরের পক্ষে রায় দান করেন। আমাদের আলোচ্য সময়সীমার পরবর্ত্তীকালেও যজ্ঞেশ্বরকে আরও কয়েকটি দেওয়ানী মামলায় কখনো বা বাদী আবার কখনো বা প্রতিবাদীরূপে উপস্থিত হতে দেখা যায় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিচারের রায় গিয়েছে তাঁরই পক্ষে। আর এই সংগ্রাম যজ্ঞেশ্বরের জীবনেই শেষ হয়নি পরবর্ত্তী উত্তরপুরুষ পর্য্যন্তও প্রবাহিত হয়েছে এই একই ধারায়। সে ইতিহাস আগামী কালের ঐতিহাসিকগণের কলমে লিপিবদ্ধ হবে।

যজ্ঞেশ্বরের তিরোধান ঘটে ৫.১০.১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কালসীমা ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হলেও সত্য জানাতে দ্বিধা নেই, যে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁর জীবন ছিল সংগ্রামের—সে সংগ্রাম, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে এমন কি জীবনের সকল দিকেই। এই দ্বন্দ্বমুখর জীবনের মধ্যেও তিনি নানা জনহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এর মধ্যে প্রধান হল-আর্যধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যধর্মে দীক্ষা নিয়ে উপবিত ধারণ করে নিষ্ঠা সহকারে সেকালের ব্রাহ্মণ শোষিত দরিদ্র জনসাধারণের পাশে গিয়ে তাদের পারিবারিক ক্রিয়াকলাপ যেমন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ বাস্তুপূজা, গৃহকল্যান, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি

অনুষ্ঠানে পুরোহিতের ভূমিকা নিয়ে শুভ কজ সুসম্পন্ন করে গেছেন। কোনদিন তিনি এই কাজের জন্য সামান্য দক্ষিণাও গ্রহণ করেননি। এজন্য তিনি গ্রামবাসীর কাছে 'ভট্টাচাজ্জি' রূপে পরিচিত ছিলেন।

তিনি জীবনাচারণে অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে গাত্রোত্থান করে প্রাতঃকৃত্য সমাধানের পর সূর্যমন্ত্রে উদিত সূর্যের আরাধনা করে জলগ্রহণ ছিল তাঁর পূতঃ জীবনাচরণের উল্লেখ্য দিক। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্রোচারণ তথাকথিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের কাছে ছিল ঈর্ষণীয়। ব্যক্তি জীবনে তিনি কনিষ্ঠা বধূমাতার সেবাযত্নে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে বধূমাতার দেওয়া জল গ্রহণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের বাসনা জানিয়ে ছিলেন নানা সময়ে নানা জনের উপস্থিতিতে। সে বাসনাও তাঁর পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। জীবিতাবস্থায় তিনি আরও জানিয়েছিলেন তিনি সূর্যের ও অগ্নির উপাসক। সারা জীবন ধরে কায়মনোবাক্যে এই দুই দেবতার স্তব করে গেছেন। এর ফলশ্রুতিতে তিন শেষ নিশ্বাসও ত্যাগ করবেন সূর্যদেবের উপস্থিতিতে। অর্থাৎ দিনের যে কোন সময় তিনি দেহত্যাগ করবেন, রাতের অন্ধকারে নয়। আশ্চর্য জীবন সাধনা। এই অভিলাষও তাঁর পূর্ণ হয়েছিল। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

তবুও প্রশ্ন জাগে এমনি জীবনধারায় প্রবহমান ব্যক্তি সত্তায় পুরুষানুক্রমিক কেন দ্বন্দ্বমুখর জীবনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল যে জীবনে ছিল না এতটুকুও সুখ কিংবা আশার আলো? আবার এ প্রশ্নও জাগা স্বাভাবিক একটি পরিবারের ক্ষেত্রে কেনই বা পুরুষানুক্রমিক অন্য মানুষ জনের এত বিদ্বেষ? একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে এই দুই প্রশ্নের সদুত্তর মেলা সহজ। প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই হওয়াই স্বাভাবিক যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনিই বারে বারে আমাদের বিপদের মাঝে ফেলে বিপদ উত্তীর্ণ হওয়ার জৈবশক্তির বিকাশ ঘটাতে চান আমাদের মধ্যে। দুঃখকে স্বীকার না করলে সুখ পাওয়া যায় না। সুখ আমাদের মনের এক প্রশান্তি। দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার সে প্রশান্তি পেয়েছিলেন উমেশও যজ্ঞেশ্বর। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এভাবে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর মানুষের মনের কোণে গোপনে লুকিয়ে থাকে কেবলি ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব করার স্পৃহা আর একাজে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা। এই প্রবণতাই সবকালে সব দেশে সামাজিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে-সেকালে যা ছিল আজও তার প্রকাশ ঘটছে বারে বারে যার আধুনিক পরিভাষা 'সমাজ-বিরোধিতা'।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দলিল দস্তাবেজে বাংলা গদ্যভাষা

বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও বিবর্তনের রূপরেখা অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রমাণিত হয়েছে বাংলা গদ্য শ্রীরামপুর মিশন কিংবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতদের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি, তারও অন্তত দুশ বছর আগে বাংলা গদ্যের সূচনা ঘটেছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে। এর অন্তত দুশ বছর আগে দলিল দস্তাবেজে, চিঠিপত্রে এবং পোড়ামাটির ফলকে বাংলা গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। তাই এসব উপাদানের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের আদিপর্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন সম্ভব। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ এবং গদ্য সাহিত্যের গবেষকগণ প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রে ব্যবহৃত গদ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছেন। ষোড়শ শতাব্দীকে বাংলা গদ্যের আবির্ভাব কালরূপে চিহ্নিত করে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন-"ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যের প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় না- একালের সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ ও বিষয়ে একপ্রকার দৃঢ় নিশ্চয়।[১]

বাংলা গদ্যের আদিপর্বের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে শিবরতন মিত্র Types of Early Bengali (1922)-, ড. দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ২য় খন্ড ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রাচীন বাংলা সংকলন (১৯৪২) ড. পঞ্চানন মন্ডল চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র ২য় খন্ড এবং ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৫ম খন্ডে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ এইসব গ্রন্থ অবলম্বনে বিস্তৃত তথ্য জানতে পারবেন।

বক্ষ্যমান আলোচনায় বাংলা গদ্যের আদিপর্বে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রের গদ্যে কতখানি অন্বয় বন্ধন ঘটেছিল তা লক্ষ্য করা যাবে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে গদ্য সৃষ্টির যে সযত্ন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত দলিল দস্তাবেজে ও চিঠিপত্রে সে জাতীয় সযত্ন প্রয়াস সম্ভব ছিল না। দলিল ও পত্রলেখকগণ যে যার নিজ নিজ অঞ্চলে বসে নিজ নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধি অনুযায়ী বক্তব্য বিষয়কে গদ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। দলিল লেখকগণের অনেকেই হয়তো তখনো পদ্ধতিগত শিক্ষাধারায় নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে পারেননি। ফলে নিজেদের রচনার মধ্যে তেমন কোন মৌলিকত্ব রেখে যেতে না পারলেও গদ্যভাষার সৃজন পর্বের নানা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত দলিল দস্তাবেজে লেখকগণের বিদ্যাবত্তা প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল বহুল পরিমানে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে গদ্য চর্চার যে সযত্ন প্রয়াস শুরু হয়েছিল তার প্রভাব দলিল দস্তাবেজে পড়া

[১]বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৫ম) পৃঃ ২৭

স্বাভাবিক ছিল। শুধু তাই নয় আইন আদালতে যে গদ্য ভাষা ব্যবহার করা হত তার স্বরূপই বা কি ছিল অর্থাৎ আদালতে ব্যবহৃত ভাষা বাংলা গদ্যের আদি পর্বকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তাও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত দলিল, তমসুক কবুলতিপত্র নিলাম সার্টিফিকেটগুলির যে নিদর্শন এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তারই মাধ্যমে বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে সেকালের বাংলা গদ্য ভাষার নিদর্শন বিশ্লেষিত হবে। এরই সাথে সাথে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত অভিলেখগুলিই আদর্শ গদ্য ভাষার পথ কতখানি অনুসরণ করেছে তাও লক্ষ্য করার বিষয়।

বাংলা গদ্য রচনায় দলিল দস্তাবেজের ভূমিকা কতখানি সে বিষয়ে আলোচনা দুটি পর্বে বিভক্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। এর প্রথমভাগে প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের গদ্য দ্বিতীয় ভাগে এই কলেজ স্থাপন পরবর্ত্তী পর্বের গদ্য। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা দেশে ইংরেজ শাসন কায়েম হয় এবং বাংলা ভাষায় ইংরেজীর প্রভাব শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, বলা যেতে পারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের সময় থেকে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের পূর্বে লিখিত দলিল এবং তৎপরবর্ত্তী আধুনিক কাল পর্য্যন্ত লিখিত দলিলের লিখন পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দলিল লিখনের একটি সুনির্দ্দিষ্ট ফর্ম গড়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও বলা চলে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত দলিল দস্তাবেজের ভাষা বাংলা গদ্যের অন্বয় বন্ধনে যতখানি সহায়তা করেছিল পরবর্ত্তীকালের দলিল দস্তাবেজে ততখানি নয়।

জমিজমা সংক্রান্ত যে সব দলিলের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন দলিলটি সম্পাদিত হয়েছে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে। সম্রাট স্বয়ং আওরঙ্গজেব দোরো (বর্ত্তমানে হলদিয়ার অন্তর্গত) গ্রাম নিবাসী গোবিন্দরাম দীক্ষিতকে জমি দান করেন বলে জানিয়েছেন 'হলদিয়ার ইতিকথায়' বঙ্কিম ব্রহ্মচারী মহাশয়। তিনি আরও জানিয়েছেন আওরঙ্গজেব দেবসেবার জন্য ঐ জমিদান করেন। দলিলটি উর্দুভাষায় লিখিত। দলিলটিতে বাংলা ইংরেজীও উর্দুভাষায় লেখা আট আনার (বর্ত্তমানে, পঞ্চাশ পয়সা) স্ট্যাম্প রয়েছে। আওরঙ্গজেবের মত একজন বিধর্মী হিন্দুর দেবসেবার জন্যে ভূমিদান করেছেন এতো ভারতবর্ষের মতো বহু জাতিক দেশের সংহতি রক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার একটি উল্লেখ্য নজির।

অন্যদিকে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত মেদিনীপুর জেলার মালজিঠিয়া গড়ে রুক্মিনী দেবীর পূজার জন্য মহিষাদলের রাজা আনন্দলালের পত্নী জানকীবালা সেবাইত স্বামী বগলাপ্রসাদ মিশরের (মিশ্রের) বংশধর অভিরাম বিদ্যালংকারকে ৪ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করেন। দান বিষয়ক জমির এই দলিলটি অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের কৌতূহল মেটাতে সক্ষম। দলিলটির ভাষা এরূপ-"শ্রীশ্রী রাম।

মৌজায় ৪/. বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর দিলাম, সন ১১৮২ সাল গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রীযুক্ত অভিরাম বিদ্যালংকার মিশ্র অধিকারী শ্রীচরণেষু-

ব্রহ্মোত্তর সনন্দ পত্র মিদং কার্য্যাঞ্চাগে

আমার জমিদারী পরগণা অরঙ্গানগর ব্রজলালকে মৌজায় মৌয়াজি ৪/. বিঘা জমি মাফিক তপশীল জমিন তোমাকে ব্রহ্মোত্তর দিলাম। জমি জোতিয়া জোতাইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ। অপর কোন দায়া নাই। এতদার্থে ব্রহ্মোত্তর দিলাম। ইতি সন ১১৮২ সাল তাং ৯ই শ্রাবণ

মন্ত্রী — সহকারী মন্ত্রী লিপিকার

করুনাময় দাস — শ্রীগৌরচন্দ্র দাস

স্বাক্ষর দেবনাগরী বর্ণে

শ্রীমতী জানকী দেবী

মহিষাদল

এছাড়া আরও যে চারখানি দলিল আমাদের হাতে এসেছে সেগুলি সবই দান সম্পর্কিত এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার পূর্বের। পাট্টাগুলি পাঠে জানা যায় জমিদার স্বেচ্ছায় জমি দান করছেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত দলিলটির ভাষা ছিল এরূপ-"মত যুদ্ধীয়ান মহমাত ও অমেন নেহাল ও ইস্তাকবান ও চৌধুরীয়ান ও কানুনগোয়ান ও জমিদারান ও তালুকদারান ও মুস্তাজেবান পরগণে কাশীজোড়া মতানকে চাকলে মেদনীপুর বেদানন্দ হিরারাম পাড়ে এক কেতা খরচ হাল বনেহেব কাজী পাচজনা সাইদী ফারশী মজকুনে দাখিল করিয়া জাহির করিলেক মোয়াজি ৪৯.৸৩ উনপঞ্চাশ বিঘা আঠার কাঠা জমি পরগণা মজকুরের রাধানগর ও গযবহ গ্রামে মাফিক তপসীল ইহার পীতামহো জগন্নাথ পাড়ে পীতা রঘুনাথ পাড়ে ভাই ব্রজনাথ পাড়ের নামে ব্রহ্মোত্তর মোকবর ছিল এ জমী এখন ইহার ভোগে আছে কদিন জমীর সাবুদ তলব হইল আসামী মজকুব সাইদ গুজরাইয়া কদিম মুজাএক আপন ভোগ সাবুদ করিলেক যুব উহান সাইদেব বেস্তবা সেরেস্তায় দাখিল করিয়া ইহার হইতে ১৩০৬৮ নক্ষাব এই নয়া সনন্দ দিয়া বহাল করা গেল সনন্দ মাফিক জমী মজকুর আসল মখিল মতে ইহার ভোগে ছাড়িয়া দিবা কোন দফাতে মুজাহেম না হইবা ইতি সন ১১৯১।১৭৮৪ সাল তারিখ ২ জুন ২২ আশাড়"

(২)

মত যুদ্ধীয়ান মহমাত ও আমন নেহাল ও ইস্তকবান ও চৌধুরীয়ান ও কানুন গোয়ান ও জমিদারান ও তালুকদারান ও মুস্তাজীবান পরগণে কেল্লা ময়না চৌর মতানকে চাকলে মেদনীপুর বেদানন্দ রামজীবন দাস ও ব্রজপটনাত্রক ও মনোহর দাস এক কেতা যুরত হাল বমোহব কাজী ও পাচজনায় সাইদী ফারশী মজকুনে

দাখিল করিয়া জাহের করিলেক মোত্তাজী ৬২ বাশট্টি বিঘা জমি কেল্লা মজকুরের উত্তর লাড়য়া চৌকী তগবরহ গ্রামে মাফীক তপশীল ইহারদ্বিগের পিতা কুঞ্জ মোহন দাস ও ঘনেশ্যাম পটনাত্রক ও খোদ মনোহর দাস নামে শ্রী শ্রী সেবা কারণ দেবত্তর মোকরব আছে এ জমিন এখন ইহাদ্বিগের দখলে আছে কদিম জমির সাবুদ তলব হইল আসামি মজকুবেরা সাইদা গুজরাইয়া ৩০/৩৭ বৎসরের বিত্তী এবং আপনাদিগের দখল সাবুদ করিলেক সবুতহান ও সাইদের বেত্তবা সেরেস্তায় দাখিল করিয়া ইহার হইতে ৭৩৯৯ নম্বরে এই নয়া শনন্দ দিয়া বহাল করা গেল সনন্দ মাফিক জমি সমুদয় আসল মাথন মতে ইহাদিগের ভোগ দখলে ছাড়িয়া দিবা কোন দফাতে মুজাহেম না হইবা। ইতি সন ১১৯০ সাল ইং ১৭৮৪ সাল তারিখ ৩১ আগস্ত।

(৩)

মত যুদ্ধীয়ান মহমাত ও অমেন নেহাল ও ইস্তকবান ও চৌধুরীয়ান ও কানন গোয়ান ও জমীদারান ও তালুকদারান ও মুস্তাজেবান পরগনে কাশীজোড়া মতানকে চাকলে মেদনীপুর বেদানন্দ মানিকপুরে এক নেতা মুরত হাবল মেহের কাজীও তিনজনা সাহদী ফারসী মজকুনে দাখিল করিয়া জেহের করিলেক মোয়াজী ১২।।. বার বিঘা দশ কাঠা জমী রাধানগর ও গযবহ গ্রামে মাফিক ও তপসিল ইহার পীতা রতন দুবের নামে * সাইন গুজরাইয়া কদিম করিয়া* ইহার হইতে ১৩০৬৭ * বেত্তবা * বহাল করা গেল সনন্দ মোতারেক * ইহার ভোগে ছাড়িয়া দিবে কোন দফাতে মুজাহেম না হইবা ইতি ১১৯১ সাল ইং ১৭৮৪ সাল ২ ফুলই ২২ আসাড়।

(৪)

মত যুদ্ধীয়ান মহমাত ও অমেন নেহাল ও ইস্তকবান ও চৌধুরীয়ান ও কানুন গোয়ান ও জমিদারান ও তালুকদারান ও মোস্তাজেবান কেল্লা ময়না চৌর মতানকে চাকাল মেদনীপুরে বেদানন্দ উদয় পাড়ের এক কেতা দরখাস্ত ও তিনজনার সাইদি বন্দি নাম জমান মানুষ হইল মত্তাজী-৭।।. সাত বিঘা দশ কাঠা জমি কেল্লা মজকুরের রামচন্দ্রপুর গ্রামে সন ১১৩৪ এগার সত্ত চৌত্রিশ সালে কৃপানন্দ বাহুবলন্দ্র জমিদারের দত্ত ইহার পিতা দয়াল পাড়ের নামে ব্রহ্মোত্তর মোকবন্দিন এ জমি এখন ইহার ভোগে আছে দরখাস্ত মজকুর বাজে জমি দপ্তরে নিবাসি * হইতে ১৯২৮৯ নম্বরে এই নয়া সনন্দ দিয়া বহাল করা গেল সনন্দ মাফিক জমি মজকুর আসল মথে ইহার ভোগে ছাড়িয়া দিবা কোন দফাতে মুজাহেম না হইবা ইতিসন ১১৯১ সাল ইং ১৭৮৫ সাল ১৪ মার্চ।

উদ্ধৃত সনন্দ কখানিতে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের আধিক্য লক্ষ্য করার বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের

পূর্বের সৃজ্যমান এই গদ্যে যে ভাষার প্রভাব সবচেয়ে বেশি তা হল ফারসী এবং ফারসীর মারফৎ আরবী। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বাংলা দেশে মুসলমান আধিপত্য শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং শেষ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে। বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সঙ্গে কয়েকশ বছর এই ঘনিষ্ঠতার ফলে বহু আরবী ও ফারসী শব্দের বাংলায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শুধু তাই নয় একই দলিলে বাংলা ভাষায় বক্তব্য বিষয়ের পরিস্ফুটন ব্যতিরেকেও স্বতন্ত্রভাবে আরবী ভাষার বর্ণে বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করা হয়েছে। এমন কি দলিল দস্তাবেজে ব্যবহৃত শীলমোহরের ভাষাটিও ছিল আরবী-ফারসী। পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে লেখা পত্রগুলিও এই প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি বরং বলা চলে বাংলা শব্দ ভান্ডার এই সব বিদেশী শব্দের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে।

উপরিউক্ত চারটি সনন্দে যে সব আরবী ফারসী ও ইসলামি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল- মহমাত, আমেন, নেহাল, ইস্তকবান, কানুনগোয়ান, জমিদারান, তপসীল, মজকুর, জাহের, মোস্তাজী, মোকবর, কদিম, সাবুদ, তলব, আসামী ইত্যাদি। তবে বাক্য মধ্যে এই শব্দগুলি প্রযুক্ত হলেও বাক্‌রীতি শব্দবিন্যাস অস্বাভাবিক বা দুর্বোধ্য নয়। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতন যে কোন কোন শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দগুলিকে আরও অর্থবহ করেছে।

সেকালে আদালত ও কাছারির ভাষায় বাংলার সঙ্গে বহু আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রন ঘটেছে। দলিল শুরু করার আগে 'লিখিতং কার্য্যঞ্চাগে' শব্দদুটির ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। এখনও ঐ সব অভিলেখতে জামিন, বন্দক, মুচলেখা ওজর, প্রভৃতি শব্দ সহজ ভাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সেকালের দলিল দস্তাবেজে ব্যবহৃত বাংলা গদ্যে যতি চিহ্নের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। দু একটি স্থানে ঐ চিহ্নের ব্যবহার ব্যতিক্রম বলতেই হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে সংকলিত অভিলেখগুলির গদ্যে যতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে কেবল পাঠক বর্গের পাঠের সুবিধার কারণেই।

গবেষক পাঠকবর্গ আরও লক্ষ্য করে থাকবেন যে গদ্যে সরল বাক্য ব্যবহারের পরিবর্ত্তে যৌগিক ও জটিল বাক্যের ব্যবহারই বেশি। দুটি একটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে। ১) এক্ষণে আমার মহাজনের রিন পরিসোদের ও সাংসারিক খরচ চলিবার অন্য উপায় হওা প্রজুক্তে উক্ত অংশ দখলী-জোমিনের মোদ্দ্যে উক্ত প্রগণায় রামচন্দ্রপুর গ্রামে জল মাল ১ বন্দ ।।১ এগার কাঠা জোমিন নিম্নের লিখিত চৌহদ্দীমতে আমি আপন সেচ্ছাপূর্বকে মঃ ৭১।। একাত্তর টাকা আটআনা মূল্যে আপনকায় হস্তে বিক্রয় করিআ মূল্যের বেবাক, টাকা সাক্ষ্যগণের সাক্ষ্যতায় বুঝিআ লইআ একরায় করিতেছী ও লিখিআ দীতেছী জে অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত বিক্রীতা বস্তুতে আপনি আমার সত্তে সত্তবান ও

দখিল কার হইআ পুত্র পুত্রাদীক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকীবেন। ২) ঐ দেন পরিশোধ ও নিজের আবশ্যকী খরচ কারণ উপরক্ত তালুকের নিজাংশ রকম ✓১২ কাত ৭৬৸১৪ টাকায় তপশীল মায় উক্ত মাহালের প্রজাগণের নিকট প্রাপ্যসন ১৩০১ হইতে ১৩০৪ সাল পর্য্যন্ত জে হাল বকয়া খাজনা পাওনা আছে ঐ খাজনার বাবদ আমার অংশের প্রাপ্য টাকা মায় উক্ত তালুকের বিল ঝিল হাট ঘাট গোলা গঞ্জ হাশীল পতিত ও খাশের পুষ্কণি ও বাঁদ ছাঁদ আদী তাবদীয় হক হদ্দক তালুকদারী স্বত্ব সত্য আপনকায় হস্তে মঃ ৬৫৫্ ছয়শত পঞ্চান্ন টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি জে উক্ত মাহালের বিক্রিত রকম ✓১২ গন্ডা তপশীলের উপর কালেকটরী শ্রেস্তায় আমার নামের পরিবর্ত্তে আপন নাম জারি করিয়া কালেকটরীর খাজনা টাকা ও রোডশেষ পুলবন্দী ও ডাক খরচ আদী আদায় দিয়া আপন পুত্র পৌত্রাদি উয়ারিশানক্রমে পরমসুখে ভোগ দখল করিতে থাকিবেন এবং অত্র কবলার বলে কালেকটরী শ্রেস্তায় আপন নাম জারী করিয়া সদর মফস্বল দখলকার থাকিবেন এবং প্রজাগণের নিকট জে বকয়া খাজনা পাওনা আছে তাহা সহজে অথবা নালিশের দ্বারায় আদায় লইবেন।

অভিলেখ গুলির বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের বানানরীতির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একই শব্দের বানানে ভিন্ন রীতির প্রকরণ বড়ই পীড়াদায়ক। যেমন শরীর শব্দে কখনো 'সরির' কখনো বা 'সরীর' এরূপ পার্থক্য রয়েছে। শব্দে 'উ', 'ঊ' কার কিংবা 'ই', 'ঈ' কার যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। 'য়' এর ব্যবহার 'এ' দ্বারা করা হয়েছে যেমন মএনা / ময়না, কিংবা মহাশএর/ মহাশয়ের, চিহ্ন হয়েছে চিঞ, থাকিয়া হয়েছে 'থাকীয়া' ইত্যাদি। উদাহরণ দিতে গেলে এরূপ বহু শব্দের সন্ধান পাওয়া যাবে। এর কারণ হল সেকালের দলিল লেখকদের জ্ঞানের অভাব।

একালেও অল্পশিক্ষিত বানান বিষয় অজ্ঞ ব্যক্তিরাই দলিল লেখক। ফলে দলিল লিখনে শুদ্ধ বানানরীতি আশা করা যায় না। এখন অভিলেখগুলিতে ব্যবহৃত অধুনা অপ্রচলিত বা স্বল্প পরিচিত শব্দের অর্থ লিপিবদ্ধ হল।

অবনিবনাৎ—মনোমালিন্য।

অর্শীয়া—বর্ত্তাইয়া।

আমলনামা—অনুমতিপত্র।

আমলা—উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অধীনস্ত কর্মচারী।

আমানত—জমা।

ইজারা—নির্দ্দিষ্ট খাজনা শোধ দেওয়ার অঙ্গীকারে নির্দ্দিষ্ট মেয়াদে জমিদারের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নেওয়া। বন্দোবস্তকারীকে বলা হয় ইজারাদার।

একরার—অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা।

এলাখা—নির্দ্দিষ্ট সীমানা, অধিকার।

উগাল—জমির আল।

উশুল—পরিশোধ।

কাইম—বজায়।

কাছারি বাড়ী—জমিদারী সংক্রান্ত হিসাব করার স্থান।

কানুনগো—ভূমি রাজস্ব বিষয়ক হিসাব রক্ষক।

কুঠি—মহাজনদের টাকা লেনদেনের স্থান।

কালাজমি—উচু জমি।

কওলাপত্র—জমি হস্তান্তরপত্র।

খোর পোষ—জীবন যাপনের জন্য বাসস্থান ও সম্পদের সংস্থান।

গোমস্তা—জমির খাজনা আদায়কারী।

চৌকিদার—রাতে গ্রামের পাহারাদার।

চৌধুরী—সম্মান সূচক উপাধি। সেকালে রাজা ও জমিদারগণ প্রজাসাধারণের মধ্যে উল্লেখ্য কাজের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে এই উপাধি দিতেন।

জমা—হাট ঘাট বন বঞ্জর ইত্যাদির বার্ষিক খাজনা।

জমাবন্দী—প্রজার নামে রাজস্বের হিসাব।

জান—খোলা জায়গা।

জাবেদা বা জাবদা—আদালতের মোহরযুক্ত প্রমাণযোগ্য নথিপত্র।

জুলুম—অন্যায় বলপ্রয়োগ।

জোত—প্রজার চাষের অধিকার ভুক্ত জমি।

জলজমি—জোলো জমি।

তাকাভি বাঁধ—চাষের কাজের সুবিধার জন্য জমির চারপাশের বাঁধ।

তহশিলদার— জমির খাজনা আদায়কারী।

তালুকদার—ভূম্যধিকারী।

তস্থীশ—সম্পত্তি।

তৌজি—রাজস্ব আদায়ের নির্দ্দিষ্ট এলাখা।

তেজারতি—মহাজনী।

দস্তবদস্ত—হাতে হাতে।

দাখিলা—রসিদ।

দেওয়ানি—ভূমির সত্ত্ব

দীগর—প্রমুখ, ইত্যাদি।

নাএব—রাজা বা জমিদারের প্রতিনিধি।

নাখরাজ—রাজস্ববিহীন।

পত্তনি—নির্দ্দিষ্ট এলাখা।

পাট্টা—সেলামী।

পুলবন্দী—ফরাসবন্দী

পরগণা—রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য একটি জেলাকে কয়েকটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নাম দেওয়া হত পরগণা। যেমন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রেভিনিউ সার্ভেতে মেদিনীপুর জেলাকে ১১৫ টি পরগণায় বিভক্ত করা হয়। বর্ত্তমানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর উল্লেখ নেই।

পণ—মূল্য।

বক্রি—অবশিষ্ট।

বন্দোবস্ত—জমির বিলিবন্টন।

বাজে জমিন—অকর্ষিত জমি। চাষের অনুপযুক্ত জমি।

বেবাক—সমূহ।

বকয়া—পুরানো, বাকী।

মসনদ—গদী।

মাহাল—জমিদার কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের নির্দ্ধারিত এলাখা। একজন জমিদারের একাধিক পরগণায় মাহাল থাকত।

মালগুজারি—সরকারের প্রাপ্য খাজনা।

মালভূমি—রায়ত জমি।

মিনাহি—ছাড়।

মৌজা—গ্রাম।

মবলগে—কথায়।

মজকুর—লিখিত বিবরণ।

সদর—সামনের দিক।

সহরা—ঘোষণা।

সনন্দ—পাট্টা।

সমজাইয়া—বুঝিয়ে।

সরিক—অংশীদার।

হাল—বর্ত্তমান।

হাসিল—পরিষ্কার, আগাছামুক্ত।

হুশবাহালে—সজ্ঞানে।

হক হুকুম—নাহ্য।

নবম পরিচ্ছেদ

দলিল দস্তাবেজে জাতিতত্ত্ব বর্ণবিভাজন ও বৃত্তি

ভারতীয় সমাজ জীবনে বর্ণাশ্রম প্রথা কোন সময় থেকে শুরু তার সঠিক কাল নির্ণয় ঐতিহাসিক তথ্যনুসন্ধানে ব্রতী না হয়েও বলা যায় বর্ণাশ্রমই আর্য সমাজের ভিত্তি আর এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম প্রথা যুগ যুগ ধরে নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিস্তার লাভ করেছে। প্রাচীন ধর্মসূত্র এবং স্মৃতিগ্রন্থের রচয়িতারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চর্তুবর্ণের কাঠামোর মধ্যেই ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে বাঁধার প্রয়াস পেয়েছেন। সুদূর প্রাচীন কাল থেকে মূল চর্তুবর্ণের বিভাজনকে ভিত্তি করে নানা যুক্তি পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে হিন্দু সমাজ আজও বিচিত্র বর্ণ উপবর্ণ ও সংকর বর্ণের স্থান নির্ণয় করে আসছেন আর সেই বর্ণ উপবর্ণের মানুষেরা বাংলার সর্বত্র নিজেদের একটি সুসংহত গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রার মাধ্যমে বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণে নিজেদের নিযুক্ত করে রেখেছিল। এবং আজও করছে। তবে বাঙালীর বর্ণ পদবি ও জাতিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় নানাভাবে পন্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। যেমন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের সূত্রানুসন্ধান করতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জানিয়েছিলেন—"বাঙ্গালা দেশের সামাজিক ইতিহাস লিখিতে দিলে একটি কথার মানে লইয়া ভীষণ গোলে পড়িতে হয়। সে কথাটি জাতি। কোল ভিল গারো খাসিয়া ইহারাও জাতি (উপজাতি ?) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারাও জাতি। তেলি মালী কামার, কুমার, কৈবর্ত্ত ইহারাও জাতি। প্রথমটি Ethnos, দ্বিতীয়টি বর্ণ তৃতীয়তটি ব্যবসা। জাতিভেদ বলিতে কোন্ জাতিভেদ বলিব ? Ethnos এর ভেদ, বর্ণের ভেদ না পৈতৃক ব্যবসায়ের ভেদ ?.. তাছাড়া ধর্ম ভাঙ্গীয়াও জাতি হয়। যেমন বৈষ্ণব যোগী ইত্যাদি।"[১] উদ্ধৃতিটি যে বর্ণে বর্ণে সত্য তা অভিলেখগুলিতে উল্লেখিত বর্ণপরিচয় থেকে জানা যায়।

জমিজমা ক্রয় বিক্রয়, দানপত্র সম্পাদন, ঋণ গ্রহণ তথা অনান্য সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিজের নাম, পিতৃ পরিচয় বসবাসের ঠিকানা যেমন উল্লেখ করেছে তেমনি বর্ণ বৃত্তির ও উল্লেখ করেছে সম্পাদিত অভিলেখগুলিতে। এই সব প্রাচীন নথিপত্র থেকে গত দুশতাব্দী ধরে সমাজে বসবাসকারী নানা বর্ণের মানুষের সামাজিক অবস্থান জানা যায়।

অভিলেখগুলিতে যে সব বর্ণের মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তারা হলেন মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, তেলি, রজক, কায়স্থ, বৈষ্ণব, ধীবর, মালাকার, নাপিত ও মুসলমান প্রভৃতি। তবে সংখ্যা গরিষ্ঠ রূপে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষ্য করার মতন। এর পরেই রয়েছে ব্রাহ্মণ কৈবর্ত্ত প্রভৃতি।

মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে যা উল্লেখিত রয়েছে তা হল ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তাই হল মাহিষ্য। আবার মাহিষ্যের সঙ্গে

কৈবর্ত্তকেও এক করে দেখা হয়েছে। কৈবর্ত্তদের দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়— হালিক কৈবর্ত্ত অন্যটি জালিক কৈবর্ত্ত। জালিক কৈবর্ত্ত বলতে জেলে বা মাছ ধরার বৃত্তিকে বোঝায় আর হালিক কৈবর্ত্ত বলতে (হাল বা লাঙ্গল) কৃষিকাজে যুক্ত কৈবর্ত্তদের বুঝায়। পরবর্ত্তী কালে এই হালিক কৈবর্ত্তরাই নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচিত করেছেন এমন একটি মতবাদ প্রচলিত। "এঁরা (মাহিষ্য) সংখ্যায় বিত্তে শিক্ষায় ও বৃত্তিতে সামাজিক মর্যাদায় উন্নত হওয়ায় ১৮৬৪ সাল থেকে নিজেদেরকে মাহিষ্য হিসাবে দাবি করে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের অনুমোদন লাভের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। অবশেষে পন্ডিতরা তাঁদের দাবি মেনে নেন। ১৯০১ সালে আদমসুমারী অনুযায়ী হালিয়া বা চাষী কৈবর্ত্তরা পরিণত হলেন মাহিষ্যে।"* অভিলেখগুলির কয়েকটি থেকে এ মতের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি।

মাহিষ্যরা কি কেবলই চাষাবাদ ব কৃষিকাজ করতেন? তা নয়। অভিলেখগুলি থেকে জানা যায় কৃষিকাজ করার সাথে সাথে অনেকেই জমিদারী পরিচালনা, মহাজনী কারবার, চাকুরী, ইত্যাদি পেশায়ও নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণরা যজন যাজনের সাথে সাথে তালুক পরিচালনা, জমিদারী পরিচালনাও করেছেন। তেলি বা তিলিরা যেমন বৃত্তি ব্যবসা করতেন তেমনি জমিদারী পরিচালনা ও করেছেন। কৈবর্ত্তরাও তালুকদার ছিলেন। কায়স্থ সম্প্রদায়ের লোকেরা জমিদারী ও ওকালতি করেছেন। পরামানিক বা রজকেরা বৃত্তিভোগী হওয়ার সাথে সাথে গোমস্তাগিরির কাজও করেছেন। ধীবররা একাধারে মৎস্য চাষ সহ কৃষিকাজে ও নিযুক্ত ছিলেন। এভাবে দেখা যায় সেকালে দক্ষিণবঙ্গে নানা বর্ণও সম্প্রদায়ের মানুষর জীবন ও জীবিকার জন্যে নানা পেশায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন বর্ণের মানুষের বহুমুখী দৃঢ় বন্ধনও লক্ষ্য করা যায়। এমন কি কর্মসূত্রে হিন্দু-মুসলিমও একত্র যুক্ত হয়েছিলেন। স্বতন্ত্রভাবে এই বিষয়টিও সমাজ বিজ্ঞানের আঙিনায় আলোচিত হতে পারে।

---

১ মাসিক বসুমতী ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৫৬

নির্ঘন্ট

এই লেখকের প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পর্কে

তাম্রলিপ্তিক উপভাষা জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি (১ম)

পদ্মশ্রী ড. নিশীথ রঞ্জন রায়– "সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষায় ইতিহাস অনুশীলনের ক্ষেত্রে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস চর্চা। এটি নিঃসন্দেহে সুলক্ষণ। এই ধরণের ইতিহাসে অঞ্চল বিশেষের রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক কিংবা অর্থনৈতিক বিবর্তন অথবা ধর্মীয় এবং সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের পরিচয় যতখানি মাত্রায় পরিবেশিত হয়েছে, সাংস্কৃতিক ইতিহাস—জনগোষ্ঠী, লোকাচার, নৃতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান এবং সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ততখানি প্রাধান্য পায়নি বলা চলে। ডঃ সুকুমার মাইতির "তাম্রলিপ্তিক উপভাষা জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি" (১ম খন্ড) বইটি অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন সাহিত্যিক উপাদান, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, কিংবদন্তী ভিত্তি করে তমলুকের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের প্রয়াস দিয়ে গ্রন্থকার শুরু করেছেন তাঁর তাম্রলিপ্ত পরিক্রমা। বিভিন্ন যুগে সংমিশ্রণ ও পরিবর্তনের ধারায় অবগাহন করে এই ভৌগোলিক সীমানার অধিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ধরণের ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত ছিল তার পরিচয় তুলে ধরা ছাড়া লেখক লৌকিক আচারবিধি সমেত এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিযে পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। এখানকার জনগোষ্ঠীর পরিচয় দান প্রসঙ্গে সঙ্গত কারণেই লেখক পুরাতাত্ত্বিক উপাদানের উপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার সিদ্ধান্ত অনুমানভিত্তিক নয়, বিভিন্ন ধরণের উপাদান দ্বারা তা সমর্থিত। জাতি ও উপজাতি পরিচয় প্রসঙ্গে ডঃ মাইতি এতদঞ্চলের কৈবর্ত্য, মাহিষ্য রাজবংশী, শূক্লি, বহিরাগত বিভিন্ন গোষ্ঠীর অধীনে রাজ্য স্থাপন (তমলুক, মহিষাদল এবং কাশীজোড়া) বাংলার বাইরে থেকে অন্যান্য জনগোষ্ঠী কিভাবে এই অঞ্চলে গড়ে তুলেছেন একদিকে মিশ্র জাতি এবং অপরদিকে মিশ্র সংস্কৃতি তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এই মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমান তমলুকবাসীদের জীবনে আজও অনস্বীকার্য। এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ভাষা ও উপভাষা মিশ্র সংস্কৃতিরই পরিচায়ক। আলোচ্য বইটির অনেকখানি জুড়ে লেখক প্রচুর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে গ্রামীণ শব্দ এবং লৌকিক কথা ভাষার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং উপস্থাপনা ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ ড. মাইতির এই গ্রন্থটি বাংলার একটি সুনির্দিষ্ট জনপদ জনপদবাসী এবং তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে একাধারে নৃতত্ত্ব ইতিহাস লোকসংস্কৃতি এবং ভাষা বিজ্ঞান চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হিসাবে স্বীকৃতিধন্য হবে বলে আমার বিশ্বাস।"

ড. পঞ্চানন মণ্ডল- "রাঢ় রাষ্ট্রের সীমান্ত জেলা 'মিধুনপুর' নানা গোষ্ঠীর জনসমাবেশের বৈচিত্র্যে ভরা। এর ঐতিহাসিক ভূগোলও বিচিত্র। জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা তাঁর সংগৃহীত ও প্রচলিত তথ্যভিত্তিক, এর মূল্য অনেক। সংস্কৃতি ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় তিনি রবীন্দ্রভাবনা অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছেন এবং তাঁর পরিশীলিত শৈলীতে অগ্রসর যে অনেকখানি সফল হয়েছেন সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। উপভাষা আলোচনায় ডক্টর মাইতি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সে তাঁর ব্যাপক অন্বেষা প্রসূত। এইসঙ্গে মেদিনীপুরের লুপ্তপ্রায় 'শূম্' বা 'সুহ্ম' উপভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করলে এখানে বসবাসকারী অতি প্রাচীন শামাসম্প্রদায়ের আবিষ্কার সম্ভবপর হয়। প্রত্যেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে এ গ্রন্থখানি একটি অসামান্য প্রয়াস। এ গ্রন্থ বিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধ মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করবে।"

বর্তমান (২৭.৫.৯০)– "লেখক তাম্রলিপ্তের বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিচয় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী পুরাতাত্ত্বিক বিবরণ বিভিন্ন সম্প্রদায় স্থান-নাম প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। দু'টি স্বতন্ত্র

অধ্যায়ে উপভাষা ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের কাছে বইটি যথেষ্ট প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।"

তাম্রলিপ্তিক উপভাষা জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি (২য়)

ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়– "সম্প্রতি (২৮.৯.৯১) ড শ্রীমান সুকুমার মাইতির তাম্রলিপ্তিক উপভাষা জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি (২য়) আমার হাতে এসেছে। এই স্বল্পায়তন গ্রন্থটি তত্ত্ব ও তথ্যের সোনার খনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে তাম্রলিপ্ত বন্দরের কথা সুপরিজ্ঞাত। এই জনপদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের ইতিহাস কাহিনী ও লোকপ্রবাদ। এই অঞ্চলের জন ভাষা ও নানা তথ্য শুধু কৌতূহল আকর্ষণ করে না, চিন্তা ও চেতনাকে বিস্ময় রসে আবিষ্ট করে। ড. মাইতি নিপুণ পরিশ্রমে ব্যক্তিগত চেষ্টায় যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং প্রাপ্ত তথ্যকে বক্তব্যের প্রামাণিকতা হিসাবে বিন্যস্ত করেছেন তার জন্য তিনি ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠকদের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ করবেন।"

ড. প্রবোধ কুমার ভৌমিক– "সাম্প্রতিক কালে ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়াস এক বিদগ্ধ সমাজের মানসিক দ্যোতনা। কেননা বহুধা বিভক্ত মানব সমাজের যে পরিবর্তন তা ধীরে ধীরে কেন্দ্রবিন্দুর বাইরে কখনও দীর্ঘায়িত বা প্রলম্বিত হয়। আপেক্ষিক অস্পষ্টতায় তার স্বকীয়তা হয়ত কিছুটা হারিয়ে যায়। কিন্তু অনুশীলন ও গবেষণার নানা পথে তার সুদৃঢ় রূপ প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু সে সবের প্রচেষ্টা কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই। নানাভাবে তথ্য সংগ্রহ, সংযোজন বিচার ও বিশ্লেষণ সব মিলেমিশে এক যথার্থ ও সার্বিকরূপ তুলে ধরার মানসিকতার প্রয়োজন, বিচার ও বিশ্লেষণের পথ বেয়ে হয় যার উত্তরণ। সেজন্য চাই ধৈর্য ও অধ্যবসায়। ড. সুকুমার মাইতি পুস্তকাকারে ২টি পৃথক খণ্ডে তাম্রলিপ্তিক উপভাষা জনগোষ্ঠীও সংস্কৃতির বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা (৯.১০.৯৪)– "লেখক বহু পরিশ্রমে উনিশ শতকের বেশ কিছু দলিল দস্তাবেজ হুকুমনামা প্রভৃতি সংগ্রহ করে গ্রন্থ মধ্যে প্রকাশ করায় সেগুলি হয়ে উঠেছে সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপাদান।"

ড. রামেশ্বর শ– "ড. সুকুমার মাইতির লিখিত তাম্রলিপ্তিক উপভাষা জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি (১ম ও ২য়) পাঠ করে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হলাম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হয়েও এতখানি ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক সুলভ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন যে আজকালকার গবেষকদের কাছে সেটা অনুকরণীয় ও অনুস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।"

ড. নীলরতন সেন– "এ যুগে শ্রমসাধ্য এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে গবেষকের বিশেষ অভাব। প্রায় প্রত্যেকেই যতটা সম্ভব ফাঁকি দিয়ে পরিশ্রম না করে নিতান্ত দায়সারাভাবে কাজ করে থাকেন। সেদিক থেকে আপনার এই মূল্যবান কাজের ধারা নতুন সৎ গবেষকদের কাছে আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকবে। আপনার উদ্যমী প্রশংসনীয় গবেষণা কর্ম প্রয়াসের প্রতি আমার আন্তরিক শুভ কামনা রইল।"

সাহিত্য ইতিহাস অন্বেষণ অনুধ্যান

বিজন-পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র সংরক্ষিত ঐতিহাসিক উপাদান সমূহের পরিচিতি। যাঁরা প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস পুরাতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, অর্থনীতি, পঞ্চায়েত, কৃষি, মহাজনী প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণায় রত তাদের একান্ত সহায়ক।

ড. নীলরতন সেন– "সাহিত্য ইতিহাস অন্বেষণ অনুধ্যান" তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থটি হাতে পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম। আপনি নিরলসভাবে মূল্যবান পুঁথি দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি সংগ্রহ করে যে সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন সেটি দেখতে লোভ হয়। কিন্তু এই বয়সে

(৭৫) অতটা শারীরিক ধকল নেওয়া সম্ভব নয় বলে সেই ইচ্ছে দমন করতে হচ্ছে।" (১.২.৯৯)

আনন্দবাজার (৪.৩.২০০০)— "সাহিত্য ইতিহাস অন্বেষণ অনুধ্যান নামের গ্রন্থটিতে বর্ণিত হয়েছে .. প্রাচীন পুঁথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, পোড়া মাটির ফলক, প্রস্তর ভাস্কর্য, মুদ্রা প্রভৃতি। লেখক এর বর্ণনামূলক তালিকা ছাড়াও সমকালীন লেখকদের চিঠিপত্র প্রভৃতির বিবরণও তুলে ধরেছেন। ক্ষুদ্র সংগ্রহশালার পক্ষে এই তালিকা প্রণয়নে উদ্যোগ অতীব প্রশংসনীয়।"

দেশ (১৯.৮.২০০০)— "পুঁথি সংগ্রহ খুবই শ্রমসাধ্য। কেননা প্রাচীন পুঁথি বাংলার গ্রামের মানুষের কাছে অত্যন্ত পবিত্র তাই স্থান পেয়েছে দেবমন্দিরে অথবা সিংহাসনে। পুঁথিপূজা বাংলায় ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের একটি দিক। এইরকম দলিল দস্তাবেজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পত্রগুচ্ছ ও পাণ্ডুলিপি, ভাস্কর্য, টেরাকোটা আলোকচিত্র ও প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মাত্র ছটি অধ্যায়ে লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন যা গবেষণা কার্যের বিশেষ সহায়ক হবে।

নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল (মূল কাব্য সহ)

(পৃঃ ৫০০, ম্যাপ আলোকচিত্র, অফসেটে ছাপা)

ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— "এই গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য লৌকিক দেবদেবী বিশেষত ধর্মঠাকুরের পূজা উপাসনার প্রকৃতি এবং জনসমষ্টির সঙ্গে এই বিচিত্র দেবতার প্রসঙ্গ। বস্তুত ধর্মঠাকুরই হচ্ছেন প্রাগৈতিহাসিক দেব বিশেষের শেষ ভগ্নাংশ। গবেষকগণ এই দেবতার উদ্ভবের পিছনে ইরানীয় প্রাক্ বৈদিক, বৈদিক আর্য ও অবৈদিক আর্য বৌদ্ধ ও পৌরাণিকদের বিশ্বাসের এক বিচিত্র রাসায়নিক সংমিশ্রণ লক্ষ্য করেছেন। এ কথা অংশত সত্য, কিন্তু এ ধর্ম বিশ্বাস ও পূজা প্রকরণের গভীরে আছে নিষাধ সংস্কারের অতি প্রাচীন চিহ্ন। ড. মাইতি ময়নার ধর্ম পূজা পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে এ সমস্ত বিচিত্র বিষয় আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। বিস্তৃত পটভূমিকায় তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের লাউসেনের কাহিনীর মূল অনুসন্ধান করেছেন এবং স্থানীয় ধর্মঠাকুরের উল্লেখ করে এই দেবতার সঙ্গে গ্রাম্য সামাজিকতার সন্ধান করেছেন।"

ড. বিজিত কুমার দত্ত— "আপনার ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা পেয়েছি। আপনার পরিশ্রম ও নিষ্ঠাকে অভিনন্দন জানাই। ভূমিকায় আপনার অপরিসীম অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পেয়েছি।"

ড. প্রদ্যোত কুমার মাইতি— "এই পুস্তকের ভূমিকা অংশে তিনি যে পরিশীলিত জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। মধ্যযুগের সাহিত্য ইতিহাস এবং সমাজসংস্কৃতির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আলোচিত পুস্তকটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।"

অধ্যাপক প্রণব বাহুবলীন্দ্র— "ড. সুকুমার মাইতি প্রণীত নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল গ্রন্থখানির প্রকাশ পূর্ব পাণ্ডুলিপি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। কাব্যালোচনায় যেমন পারদর্শিতা ফুটে উঠেছে, ঠিক তেমনি লোকায়ত পদ্ধতি ও প্রণালী বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। লেখক এখানেই থেমে যান নি। কিংবদন্তীর প্রাকার ভেদ করে লুপ্ত ইতিহাসের যোগসূত্র আবিষ্কারেও পা বাড়িয়েছেন। সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি, ধর্মতত্ত্ব ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে গবেষকের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। গৌড়ীয় পরিমণ্ডলে দশম শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী সহস্র বর্ষ পরিব্যাপ্ত মহাকালের অবাঙ্মানসগোচর রূপমূর্তি অলৌকিক যাদুবলে যেন আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত।"